



আবু দাউদ
শরীফ
দ্বিতীয় খন্ড

ইমাম আবু দাউদ (র)

سینا الی داود

আবু দাউদ শরীফ
দ্বিতীয় খণ্ড

আবু দাউদ শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ

ডঃ আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক

সম্পাদনা

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আবু দাউদ শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ : ডঃ আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৮০

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১০২

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭০৬/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭-১২৪২

ISBN : 984-06-0054-x

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ১৯৯২

দ্বিতীয় সংস্করণ

আগস্ট ২০০৬

শ্রাবণ ১৪১৩

রজব ১৪২৭

মহাপরিচালক

মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১৮৫.০০ টাকা মাত্র

ABU DAUD SHARIF (2nd. Vol) Arabic Compilation by Imam Abu Daud Sulaiman Ibnul Ashas As-Sigistani (Rh) and translated by Dr. A. F. M. Abu Baker Siddique into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 August 2006

E-mail:info@islamicfoundation-bd.org

Website:www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 185.00 ; US Dollar : 7.00

সূচীপত্র

কিতাবুস সালাত (অবশিষ্ট)

(নামায)

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

১৫৬.°	রুকু ও সিজদায় হাঁটুর উপর হাত রাখা	...	০৩
১৫৭.	নামাযী রুকু ও সিজদায় যা বলবে	...	০৪
১৫৮.	রুকু ও সিজদার মধ্যে দু'আ পাঠ সম্পর্কে	...	০৭
১৫৯.	নামাযের মধ্যে দু'আ সম্পর্কে	...	০৯
১৬০.	রুকু ও সিজদায় অবস্থানের পরিমাণ	...	১২
১৬১.	কোন ব্যক্তি ইমামকে সিজদারত পেলে তখন সে কি করবে	...	১৪
১৬২.	সিজদার অংগ-প্রত্যংগ	...	১৫
১৬৩.	নাক ও কপালের সাহায্যে সিজদা করা	...	১৬
১৬৪.	সিজদা করার নিয়ম	...	১৭
১৬৫.	এ ব্যাপারে শিথিলতা সম্পর্কে	...	১৮
১৬৬.	কোমরের উপর হাত রাখা নিষেধ	...	১৯
১৬৭.	নামাযের মধ্যে ত্রন্দন করা সম্পর্কে	...	১৯
১৬৮.	নামাযের মধ্যে মনে ওয়াসুওয়াসা ও অন্যান্য চিন্তা আসা মাকরুহ	...	২০
১৬৯.	নামাযের মধ্যে ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়া	...	২১
১৭০.	নামাযের মধ্যে কিরাআতের ভুল শোধরানো নিষেধ সম্পর্কে	...	২২
১৭১.	নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানো মাকরুহ	...	২২
১৭২.	নাক দ্বারা সিজদা করা সম্পর্কে	...	২৩
১৭৩.	নামাযের মধ্যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে	...	২৩
১৭৪.	এ বিষয়ে শিথিলতা সম্পর্কে	...	২৫
১৭৫.	নামাযের মধ্যে যে কাজ বৈধ	...	২৫
১৭৬.	নামাযরত থাকাকালে সালামের জবাব দেয়া	...	২৯
ষষ্ঠ পারা			
১৭৭.	নামাযরত অবস্থায় হাঁচির জবাব দেয়া	...	৩৩
১৭৮.	ইমামের পিছনে আমীন বলা সম্পর্কে	...	৩৬

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৭৯. নামাযের মধ্যে হাতে তালি দেয়া	৩৯
১৮০. নামাযের মধ্যে ইশারা করা সম্পর্কে	৪২
১৮১. নামাযের মধ্যে পাথর অপসারণ সম্পর্কে	৪২
১৮২. নামাযের সময় কোমরে হাত রাখা	৪৩
১৮৩. লাঠির উপর ভর করে নামাযে দাঁড়ানো	৪৪
১৮৪. নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ	৪৫
১৮৫. বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে	৪৫
১৮৬. তাশাহুদ পাঠের সময় বসার ধরন সম্পর্কে	৪৮
১৮৭. চতুর্থ রাকাতে পাছার উপর বসা সম্পর্কে	৫০
১৮৮. তাশাহুদের বর্ণনা	৫৪
১৮৯. তাশাহুদের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পেশ করা	৬০
১৯০. তাশাহুদের পর যে দু'আ পড়তে হয়	৬৪
১৯১. নীরবে তাশাহুদ পাঠ করা	৬৫
১৯২. তাশাহুদের মধ্যে (আংগুল দ্বারা) ইশারা করা	৬৫
১৯৩. নামাযের মধ্যে হাতের উপর ভর করা মাকরুহ	৬৮
১৯৪. বৈঠক সংক্ষেপ করা	৬৯
১৯৫. সালাম সম্পর্কে	৭০
১৯৬. ইমামের সালামের জবাব দেওয়া	৭২
১৯৭. নামাযের পরে তাকবীর বলা সম্পর্কে	৭৩
১৯৮. সালামের মধ্যে স্বর দীর্ঘায়িত না করা সম্পর্কে	৭৩
১৯৯. নামাযের মধ্যে উযু নষ্ট হলে পুনরায় উযু করে বাকী নামায আদায় করা সম্পর্কে	৭৪
২০০. যে স্থানে ফরয নামায আদায় করেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করা সম্পর্কে	৭৪
২০১. দুই সাহু সিজদার বর্ণনা	৭৬
২০২. ভুলবশত নামায পাঁচ রাকাত পড়লে	৮২
২০৩. যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সন্দিহান হয়েছে	৮৫
২০৪. প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নামায শেষ করা	৮৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
২০৫. সালামের পর সিজদা সাহু করা সম্পর্কে ...	৮৯
২০৬. দুই রাকাতের পর তাশাহহুদ পাঠ না করে দাঁড়ানো সম্পর্কে ...	৯০
২০৭. প্রথম তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গেলে ...	৯১
২০৮. দুইটি সাহু সিজদার পর তাশাহহুদ পড়বে, অতঃপর সালাম ফিরাবে ...	৯৩
২০৯. পুরুষদের পূর্বে স্ত্রীলোকদের নামায শেষে প্রশ্নান সম্পর্কে ...	৯৩
২১০. নামায শেষে প্রশ্নানের পদ্ধতি সম্পর্কে ...	৯৩
২১১. নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম ...	৯৪
২১২. কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করার পর জ্বাত হলে ...	৯৫
২১৩. জুমুআর নামাযের বিভিন্ন বিধান ...	৯৬
২১৪. জুমুআর দিনে কোন্ মুহূর্তে দু'আ কবুল হয় ...	৯৮
২১৫. জুমুআর নামাযের ফযীলত ...	৯৯
২১৬. জুমুআর নামায ত্যাগ করার কঠোর পরিণতি সম্পর্কে ...	১০১
২১৭. জুমুআর নামায ত্যাগের কাফফারা ...	১০১
২১৮. যাদের উপর জুমুআর নামায ফরয ...	১০২
২১৯. বৃষ্টির দিনে জুমুআর নামায ...	১০৩
২২০. শীতের রাতে জামাআতে না যাওয়া সম্পর্কে ...	১০৪
২২১. মহিলা ও গোলামদের জন্য জুমুআর নামায ফরয নয় ...	১০৭
২২২. গ্রামাঞ্চলে জুমুআর নামায আদায় সম্পর্কে ...	১০৮
২২৩. ঈদ ও জুমুআ যদি একই দিনে একত্র হয় ...	১০৯
২২৪. জুমুআর দিনে ফজরের নামাযে যে সূরা পড়তে হয় ...	১১১
২২৫. জুমুআর দিনে পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে ...	১১১
২২৬. জুমুআর দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসা ...	১১৩
২২৭. মিম্বর তৈরী সম্পর্কে ...	১১৪
২২৮. মিম্বর রাখার স্থান ...	১১৫
২২৯. সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে যাওয়ার পূর্বে জুমুআর দিন নামায আদায় করা সম্পর্কে ...	১১৬
২৩০. জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত ...	১১৬
২৩১. জুমুআর নামাযের আযান সম্পর্কে ...	১১৭
২৩২. খুতবার সময় অন্যের সাথে ইমামের কথা বলা সম্পর্কে ...	১১৯

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
২৩৩.	ইমামের মিম্বরের উপর উঠে বসা	১১৯
২৩৪.	দাঁড়িয়ে খুতবা (ভাষণ) দেয়া সম্পর্কে	১২০
২৩৫.	ধনুকের উপর ভর করে খুতবা দেয়া	১২১
২৩৬.	মিম্বরের উপর থাকাবস্থায় দুই হাত তোলা অবাঞ্জনীয়	১২৫
২৩৭.	খুতবাসমূহ সংক্ষেপ করা	১২৬
২৩৮.	খুতবার সময়ে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসা	১২৭
২৩৯.	আকস্মিক কারণে ইমামের খুতবায় বিরতি সম্পর্কে	১২৭
২৪০.	ইমামের খুতবা দেয়ার সময় কাপড় জড়িয়ে বসবে না	১২৮
২৪১.	ইমামের খুতবা দেয়ার সময় কথা বলা নিষেধ	১২৯
২৪২.	উয়ু নষ্ট হলে ইমামের অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে	১৩০
২৪৩.	ইমামের খুতবা দেয়ার সময় মসজিদে উপস্থিত হলে	১৩০
২৪৪.	জুমুআর দিনে লোকের কাঁধ টপকিয়ে সামনে যাওয়া সম্পর্কে	১৩২
২৪৫.	ইমামের খুতবা দেয়ার সময় কারো তন্দ্রা আসলে	১৩২
২৪৬.	খুতবা শেষে মিম্বর হতে নেমে ইমামের কথা বলা সম্পর্কে	১৩২
২৪৭.	যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাকাত পায়	১৩৩
২৪৮.	জুমুআর নামাযের কিরাআত সম্পর্কে	১৩৩
২৪৯.	ইমাম ও মুকতাদীর মাঝখানে প্রাচীর থাকলে	১৩৫
২৫০.	জুমুআর ফরযের পরে সুন্নাত নামায আদায় সম্পর্কে	১৩৫
২৫১.	দুই ঈদের নামায	১৩৯
২৫২.	ঈদের নামাযের জন্য মাঠে যাওয়ার সময়	১৩৯
২৫৩.	মহিলাদের ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মাঠে যাওয়া	১৪০
২৫৪.	ঈদের দিনের খুতবা (ভাষণ)	১৪১
২৫৫.	ধনুকের উপর ভর করে খুতবা (ভাষণ) দেওয়া	১৪৪
২৫৬.	ঈদের নামাযে আযান নেই	১৪৪
২৫৭.	ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা	১৪৬
২৫৮.	উভয় ঈদের নামাযে কিরাআত পাঠ	১৪৮
২৫৯.	খুতবা শুনার জন্য বসা	১৪৮
২৬০.	ঈদের নামাযের জন্য এক পথ দিয়ে যাওয়া ও অন্য পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন	১৪৯

সপ্তম পারা

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

২৬১.	কোন ওয়রের কারণে ইমাম প্রথম দিন ঈদের নামাযের জন্য বের হতে না পারলে তা পরের দিন আদায় করা সম্পর্কে	১৫০
২৬২.	ঈদের নামাযের পর অন্য নামায আদায় করা সম্পর্কে	১৫১
২৬৩.	বৃষ্টির দিনে লোকদের নিয়ে ঈদের নামায মসজিদে আদায় করা	১৫১
২৬৪.	ইসতিসকার বিধানসমূহ ও এই নামাযের বর্ণনা	১৫২
২৬৫.	ইসতিসকার নামায আদায়কালে দুই হাত তুলে দু'আ করা	১৫৫
২৬৬.	কুসূফের (সূর্যগ্রহণের সময়) নামায	১৬০
২৬৭.	(কুসূফের নামাযের) দুই রাকাতে চারটি রুকু সম্পর্কে	১৬১
২৬৮.	কুসূফের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে	১৬৭
২৬৯.	কুসূফের নামাযের জন্য আহ্বান করা	১৬৮
২৭০.	সূর্যগ্রহণের সময় দান-খয়রাত করা	১৬৮
২৭১.	সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা	১৬৯
২৭২.	যাঁরা বলেন সূর্যগ্রহণের সময় দুই রাকাত নামায পড়বে	১৬৯
২৭৩.	দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সময় নামায আদায় করা	১৭১
২৭৪.	কোন অশুভ আলামত দেখে সিজদা করা	১৭২
২৭৫.	মুসাফিরের নামায	১৭২
২৭৬.	মুসাফির কখন নামায কসর পড়বে	১৭৪
২৭৭.	সফরের সময় আযান দেওয়া	১৭৫
২৭৮.	সময়ের ব্যাপারে সন্দিহান অবস্থায় মুসাফিরের নামায আদায় করা	১৭৫
২৭৯.	দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা	১৭৬
২৮০.	সফরের সময় নামাযের কিরাআত সংক্ষেপ করা	১৮৩
২৮১.	সফরে সুনাত ও নফল নামায পড়া	১৮৪
২৮২.	বাহনের উপর নফল ও বিতির নামায আদায় করা	১৮৫
২৮৩.	ওজরবশত বাহনের উপর ফরয নামায আদায় করা	১৮৬
২৮৪.	মুসাফির কখন পুরা নামায আদায় করবে	১৮৭
২৮৫.	শত্রুর দেশে অবস্থানকালে নামায কসর করা	১৮৯
২৮৬.	শংকাকালীন নামায (সালাতুল খাওফ)	১৯০
২৮৭.	যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন শংকাকালীন সময়ে সকলকে উভয় দলকে নিয়ে সালাম ফিরাবে	১৯২

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
২৮৮. যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, শংকাকালীন ইমাম . . . ব্যাপারে মতভেদ আছে	১৯৪
২৮৯. একদল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, শংকাকালীন নামায় পড়াকালে . . . শেষ করবে	১৯৫
২৯০. একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে ইমাম . . . এক রাকাত পড়বে	১৯৯
২৯১. একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে ইমাম প্রথম দলের . . . এক রাকাত নামায় পড়বে	২০৬
২৯২. একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে প্রত্যেক দল ইমামের সাথে এক রাকাত করে নামায় পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকাত পড়ার প্রয়োজন নেই	২০১
২৯৩. একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে দুই রাকাত করে নামায় পড়বে	২০৩
২৯৪. শত্রু হত্যার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানকারীর নামায় সম্পর্কে	২০৪
২৯৫. নফল ও সুন্নত নামায়ের বিভিন্ন দিক ও রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে	২০৫
২৯৬. ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামায়	২০৭
২৯৭. ফজরের সুন্নত সংক্ষেপে পড়া সম্পর্কে	২০৭
২৯৮. ফজরের সুন্নাতের পর বিশ্রাম গ্রহণ সম্পর্কে	২১০
২৯৯. কেউ ফাজরের সুন্নাত নামায় আদায়ের পূর্বে ইমামকে জামাআতে নামায়রত পেলে	২১২
৩০০. যদি কারো ফজরের সুন্নাত বাদ পড়ে তবে সে তা কখন পড়বে	২১৩
৩০১. যুহরের আগে ও পরে চার রাকাআত নামায়	২১৪
৩০২. আসরের ফরয নামায়ের পূর্বে নামায় পড়া সম্পর্কে	২১৫
৩০৩. আসরের ফরয নামায়ের পর নামায় পড়া সম্পর্কে	২১৫
৩০৪. সূর্য উপরে থাকতেই তা আদায়ের অনুমতি সম্পর্কে	২১৭
৩০৫. মাগরিবের আগে নফল নামায় আদায় সম্পর্কে	২২০
৩০৬. বেলা এক প্রহরে চাশতের নামায়	২২২

অষ্টমপারা

৩০৭. দিনের নফল নামায় সম্পর্কে	২২৮
৩০৮. সালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে	২২৯
৩০৯. মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নাত নামায় কোথায় পড়বে	২৩২
৩১০. ইশার পর নফল নামায় সম্পর্কে	২৩৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩১১. রাত জাগরণের (তাহাজ্জুদ নামাযের) বাধ্যবাধকতা রহিত করে সহজ বিধান দেয়া হয়েছে	... ২৩৪
৩১২. তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে রাত জাগা সম্পর্কে	... ২৩৫
৩১৩. নামাযের মধ্যে তন্দ্রা এলে	... ২৩৭
৩১৪. নিদ্রার কারণে ওযীফা পরিত্যক্ত হওয়া সম্পর্কে	... ২৩৮
৩১৫. নামাযের নিয়্যাত করবার পর নিদ্রাচ্ছান্ন হলে	... ২৩৯
৩১৬. রাত্রির কোন সময়টা ইবাদাতের জন্য উত্তম	... ২৪০
৩১৭. নবী করীম (সা.) রাতে কখন উঠতেন	... ২৪০
৩১৮. দুই রাকাত নফল দ্বারা রাতের নামায আদায় করা	... ২৪৩
৩১৯. রাতের নামায দুই দুই রাকাত	... ২৪৪
৩২০. রাতের (নফল) নামাযে কিরাত শব্দে পাঠ করা সম্পর্কে	... ২৪৪
৩২১. রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায সম্পর্কে	... ২৪৮
৩২২. নামাযের মধ্যে মধ্যম পস্থা অবলম্বন করার নির্দেশ সম্পর্কে	... ২৬৯
৩২৩. রমযান মাসের রাত্রিকালীন ইবাদত	... ২৭০
৩২৪. লাইলাতুল কদর (মহিমাম্বিত রাত)-এর বর্ণনা	... ২৭৪
৩২৫. যারা বলেন লাইলাতুল কদর একুশের রাতে	... ২৭৭
৩২৬. অন্য তারিখে শবে কদর হওয়া সম্পর্কে	... ২৭৮
৩২৭. এক বর্ণনায় আছে শবে কদর সতের তারিখে	... ২৭৯
৩২৮. শবে কদর রমজানের শেষ সাত দিনে হওয়া সম্পর্কে	... ২৮০
৩২৯. সাতাশে রমযান শবে কদর অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে	... ২৮০
৩৩০. শবে কদর রমযানের যে কোন রাতে হওয়া সম্পর্কে	... ২৮০
৩৩১. কুরআন মাজীদ কত দিনে খতম করতে হবে সে সম্পর্কে	... ২৮১
৩৩২. আল-কুরআনকে পারা ও অংশে ভাগ করে পড়া সম্পর্কে	... ২৮৩
৩৩৩. আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে	... ২৮৮
৩৩৪. কুরআন মাজীদে তিলাওয়াতের সিজদা কয়টি	... ২৮৯
৩৩৫. ছোট ছোট সূরার (মুফাস্সালের) মধ্যে সিজদা না থাকা সম্পর্কে	... ২৯০
৩৩৬. যারা তাতে সিজদা আছে বলে মনে করেন	... ২৯১
৩৩৭. সূরা ইকরা ও ইয়াস সামাউ ইনশাককাত পাঠের পর সিজদা সম্পর্কে	... ২৯১
৩৩৮. সূরা সাদ-এ সিজদা সম্পর্কে	... ২৯২
৩৩৯. যানবাহনের উপর আরোহী থাকাবস্থায় সিজদার আয়াত শুনলে	... ২৯৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৪০. সিজদার মধ্যে কি বলবে	২৯৪
৩৪১. ফজরের নামাযের পর সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে	২৯৫
৩৪২. বিতিরের নামায সন্নাত	২৯৫
৩৪৩. বিতিরের নামায আদায় না করলে তার শাস্তি	২৯৭
৩৪৪. বিতিরের নামায কয় রাকাত	২৯৮
৩৪৫. বিতিরের নামাযের কিরাত	২৯৯
৩৪৬. বিতিরের নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ সম্পর্কে	২৯৯
৩৪৭. বিতিরের পর দু'আ পাঠ সম্পর্কে	৩০৩
৩৪৮. নিদ্রার পূর্বে বিতিরের নামায আদায় সম্পর্কে	৩০৪
৩৪৯. বিতিরের ওয়াক্ত সম্পর্কে	৩০৫

নবম পারা

৩৫০. দু'বার বিতির পড়বে না	৩০৭
৩৫১. নামাযের মধ্যে কুনূত পাঠ সম্পর্কে	৩০৭
৩৫২. ঘরে নফল নামায আদায়ের ফযীলাত সম্পর্কে	৩১০
৩৫৩. দীর্ঘ কিয়াম	৩১২
৩৫৪. ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণে উৎসাহিত করা	৩১২
৩৫৫. কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ছওয়াব সম্পর্কে	৩১৩
৩৫৬. সূরা ফাতিহা সম্পর্কে	৩১৬
৩৫৭. সূরা ফাতিহা লম্বা সূরাগুলোর (অর্থের দিক দিয়ে) অন্তর্ভুক্ত	৩১৭
৩৫৮. আয়াতুল কুরসীর ফযীলাত	৩১৭
৩৫৯. সূরা ইখলাসের ফযীলাত	৩১৮
৩৬০. সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ফযীলাত	৩১৯
৩৬১. কুরআন শরীফের কিরাআতের মধ্যে 'তারতীল' সম্পর্কে	৩২০
৩৬২. কুরআন হিফজের পর তা ভুলে গেলে তার কঠোর পরিণতি সম্পর্কে	৩২৩
৩৬৩. কুরআন সাত হরফে নাযিল হওয়া সম্পর্কে	৩২৪
৩৬৪. দু'আর ফযীলাত	৩২৬
৩৬৫. কংকর দ্বারা তাসবীহ পাঠের হিসাব রাখা	৩৩৫
৩৬৬. নামাযের সালাম শেষে কি দু'আ পড়বে	৩৩৮
৩৬৭. ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে	৩৪২
৩৬৮. সম্পদ ও পরিবার পরিজনদের অভিশাপ দেয়া নিষেধ	৩৫০

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
৩৬৯.	নবী করীম ব্যতীত (স) অন্যের উপর দুরূদ পাঠ সম্পর্কে	৩৫১
৩৭০.	কারো অবর্তমানে তার জন্য দু'আ করা	৩৫১
৩৭১.	শত্রুর ভয়ে ভীত অবস্থায় পাঠ করার দু'আ	৩৫২
৩৭২.	ইস্তিখারার বর্ণনা	৩৫৩
৩৭৩.	আশ্রয় প্রার্থনা করা	৩৫৫
৩. অধ্যায় : কিতাবুয যাকাত		৩৬৫
১.	যে পরিমাণ মালে যাকাত ওয়াজিব হয়	৩৬৬
২.	বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত	৩৬৮
৩.	গচ্ছিত ধনের এবং অলংকারের যাকাত	৩৬৯
৪.	চারণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল পশুর যাকাত	৩৭১
৫.	যাকাত আদায়কারীকে সন্তুষ্ট রাখা	৩৯১
দশম পারা		
৬.	যাকাত আদায়কারীর যাকাত প্রদানকারীদের জন্য দু'আ করা	৩৯৪
৭.	উটের বয়স সম্পর্কে	৩৯৪
৮.	যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাদের নিকট হতে কোন্ স্থানে যাকাত গ্রহণ করবে	৩৯৬
৯.	যাকাত দিয়ে তা পুনরায় ক্রয় করা	৩৯৭
১০.	দাস-দাসীতে যাকাত	৩৯৮
১১.	কৃষিজ ফসলের যাকাত	৩৯৮
১২.	মধুর যাকাত	৪০০
১৩.	যাকাতের জন্য অনুমানপূর্বক আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ	৪০২
১৪.	(যাকাতের জন্য) গাছের ফলের পরিমাণ অনুমানে নির্ণয় করা	৪০২
১৫.	কখন খেজুরের পরিমাণ অনুমান করবে	৪০৩
১৬.	যে ফল যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা জায়েজ্জ নয়	৪০৩
১৭.	সদাকাতুল ফিতর (ফিতরা)	৪০৪
১৮.	সদাকাতুল ফিতর প্রদানের সময়	৪০৫
১৯.	কি পরিমাণ সদাকাতুল ফিতর দিতে হবে তার বর্ণনা	৪০৫
২০.	অর্ধ সা' গম প্রদানের বর্ণনাসমূহ	৪১০
২১.	অবিলম্বে (অগ্রিম) যাকাত ফিতরা পরিশোধ কর	৪১২

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
২২. এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাকাত সামগ্রী খরচ করা সম্পর্কে	৪১৪
২৩. যাকাত কাকে দিতে হবে এবং কাকে ধনী বলা যায়	৪১৪
২৪. ধনী হওয়া সত্ত্বেও যার জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ	৪২১
২৫. এক ব্যক্তিকে যাকাতের মালের কি পরিমাণ দেয়া যেতে পারে	৪২২
২৬. যে অবস্থায় যাচনা করা বৈধ	৪২৩
২৭. ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা	৪২৬
২৮. ভিক্ষাবৃত্তি বা কারো কাছে কিছু চাওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকা	৪২৭
২৯. হাশিম বংশীয়দের যাকাত প্রদান সম্পর্কে	৪৩০
৩০. ফকীর যদি ধনীকে হাদিয়া হিসাবে যাকাতের মাল দেয়	৪৩২
৩১. কোন ব্যক্তি যাকাত প্রদানের পর পুনরায় তার ওয়ারিশ হলে	৪৩৩
৩২. সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার	৪৩৩
৩৩. প্রার্থনাকারীর অধিকার সম্পর্কে	৪৩৮
৩৪. অমুসলিমদের দান-খয়রাত করা	৪৩৯
৩৫. যেসব জিনিস চাইলে দিতে বারণ করা যায় না	৪৩৯
৩৬. মসজিদের মধ্যে যাচনা করা	৪৪০
৩৭. আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু চাওয়া অপছন্দনীয়	৪৪০
৩৮. মহান আল্লাহর নামে সওয়ালকারীকে দান করা সম্পর্কে	৪৪১
৩৯. যে ব্যক্তি তার সকল সম্পদ দান করতে চায়	৪৪১
৪০. এ ব্যাপারে অনুমতি সম্পর্কে	৪৪৩
৪১. পানি পান করানোর ফযীলাত	৪৪৪
৪২. কোন কিছু ধারস্বরূপ দেওয়া	৪৪৬
৪৩. ভাণ্ডার রক্ষকের ছাওয়ার সম্পর্কে	৪৪৬
৪৪. স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর দান-খয়রাত করার বর্ণনা	৪৪৭
৪৫. নিকটাত্মীয়দের অনুগ্রহ প্রদর্শন	৪৪৯
৪৬. কপণতার নিন্দা	৪৫২
৪. অধ্যায় ৪ হারানো প্রাপ্তি	৪৫৪

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান শীর্ষে। এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে স্ব স্ব মর্যাদায় সমাদৃত। সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহুর সংকলন হচ্ছে ‘সুনানু আবু দাউদ’। এটির সংকলক ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস আস সিজিস্তানী (র)। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। তিনি ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবু দাউদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহুকাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকাহ্‌বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের (Text) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইলমে হাদীসের জগতে সুনানু আবু দাউদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত হয়ে ১৯৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

‘সুনানু আবু দাউদ’ সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ্‌ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), উসমান ইবন আবু শায়বা (র), কুতায়বা ইবন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (র)।

ইমাম আবু দাউদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। এই পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তাঁর সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল ঐ সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যা সহীহ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে।

সুনানু আবু দাউদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ ‘মুসলিম’-এর ভূমিকায় বলেন, আবু দাউদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ইমাম আবু দাউদ এমন অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাঁদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তাঁর নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যাঁদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে মাখলাদ (র) বলেন, “হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন যেমন তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ করেন।” আবু সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, “যে ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন।”

পৃথিবীর শতাধিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসগ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯২ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

كِتَابُ الصَّلَاةِ (بِقِيَّتِهِ)

নামায (অবশিষ্ট)

نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاَهَا
 وَأَدَّاهَا إِلَيَّ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا. فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَيَّ
 مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন — যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ তেফাজত করল এবং এমন লোকের নিকট তা পৌঁছে দিল যে তা শুনেনি। জ্ঞানের অনেক বাহক তা এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছায় যে তার অপেক্ষা অধিক সমঝদার — (আবু দাউদ, তিরমিযী)।



۱۵۶۔ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

۱۵۬. অনুচ্ছেদ : রুকু ও সিজদায় হাঁটুর উপর হাত রাখা

۸۶۷- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ فَعُدْتُ فَقَالَ لَا تَصْنَعْ هَذَا فَإِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهَيْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكْبِ -

৮৬৭। হাফ্ছ ইব্ন উমার (র) মুসআব ইব্ন সা'দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আমার পিতার পাশে দণ্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করাকালে আমার হস্তদ্বয় দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখি। এতদর্শনে তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু আমি পুনরায় এরূপ করায় তিনি আমাকে বলেন : তুমি আর এরূপ করো না, কেননা এক সময় আমরাও এরূপ করতাম ; কিন্তু আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমাদের হাঁটুর উপর হাত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

۸۶۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْرِشْ ذِرَاعِيهِ عَلَى فَخْذِيهِ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفْيَيْهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৮৬৮। মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) ... আলকামা ও আসওয়াদ (র) আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন রুকু করবে, তখন সে যেন তার হস্তদ্বয় রানের উপর সম্প্রসারিত করে রাখে এবং হাতের আংগুলগুলো যেন দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর আংগুলগুলো বিচ্ছিন্নভাবে রাখতে দেখেছি --- (মুসলিম, নাসাঈ)।

১৫৭ - **بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ**

১৫৭. অনুচ্ছেদ : নামাযী রুকু ও সিজদায় যা বলবে

৪৬৯ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَعْنَى قَالَا نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ -

৮৬৯। আর-রবী ইবন নাফে আবু তাওবা (র) --- উক্বা ইবন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরআনের আয়াত “ফাসাব্বিহ বিস্মে রব্বিকাল আযীম” অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা এটা রুকুতে পড়বে। অতঃপর কুরআনের অন্য আয়াত সাব্বিহিসমা “রব্বিকাল আলা” অবতীর্ণ হলে তিনি বলেন, এটা তোমরা সিজদায় পড়বে (ইবন মাজা)।

৪৭. - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَوْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا وَ إِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ أَنْ لَا تَكُونَ مَحْفُوظَةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ انْفَرَدَ أَهْلُ مِصْرَ بِإِسْنَادٍ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثُ الرَّبِيعِ وَ حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ -

৮৭০। আহমাদ ইবন ইউনুস (র) --- উক্বা ইবন আমের (রা) হতে বর্ণিত ---

১. অর্থাৎ আল-কুরআনের ঐ নির্দেশ অনুসারে রুকু-র তাসবীহ “সুবহানা রব্বিয়াল আযীম”, আর সিজদার তাসবীহ “সুবহানা রব্বিয়াল আলা” পড়ার আদেশ দেয়া হয়। — (সম্পা.)

পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। এতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রুকু করতেন, তখন “সুবহানা রবিয়াল আজীম ওয়া বিহামদিহি” তিনবার বলতেন। তিনি যখন সিজ্দা করতেন তখন “সুবহানা রবিয়াল আলা ওয়া বিহামদিহি” তিনবার পাঠ করতেন (ইব্ন মাজা)। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন : “বিহামদিহি” শব্দটির ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ আছে।

৪৭১ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ أَدْعُو فِي الصَّلَاةِ إِذَا مَرَرْتُ بِأَيَّةٍ تُخَوِّفُ فَحَدَّثَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُسْتَوْرِدٍ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَمَا مَرَّ بِأَيَّةٍ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ وَلَا بِأَيَّةٍ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ -

৮৭১। হাফস ইব্ন উমার (র) হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছেন। তিনি রুকু মध्ये “সুবহানা রবিয়াল আজীম” এবং সিজ্দাতে “সুবহানা রবিয়াল আলা” পড়তেন এবং কুরআন পাঠের সময় তিনি যখন কোন রহমতের আয়াতে পৌছতেন, তখন তথায় থেমে রহমতের জন্য দু’আ করতেন এবং যখন তিনি কোন আযাবের আয়াত পাঠ করতেন, তখন তথায় থেমে আযাব হতে মুক্তি কামনা করতেন (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

৪৭২ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامُ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ وَرُكُوعِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ -

৮৭২। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্দায় ও রুকুতে “সুবুছুন কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতে ওয়াররুহ” পাঠ করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ)।

৪৭৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَمْتُ مَعَ رَسُولِ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لَأَيْمُرُ بِأَيَّةِ رَحْمَةِ الْأَوْقَفِ
فَسَأَلَ وَلَا يَمُرُ بِأَيَّةِ عَذَابِ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي
رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبْرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظْمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ
قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِأَلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَرَأَ سُورَةَ
سُورَةَ -

৮৭৩। আহমাদ ইবন সালেহ (র) ... আওফ ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নাগাযে দণ্ডায়মান হই। তিনি সূরা বাকারা পাঠকালে যখন রহমতের আয়াতে পৌছতেন, তখন তিনি (স) তথায় থেমে রহমত কামনা করতেন এবং যখন কোন আযাবের আয়াত আসত, তখন তিনি তথায় থেমে আযাব হতে মাগফিরাৎ কামনা করতেন। অতঃপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকুতে অতিবাহিত করেন এবং সেখানে তিনি “সুবহানা যিল্ জাবারুতি ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিব্রিয়াই ওয়াল আযমাতি” পাঠ করেন। অতঃপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় সিজদাতে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেও উপরোক্ত দু’আ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে সূরা আল ইমরান পাঠ করেন, পরে এক একটি সূরা পাঠ করেন -- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

৪৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَا نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو
بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ
أَكْبَرُ ثَلَاثًا ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظْمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ
ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّي
الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ
رُكُوعِهِ يَقُولُ لِرَبِّي الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ
فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ يَقَعُدُ
فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي فَصَلَّى أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ وَ أَلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوْ الْأَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ -

৮৭৪। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী (র) হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতে নামায পড়তে দেখেন। এ সময় তিনি (স) তিনবার আল্লাহ্ আকবার বলে — “যুল-মালকূতি ওয়াল জাবারুতি ওয়াল কিব্রিয়াই ওয়াল আযমাতি” পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করেন এবং তাঁর রুকূর সময় কিয়ামের সমপরিমাণ ছিল। তিনি রুকূতে “সুবহানা রবিবয়াল আযীম, সুবহানা রবিবয়াল আযীম” পাঠ করেন। অতঃপর তিনি রুকূ হতে মস্তক উত্তোলন করেন এবং এ দণ্ডায়মানের সময়টি প্রায় রুকূর সগান ছিল। তিনি এ সময় “লি-রবিবয়াল হাম্দ” পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সিজ্দায় গমন করেন, যার পরিমাণ কিয়ামের অনুরূপ ছিল এবং তিনি সিজ্দাতে “সুবহানা রবিবয়াল আলা” পাঠ করেন। পরে তিনি সিজ্দা হতে মাথা তুলে বসেন এবং তাঁর দুই সিজ্দার মধ্যবর্তী সময়টুকু সিজ্দার সময়ের সমপরিমাণ ছিল এবং এস্থানে তিনি “রবিবগ্‌ফিরলী” পাঠ করেন। এভাবে তিনি চার রাকাত নামায আদায় করেন এবং এই নামাযে তিনি সূরা আল বাকারা, আল ইস্রান, সূরা নিসা এবং সূরা মাইদা বা সূরা আনআম পাঠ করেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম, বুখারী)।

১৫৪. بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

১৫৮. অনুচ্ছেদ : রুকূ ও সিজ্দার মধ্যে দু'আ পাঠ সম্পর্কে

৮৭৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا أَنَا بْنُ وَهْبٍ أَنَا عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَاتَّكُرُوا الدُّعَاءَ -

৮৭৫। আহমাদ ইবন সালেহ (র) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : সিজ্দাকালীন সময়ে বান্দা আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়। অতএব তোমরা এ সময় অধিক দু'আ পাঠ করবে- (মুসলিম, নাসাঈ)।

৮৭৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سَفْيَانَ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ سَحِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ

السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ
مُبَشِّرَاتِ النَّبُوءَةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ وَ إِنِّي نَهَيْتُ
أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَمُوا الرَّبَّ فِيهِ وَ أَمَّا السُّجُودُ
فَاجْتَهَدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُ أَنْ يَسْتَجَابَ لَكُمْ -

৮৭৬। মুসাদ্দাদ (র) ... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। একদা (ইনতিকালের পূর্ব
মুহুর্তে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাজার পর্দা উঠিয়ে দেখতে পান
যে, লোকেরা হযরত আবু বাকর (রা)-র পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামায আদায়
করছে। তখন তিনি সকলকে সম্বোধন করে বলেন : হে লোকগণ! এখন হতে নবুয়াতের আর
কিছুই অবশিষ্ট রইল না, কিন্তু মুসলমানদের সত্যস্বপ্ন যা তারা দেখবে (তাও নবুয়াতের
অংশ বিশেষ)। তিনি আরো বলেন : রুকু ও সিজদাকালীন সময়ে আমাকে কিরাত পাঠ
করতে নিষেধ করা হয়েছে (কেননা রুকু'ব উদ্দেশ্য হল রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা)।
অতএব তোমরা রুকুতে রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর এবং সিজদাতে অধিক দু'আ করার চেষ্টা
কর। তোমাদের এই দু'আ কবুল হবে - - (মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা, আহমাদ)।

۸۷۷- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ
أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ
الْقُرْآنَ -

৮৭৭। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রুকু ও সিজদাতে এই দু'আটি অধিক পাঠ
করতেন : “সুবহানাকা আল্লাহুমা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুমাগফিরলী” এবং
কুরআনের আয়াতের এই অর্থ করতেন - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১. নবী করীম (স) ছিলেন সর্বশেষ রাসূল। তাঁর পর আর কোন নবী বা রাসূলের আগমন হবে না।
তাঁর দ্বারা দীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অবশ্য মু'মিন মুসলমানদের সত্য স্বপ্নকে তিনি নবুয়াতের ছেচল্লিশ
ভাগের একভাগ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এ স্বপ্ন শরীআতের হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
নয়। — (অনুবাদক)

৪৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا وَهْبٌ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَزَّ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ زَادَ ابْنُ السَّرْحِ عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ -

৮৭৮। আহমাদ ইবন সালেহ (র) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজদার মধ্যে এই দু'আ পাঠ করতেন : “আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী যানবী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জাল্লাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু।” ইবনুস সারহ তাঁর বর্ণনায় “আলানিয়াতাহু ওয়া সিররাহু” অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন ... (মুসলিম)।

৪৭৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ أَعُوذُ بِمَعَافَاتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ -

৮৭৯। মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিছানায় না পেয়ে তাঁর সন্ধানে মসজিদে গমন করি। আমি তাঁকে সেখানে সিজদারত অবস্থায় দেখতে পাই, তখন তাঁর পদদ্বয়ের পাতা খাড়া ছিল। এ সময় তিনি এরূপ বলছিলেন : “আউযু বেরিদাকা মিন্ সাখাতিকা ওয়া আউযু বেমাআফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউযুবিকা মিনকা লা আহসা ছানা আলায়কা আনতা কামা আছনায়তা আলা নাফসিকা ... (মুসলিম, ইবন মাজা)।

১০৭ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ

১৫৯. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে দু'আ করা সম্পর্কে

৪৮০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَابِقِيَّةُ نَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ২

عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
 فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ
 مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ
 فَأَخْلَفَ -

৮৮০। আমার ইবন উছমান (র) উরওয়া (রহ) হতে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁকে
 জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ
 করতেন : “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন্ আযাবিল কাব্বরে ওয়া আউযুবিকা মিন্
 ফিতনাতিল মাসীহিদ-দাজ্জাল ওয়া আউযুবিকা মিন্ ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত।
 আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনল্ মাছামে ওয়াল মাগরাম।” তখন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন
 করেন যে, মাগরাম বা কর্জ হতে অধিকভাবে পরিত্রাণ চাওয়ার কারণ কি ? জবাবে তিনি
 বলেন : যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়, তখন সে কথা বলতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং
 ওয়াদাও খেলাফ করে।

৪৪১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّأَهْلِ
 النَّارِ -

৮৮১। মুসাদ্দাদ (র) আব্দুর রহমান ইবন আবু লায়লা (র) তাঁর পিতা হতে
 বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের
 পাশে দণ্ডায়মান হয়ে নফল নামাযে রত ছিলাম। এসময় আমি তাঁকে “আউযু বিল্লাহে
 মিনান্নার ওয়া ওয়াইলুন লে-আহলিন্নার” বলতে শুনেছি (ইবন মাজা)।

৪৪২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ
 شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ

إِرْحَمْنِي وَ مُحَمَّدًا وَلَا تَرَحَّمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ قَدْ تَحَجَّرَتْ وَأَسِعَا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -

৮৮২। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) আবু সালামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা একত্রে নামায আদায় করি। এ সময় এক বেদুইন আরব বলে : ইয়া আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও আমার উপর রহমত বর্ষণ কর এবং আমাদের ব্যতীত অন্যদের উপর রহমত কর না। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে ঐ বেদুইন ব্যক্তিকে বলেন : তুমি অবশ্যই প্রশস্ত বস্তুকে সংকীর্ণ করেছ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রহমত ব্যাপক - - (বুখারী, নাসাঈ)।

৪৪২ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ خَوْلَفٌ وَكِيعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَوَاهُ رَكِيعٌ وَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا -

৮৮৩। যুহায়র ইব্ন হারব (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সূরা “সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আলা” পড়তেন, তখন তিনি “সুব্বানা রব্বিয়াল আলা” পাঠ করতেন।

৪৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وَ كَانَ إِذَا قَرَأَ الْيَسَّ ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى قَالَ سُبْحَانَكَ فَبَلَى فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ يُعْجِبُنِي فِي الْقَرِئَةِ أَنْ يَدْعُو بِمَا فِي الْقُرْآنِ -

৮৮৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না (র) মূসা ইব্ন আবু আয়েশা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ছাদের উপর নামায আদায় করতেন। সে ব্যক্তি যখন কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন : “তিনি (আল্লাহ) কি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম নন ?” — জবাবে বলতেন, “সমস্ত পবিত্রতা তোমারই (আল্লাহর) জন্য, অবশ্যই তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।” তাকে এসম্পর্কে লোকেরা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এরূপ শ্রবণ করেছি। ইমাম আবু দাউদ বলেন : ইমাম আহমাদ বলেছেন যে, ফরয নামাযের দু’আর মধ্যে কুরআনের আয়াত পাঠ করা আমি উত্তম মনে করি।

১৬. - بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

১৬০. অনুচ্ছেদ : রুকু ও সিজদায় অবস্থানের পরিমাণ

৮৮৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا سَعِيدُ الْجَرِيرِيُّ عَنِ السَّعْدِيِّ عَنِ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَوَتِهِ فَكَانَ يَتِمَّكُنُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ قَدْرًا مَا يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا -

৮৮৫। মুসাদ্দাদ (র) সাদী (র) থেকে তাঁর পিতা অথবা তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নামায পাঠরত অবস্থায় দেখেছি। তিনি রুকু ও সিজদার মধ্যে “সুবহানাল্লাহ ওয়া বেহামদিহি” তিনবার পাঠ করার সমপরিমাণ সময় অবস্থান করতেন।

৮৮৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْأَهْوَازِيُّ نَا أَبُو عَامِرٍ وَ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ اسْحَقَ بْنِ يَزِيدَ الْهَذَلِيِّ عَنِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ذَلِكَ أَذْنَاهُ فَادَّاسَجَدَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَذْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ -

৮৮৬। আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসুউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ রুকু করবে, তখন সে যেন সেখানে “সুবহানা রব্বিয়াল আযীম” তিনবার পাঠ করে এবং এটাই সর্বনিম্ন পরিমাণ, এবং যখন সিজদা করবে, তখন সেখানে “সুবহানা রব্বিয়াল

আলা” কমপক্ষে তিনবার পাঠ করবে ... (ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

আবু দাউদ (র) বলেন, এটা আওন (র)-এর মুরসাল হাদীছ। কারণ তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

৪৪৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّهْرِيُّ نَا سُفْيَانَ حَدَّثَنِي اسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِالتِّينِ وَ الزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَلْيَقُلْ بَلَى وَ أَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَ مَنْ قَرَأَ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَانْتَهَى إِلَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى فَلْيَقُلْ بَلَى وَ مَنْ قَرَأَ وَ الْمُرْسَلَتِ فَلْيَقُلْ بَلَى وَ أَنْظِرْ لَعَلَّهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَتَظُنُّ أَنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّينَ حَجَّةً مَا مِنْهَا حَجَّةٌ إِلَّا وَ أَنَا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَجْتُ عَلَيْهِ -

৪৪৭। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ “সূরা তীন ওয়াযযায়তুন”-এর “আলাইসাল্লাহু বি-আহ্কামিল্ হাকেমীন” বলবে, তখন সে যেন অবশ্যই বলে, “বাল্লা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ শাহেদীন; অর্থাৎ অবশ্যই আমি এর সাক্ষী। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি “সূরা লা উকসিমু বি-ইয়াওমিল্ কিয়ামাতির” শেষ আয়াত “আলায়সা যালিকা বি-কাদিরীন আলা আয়-যুহুইয়াল মাওতা” পাঠ করবে, তখন সে যেন অবশ্যই বলে : বাল্লা, অর্থাৎ অবশ্যই ক্ষমতালী। আর যে ব্যক্তি “সূরা মুরসালাত” পাঠ করার সময় “ফাবি-আইয়ে হাদীছিন বা’দাহ্ যুউমিনূন” তেলাওয়াত করে, তখন সে যেন অবশ্যই বলে : “আমান্না বিল্লাহে”, অর্থাৎ আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। রাবী ইসমাঈল বলেন : অতঃপর আমি বর্ণনাকারী বেদুইন আরবকে দেখার জন্য রওয়ানা হই এ উদ্দেশ্যে যে, হয়ত তার (আমার নিকট বর্ণনাকারীর) বর্ণনা সঠিক নয়। এ সময় রাবী আমাকে বলেন : হে আমার ভাতৃশুত্র ! তুমি কি মনে করছ যে, আমি হাদীছ ভুলে গিয়েছি ? অথচ আমি এ জীবনে সর্বমোট ষাটবার হজ্জ আদায় করেছি এবং প্রত্যেক হজ্জের মওসুমে আমি কি ধরনের উটের উপর সফর করেছি, তা এখনও আমার স্মরণ আছে - - (নাসাঈ, তিরমিযী)।

৪৪৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَ ابْنُ رَافِعٍ قَالَا نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ
يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وِرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا
الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَ فِي
سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قُلْتُ لَهُ مَانُوسُ أَوْ
مَابُوسُ فَتَالَ أَمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَيَقُولُ مَابُوسُ وَ أَمَا حَفِظْتَنِي فَمَا نُوسُ وَ هَذَا
لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ قَالَ أَحْمَدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -

৮৮৮। আহমাদ ইবন সালেহ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর এই যুবক হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয ব্যতীত আর কারও পেছনে নবী করীম (স)-এর নামাযের অনুরূপ নামায পড়িনি। তিনি বলেন : আমরা তাঁর রুকু ও সিজদার মধ্যে দশ-দশবার করে রুকু ও সিজদার তাসবীহ পাঠের হিসাব করেছি ... (নাসাঈ)।

১৬১. بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

১৬১. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি ইমামকে সিজদারত পেলে তখন সে কি করবে ?

৪৪৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَنَا
نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَابِ وَ ابْنِ
الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمْ
أَلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعْدُوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ
أَدْرَكَ الصَّلَاةَ -

৮৮৯। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন ফারিস (র) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা যখন নামাযে এসে আমাদের সিজদারত অবস্থায় পাবে, তখন তোমরা সিজদায় शामिल হয়ে

যাবে। তবে উক্ত সিজ্দা নামাযের রাকাত হিসাবে গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি রুকু পেয়েছে, সে নামাযও পেয়েছে (অর্থাৎ ঐ রাকাত প্রাপ্ত হয়েছে)।

১৬২. بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ

১৬২. অনুচ্ছেদ : সিজ্দার অংগ-প্রত্যংগ

৪৯. - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا نَاحِمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ قَالَ حَمَّادُ أَمْرَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا يَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا -

৮৯০। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাকে আল্লাহর তরফ হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, হাম্মাদের বর্ণনায় আছে — তোমাদের নবী (স)-কে সাতটি অংগ দ্বারা সিজ্দা করতে বলা হয়েছে। তিনি নামাযের অবস্থায় চুল ও কাপড় বাঁধতে নিষেধ করেছেন -- (তিরমিযী)।

৪৯১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ وَرَبَّمَا قَالَ أَمْرَ نَبِيِّكُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَرَابٍ -

৮৯১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমাকে একরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে বা তিনি কখনও বলেছেন : তোমাদের নবীকে সাতটি অংগ-প্রত্যংগের দ্বারা সিজ্দা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে - - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাইঈ, ইব্ন মাজা)।

৪৯২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةٌ أَرَابٍ وَجْهَهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ -

৮৯২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যখন কোন বান্দা আল্লাহকে সিজ্দা করে, তখন তার সাথে তার শরীরের সাতটি অংগ-প্রত্যংগ ও সিজ্দা করে। যেমন — তার মুখমণ্ডল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পা (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, আহমাদ) ।

৪৯২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا -

৮৯৩। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। এই হাদীছের বর্ণনা ক্রম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে। তিনি বলেন : বান্দার দুই হাত মুখমণ্ডলের ন্যায় সিজ্দা করে। যখন তোমাদের কেউ কপাল দ্বারা সিজ্দা করে, তখন অবশ্যই সে যেন তার দুটি হাতের তালুও যমীনে রাখে এবং যখন সে কপাল উঠাবে, তখন হাতও উঠাবে (নাসাঈ) ।

১৬২ . بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

১৬৩. অনুচ্ছেদ : নাক ও কপালের সাহায্যে সিজ্দা করা

৪৯৪ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى نَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْبَابِهِ أَثْرُ طِينٍ مِّنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ -

৮৯৪। ইবনুল মুছান্না (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআতের সাথে নামায আদায় করার পর তাঁর কপাল ও নাকের উপর মাটির দাগ পরিলক্ষিত হয় (বুখারী, মুসলিম) ।

৪৯৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ نَحْوَهُ -

৮৯৫। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুয়া (র) ... আব্দুর রাযযাক হতে, তিনি মা'মার হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৬৬. بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ

১৬৪. অনুচ্ছেদ : সিজ্দা করার নিয়ম

৪৯৬ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ نَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ -

৪৯৬। আর-রাবী ইব্ন নাফে (র) - - - আবু ইসহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা হযরত বারাআ ইব্ন আযেব (রা) আমাদের নিকট সিজ্দার নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করার সময় তাঁর হাত দুটি মাটিতে রাখেন এবং হাঁটুর উপর ভর করে পাছা উপরের দিকে উঠান, অতঃপর বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপে সিজ্দা করতেন — (নাসাঈ)।

৪৯৭ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ -

৪৯৭। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা সঠিকভাবে সিজ্দা করবে এবং কুকুরের ন্যায় হস্তদ্বয়কে যমীনের সাথে মিলাবে না - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

৪৯৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بِهِمَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ -

৪৯৮। কুতায়বা (র) - - - হযরত মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সিজ্দা করতেন, তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয়কে এত দূরে রাখতেন যে, কোন বকরীর বাচ্চা ইচ্ছা করলে এর নীচ দিয়ে চলে যেতে পারত - - (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ৩

১৯৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرُنَا أَبُو اسْحَقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ
الَّذِي يُحَدِّثُ بِالتَّفْسِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ ابْطِيهِ وَهُوَ مُجَنَّحٌ قَدْ فَرَجَ يَدَيْهِ -

৮৯৯। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছন দিয়ে আসছিলাম, যখন তিনি নামাযরত ছিলেন। তখন আমি তাঁর বগল মোবারকের নিম্নাংশের সাদা অংশটি দেখি। কারণ এ সময় তিনি তাঁর হস্তদ্বয়কে প্রসারিত করে রেখেছিলেন - - (আহমাদ)।

৯০০- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ نَا الْحُسَيْنُ نَا أَحْمَرُ بْنُ
جَزَاءٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضْدِيهِ عَن جَنْبِيهِ حَتَّى نَازِي لَهُ -

৯০০। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) - - - আহমার ইবন জুয় (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্জাদর সময় তাঁর বাহুদ্বয়কে পার্শ্বদেশ হতে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতেন এবং (এতে তাঁর কষ্ট দেখে) আমাদের করুণা হত - - (ইবন মাজা)।

৯০১- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بِنِ اللَّيْثِ نَا ابْنُ وَهَبٍ نَا اللَّيْثُ عَن
دِرَّاجٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشُ يَدَيْهِ إِفْتَرَّاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضْمٌ فَخَذِيهِ -

৯০১। আবদুল মালিক ইবন শূআয়ব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ সিজ্জাদ করবে, তখন সে যেন তার বাহুদ্বয়কে কুকুরের মত যমীনে বিছিয়ে না রাখে এবং রানদ্বয়ও যেন না মিলায়।

১৬০. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

১৬৫. অনুচ্ছেদ : এ ব্যাপারে শিথিলতা সম্পর্কে

৯০২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ سُمَيِّ عَنِ أَبِي

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا انْفَرَجُوا فَقَالَ اسْتَعِينُوا بِالرُّكْبِ -

৯০২। কুতায়্বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সিজ্জাদার সময় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যংগকে অধিক সম্প্রসারিত রেখে নামায আদায় করার কষ্ট সম্পর্কে তাঁর নিকট অভিযোগ পেশ করলে তিনি বলেন : তোমরা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যংগকে সিজ্জাদার সময় পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্মিলিত রেখে (এ কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে) সাহায্য গ্রহণ কর - - (তিরমিযী, বায়হাকী)।

১৬৬. بَابُ التَّخَصُّرِ وَ الْإِقْعَاءِ

১৬৬. অনুচ্ছেদ : কোমরের উপর হাত রাখা নিষেধ

۹.۳ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ صَبِيحِ الْحَنْفِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ بْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى خَاصِرَتِي فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ -

৯০৩। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র) - - - যিয়াদ ইব্ন সুবায়হ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত ইব্ন উমার (রা)-র পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলাম। এ সময় আমি আমার হস্তদ্বয়কে কোমরের দুই পাশে স্থাপন করি। এতদর্শনে নামায শেষে তিনি আমাকে বলেন : নামাযের মধ্যে এরূপে দণ্ডায়মান হওয়া শূলিকাষ্ঠের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন - - (নাসাঈ)।

১৬৭. بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

১৬৭. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে ক্রন্দন করা সম্পর্কে

۹.۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ نَا

حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مَطْرَفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ وَفِي صَدْرِهِ أَرِيزٌ كَأَرِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ -

৯০৪। আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - মুতাররিফ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এমতাবস্থায় নামায আদায় করতে দেখি যে, তাঁর বক্ষ মোবারক হতে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল -- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

১৬৮. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ

১৬৮. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে মনে ওয়াসওয়াসা ও অন্যান্য চিন্তা আসা মাকরুহ

৯.৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا هِشَامُ يَعْنِي بِنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يَسْهُوُ فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

৯০৫। আহমাদ ইব্ন হাম্বল(র) - - - য়ায়েদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উষু করে একাগ্র চিন্তে নির্ভুলভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মার্জিত হবে।

৯.৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي اِثْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ يَقْبَلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ -

৯০৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - উক্বা ইব্ন আমের আল- জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে

কেউ উত্তমরূপে উযু করে দুই রাকাত নামায খালেস অন্তকরণে আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে -- (মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজ্জ, তিরিমিযী) ।

১৬৭. بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الْأِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

১৬৯. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়া

৯.৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ قَالَا نَا مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْيَى وَرُبَّمَا قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكَتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ كُنْتُ أُرَاهَا نُسِخَتْ وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ -

قَالَ نَا الْمَسُورُ بْنُ يَزِيدَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّمَشْقِيُّ نَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ زَبْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلَبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ لِأَبِي صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ -

৯০৭। মুহাম্মাদ ইবনুল-আলা (র) - - - মিস্ওয়ার ইবন ইয়াযীদ আল-মালিকী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। নামাযের মধ্যে তাঁর (স) পঠিত আয়াতের কিছু অংশ ভুলবশতঃ ছুটে যায়। তখন নামাযশেষে এক ব্যক্তি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আপনি অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে দিয়েছেন। জবাবে তিনি বলেন : তুমি তখন আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দাওনি কেন ?

ইয়াযীদ ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি

বলেন : একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে কিরাআত পাঠকালে সন্দীহান হয়ে পড়েন। তিনি নামায শেষে উবাই (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছ ? জবাবে তিনি বলেন, হাঁ। তখন তিনি (স) বলেন : তোমাকে কিরাআতের সন্দেহ নিরসন করে দিতে কে বাঁধা দিয়েছে ?

১৭. بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

১৭০. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে কিরাআতের ভুল শোধরানো নিষেধ সম্পর্কে

৯.৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرِّيَابِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَى الْأَمَامِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو اسْحَقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا -

৯০৮। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্ন নাজ্জদা (র) - - - আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে আলী ! তুমি নামাযের মধ্যে ইমামের কিরাআতের ভুল শোধরিও না।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : রাবী আবু ইসহাক (র) হারিছ (র) হতে মাত্র চারটি হাদীছ শ্রবণ করেছেন। এই হাদীছটি ওসবের অন্তর্ভুক্ত নয় - - (অর্থাৎ সনদের দিক হতে এই হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়)।

১৭১ - بَابُ الْأَلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

১৭১. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানো মাকরুহ

৯.৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِرْصَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا التَّفَّتْ انْصَرَفَ -

৯০৯। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) - - - আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : বান্দা নামাযের মধ্যে যতক্ষণ

এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দৃষ্টি তার দিকে থাকবে।
অপরপক্ষে যখন সে এদিক-ওদিক খেয়াল করবে, তখন আল্লাহও তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন
-- (বুখারী, নাসাঈ)।

৯১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْعَثِ يَعْنِي ابْنَ سَلِيمٍ عَنِ أَبِيهِ
عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّفَاتِ
الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ -

৯১০। মুসাদ্দাদ (র) - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে (ঘাড় ফিরিয়ে) এদিক-ওদিক
তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন : এটা শয়তানের ছৌঁ মারা, সে
মানুষের নামায হতে কিছু অংশ ছৌঁ মেরে নিয়ে যায় - - (বুখারী, মুসলিম)।

১৭২. بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

১৭২. অনুচ্ছেদ : নাক দ্বারা সিজ্দা করা সম্পর্কে

৯১১. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا عَيْسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَى عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْبَابَتِهِ اثْرَ طَيْنٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ قَالَ أَبُو
عَلِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ -

৯১১। মুআম্মাল ইবনুল ফাদল (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। একদা
জামাআতে নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কপাল ও নাকে মাটির
চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় - - (বুখারী, মুসলিম)।

১৭৩. بَابُ النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ

১৭৩. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে

৯১২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ وَهَذَا
حَدِيثُهُ وَهُوَ أَمُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ الطَّائِيِّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُسَّانُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِيهِ نَاسًا يُصَلُّونَ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ لَيَنْتَهَيْنَ رِجَالُ يُشَخَّصُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ -

৯১২। মুসাদ্দাদ (র) - - - হযরত জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন যে, লোকেরা আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করে নামায আদায় করছে। এতদর্শনে তিনি বলেন : যারা আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নামায পড়ছে। তারা যেন স্বস্থ দৃষ্টি অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে আনে। অন্যথায় তাদের চক্ষু কখনই আর তাদের দিকে ফিরে আসবে না - - (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৯১৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَيَنْتَهَيْنَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ -

৯১৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : লোকদের কি হয়েছে যে, তারা চক্ষু উপরের দিকে উঠিয়ে নামায আদায় করছে ? এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন : তারা অবশ্যই যেন উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করা হতে বিরত থাকে ; অন্যথায় তাদের চক্ষুসমূহ উপড়িয়ে ফেলা হবে - - (বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৯১৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا سَفِينُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُمَيْصَةَ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلْتَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ إِذْ هُبُوبِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَابْتِوْنِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ -

৯১৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ডোরাদার পশ্মী কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন : এই কাপড়ের নকশা আমাকে নামায হতে

অন্যমনস্ক করেছে। তোমরা এই কাপড়টি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার নিকট হতে একটি নকশা-বিহীন কম্বল আনয়ন কর - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মালেক)।

৯১৫ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ وَأَخَذَ كُرْدِيًّا كَانَ لِأَبِي جَهْمٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَمِيصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِنْ الْكُرْدِيِّ -

৯১৫। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) - - - আয়েশা (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু জাহমের নিকট হতে মোটা চাদর গ্রহণ করার পর তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলান্নাহ (স) ! (আপনার) নকশাদার চাদরটি মোটা চাদর হতে উত্তম ছিল।

১৭৪. بَابُ الرَّخِصَةِ فِي ذَلِكَ

১৭৪. অনুচ্ছেদ : এ বিষয়ে শিথিলতা সম্পর্কে

৯১৬ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي السَّلُولِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ تَرَبَّ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّعْبِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أُرْسِلَ فَارِسًا إِلَى الشَّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ -

৯১৬। আর-রবী ইব্ন নাফে (র) - - - সাহল ইব্ন হানযালিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফজরের নামাযের জন্য ইকামত দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের অবস্থায় দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত সুড়ংগ পথের দিকে নজর করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (স) রাতে অশ্বারোহী সেনাকে ঐ স্থানে পাহারা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন।

১৭৫. بَابُ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

১৭৫. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে যে কাজ বৈধ

৯১৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

سَلِيمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ سَامِلٌ
أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذًا سَجَدَ وَضَعَهَا
وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا -

৯১৭। আল-কানাবী (র) - - - আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা যয়নবের মেয়ে উমামাকে কাঁধে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তিনি সিজ্দার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং যখন দাঁড়াতে তখন উঠিয়ে নিতেন - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। (১)

۹۱۸- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ سَلِيمٍ الزَّرْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسًا
إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ
بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صَبِيَةٌ يَحْمِلُهَا
عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا
إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا -

৯১৮। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা মসজিদে উপবিষ্ট থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উমামা বিন্তে আবুল-আসকে নিয়ে আমাদের নিকট আসেন, যার মাতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত যয়নব (রা)। এ সময় তিনি (উমামা) শিশু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে কাঁধে নিয়ে আসেন এবং ঐ অবস্থায় নামায আদায় করেন। তিনি রুকু করার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দণ্ডায়মান থাকাবস্থায় তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন। এইরূপে তিনি নামায সমাপ্ত করেন।

۹۱۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ

(১) বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অনেক মুহাদ্দিছীনদের নিকট হাদীছটি “মানসূখ” (রহিত) বলে পরিগণিত। কারণ মতে এটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যই কেবলমাত্র বৈধ ছিল। অন্যদের মতে, বিশেষ প্রয়োজনে, বাচ্চার নিরাপত্তার জন্য, ছোট বাচ্চাদের নিয়ে নামায আদায় করা জায়েয - - - (অনুবাদক)।

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ لِلنَّاسِ وَ أُمَامَةٌ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ
فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ مَحْرَمَةً مِنْ أَبِيهِ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا -

৯১৯। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) - - - আমার ইব্ন সুলায়ম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু কাতাদা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উমামা বিন্তে আবুল আসকে কাঁধে নিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করেন। তিনি সিজদার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মাখরামা তাঁর পিতার নিকট থেকে একটি মাত্র হাদীছ লাভ করেন (অতএব এই হাদীস মুরসাল)।

৯২. - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ اسْحَقَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ فِي الظُّهْرِ أَوْ العَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ إِذْ خَرَجَ
الْيَنَا وَأُمَامَةٌ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ عَلَى عُنُقِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُصَلَّاهُ وَقَمْنَا خَلْفَهُ وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ قَالَ فَكَبَّرَ
فَكَبَّرْنَا قَالَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا
فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سَجُودِهِ ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي
مَكَانِهَا فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৯২০। ইয়াহুইয়া ইব্ন খালাফ (র) - - - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা যোহর অথবা আসরের নামায আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় ছিলাম। এ সময় হযরত বিলাল (রা) তাঁকে নামাযের জন্য আহ্বান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উমামা বিন্তে আবুল আসকে কাঁধে নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তিনি ইমামতির জন্য স্বীয় স্থানে দাঁড়ান এবং আমরা তাঁর পশ্চাতে দাঁড়াই

এমতাবস্থায় যে, উমামা তাঁর কাঁধেই ছিল। তিনি (স) আল্লাহ্ আকবার বলার পর আমরাও তাকবীর বলি। রাবী বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রুকু করার ইরাদা করলে তাকে नीচে নামিয়ে রেখে রুকু ও সিজদা অদায় করেন। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে তাকে কাঁধে উঠিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাকাতে এরূপ করতে থাকেন।

৯২১- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْتُلُوا الْأَسْوَدِينَ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ -

৯২১। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) --- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কষ্টদায়ক কাল রংয়ের সর্প ও বিচ্ছুকে তোমরা নামাযে রত অবস্থায়ও হত্যা করবে - (নাসাঈ, ইবন মাজা, তিরমিযী)। (১)

৯২২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ نَا بِشْرِعْنِي ابْنِ الْمَفْضَلِ ثَنَا بُرْدٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمَدُ يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ قَالَتْ فَمَشَى لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ -

৯২২। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) --- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘরের দরজা বন্ধ করে নামায আদায় করছিলেন। এ সময় আমি এলে তিনি দরজা খুলে দিয়ে পুনরায় নামাযে রত হন। হাদীছে আরো উল্লেখ আছে যে, দরজাটি কেবলামুখী ছিল - - (নাসাঈ, তিরমিযী)।

[এ সময় রাসূলুল্লাহ (স) নফল নামাযে রত ছিলেন এবং ঘরের দরজাও সাধারণভাবে বন্ধ ছিল, যা এক হাতে খোলা সম্ভব ছিল। — অনুবাদক]

১. কষ্টদায়ক জীব-জন্তুকে এক বা দুই আঘাতে মারা সম্ভব হলে নামাযের মধ্যেও মারা বৈধ। অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যে, এটা যেন “আমলে কাছীর” (অর্থাৎ এমন সব কাজ যদ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়) না হয় (অনুবাদক)।

১৭৬. بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

১৭৬. অনুচ্ছেদ : নামাযে রত থাকাকালে সালামের জবাব দেয়া

৯২৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا ابْنُ قُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلِّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُرَدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا -

৯২৩। মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তিনি নামাযে রত
থাকাবস্থায় সালাম দিতাম এবং তিনি এর জবাবও দিতেন। পরবর্তীকালে আমরা যখন
হাবশের বাদশাহ নাজাশীর নিকট হতে ফিরে এসে তাঁকে নামাযের মধ্যে সালাম করি তখন
তিনি এর জবাব প্রদান করেন নাই। বরং এসময় তিনি বলেন : অবশ্যই নামাযের মধ্যে
(কিরাত, তাসবীহ ইত্যাদি) জরুরী করণীয় কাজ রয়েছে - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

৯২৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ نَا عَاصِمٌ عَنِ أَبِي وَائِلٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَدِمَ وَمَا
حَدَّثَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ
يُحَدِّثُ مَنْ أَمَرَهُ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَدَّثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ
فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ -

৯২৪। মুসা ইবন ইসমাইল (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি
বলেন : আমরা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং আমাদের জরুরী কাজের কথা
বলতাম। পরবর্তীকালে আমি হাবাশ হতে প্রত্যাবর্তনের পর একদা তাঁকে নামাযের মধ্যে
সালাম করলে তিনি এর উত্তর দেননি। ফলে আমার মনে পুরাতন ও নতুন কথা স্মরণ হয়
এবং সালামের জবাব না পাওয়ায় আমি শংকিত হয়ে পড়ি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে আমাকে বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যখন যা ইচ্ছা
করেন, তখন তাই নির্দেশ প্রদান করেন। এখন আল্লাহ নামাযের মধ্যে কথা না বলার নির্দেশ
জারী করেছেন।” একথা বলার পর তিনি আমার সালামের জবাব দেন - - (নাসাঈ)।

৯২৫ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ بَكْرِ بْنِ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ -

৯২৫। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) - - - সুহায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে নামাযে রত অবস্থায় দেখতে পাই এবং সালাম করি। এ সময় তিনি আংগুলের ইশারায় এর জবাব দেন - - (নাসাঈ, তিরমিযী)।

৯২৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرُ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرْسَلَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيَوْمِي بِرَأْسِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتِكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكَلِمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي -

৯২৬। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী (র) - - - জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে মুসতালিক গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। সেখান হতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি তাঁকে উটের উপর নামায (নফল) আদায় করতে দেখি। এ সময় আমি তাঁর সাথে কথা বলি এবং তিনি ইশারায় আমার কথার জবাব দেন। অতঃপর আমি পুনরায় কথা বললে তিনি হাতের ইংগিতে জবাব দেন। এ সময় আমি তাঁকে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং তিনি ইশারায় রুকু-সিজ্দা আদায় করেন। তিনি নামায শেষে আমাকে বলেন : আমি তোমাকে যেজন্য পাঠিয়েছিলাম তার খবর কি ? আমি নামাযে রত থাকার কারণে এতক্ষণ তোমার সাথে বাক্যালাপ করি নাই - - (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

৯২৭ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى الْخُرَّاسَانِيُّ الدَّامِغَانِيُّ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ

১. নামাযের মধ্যে সালামের জবাব প্রদান করা ইসলামের প্রথম যুগ বৈধ ছিল। পরবর্তী কালে এরূপ করতে মহানবী (স) নিষেধ করেন। - (অনুবাদক)

نَاهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ نَا نَافِعٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قِبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ فَقُلْتُ لَيْلَالٌ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ يَقُولُ هَكَذَا وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ -

৯২৭। আল-হুসায়েন ইব্ন ঈসা আল-খুরাসানী আদ-দামিগানী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুবার মসজিদে নামায আদায়ের জন্য গমন করেন। এ সময় মদীনার আনসারগণ আগমন করে তাঁকে নামাযে রত থাকাবস্থায় সালাম প্রদান করেন। রাবী বলেন : তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথী হযরত বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি নামাযে থাকাবস্থায় সালামের জবাব কিভাবে দিলেন ? হযরত বিলাল (রা) বলেন : এভাবে দিয়েছেন।

রাবী জাফর ইব্ন আওন এর (ইশরার) নমুনাস্বরূপ স্বীয় হাতের তালু প্রদর্শন করেন, যার পৃষ্ঠদেশ উপরে এবং বক্ষদেশ নিম্নে অবস্থিত ছিল - - (তিরমিযী)।

৯২৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ قَالَ أَحْمَدُ يَعْنِي فِيمَا أَرَى أَنْ لَا تَسْلِيمٍ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَيَغْرَرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌ -

৯২৮। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নামাযে এবং সালামে কোন ক্ষতি নাই।

রাবী আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন : এর অর্থ এই যে, তুমি কাউকে সালাম করলে এবং সে উত্তর না দিলে তোমার কোন ক্ষতি নেই। অপর পক্ষে ধোঁকা হল এই যে, নামাযী ব্যক্তি কত রাকাত নামায আদায় করেছে তাতে সন্দেহান, এতেও কোন ক্ষতি নেই।

৯২৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ لَا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةٍ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ فَضَّالٍ عَلَى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعَهُ -

৯২৯। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) - - - হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন : এই হাদীছটি মারফু, অর্থাৎ নবী করীম (স) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নামাযের মধ্যে ও সালামে কোনরূপ অনিষ্ট নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইবনুল ফুদায়েল (রহ) ইবনুল মাহ্দীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর সনদ আবু হুরায়রা (রা) পর্যন্ত মারফু করেননি।

পারহ-৬

৬ষ্ঠ পারা

১৭৭. بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ فِي الصَّلَاةِ

১৭৭. অনুচ্ছেদ : নামাযরত অবস্থায় হাঁচির জওয়াব দেওয়া

৯৩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى ح وَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَأَتَكَلَّ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ قَالَ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَيَّ أَفْحَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصَمِتُونِي قَالَ عَثْمَانُ فَلَمَّا رَأَيْتَهُمْ يُسَكِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي وَأُمِّي مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَنِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَحِلُّ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ هَذَا إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا قَوْمٌ حَدِيثٌ عَهْدٌ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخْطُونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَأَفْقَ خَطُّهُ

فَذَاكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرَعِي غَنِيمَاتٍ قَبْلَ أَحَدٍ وَالْجَوَانِيَةُ إِذَا أَطْلَعَتْ عَلَيْهَا إِطْلَاعَةً فَإِذَا الذَّنْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْهَا وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ أَسْفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكُنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَفَلَا أَعْتَقْتُهَا قَالَ أَتَيْتِي بِهَا فَجِئْتُ بِهَا فَقَالَ آيَنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتَقْتُهَا فَأَنْهَا مُؤْمِنَةٌ -

৯৩০। মুসাদ্দাদ (র) হযরত মুয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। এ সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি “ইয়ারহামুকাল্লাহ” (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন) বলি। তখন অন্যান্য লোকেরা আমার প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকায়। তখন আমি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাদের বলি : তোমরা আমার প্রতি এরূপ বক্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের রানের উপর হাত মারছিল, ফলে আমি বুঝতে পারি যে, তারা আমাকে চুপ করতে বলছে।

রাবী উছমান (র) বলেন : আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে, তখন আমি নিজেই চুপ করে থাকলাম। নামায সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে মারেন নাই, ধমক বা গালিও দেন নাই। অতঃপর তিনি (স) বলেন : মনে রাখবে এটা নামায, এর মধ্যে কথাবার্তা বলা অনুচিত। বরং নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআনের আয়াত পাঠ করা যেতে পারে। অথবা রাসূলুল্লাহ (স) অনুরূপ কিছু বলেছেন। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লাম) ! আমি অন্ধকার যুগের অতি নিকটের লোক, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদের দীন ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে এখনও অনেক লোক এরূপ আছে যারা গণকের নিকট গমন করে থাকে। জবাবে তিনি (স) বলেন : তোমরা তাদের নিকট গমন কর না। তখন আমি বলি : আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে ‘যারা ফাল’ বা কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাসী। জবাবে তিনি (স) বলেন : এটা এমন একটা ধারণা যা তাদের অন্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে, তা যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে। তখন আমি বলি : আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা রেখা টেনে ভাগ্যবিধি নির্ধারণ করে থাকে। জবাবে তিনি (স) বলেন : পূর্ববর্তী কোন কোন নবীও এর সাহায্য নিয়েছেন, কাজেই যার রেখা তার ভাগ্যের অনুকূল হবে, তা তার জন্য সঞ্চিত। তখন আমি বলি : আমার একটি দাসী আছে যে ওহেদ ও জাওনিয়াহ নামক স্থানে বকরী চরায়। একদা আমি সেখানে গিয়ে দেখি নেকড়ে বাঘ একটি বকরী নিয়ে গেছে এবং আমি আদম সন্তান হিসাবে এজন্য দুঃখিত ও

রাগান্বিত হয়ে তাকে চপেটাঘাত করি। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এটাকে ঘোরতর অপরাধ হিসাবে গণ্য করেন। তখন আমি বলি : আমি কি তাকে আযাদ করে দেব ? তখন নবী করীম (স) সেই দাসীকে তাঁর নিকট আনার নির্দেশ দেন। তখন আমি তাকে তাঁর (স) খিদমতে উপস্থিত করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন : আল্লাহ তাআলা কোথায় অবস্থান করেন ? জবাবে সে বলে : আসমানে। তখন তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন : আমি কে ? জবাবে দাসী বলে : আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি (স) বলেন : তাকে আযাদ করে দাও, কেননা সে একজন ঈমানদার স্ত্রীলোক -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

৯৩১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو نَا فُلَيْحٌ عَنْ هَلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلْمِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْتُ أُمُورًا مِّنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ قَيْلَ لِي إِذَا عَطِشْتُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَإِذَا عَطِشَ الْعَاطِسُ فَحَمَدَ اللَّهَ فَقُلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ عَطِشَ رَجُلٌ فَحَمَدَ اللَّهَ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ رَافِعًا بِهَا صَوْتِي فَرَمَانِي النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ حَتَّى أَحْتَمَلَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ بِأَعْيُنٍ شَرِّرٍ قَالَ فَسَبَّحُوا فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قِيلَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذَكَرِ اللَّهَ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ فَمَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ أَرْفَقَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৯৩১। মুহাম্মাদ ইবন ইউনুস (র) --- মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে আগমনের পর আমাকে শরীআতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। এ সময় আমাকে একরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যখন তুমি হাঁচি দিবে তখন “আল্‌হামদু লিল্লাহ” বলবে এবং যখন অন্য কাউকে হাঁচি দেওয়ার পর “আল্‌হামদু লিল্লাহ” বলতে শুনবে, তখন তুমি “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলবে। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করাকালে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে “আল্‌হামদু লিল্লাহ” বললে আমি তার জবাবে উচ্চ রবে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলি। তখন উপস্থিত জনগণ আমার প্রতি বক্র

দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে, যা আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। তখন আমি তাদের সম্বোধন করে বলি : তোমরা আমার প্রতি এরূপ দৃষ্টিতে কেন তাকাচ্ছ ?

রাবী বলেনঃ অতঃপর লোকেরা ‘তাসবীহ’ বা সুবহানাল্লাহ বলেন। অতঃপর নামায সমাপনান্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, নামাযের সময় কে কথা বলেছে? জবাবে তাঁকে জানানো হয় যে, এই বেদুইন লোকটি কথা বলেছে। রাবী বলেনঃ তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে কাছে ডেকে বলেন : মনে রেখ, নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র কুরআন পাঠ ও আল্লাহর যিকিরই হয়ে থাকে। কাজেই যখন তুমি নামায আদায় করবে, তখন তোমার এরূপ অবস্থা হওয়া দরকার। রাবী বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অধিক দয়ালু ও বিনয়ী কোন শিক্ষক কখনও দেখি নাই।

১৭৪. بَابُ التَّائِمِينَ وَرَاءَ الْإِمَامِ

১৭৮. অনুচ্ছেদ : ইমামের পিছনে আমীন বলা সম্পর্কে

৯৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ عَنْ حُجْرِ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ -

৯৩২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ----- ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম “ওয়ালাদাল্লীন ” পাঠ করার পর জোরে “আমীন” বলতেন ---- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৯৩৩ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الشَّعِيرِيُّ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ كَهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَبَّسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَهَرَ بِآمِينَ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ -

৯৩৩। মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র) ----- ওয়ায়েল ইব্ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করাকালে তিনি উচ্চ স্বরে আমীন বলেন এবং (নামায শেষে) ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরান এভাবে যে — আমি তার গণ্ডদেশের সাদা অংশ পরিষ্কারভাবে দেখি।

৯৩৪- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْشَى عَنْ بَشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَا غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَ مِنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ -

৯৩৪। নাসর ইব্ন আলী (র) ... আবু হুরায়রা (রা)-র চাচাত ভাই হযরত আবু আবুদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম “গায়রিল্ মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদাল্লীন ” পাঠের পর এমন জোরে “আমীন” বলতেন যে, প্রথম কাতারের তাঁর নিকটবর্তী লোকেরা এই শব্দ শুনতে পেত -- (ইব্ন মাজা)।

৯৩৫- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْأَمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَاَفَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

৯৩৫। আল্ - কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন ইমাম “গাইরিল্ মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদাল্লীন” বলবে, তখন তোমরা “আমীন” বল। কেননা যার আমীন শব্দটি ফেরেশতার উচ্চারিত আমীন শব্দের সাথে মিশ্রিত হবে, তার অতীতের যাবতীয় (সগীরাহ) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে --- (বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা) ।

৯৩৬- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آمَنَ الْأَمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَاَفَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ -

৯৩৬। আল্ - কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলবে।

কেননা যে ব্যক্তির আমীন শব্দ ফেরেশতার আমীন শব্দের সাথে মিলবে তার পূর্ব-জীবনের সমস্ত গোনাহ মার্জিত হবে — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)। ইবন শিহাব (রহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) - ও 'আমীন' বলতেন।

৯৩৭- حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهُوِيَةَ اَنَا وَكَيْعُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ بِلَالٍ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَا تَسْبِقْنِيْ بِاَمِيْنٍ -

৯৩৭। ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ----- বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার আগে 'আমীন' বলবেন না। ১

৯৩৮- حَدَّثَنَا الْوَلَيْدُ بْنُ عْتَبَةَ الدِّمَشْقِيُّ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا نَا الْفَرِبَابِيُّ عَنْ صَبِيْحِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُحَرَّرِ الْحِمَصِيِّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ مُصَبِّحِ الْمَقْرِنِيُّ قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ اِلَى اَبِيْ زُهَيْرِ النُّمَيْرِيِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَيَتَحَدَّثُ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ فَاِذَا دَعَا الرَّجُلُ مَنَّا بِدُعَاءٍ قَالَ اَخْتَمَهُ بِاَمِيْنٍ فَاِنْ اَمِيْنٌ مِّثْلُ الطَّابِعِ عَلٰى الصَّحِيْفَةِ قَالَ اَبُوْ زُهَيْرٍ اَخْبِرْكُمْ عَنْ ذَلِكَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَلَحَّ فِي الْمَسْئَلَةِ فَوَقَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَوْجِبَ اِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ بَايَ شَيْءٍ يَخْتَمُ فَقَالَ اَمِيْنٌ فَاِنَّهُ اِنْ خَتَمَ بِاَمِيْنٍ فَقَدْ اَوْجِبَ فَاَنْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاتَى الرَّجُلُ فَقَالَ اَخْتَمُ يَافُلَانُ بِاَمِيْنٍ وَ اَبْشِرْ وَ هَذَا لَفْظُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَالْمَقْرَانِيُّ قَبِيْلَةٌ مِّنْ حَمِيْرٍ -

৯৩৮। আল-ওয়ালীদ ইবন উতবা আদ-দিমাশকী (র) ----- আবু মুসাব্বিহ আল-মাকরাঈ (রহ) বলেন, আমরা হযরত আবু যোহায়ের আন-নুমায়রী (রা)-র খিদমতে বসতাম এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তিনি উত্তম হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন। অতঃপর আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন কোনরূপ দু'আ করত তখন তিনি বলতেনঃ তোমরা আমীন শব্দের উপর দু'আ শেষ করবে। কেননা আমীন শব্দটি ঐশী গ্রন্থের মোহর বা সীলস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে আমি তোমাদের কাছে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে চাই।

১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ হলেও তখনও বিলাল ইবন আবু রিবাহ (রা)-র পাঠ শেষ হত না। তাই তিনি একথা বলেন। - অনুবাদক

এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে বাইরে গমন করি। এসময় আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হই, যিনি অনেক অনুনয়-বিনয় সহকারে দু'আ করেন। নবী করীম (স) তার কথা শ্রবণের জন্য সেখানে দণ্ডায়মান হন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি সে শেষ করে তবে তার দু'আ কবুল হবে। এ সময় সমবেত লোকদের মধ্য হতে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : সে কোন জিনিসের উপর (দু'আ) শেষ করবে ? তিনি বলেন, যদি সে আমীনের উপর দু'আ শেষ কর। কেননা যদি সে আমীনের উপর তার দু'আ সমাপ্ত করে তবে তার দু'আ কবুল হবে। অতঃপর প্রশংসারী ব্যক্তি দু'আয় রত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, যিনি তখন দু'আর মধ্যে মশগুল ছিলেন। তখন তিনি তাঁকে বলেন : তুমি আমীন শব্দের উপর তোমার দু'আ শেষ কর এবং সাথে সাথে দু'আ কবুলের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

১৭৭. بَابُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ

১৭৯. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে হাতে তালি দেওয়া

৭৩৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ -

৯৩৯। কুতায়বা ইব্ন সায়ীদ (র) --- হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : নামাযের মধ্যে ইমামের কোনরূপ ঠুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে পুরুষেরা “সুবহানাল্লাহ” বলবে এবং স্ত্রীলোকেরা হাতের উপর হাত তালি মেরে শব্দ করবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী ইব্ন মাজা)।

৭৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَقِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا

يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ اتَّفَقَتْ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَمْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمَدَ اللَّهُ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَّبِعَ إِذَا أَمَرْتُكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيْحِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْبِحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ اتَّفَقَتْ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا فِي الْفَرِيضَةِ -

৯৪০। আল্ কানাবী (র) - - - - - হযরত সাহল ইব্ন সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বানু আমর ইব্ন আওফ গোত্রের বিবাদ মীমাংসার জন্য গমন করেন। তখন নামাযের সময় উপস্থিত হলে মুআযযিন (হযরত বিলাল রা) হযরত আবু বাকর (রা) - কে বলেন : আপনি কি জামাআতে নামাযের ইমামতি করবেন? তখন তিনি স্বীকৃতি প্রদান করায় ইকামত দেয়া হলে হযরত আবু বাকর (রা) নামায শুরু করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করেন যে, তখন নামায আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তিনি পিছন হতে সামনের কাঁতারে গিয়ে দণ্ডায়মান হন। মুসল্লীরা তাঁকে দেখে হাতের উপর হাত মেরে শব্দ করছিল, কিন্তু হযরত আবু বাকর (রা) এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। অতঃপর শব্দ অধিক হওয়ার কারণে তিনি সে দিকে খেয়াল করতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দর্শন করেন (এবং সাথে সাথেই পিছনের দিকে সরে আসতে চেষ্টা করেন)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশারায় তাঁকে স্বীয় স্থানে অবস্থানের নির্দেশ দেন। তখন হযরত আবু বাকর (রা) স্বীয় হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করে এজন্য আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং পশ্চাতে সরে এসে কাতারে शामिल হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইমামের স্থানে গমন করে নামায সমাপনান্তে হযরত আবু বাকর (রা)-কে বলেনঃ হে আবু বাকর ! আমার নির্দেশ সত্ত্বেও কিসে তোমাকে ইমামের স্থানে অবস্থান করতে বাধা দিয়েছে ? জবাবে তিনি বলেনঃ আবু কুহাফার পুত্রের (আবু বাকর) জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে ইমামতি করা শোভা পায় না।

তখন রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ তোমরা হাতের উপর হাত মেরে নামাযের মধ্যে এত বেশী শব্দ কেন করলে ? যদি ইমামের কোন ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে তোমরা “সুবহানাল্লাহ” বলবে। কেননা তোমাদের সুবহানাল্লাহ বলা শুনলে ইমাম সেদিকে খেয়াল করবে। নামাযের মধ্যে হাতের উপর হাত মেরে শব্দ করা কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য নির্ধারিত — (বুখারী, মুসলিম, নাসাই)।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এটা কেবলমাত্র ফরয নামাযের বেলায় প্রযোজ্য।

৯৬১- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ قِتَالُ بَيْنِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُمْ لِيُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظَّهْرِ فَقَالَ لِبِلَالٍ إِنْ حَضَرْتَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ لَمْ أَتَكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمَّا حَضَرْتَ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ قَالَ فِي آخِرِهِ إِذَا تَابَكُمُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْبِحِ الرَّجَالَ وَ لِيُصَفِّحِ النِّسَاءَ -

৯৪১। আমর ইব্ন আওন (র) হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : বানু আমর ইব্ন আওফ গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষের খবর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছানোর পর তিনি যোহরের নামায আদায় করে তাদের মধ্যে সন্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য গমন করেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে বলেনঃ আমি যদি আসরের সময় ফিরে না আসতে পারি, তবে আবু বাকর (রা)-কে নামায পড়াতে বলবে। অতঃপর আসরের নামাযের সময় হলে হযরত বিলাল (রা) আযান ও ইকামাত দেওয়ার পর হযরত আবু বাকর (রা)-কে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। হযরত আবু বাকর (রা) ইমামতির স্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নামায শুরু করেন।

রাবী হাদীছের শেষাংশে মহানবী (স)-এর একথাও বর্ণনা করেছেন যে, যখন তোমরা নামাযে ইমামের কোন ক্রটি-বিচ্যুতি দেখতে পাও তখন পুরুষেরা “সুবহানাল্লাহ” এবং স্ত্রীলোকেরা “হাতে তালি দিয়ে” শব্দ করবে।

৯৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيدُ نَا عِيْسَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ قَوْلُهُ التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ تَضْرِبُ بِأَصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا الْيُسْرَى -

৯৪২। মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র) ঈসা ইব্ন আইয়ুব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)—৬

স্ত্রীলোকদের জন্য হাতে হাত মেরে শব্দ করার পদ্ধতি এই যে, তারা ডান হাতের অঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের তালুতে মারবে।

১৮. بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

১৮০. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে ইশারা করা সম্পর্কে

৯৪৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ شَبُويَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ -

৯৪৩। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনে ইশারা করতেন। (যেমন কেউ সালাম করলে তিনি মাথার ইশারায় তার জবাব দিতেন। অবশ্য তা নফল নামায আদায়ের সময় করতেন)।

৯৪৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ يَعْقُوبَ بْنِ عْتَبَةَ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنِ أَبِي غَطَفَانَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِثَارَةً تَفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ لَهَا يَعْنِي الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَهُمْ -

৯৪৪। আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নামাযের মধ্যে (ইমামের ত্রুটি-বিচ্যুতি জ্ঞাতার্থে) পুরুষগণ “সুবহানাল্লাহ” বলবে এবং স্ত্রীলোকেরা “হাতের উপর হাত মারবে”। এ ধরনের ইশারার দ্বারা ইমাম তার নামাযের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে তা সঠিকভাবে আদায় করবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন : এই হাদীছটি সন্দেহজনক।

১৮১. بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

১৮১. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে পাথর অপসারণ সম্পর্কে

৯৪৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي الْأَحْوَصِ شَيْخٍ مِّنْ أَهْلِ

الْمَدِينَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَرَوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجَهَهُ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَى -

৯৪৫। মুসাদ্দাদ (র) হযরত আবু যার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ নামাযে রত হয়, তখন তার সম্মুখভাগ হতে রহমত নাযিল হয়। অতএব নামাযী ব্যক্তি যেন সম্মুখ ভাগের পাথর (ইত্যাদি) অপসারণ না করে (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী) । ১

۹۴۶ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْسَحُ وَأَنْتَ تُصَلِّيُ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعْلَأْ فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةً لِلْحَصَى -

৯৪৬। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) মুআয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা নামাযে রত অবস্থায় (সিজ্দার স্থান হতে) কিছু অপসারিত করবে না। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে একবার পাথরকণা সরিয়ে সমতল করতে পার (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী) ।

۱۸۲ . بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيُ مُخْتَصِرًا

১৮২ অনুচ্ছেদ : নামাযের সময় কোমরে হাত রাখা

۹۴۷ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ -

৯৪৭। ইয়াকুব ইব্ন কাব (র) মুআয়কীব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে 'ইখতিসার' করতে নিষেধ করেছেন - -

(১) অবশ্য বেশী অসুবিধা হলে পাথর বা অন্য জিনিস সিজ্দা বা রুকূর স্থান হতে এমনভাবে অপসারণ করা যেতে পারে, যাতে নামাযের কোন ক্ষতি না হয়। - (অনুবাদক)

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এর অর্থ হল পেটের পার্শ্বদেশে হাত রেখে (ভর দিয়ে) দণ্ডায়মান হওয়া। ১

১৪২. بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَصَا

১৮৩. অনুচ্ছেদ ৪ লাঠির উপর ভর করে নামাযে দাঁড়ানো

৯৬৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ نَا أَبِي عَنْ شَيْبَانَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ قَدِمْتُ الرِّقَّةَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ غَنِيمَةٌ فَدَفَعْنَا إِلَيَّ وَأَبْصَةً قُلْتُ لِصَاحِبِي نَبْدًا فَنَنْظُرُ إِلَى دَلَّةٍ فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لِأَطْيَةِ ذَاتِ أُذُنَيْنِ وَبُرْنَسُ خَزْزٍ أَغْبَرَ وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصَا فِي صَلَاتِهِ فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا فَقَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مُحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عُمُودًا فِي مِصْلَاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ -

৯৬৮। আবদুস সালাম ইবন আবদুর রহমান (র) ... হেলাল ইবন ইয়াসাফ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন শাম (সিরিয়া) দেশের রাক্কা নামক শহরে যাই, তখন আমার কোন একজন সাথী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ আছে কি? আমি বলি, এটা তো আমার জন্য গনীমত স্বরূপ। তখন তিনি আমাকে হযরত ওয়াবিছা (রা)-র খিদমতে নিয়ে যান। আমি আমার সংগীকে বলি, আমরা প্রথমে বেশভূষার প্রতি নজর করব। আমরা তাঁর মস্তকের সাথে মিলিত একটি টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই, যার দুই দিক কানের মত উচু ছিল এবং সেটা রেশম ও পশম দ্বারা তৈরী ছিল। তিনি (বয়ঃবৃদ্ধির কারণে) লাঠিতে ভর দিয়ে নামায আদায় করছিলেন। (নামায শেষে) সালাম ফেরানোর পর আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, (আপনি লাঠিতে ভর দিয়ে কিরূপে নামায আদায় করলেন এটা কি জায়েয) ? তিনি বলেন, উস্মে কায়েস বিন্তে মিসান (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বয়ঃবৃদ্ধির ফলে যখন তাঁর শরীরের গোশত টিলা হয়ে যায়, তখন (দুর্বলতার কারণে) তিনি নামায আদায়ের জন্য তাঁর জায়নামাযের নিকট লাঠি রাখেন এবং তাতে ভর দিয়ে নামায আদায় করতেন।

১. কেউ কেউ বলেন, ইখতিসার শব্দের অর্থ হল কোমরে হাত রেখে অথবা কোমরে কোন বস্তুর ঠেস লাগিয়ে নামায পড়া।

১৮৪. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

১৮৪. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ

৯৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا هُشَيْمٌ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شَبِيلٍ عَنْ عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ -

৯৪৯। মুহাম্মাদ ইব্ন সৈয়া (র) হযরত য়য়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : (ইসলামের সূচনাকালে) আমরা নামাযের মধ্যে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করতাম। এ সময় আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় : “তোমরা আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা হিসাবে (নামাযের মধ্যে) দণ্ডায়মান হও।” এ সময় আমাদেরকে নামাযের মধ্যে নীরবতা পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয় — (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, তিরমিযী)।

১৮৫. بَابُ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ

১৮৫. অনুচ্ছেদ : বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে

৯৫০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالٍ يَعْنِي ابْنَ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ فَاتَّيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرٍو قُلْتُ حَدَّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ -

৯৫০। মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আঙ্গার নিকট হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : বসে নামায আদায় করলে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার অর্ধেক ছুওয়াব পাওয়া যায়। (এতদশ্রবণে) আবদুল্লাহ (রা) বলেন : অতঃপর আমি তাঁর (সা)

খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে বসে নামায আদায় করতে দেখি। এতদর্শনে আমি আশ্চর্যব্বিত হয়ে মাথায় হাত রাখি। এ অবস্থায় তিনি (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন : হে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ! তোমার কি হয়েছে ? জবাবে আমি বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ! আমার নিকট হাদীছ বর্ণিত হয়েছিল যে, আপনি বলেছেন যে, বসে নামায আদায়কারী অর্ধেক ছওয়াব প্রাপ্ত হয়, অথচ আপনি নিজেই বসে নামায আদায় করছেন। জবাবে তিনি (স) বলেন : হাঁ, আমি এইরূপ বলেছি, কিন্তু আমি তোমাদের তুল্য নই (মুসলিম, নাসাঈ)।

৯৫১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ صَلَاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا وَصَلَاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا -

৯৫১। মুসাদ্দাদ (র) ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি বলেন : বসে নামায আদায় করার চাইতে দণ্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করা উত্তম এবং বসে নামায আদায় করলে দাঁড়ানোর অর্ধেক ছওয়াব পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেন : শুয়ে নামায আদায় করলে বসে নামায আদায়ের অর্ধেক ছওয়াব যাওয়া যাবে। সবুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৯৫২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا وَكَيْعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ -

৯৫২। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান (র) হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পাজরের মধ্যে ব্যথা থাকায় নামায আদায়কালে অসুবিধা হত। এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি (সা) বলেন : সম্ভব হলে তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে, এতে অসুবিধা হলে বসে নামায পড়বে এবং তাতেও অপারগ হলে শুয়ে পার্শ্বদেশের উপর ভর করে নামায আদায় করবে - (বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

৯৫৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السَّنِّ فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ -

৯৫৩। আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত কোন দিন বসে নামায আদায় করতে দেখি নাই। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বসে সূরা পাঠ করতেন। ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে তা শেষ করত রুকু- সিজ্দা করতেন ---- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৯৫৪- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ وَأَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ فَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرًا مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ -

৯৫৪। আল্- কানাবী (র) ----- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : (বৃদ্ধ বয়সে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নফল নামাযে বসে কিরাআত পাঠ করতেন। অতঃপর ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে তিনি দণ্ডায়মান হয়ে তার পাঠ সমাপ্ত করতঃ রুকু এবং সিজ্দা করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকাতও অনুরূপভাবে আদায় করতেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : এই হাদীছটি হযরত আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস (র) হযরত আয়েশা (রা) হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করছেন।

৯৫৫- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسِرَةَ وَأَيُّوبَ

يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَ لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا -

৯৫৫। মুসাদ্দাদ (র) ----- হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও রাত্রিতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে এবং কখনও দীর্ঘ সময় বসে নামায আদায় করতেন। তিনি যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, তখন রুকুও ঐ অবস্থায় করতেন এবং যখন বসে নামায আদায় করতেন তখন রুকুও ঐ অবস্থায় করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা) ।

৯৫৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا كَهَمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي رَكْعَةٍ قَالَتْ الْمَفْصَلُ قَالَ قُلْتُ فَكَانَ يُصَلِّيَ قَاعِدًا قَالَتْ حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ -

৯৫৬। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ----- হযরত আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক রাকাতে কি একটি সূরা তিলাওয়াত করতেন? জবাবে তিনি বলে : হাঁ ‘মুফাসসাল’ অর্থাৎ দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন। রাবী বলেন : অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি (স) কি বসে নামায আদায় করতেন? জবাবে তিনি বলেন : যখন তাঁর বয়স অধিক হয়ে যায়, তখন তিনি বসে নামায পড়তেন।

১৮৬- بَابُ كَيْفِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُدِ

১৮৬. অনুচ্ছেদ : তাশাহুদ পাঠের সময় বসার ধরন সম্পর্কে

৯৫৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّيَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ

حَتَّىٰ حَادَتْهَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ
قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأَقْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخْذِهِ الْيُسْرَىٰ
وَحَدُّ مِرْفَقِهِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ فَخْذِهِ الْيُمْنَىٰ وَقَبِضَ ثَنْتَيْنِ وَحَلَقَ حَلَقَةً وَرَأَيْتَهُ يَقُولُ
هَكَذَا وَحَلَقَ بِشُرِّ الْأَبْهَامِ وَالْوُسْطَىٰ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ .

৯৫৭। মুসাদ্দাদ (র) ওয়ায়েল ইবন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতির প্রতি নজর করি। আমি দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে দণ্ডায়মান হন। অতঃপর তিনি ‘আল্লাহু আকবার’ বলে স্বীয় উভয় হস্ত কান পর্যন্ত উঠান এবং পরে ডান হাত দ্বারা বাম হাত চেপে ধরেন। পরে যখন তিনি রুকু করার ইরাদা করেন, তখন তিনি উভয় হস্ত অনুরূপভাবে উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিয়ে, বাম হাত উক্ত পায়ের রানের উপর রাখেন এবং ডান হাতের কনুই ডান পা হতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখেন এবং কনিষ্ঠ ও অনামিকা অংশগুলিকে গুটিয়ে রাখেন এবং বৃদ্ধাংশগুলিকে মধ্যমার সাথে মিশ্রিত করে বৃত্তাকারে রাখেন। অতঃপর আমি তাঁকে এরূপ করতে দেখেছি। (রাবী বলেনঃ) অতঃপর বিশর তাঁর বৃদ্ধাংশগুলিকে মধ্যমার সাথে মিলিয়ে বৃত্তাকারে রাখেন এবং শাহাদাত অংশগুলি দ্বারা ইশারা করেন — (নাসাঈ, ইবন মাজা)। (বসে তাশাহুদ পড়ার সময় “আশ্হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলাকালে এরূপ ইশারা করা মুস্তাহাব — অনুবাদক)।

৯৫৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ سَنَةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ
الْيُمْنَىٰ وَتَثْنَىٰ رِجْلَكَ الْيُسْرَىٰ -

৯৫৮। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে (তাশাহুদদের সময়) তোমার ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে দেয়া সুন্নত। ১

৯৫৯ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَىٰ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ

১. ৯৫৮ নং হাদীছ থেকে ৯৬২ নং হাদীছ পর্যন্ত মোট পাঁচটি হাদীছ আল-লুলুঈ-র রিওয়ায়াতে নেই। তাই তা মুনযিরীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণেও নেই এবং ভারতীয় সংস্করণেও নেই। কিন্তু একটি সহীহ সংস্করণে তা পাওয়া গেছে যা আল-মিযযী (র) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন — (আওনুল মাবুদ, ৩খ, পৃ.২৪১-২)।

يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَضْجَعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْسِبَ الْيَمْنَى -

৯৫৯। ইবন মুআয (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, নামাযের মধ্যে সুনাত এই যে, তুমি তোমার বাম পা (তাশহহুদের অবস্থায়) বিছিয়ে দেবে এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে।

۹۶. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى أَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ جَرِيرٌ -

৯৬০। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... এই সনদসূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

۹۶۱. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُدِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -

৯৬১। আল-কানাবী (র) ... ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহ) থেকে বর্ণিত। আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ (রহ) তাদেরকে তাশাহহুদে বসার নিয়ম দেখিয়েছেন। - - - অতপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

۹۶۲. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَسْوَدَ ظَهْرَ قَدَمِهِ -

৯৬২। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র) ... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (স) নামাযে বাম পা বিছিয়ে বসতেন। ফলে তাঁর পায়ের পাতার উপরের দিক কালো হয়ে গিয়েছিল।

۱۸۷. بَابُ مَنْ ذَكَرَ التَّوَدُّكَ فِي الرَّابِعَةِ

১৮৭. অনুচ্ছেদ ৩৩তম রাকাতের পাছার উপর বসা সম্পর্কে

۹۶۳. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ

بِ بْنِ جَعْفَرٍ حَ وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي
 مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ فِي عَشْرَةِ مَنْ أَصْحَابِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ
 عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةِ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَأَعْرَضَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا
 سَجَدَ ثُمَّ يُقْرِئُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ
 يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي
 فِيهَا التَّسْلِيمُ آخِرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعِدَ مُتَوَرِّكًا عَلَيَّ شَقَّهُ الْإَيْسَرَ زَادَ أَحْمَدُ قَالُوا
 صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِمَا الْجُلُوسَ فِي التَّثْنِيْنِ كَيْفَ
 جَلَسَ -

৯৬৩। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... আবু হুমায়েদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি এই হাদীছটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর নিকট হতে শ্রবণ করেছি। রাবী আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন : আমার নিকট আবদুল হামীদ — মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আবু হুমায়েদ সাইদী (রা)-কে দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে এরূপ বলতে শুনেছি, যাঁদের মধ্যে হযরত আবু কাতাদা (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। আবু হুমায়েদ (রা) বলেন : আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ। তখন তাঁরা বলেন : তবে আপনি বর্ণনা করুন। তখন তিনি এই হাদীছটি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : তিনি (স) সিজ্দার সময় দুই পায়ের আংগুলগুলো কিবলামুখী করে রাখতেন, অতঃপর 'আল্লাহ আকবার' বলে সিজ্দা হতে মাথা উঠাতেন। এই সময় তিনি (স) বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকাতও অনুরূপভাবে আদায় করতেন। অতঃপর হাদীছের বাকী অংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন : যখন তিনি (স) সর্বশেষ রাকাতের জন্য সিজ্দা করতেন, তখন তিনি (স) তার বাম পা একটু দূরে স্থাপন করে পাছার উপর বসতেন। ইমাম আহমাদ তাঁর বর্ণনায় আরো বলেন : অতঃপর উপস্থিত সকলে তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করে বলেন : আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি (সা) এভাবেই নামায আদায় করতেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন : উপরোক্ত দুইজন রাবীর বর্ণনায় তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাতে কিরূপে বসতেন তার কোন উল্লেখ নাই (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৯৬৬ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ نَا ابْنُ وَهَبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ -

৯৬৪। ঈসা ইবন ইব্রাহীম (র) মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবীর মধ্যে বসা ছিলেন। এ সময় উপরোক্ত হাদীছটি আলোচিত হয়। তবে তাতে হযরত আবু কাতাদা (রা)-র নাম উল্লেখ নাই। রাবী বলেন : যখন তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাতের পরে বসতেন, তখন বাম পায়ের উপর ভর করে বসতেন এবং যখন তিনি (স) শেষ বৈঠকে বসতেন, তখন বাম পা সামনে এগিয়ে দিয়ে এবং পাছর উপর ভর করে বসতেন।

৯৬৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةَ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ وَاحِدَةٍ -

৯৬৫। কুতায়বা (র) মুহাম্মাদ ইবন আমর আমেরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনার মজলিসে আমি হাজির ছিলাম। রাবী বলেন : তিনি (স) যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য বসতেন তখন বাম পায়ে পাতার পেটের উপর ভর করে বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। তিনি (স) যখন চতুর্থ রাকাতে বসতেন, তখন তাঁর বাম পাছাকে যমীনের সাথে মিলিয়ে দিতেন এবং পদদ্বয় ডান দিকে বের করে দিতেন (অর্থাৎ মহিলারা যেভাবে বসে সেভাবে বসতেন।)

৯৬৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبُو بَدْرٍ نَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ نَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عِيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ قَذَرَ فِيهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَيَّ كَفِيهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصَدُورَ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَ نَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكَ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى فَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ لَمْ يَذْكَرْ فِي حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِي التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ -

৯৬৬। আলী ইবনুল হুসায়েন (র) হযরত আব্বাস অথবা আয়্যাশ ইবন সাহল সাইদী (র) হতে বর্ণিত। একদা তিনি এমন এক মজলিসে ছিলেন, যেখানে তাঁর পিতাও উপস্থিত ছিলেন। রাবী বলেন : তিনি (স) যখন সিজ্জদা করেন তখন তিনি দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতার উপর ভর করেন। অতঃপর যখন তিনি (স) বসেন, তখন এক পায়ের উপর ভর করে পাছার উপর বসেন এবং অন্য পা খাড়া করে রাখেন। পরে তিনি আল্লাহ্ আকবার বলে সিজ্জদায় গমন করেন এবং সেখান হতে আল্লাহ্ আকবার বলে দণ্ডায়মান হন এবং এই সময়ে তিনি পাছার উপর ভর করে বসেন নাই। এভাবেই তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাতের পর উপবেশন করেন। বৈঠক শেষে তিনি (স) 'আল্লাহ্ আকবার' বলে দাঁড়ান এবং পরবর্তী দুই রাকাত আদায় করেন। অতঃপর সর্বশেষ বৈঠকে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরান।

৯৬৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حَمِيدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَذْكَرِ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَا الْجُلُوسَ قَالَ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ الْيَمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ -

৯৬৭। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) আব্বাস ইবন সাহল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আবু হুমায়েদ, আবু উসায়েদ, সাহল ইবন সাদ এবং মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা

(রা) এক স্থানে সমবেত হন। এ সময় রাবী এই হাদীছটি বর্ণনা করেন। রাবী প্রসংগত বলেন, উক্ত হাদীছে হস্ত উত্তোলন সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নাই। তিনি (স) দ্বিতীয় সিজ্দার পর বাম পা বিছিয়ে দেন এবং ডান পায়ের আঙুল কিবলামুখী করে দেন।

১৪৪. بَابُ التَّشْهُدِ

১৮৮. অনুচ্ছেদ : তাশাহুদেদের বর্ণনা

৯৬৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامَ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَّخِرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ -

৯৬৮। মুসাদ্দাদ (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসুউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে রত থাকা অবস্থায় তাশাহুদেদের মধ্যে “ওয়া আলা ইবাদিহীস সালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান” -এর পূর্বে “আসসালামু আলাল্লাহে” বলতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা ‘আসসালামু আলাল্লাহে’ বল না ; কেননা আল্লাহ পাক নিজেই ‘সালাম’ বা শান্তি বর্ষণকারী। আর তোমরা যখন তাশাহুদেদের সময় বসবে তখন অবশ্যই পড়বে “আওহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত্ তায়েবাতু আস্-সালামু আলায়কা আয়্যুহান-নাবীয়্যু ওয়ারহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আল-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালাহীন”। তোমরা যখন এটা পাঠ করবে তখন এর ছাওয়াব আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যে সমস্ত নেক বান্দা রয়েছেন তাদের উপর পৌঁছবে। অতঃপর তিনি (স) “আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্বা মুহাম্মাদান আবদুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু” পাঠ করতে বলেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের পছন্দনীয় উত্তম দু’আ বেছে নিয়ে তা পাঠ করবে -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

৯৬৭- حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ شَرِيكَ وَنَا جَامِعٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَبِمِثْلِهِ قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَا هُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سَبِيلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأُزْوَانِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُتَذَكِّرِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَآتِمِّمْهَا عَلَيْنَا .

৯৬৯। তামীম ইবনুল মুন্তাসির (র) হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাশাহ্‌হুদের মধ্যে কি পাঠ করতে হবে তা আমরা জানতাম না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানতেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

রাবী শুরায়েক (র) বলেন : জামে আবু ওয়ায়েল হতে, তিনি আবদুল্লাহ হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী আরো বলেন : তিনি (স) আমাদের নিম্নোক্ত বাক্যগুলি শিখাতেন, কিন্তু তাশাহ্‌হুদের মত (জরুরী হিসাবে) নয়। যথা :

“আল্লাহুম্মা আল্লেফ বায়না কুলূবেনা ওয়া আসলেহ যাতা বায়নানা ওয়াহুদিনা সুবুলাস সালাম ওয়া নাঞ্জনানা মিনায যুলুমাতে ইলান-নূর ওয়া জান্নেবনা ল্ ফাওয়াহিশা মা যাহারা মিনহা ওয়ামা বাতানা ওয়া বারেক লানা ফী আস্মাইনা ওয়া আবসারেনা ওয়া কুলূবেনা ওয়া আযওয়াজেনা ওয়া যুররিয়াতেনা ওয়াতুব আলায়না ইন্না কা আনতাত তাওয়াবুর রাহীম, ওয়াজ্‌আলনা শাকেরীনা লে-নিমাতিকা মুছনীনা বিহা কাবলীহা, ওয়া আতেম্মিহা আলায়না।

৯৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرُ نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَرَعِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلِمَهُ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ

فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ إِذَا قُلْتَهُ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَوَاتِكَ
إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ -

৯৭০। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ নুফায়েলী, যুহায়ের, তিনি হাসান ইব্নুল ছুর, তিনি কাসিম ইব্ন মুখায়মারা হতে এই হাদীছটি বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন : একদা হযরত আলকামা (র) আমার হস্ত ধারণ করে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) একদা আমার হাত ধরে বলেন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রা.) নামাযের মধ্যে তাশাহুদ পাঠের পদ্ধতি শিক্ষা দেন। অতঃপর তিনি হযরত আশ্মাশের উপরোক্ত হাদীছের মধ্যে উল্লেখিত দু'আটি শিক্ষা দেন। (১)

অতঃপর তিনি বলেন : যখন তুমি এই দু'আ (দু'আ মাছুরা) পাঠ করবে, তখন তোমার নামায সমাপ্ত হবে। এ সময় তুমি ইচ্ছা করলে যাওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হতে পার বা বসেও থাকতে পার।

۹۷۱ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي أَبِي نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا
يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُدِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ
زِدْتُ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيهَا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ -

৯৭১। নাসর ইব্ন আলী (র) ইব্ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে তাশাহুদ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন :) তাশাহুদের মধ্যে এই দু'আ পাঠ করতে হবে। যথা “আগাহিয়াতু লিল্লাহে ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত তাইয়েয়াতু আসসালামু আলায়ক্বা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু”। রাবী মুজাহিদ বলেন : হযরত ইব্ন উমার (রা) বলেন : এর মধ্যে ‘ওয়া বারাকাতুহু’ আমি যোগ করেছি। আসসালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালাহীন আশ্হাদু আন্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বাক্য অতিরিক্ত পাঠ করতাম।

হযরত ইব্ন উমার (রা) বলেন : আমি এতে অতিরিক্ত বলতাম : ওয়াহ্দাহ লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।”

(১) ৯৬৮ নং হাদীছ দৃষ্টব্য।

৭৭২- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
 نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَلَمَّا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ رَجُلٌ
 مِّنَ الْقَوْمِ أَقْرَبْتُ الصَّلَاةَ بِالْبَرِّ وَالرَّكَاتَةَ فَلَمَّا أَنْفَتَلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ
 أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا قَالَ فَارِمٌ الْقَوْمِ قَالَ أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا قَالَ فَارِمٌ
 قَالَ فَلَعَلَّكَ يَا حَطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَا قُلْتَهَا وَلَقَدْ رَهَبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا قَالَ فَقَالَ
 لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتَهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُونَ
 كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا
 وَبَيَّنَّ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمِكُمْ
 أَحَدَكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ
 يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْأَمَامَ يَرُكِعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ
 قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَّكَ بِتَلِّكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ
 لِمَنْ حَمَدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى
 لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا
 وَأَسْجُدُوا فَإِنَّ الْأَمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَتَلَّكَ بِتَلِّكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ
 أَلْتَحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ أَسْلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا قَالَ وَأَشْهَدُ قَالَ وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا -

৯৭২। আমর ইব্ন আওন (র) হিত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ আর-রুকাশী (য়হ) থেকে
 বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা হযরত আবু মুসা আল্-আশআরী (রা) আমাদের সাথে
 জামাআতে নামায আদায়ের পর যখন সর্বশেষ বৈঠকে বসেন, তখন এক ব্যক্তি বলে : কল্যাণ
 আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)—৮

ও পবিত্রতার মধ্যে নামায সুস্থির হয়েছে। হযরত আবু মুসা (রা) নামায শেষে লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন : তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি এরূপ কথা বলেছে? রাবী বলেন : সমবেত সকলে নিশ্চুপ থাকে। পুনরায় তিনি একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সকলে একইরূপে চুপ থাকে। তখন তিনি বলেন : হে হিত্তান! সম্ভবত তুমিই এরূপ বলেছ। জবাবে তিনি বলেন : আমি তা বলি নাই। তবে আমি ভয় করেছিলাম যে, এ ব্যাপারে হয়ত আমাকেই দোষারোপ করা হবে।

রাবী হিত্তান বলেন : এমন সময় কওমের মধ্যকার এক ব্যক্তি বলল, আমিই তা বলেছি। তবে আমি এরূপ বলার দ্বারা ভালো কিছুর আশা করেছিলাম। তখন হযরত আবু মুসা (রা) বলেন : তোমরা কি অবগত নও তোমরা নামাযের মধ্যে কি বলবে ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে আমাদের খুতবাহ্-এর মধ্যে শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিয়ম-কানুন ও নামায সম্পর্কে বিশেষরূপে জ্ঞাত করিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন : যখন তোমরা নামায আদায়ের ইরাদা করবে, তখন সোজাভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে এবং তোমাদের মধ্যকার একজন ইমামতি করবে। ইমাম যখন আল্লাহ আকবার বলবেন তখন তোমরাও তা বলবে এবং যখন ইমাম “গায়রিল মাগদূবে আলায়হিম ওলাদাদল্লীন পড়বেন তখন তোমরা “আমীন” বলবে। (এর ফলশ্রুতিতে) আল্লাহ পাক তোমাদের দু’আ কবুল করবেন। অতঃপর ইমাম যখন আল্লাহ আকবার বলে রুকু করবেন, তখন তোমরাও আল্লাহ আকবার বলে রুকুতে যাবে। কেননা ইমাম তোমাদের পূর্বেই রুকুতে গমন করবেন এবং উঠবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এটা ওর পরিবর্তে (অর্থাৎ ইমাম রুকুতে আগে যাওয়ায় আগে উঠবেন)।

অতঃপর ইমাম যখন “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ” বলবেন, তখন তোমরা বলবেঃ “আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দু।” আল্লাহ তোমাদের ওটা কবুল করবেন। কেননা আল্লাহ জাল্লা জালালুহু তাঁর নবীর যবানীতে “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ” বলিয়েছেন। অতঃপর ইমাম যখন আল্লাহ আকবার বলে সিজ্দা করবেন, তখন তোমরাও তা বলে সিজ্দা করবে এবং যেহেতু ইমাম তোমাদের পূর্বে সিদ্জায় গমন করবেন, সেহেতু তিনি তোমাদের পূর্বেই উঠবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এটা ওটার পরিবর্তে। অতঃপর তোমরা যখন বৈঠকে বসবে, তখন তোমরা বলবে : “আত্‌তাহিয়্যাতু ওয়াত্‌তায়্যেবাতু ওয়াস্-সালাতু লিল্লাহে আস্-সালামু আলায়কা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আস্-সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালাহীন। আশ্‌হাদু আন্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।”

রাবী আহমদের বর্ণনায় “ওয়া বারাকাতুহু” ও “আশ্‌হাদু” শব্দ দুইটির উল্লেখ নাই, বরং “ওয়া আন্না মুহাম্মাদান” - এর উল্লেখ আছে।

৯৭৩- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي نَا قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلَابٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ فَأَذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَقَالَ فِي التَّشْهَدِ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ زَادَ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَوْلُهُ وَأَنْصِتُوا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلَّا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ -

৯৭৩। আসেম ইবনুন নাদর (র) হিন্তান ইবন আবদুল্লাহ আর-রুকাশী (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে অতিরিক্ত আছে যে, ইমাম যখন কিরাআত পাঠ করবেন, তখন তোমরা চুপ থাকবে।

রাবী বলেন : তাশাহুদে মध्ये “আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” -এর পর “ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু” অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : চুপ করে থাকা সম্পর্কে বর্ণনা সংরক্ষিত নয়। কেননা রাবী সুলায়মান তায়মী ব্যতীত আর কেউই তা উল্লেখ করেন নাই — (মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৯৭৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشْهَدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৯৭৪। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআনের মতই তাশাহুদ শিক্ষা দিতেন এবং তিনি বলতেন : আন্তাহিয়্যাতু আল-মুবারাকাতু আস-সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়েয়াতু লিল্লাহি, আস-সালামু আলায়কা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্হু, আস-সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালাহীন ওয়া আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্বা মুহাম্মাদাব রাসূলুল্লাহ — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৯৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفِينٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا سَلِيمَانَ بْنَ مُوسَى
 أَبُو دَاوُدَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ بْنِ خَبِيبِ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِيهِ
 سَلِيمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا فَاذْبُؤْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
 فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمَلِكُ لِلَّهِ ثُمَّ سَلَمُوا عَنِ الْيَمِينِ ثُمَّ سَلَمُوا
 عَلَى قَارِيئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَلِيمَانَ بْنَ مُوسَى كُوفِيَ الْأَصْلُ
 كَانَ بِدِمَشْقَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَدَلَّتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ
 سَمُرَةَ -

৯৭৫। মুহাম্মাদ ইবন দাউদ (র) ... হযরত সামুরা ইবন জুনদব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, নামাযের মধ্যম অবস্থায় (অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাত শেষে) অথবা নামায সমাপ্তির পর (অর্থাৎ চতুর্থ রাকাত শেষে) সালাম ফিরাবার পূর্বে বলবে : আত্-তাহিয়্যাতে আত্-তাইয়্যেবাতু ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াল মুল্কু লিল্লাহ", অতঃপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে, অতপর ইমামকে এবং নিজেদের সালাম দিবে।

১৮৯. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৮৯. অনুচ্ছেদ : তাশাহহদের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পেশ করা

৯৭৬- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَاشِعَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ
 بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَأَنْ نُسَلِّمَ
 عَلَيْكَ فَمَا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَجِيدٌ -

৯৭৬। হাফস ইবন উমার (র) ... হযরত কাব ইবন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি

বলেন : একদা আমরা বলি অথবা তাঁরা বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ! আপনি আমাদের আপনার উপরে দরুদ ও সালাম পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর সালাম সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি। এখন আমরা আপনার উপর দরুদ কিভাবে পেশ করব? তিনি (T) বলেন, তোমরা বলবে “আল্লাহুমা সাল্লা আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা, ওয়া বারেক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা, ইন্বাকা হামীদুম গাজীদ— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজ্জা, নাসাই)।

৯৭৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ -

৯৭৭। মুসাদ্দাদ (র) য়াযীদ ইব্ন যুরায় (র) হতে, তিনি শোবা (র) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে এরূপ উক্ত হয়েছে যে : সাল্লা আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীম।

৯৭৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ بَشْرٍ عَنْ مَسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَمَا رَوَاهُ مَسْعَرٌ الْأَنَّهُ قَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَاقَ مِثْلَهُ -

৯৭৮। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) হাকাম (র) হতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। “আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা ইন্বাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্বাকা হামীদুম মাজীদ।”

রাবী বলেনঃ অন্য বর্ণনায় এইরূপ উল্লেখ আছে : কামা সাল্লায়তা আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্বাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারেক আলা মুহাম্মাদিন অতঃপর বাকী অংশটুকু মিসআর (র) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭৭৭- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَلَمٍ الزُّرْقِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -

৯৭৯। আল-কানাবী (র) আমার ইবন সুলায়ম আয-যুরাকী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : হযরত আবু ছুমায়েদ সাইদী (রা) আমাকে বলেছেন যে, একদা তাঁরা (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা আপনার উপর কিরূপে দরুদ পাঠ কবব? জাবাবে তিনি বলেন, তোমরা বলবে : আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহী কামা সাল্লায়তা আলা আলি ইব্রাহীমা ওয়া বারিক্ আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আগওয়াজিহি ও জুররিয়াতিহী কামা বারাক্তা আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজ্জীদ” (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৭৮০- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمَّرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي أَرَى النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بِشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرْنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ فِي آخِرِهِ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -

৯৮০। আল-কানাবী (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা) যাঁকে স্বপ্নের মধ্যে আযানের পদ্ধতি দেখানো হয়েছিল, তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ (র) হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) হতে জ্ঞাত হয়ে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ ইবন উবাদা (রা)-র মজলিসে আগমন করেন। এ সময় বশীর ইবন সাদ (রা) তাঁকে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ! আল্লাহ আমাদেরকে

আপনার উপর দরুদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আপনার উপর কিরূপে দরুদ পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকেন; এতে আমরা পস্তাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, বশীরের এই প্রশ্নটি না করাই উত্তম ছিল। নীরবতার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বলবে : অতঃপর কাব ইব্ন উজ্জরার উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং উক্ত হাদীছের শেষাংশে এটুকু যোগ করেন : “ফিল্ আলামীন ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ” (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

৯৮১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَقَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ
بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو بِهَذَا الْخَبْرِ قَالَ
قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ -

৯৮১। আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) হযরত উক্বা ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা বলবে : “আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিনিন-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন্।”

৯৮২- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَعِيلَ نَا حَبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو مُطَرِّفٍ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنْ
الْمُجَمَّرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ
بِالْمَكِّيَالِ الْاَوْفَى اِذَا صَلَّى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ
اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

৯৮২। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন : এই দরুদ পাঠের দ্বারা যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় ছন্তয়াব প্রাপ্তির আশা রাখে সে যেন আমাদের ‘আহলে বায়ত’ [নবী করীম (স)-এর পরিবার পরিজনবর্গ] -এর উপর দরুদ পাঠ করতে গিয়ে এরূপ বলে: “আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যি ওয়া আয্ওয়াজ্জিহি উম্মুহাতিল মু’মিনীন, ওয়া যুররিয়াতিহী ওয়া আহলে বায়তিহী কামা সাল্লায়তা আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।”

১৯. - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشْهَدِ

১৯০. অনুচ্ছেদ : তাশাহুদদের পর যে দোয়া পড়তে হয়

৯৮৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَعْتَ أَحَدَكُمْ مِنَ التَّشْهَدِ الْأَخْرَفَلِيْتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ -

৯৮৩। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) হযরত আবু হুরায়রা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন তোমরা নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ শেষ করবে, তখন আল্লাহর নিকট চারটি বিষয় হতে পানাহ চাইবে : (১) জাহান্নামের আযাব হতে, (২) কবরের আযাব হতে, (৩) জীবিত ও মৃত্যুকালে যাবতীয় ফিতনা হতে এবং (৪) দাজ্জালের ক্ষতি হতে — (মুসলিম, নাসাই, ইবন মাজা)।

৯৮৪ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ النَّشْهِدِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

৯৮৪। ওয়াহ্ব ইবন বাকিয়্যা (র) ইবন আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) তাশাহুদদের পর এই দু'আ পাঠ করতেন : “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন্ আযাবে জাহান্নাম ওয়া আউযু বিকা মিন্ আযাবিল্ কবরে, ওয়া আউযু বিকা মিন্ ফিতনাতিদ্ দাজ্জাল ওয়া আউযু বিকা মিন্ ফিতনাতিল্ মাহয়া ওয়াল্ মামাত।”

৯৮৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ مَحَجْنَ بْنَ الْأَدْرَعِ حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَآذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهُدُ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ فَقَالَ قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلَاثًا .

৯৮৫। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ও আবু মামার (র) ... হানযালা ইব্ন আলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা মেহ্জান ইব্ন আদরা-কে এই মর্মে জানানো হয় যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে জনৈক ব্যক্তিকে নামায শেষে তাশাহুদ পাঠ করতে দেখেন। তখন সে এও পড়ছিল : “ আল্লাহুমা ইন্নী আস্আনুকা ইয়া আল্লাহ আল-আহাদু আল-সামাদু আল্লাযী লাম যালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ। ওয়া লাম ইয়া কুললাহু কুফুওয়ান আহাদ আন তাগফিরালী যুনুবী ইন্নাকা আনতাল্ গাফুরুর রাহীম।” রাবী বলেন, তখন তিনি (সা) তিনবার এরূপ বলেন : “তাকে মাফ করা হয়েছে” -- (নাসাঈ)।

১৯১. بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُدِ

১৯১. অনুচ্ছেদ : নীরবে তাশাহুদ পাঠ করা

৯৮৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكَنْدِيُّ ثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُدُ .

৯৮৬। আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ আল-কিন্দী (র) --- হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাশাহুদ আস্তে পাঠ করাই সুনাত -- (তিরমিযী)।

১৯২. بَابُ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُدِ

১৯২. অনুচ্ছেদ : তাশাহুদের মধ্যে (আংগুল দ্বারা) ইশারা করা

৯৮৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ৯

الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيَّ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَ قَبِضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الَّتِي تَلَى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى -

৯৮৭। আল-কানাবী (র) হযরত আলী ইব্ন আব্দুর রাহমান আল-মুআবী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা হযরত আবুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) আমাকে নামাযের মধ্যে কংকর নিয়ে অনর্থক খেলতে দেখেন। তিনি নামায শেষে আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেরূপে নামায আদায় করতেন, তদ্রূপ করবে। তখন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন : তিনি (স) যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন ডান হাতের তালুকে ডান পায়ের রানের উপর রাখতেন এবং তার সমস্ত আংগুলগুলো (শাহাদাত আংগুল ব্যতীত) বন্ধ করে রাখতেন এবং শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন। এবং তিনি বাম হাতের তালু বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন (মুসলিম, নাসাঈ)।

৯৮৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّارُ نَا عَفَّانُ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ نَا عَثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ نَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ -

৯৮৮। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহীম আল-বায়্যায (র) আমের ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্নুয যুবায়র (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন তিনি তাঁর বাম পা ও এর নলাকে ডান রানের নীচে রাখতেন, ডান পা বিছিয়ে দিতেন, বাম হাত বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন, ডান হাত ডান পায়ের রানের উপর স্থাপন করতেন এবং শাহাদাত আংগুলি দ্বারা ইশারা করতেন।

রাবী আফ্ফান (র) বলেন : আব্দুল ওয়াহেদ (র) আমাদের শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছেন -- (মুসলিম)।

৯৮৭ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِصِيُّ نَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشِيرُ بِإصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يَحْرِكُهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو كَذَلِكَ وَيَتَحَامِلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى -

৯৮৯। ইব্রাহীম ইবনুল হাসান (র) আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন বলে উল্লেখ আছে, যখন তিনি তাশাহুদ পাঠ করতেন এবং এসময় তিনি আংগুল হেলাতেন না।

অপর বর্ণনায় আছে যে, আমের (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতে দেখেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাম হাত দ্বারা বাম পায়ে রান ধরতেন।

৯৯০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى نَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَا يَجَاوِزُ بَصْرَهُ إِشَارَتَهُ وَ حَدِيثُ حَجَّاجٍ أتم -

৯৯০। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) আমের ইব্ন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : তাঁর চোখ ইশারা থেকে অগ্রসর হত না। হাজ্জাজ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ পরিপূর্ণ -- (নাসাঈ)।

৯৯১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّفِيلِيِّ نَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا عَصَامُ بْنُ قُدَّامَةَ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُرَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا
أَصْبَعَهُ السَّبَابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا -

৯৯১। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র) হযরত মালিক ইবন নুমায়ের খুযায়ী (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া - সাল্লামকে তাঁর ডান হাত ডান পায়ের রানের উপর রাখতে দেখেছি এবং এ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত আংগুলি অর্ধনমিত অবস্থায় উচিয়ে রাখেন - - (ইবন মাজা, নাসাঈ)।

১৯২. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ

১৯৩. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে হাতের উপর ভর করা মাকরাহ

৯৯২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ شَبُوبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَالِيُّ قَالُوا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَسْمَعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ وَقَالَ ابْنُ شَبُوبَةَ نَهَى
أَنْ يِعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ
وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ وَذَكَرَهُ فِي بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَهَى
أَنْ يِعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ -

৯৯২। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আহমাদ ইবন হাম্বলের বর্ণনা অনুযায়ী) নামাযের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে হাতের উপর ভর করে বসতে নিষেধ করেছেন। ইবন শাব্বুয়ার বর্ণনায় আছে, মহানবী (স) লোকদেরকে নামাযের মধ্যে হাতের উপর ভর দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইবন রাফে—এর বর্ণনায় আছে— তিনি লোকদেরকে হাতের উপর ভর করে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। রাবী ইবন আবদুল মালিকের বর্ণনায় আছে— তিনি লোকদেরকে নামাযের মধ্যে (সিজ্দা হতে) উঠার সময় হাতের উপর ভর দিতে নিষেধ করেছেন। ১

১. নামাযের মধ্যে হাতের উপর ভর দেয়ার অর্থ এই যে, নামাযরত ব্যক্তি বসা থেকে উঠার সময় জমীনে হাত রাখবে না এবং হাতে ভরও দেবে না। হযরত উমার (রা), আলী (রা), ইবন মাসউদ (রা),

৯৯২- حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هَلَالٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمَعِيلَ بْنِ اُمِيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبَّكٌ يَدَيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو تِلْكَ صَلَوةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ -

৯৯৩। বিশ্বর ইবন হিলাল (র) ইসমাঈল ইবন উমায়্যা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফে (রহ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি যদি উভয় হাতের আংগুলসমূহ মিলিয়ে (পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে) নামায পড়ে? নাফে (রহ) বলেন, ইবন উমার (রা) বলেছেন- ঐরূপ নামায তাদের যাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়।

৯৯৪- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ نَا أَبِي ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ابْنُ وَهَبٍ وَهَذَا لَفْظُهُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَكَبَّرُ عَلَى يَدَيْهِ الْيُسْرَى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ سَاقَطَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ لَهُ لَا تَجْلِسْ هَكَذَا فَإِنَّ هَكَذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ -

৯৯৪। হারুন ইবন যায়েদ (র)... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে বাম হাতের উপর ভর করে বসতে দেখেন। রাবী হারুন ইবন যায়েদের বর্ণনায় আছে : তিনি তাঁকে বাম দিকের নিতম্বে ভর দিয়ে বসা দেখেন। অতঃপর উভয় রাবীর সম্মিলিত বর্ণনা অনুযায়ী— তিনি বলেন : তুমি এভাবে বস না। কারণ এভাবে শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিরাই বসে থাকে।

১৯৪- بَابُ فِي تَخْفِيفِ التَّعْوِذِ

১৯৪. অনুচ্ছেদ : বৈঠক সংক্ষেপ করা

৯৯৫- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ

ইবন উমার (রা) ও ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও ইমাম মালেক (রহ) এই মত পোষণ করেন। ইমাম আহমাদ (রহ) বলেন, অধিকাংশ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, ইসতিরাহাত (দ্বিতীয় সিজদা শেষে দাড়ানোর পূর্বে ক্ষণিক বসা)-এর জন্যও বসবে না এবং হাতের উপর ভর দিয়েও বসবে না। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতে ইসতিরাহাত করতে হবে। ইমাম আহমাদ (রহ)-এরও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীছের ভিত্তিতে তাঁরা এই মত পোষণ করেন।

أَبِيهِ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرُّضْفِ قَالَ قَلْنَا حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ -

৯৯৫। হাফস ইবন উমার (র) আবু উবায়দা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা ইবন মাসউদ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম দুই রাকাত নামাযের পর বৈঠক এত সংক্ষেপ করেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোন গরম পাথর বা পাথরের টুকরার উপর বসেছিলেন— (তিরমিযী, নাসাঈ)।

১৭০. بَابُ فِي السَّلَامِ

১৯৫. অনুচ্ছেদ : সালাম সম্পর্কে

۹۹۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِينٌ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زَائِدَةُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيِّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافْسِيِّ ح وَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَنَا اسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ شَرِيكَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا اسْرَائِيلُ كُلُّهُمُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سَفْيَانَ وَحَدِيثِ اسْرَائِيلَ لَمْ يَفْسِرْهُ قَالِ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي اسْحَقَ وَيَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَشُعْبَةَ كَانَ يَنْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثَ أَبِي اسْحَقَ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا -

৯৯৬। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর (র) আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর মুখমণ্ডলের শুভ্র অংশটি পরিলক্ষিত হত এবং তিনি আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাতেন - - (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু ইসহাকের হাদীছটি মার হু হওয়ার বিষয়টি শোবা অস্বীকার করতেন।

৯৯৭- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ نَا مُوسَى بْنُ قَيْسِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَتْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ -

৯৯৭। আবদা ইব্ন আবদুল্লাহ (র) হযরত আলকামা ইব্ন ওয়ায়েল (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। তিনি সালাম ফিরাবার সময় প্রথমে ডান দিকে ফিরে “আস্-সালামু আলায়কুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু” বলেন এবং বাম দিকে ফিরে “আস্-সালামু আলায়কুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ” বলেন।

৯৯৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَوَكَيْعٌ عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَبِيْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَوْمِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَوْ الْآ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ -

৯৯৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পাঠকালে এক ব্যক্তি সালাম ফিরাবার সময় ডান দিকের লোকদের প্রতি হাতের ইশারায় সালাম দেয় এবং পরে বাম দিকের লোকদেরও। নামায শেষে তিনি (স) বলেন : তোমাদের ঐ ব্যক্তির কি হয়েছে যে, সে সালাম ফিরাবার কালে এইরূপে হাতের ইশারা করল, যেন তা ঐ ঘোড়ার লেজের মত যা দ্বারা মশা-মাছি বিতাড়িত করা হয়? বরং সে ব্যক্তি যদি হাতের আংগুলের ইশারা দ্বারা ডান ও বাম পাশের লোকদের সালাম করত, তবে তাই যথেষ্ট ছিল (মুসলিম, নাসাঈ)।

৯৯৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ مَسْعَرٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنِّيهِ وَمِنْ عَنِّيهِ -

৯৯৯। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আল-আনবারী, আবু নুআয়েম হতে, তিনি মিসআর (র) হতে উরোক হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন : তোমাদের হস্তদ্বয় রানের উপর রেখে ডান এবং বাম পাশের লোকদের সালাম করাই যথেষ্ট (অর্থাৎ আংগুল বা হাতের ইশারার প্রয়োজন নাই)।

১০০০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرُ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ أَرَاهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْكُمْ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسِ أُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ -

১০০০। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) হযরত জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এমন সময় আগমন করেন, যখন লোকেরা নামাযের মধ্যে তাদের হাত উপরের দিক উঠিয়ে ছিল। এতদর্শনে তিনি (স) বলেন : আমি এটা কি দেখছি? মনে হয় যেন তোমরা তোমাদের হস্তদ্বয়কে ঘোড়ার লেজের মত মশা-মাছি বিতাড়নের জন্য আন্দোলিত করছ? তোমরা নামাযের মধ্যে শান্ত থাকবে (মুসলিম, নাসাঈ)।

১৯৬. بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْأِمَامِ

১৯৬. অনুচ্ছেদ : ইমামের সালামের জবাব দেওয়া

১০০১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ نَا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَ نَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُرَدَّ عَلَى الْأِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ -

১০০১। মুহাম্মাদ ইব্ন উছমান (র) হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইমামের সালামের জওয়াব দেয়ার

জন্য, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য একে অন্যকে সালাম বিনিময়ের নির্দেশ দিয়েছেন (ইবন মাজা)।

১৭৭. بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

১৯৭. অনুচ্ছেদ : নামাযের পরে তাকবীর বলা সম্পর্কে

১০০২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ نَا سَفِينٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ -

১০০২। আহমাদ ইবন আব্দা (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : (আমাদেরকে) এরূপ অবহিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায সমাপনান্তে তাকবীর পাঠ করতেন। (সম্ভবত তা ঈদুল আযহায় আইয়ামে তাশরীকের তাকবীর ছিল) -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাই)।

১০০৩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَا عَمْرٍو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَاسْمَعُهُ -

১০০৩। ইয়াহইয়া ইবন মুসা (র) আমর ইবন দীনার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মুসল্লীগণ ফরয নামায শেষে, গমনের কালে উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন : লোকেরা গমনকালে যে তাকবীর পাঠ করতেন, তা আমি শুনতাম -- (বুখারী, মুসলিম)।

১৭৮. بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

১৯৮. অনুচ্ছেদ : সালামের মধ্যে স্বর দীর্ঘায়িত না করা সম্পর্কে

১০০৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرِّيَابِيُّ نَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ১০

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَفَ السَّلَامَ سُنَّةً -

১০০৪। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) - আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সালামের সময় 'হযফ' (অর্থাৎ স্বরকে অহেতুক
দীর্ঘায়িত না করা)-কে সুনাত বলেছেন (তিরমিযী)।

১৯৯- بَابُ إِذَا أَحَدَثَ فِي صَلَاتِهِ يَسْتَقْبِلُ

১৯৯. নামাযের মধ্যে উযু নষ্ট হলে পুনরায় উযু করে বাকী নামায আদায় করা সম্পর্কে

১০০৫ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمِ
الْأَحْوَلِ عَنْ عَيْسَى بْنِ حَطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ
فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَعِدْ صَلَاتَهُ -

১০০৫। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - হযরত আলী ইব্ন তালক (রা) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন
নামাযের মধ্যে কারো উযু নষ্ট হয় তখন সে যেন ঐ স্থান পরিত্যাগ করে উযু করে পুনরায়
নামায আদায় করে -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

২০০- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ
الْمَكْتُوبَةَ

২০০. অনুচ্ছেদ : যে স্থানে ফরয নামায আদায় করেছে, সেখান দাঁড়িয়ে নফল নামায
আদায় করা সম্পর্কে

১০০৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ وَ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ
عَنْ شِمَالِهِ زَادَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ فِي الصَّلَاةِ يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ -

১০০৬। মুসাদ্দাদ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যদি তোমাদের কারও পক্ষে ফরয নামায আদায়ের পর ডানে, বামে সম্মুখে বা পশ্চাতে গমন করা সম্ভব না হয়, তবে সে ফরয নামায আদায়ের স্থানে দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করতে পারে। নচেৎ ফরয নামায আদায়ের স্থান হতে সরে গিয়ে অন্যত্র নফল নামায আদায় করা শ্রেয় -- (ইব্ন মাজা)।

১..৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ عَنِ الْمَنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا إِمَامٍ لَنَا يُكْنَى أَبِي رِمَّةَ فَقَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدِّمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفَتَالَ أَبِي رِمَّةَ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ فَوُتِبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَرَّهَ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصَلُّ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصْرَهُ فَقَالَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ قِيلَ أَبُو أُمِيَّةَ مَكَانَ أَبِي رِمَّةَ -

১০০৭। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্ন নাজদা (র) আল-আরযাক্ ইব্ন কায়েস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমাদের ইমাম আবু রিম্‌ছা (রা) জামাআতে নামায শেষে বলেন : একদা আমি এই ফরয নামায নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আদায় করি। নামাযে হযরত আবু বাকর ও উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডানপাশে সামনের কাতারে দণ্ডায়মান ছিলেন। ঐ সময়ে অন্য একজন সাহাবীও তাক্বীরে উলা বা প্রথম তাক্বীরের সময় উপস্থিত ছিলেন। ইমাম হিসাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে ডান এবং বামদিকে এরূপভাবে সালাম ফিরান যে, আমরা তাঁর গালের স্তম্ভ অংশ অবলোকন করি। অতঃপর তিনি (স) স্বীয় স্থান হতে উঠে দাঁড়ান, যেমন আবু রিম্‌ছা (রাবী স্বয়ং) উঠে দাঁড়ালেন। ঐ সময় প্রথম তাক্বীর প্রাপ্ত ব্যক্তি নফল নামায আদায়ের জন্য উক্ত স্থানেই দণ্ডায়মান হন। তখন হযরত উমার (রা) দ্রুত তাঁর নিকট গমন

করে তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন : বস, পূর্ববর্তী আহলে কিতাবগণ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা ফরয ও নফলের মধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ করত না। ঐ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন:

হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমার দ্বারা সঠিক কাজ করিয়েছেন। (এতে বুঝা যায় যে, মসজিদে ফরয নামায আদায়ের স্থান হতে সরে অন্যত্র অন্য নামায আদায় করা উত্তম এবং নবীর সুনাত — অনুবাদক)।

২.১. - بَابُ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ

২০১. অনুচ্ছেদ : দুই সাহু সিজদার বর্ণনা

১.০.৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدِي صَلَاتِي الْعِشِيِّ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشْبَةِ فِي مَقْدَمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا أَحَدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يَكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصِرِ الصَّلَاةُ قَالَ بَلْ نَسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَأَوْمَأُ أَي نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ قَالَ فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّهْوِ فَقَالَ لَمْ أَحْفَظْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ لَكِنْ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ -

১০০৮। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ (র) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে যোহর অথবা আসরের

নামায আদায় করেন। তিনি (স) দুই রাকাত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরান। অতঃপর তিনি (স) মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট গিয়ে তার ওপরে এক হাত অন্য হাতের উপর স্থাপন করে দণ্ডায়মান হন। ঐ সময় তাঁকে (স) রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তখন লোকেরা মসজিদ হতে নিগর্মনকালে বলছিল : নামায কসর করা হয়েছে, নামায কসর করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ চার রাকাতের স্থানে দুই রাকাত করে দিয়েছেন) ঐ সময়ে সমবেত মুসল্লীদের মধ্যে হযরত আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-ও ছিলেন এবং তাঁরা এব্যাপার সম্পর্কে তাঁর (স) সাথে আলোচনা করতে ভীত হন। ঐ সময় হযরতের নিকট হতে যুল্-যাদাইন্ উপাধিপ্রাপ্ত জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ! আপনি কি ভুল করেছেন না নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করা হয়েছে? জবাবে তিনি (স) বলেন : না, আমি ভুল করিনি এবং নামায কসরও করা হয় নাই। তখন ঐ সাহাবী বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ! তবে আপনি ভুল করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) সমবেত জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন : আচ্ছা, যুল্-যাদাইন্ কি সত্য বলেছে? জবাবে সাহাবাগণ ইশারায় বলেন : জি হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করে বাকী দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরান। অতঃপর আল্লাহ্ আকবার বলে পূর্বের সিজ্দার সমপরিমাণ সময় অথবা তার চাইতে কিছু অধিক সময় ধরে সিজ্দা করেন। পরে আল্লাহ্ আকবার বলে মস্তক উত্তোলন করেন এবং পুনরায় আল্লাহ্ আকবার বলে পূর্ববর্তী সিজ্দার ন্যায় সিজ্দা করেন এবং পুনরায় আল্লাহ্ আকবার বলে মাথা উঠান।

রাবী বলেন : মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনকে সিজ্দায়ে সাহু -এর^১ পর সালাম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে তিনি বলেন : এব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে আমার কিছু জানা নেই। তবে আমাকে জ্ঞাত করানো হয়েছে যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেছেন যে, সিজ্দায়ে সাহু-এর পর তিনি (স) সালাম ফিরিয়েছিলেন —(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১. . ৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَيْمٌ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ بِنَا وَلَمْ يَقُلْ فَأَوْمَأُ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ كَبَّرَ رَفَعَ وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ

(১) সিজ্দায়ে সাহু বলা হয় : নামাযের মধ্যে ভুলবশত যদি কোন ওয়াজিব তরক হয়ে যায়, তা সংশোধনের নিমিত্তে শেষ বৈঠকে আত্-তায়িহাতু “আবদুহু ওয়া রাসূলুহু” পর্যন্ত পাঠ করে শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় দুই সিজ্দা করা এবং পুনরায় আন্তাহিয়্যাতে ও দুরুদ শরীফ পড়া, অতঃপর নামাযের জন্য সর্বশেষ সালাম ফিরান। —অনুবাদক

وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَتَمَّ حَدِيثُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْ
فَأَوْمُوا إِلَّا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ
فَكَبَّرَ وَلَا ذَكَرَ رَجَعَ -

১০০৯। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)-এর সূত্রেমালিক (র) হতে, তিনি আযুব হতে, তিনি মুহাম্মাদ হতে উপরোক্ত সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী হাম্মাদের হাদীছটিই পূর্ণ হাদীছ। রাবী বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেন। তবে এই বর্ণনায় “আমাদেরকে নিয়ে” এবং “লোকদের ইশারা” শব্দদ্বয়ের উল্লেখ নাই। রাবী বলেন : লোকেরা শুধুমাত্র “হাঁ” বলে জবাব দিয়েছিল।

রাবী আরো বলেন : অতঃপর তিনি (স) (সিজ্দা হতে মাথা) উত্তোলন করেন এবং এই বর্ণনায় তাক্বীরের বিষয়ও উল্লেখ নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, যে সকল রাবী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদের কেউই ‘ফাকাব্বারা’ ও ‘রাজাআ’ শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করেননি।

۱.۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بَشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ نَا سَلْمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَةَ
عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَعْنَى حَمَادٍ كُلِّهِ إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ نُبَيْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ
قُلْتُ فَالتَّشَهُدُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي التَّشَهُدِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَّشَهُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ كَانَ
يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ وَلَا ذَكَرَ فَأَوْمُوا وَلَا ذَكَرَ الْغَضَبَ وَحَدِيثُ حَمَادٍ أَمْ -

১০১০। মুসাদ্দাদ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেন।

অতঃপর রাবী হাম্মাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি এ সম্পর্কে জানতে পারি যে, সিজ্দায়ে সাহু-এর পরেও সালাম আছে। রাবী সাল্লাম বলেন : অতঃপর আমি মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনকে তাশাহুদ পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন : আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে তাশাহুদ পাঠ করা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাই নাই। তবে তাশাহুদ পাঠ করাই আমার নিকট শ্রেয়। এ বর্ণনায় তাঁকে যুল-যাদাইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে কোন উল্লেখ নাই এবং এই হাদীছে “লোকদের ইশারা” ও “তিনি (স) যে রাগান্বিত হন” এই শব্দদ্বয়েরও কোন উল্লেখ নাই।

১.১১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
 أَيُّوبَ وَهَشَامٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَأَبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَقَالَ هَشَامٌ
 يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا
 حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ وَعَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَشَامٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَوَى
 حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَشَامٍ لَمْ يَذْكُرْ عَنْهُ هَذَا
 الَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ -

১০১১। আলী ইবন নাসর (র) আবু হুরায়রা (রা) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু
 আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে যুল-যাদাইনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : অতঃপর তিনি (স)
 তাকবীর বলে সিজ্দা করেন....।

১.১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ
 عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ وَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدْ بِسَجْدَتِي السُّهُوِ حَتَّى يَقْنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ -

১০১২। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) আবু হুরায়রা (রা) হতে যুল-যাদাইনের
 হাদীছে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে
 ওয়াসাল্লাম সিজ্দায় সাহু করেননি যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিশ্চিত করে দেন (দুই
 রাকাত না পড়ার ব্যাপারে)।

১.১৩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ نَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبِي
 عَن صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَتْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ
 بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ
 اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ إِذَا شَكَ حَتَّى لَقَاهُ النَّاسُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي بِهَذَا
 الْخَبَرِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرٍ بِنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سَلِيمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ -

১০১৩। হাজ্জাজ ইব্ন আবু ইয়াকুব (র) হযরত আবু বাকর ইব্ন সুলায়মান (র) বলেনঃ তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সিজ্দায়ে সাহু সম্পর্কে জ্ঞাত করানো হয়েছে — (নাসাঈ)।

রাবী ইব্ন শিহাব (র) বলেন : সমবেত জনতার সংগে আলোচনার পূর্ব পর্যন্ত তিনি (স) সিজ্দায়ে সাহু করেন নাই। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে অন্য এক বর্ণনায় এই ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ নাই, তবে সেখানে “দুই সিজ্দার” বিষয়ও উল্লেখ নাই।

রাবী আবু বাকর ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আবু হাছমা (র) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই হাদীছটি বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, তিনি (স) সিজ্দায় সাহু আদায় করেন নাই।

۱۰۱۴ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَازٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ نَقَصْتَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الرُّكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ -

১০১৪। ইব্ন মুআয (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভুলবশতঃ যোহরের নামায দুই রাকাত আদায়ের পর সালাম ফিরান। ঐ সময় তাঁকে (স) বলা হয় যে, নামায কম হয়েছে। এতদশ্রবণে তিনি পরে আরো দুই রাকাত আদায় করে দুইটি সিজ্দায়সাহু করেন — (বুখারী, নাসাঈ)।

۱۰۱۵ - حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ أَسَدٍ أَنَا شَبَابَةُ نَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَرَفَ

مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَمْ نَسِيتَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ أَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَكَعَ
رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَفِينٍ مَوْلَى أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ -

১০১৫। ইসমাইল ইব্ন আসাদ (র) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :
একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যোহর অথবা আসরের দুই রাকাত
নামায আদায়ের পর সালাম ফিরিয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করেন। ঐ সময় জনৈক সাহাবী তাঁকে
(স) জিজ্ঞাসা করেন : নামায কি কমে গিয়েছে, না আপনি ভুল করেছেন? জবাবে তিনি (স)
বলেন : এর কোনটাই নয়। তখন লোকেরা বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)। আপনি নামায
কম পড়েছেন। এতদশ্রবণে তিনি (স) আরো দুই রাকাত নামায আদায় করে চলে যান এবং
ঐ সময় তিনি সিজ্দায়ে সাহু আদায় করেন নাই।

অপর বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) হতে এই ঘটনার উল্লেখ
করেছেন। তিনি বলেন : অতঃপর তিনি (স) ভুলের জন্য সালামের পর দুইটি সিজ্দা বসা
অবস্থায় আদায় করেন।

۱۰۱۶ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ
عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسِ الْهَفَّانِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ
سَجْدَتِي السَّهْوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ -

১০১৬। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (রা) হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত
হয়েছে। তিনি বলেন : অতঃপর তিনি (স) সালামের পর (নামাযের মধ্যকার) ভুলের জন্য
দুইটি সিজ্দা আদায় করেন (নাসাই)।

۱۰۱۷ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ ثَابِتٍ نَا أَبُو أُسَامَةَ حَ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلَاءِ أَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ
سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ -

১০১৭। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) হযরত ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে নামায আদায়কালে (ভুলবশত চার রাকাতের স্থলে) দুই রাকাত আদায় করে সালাম ফিরান। অতঃপর রাবী আবু উসামা হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : অতঃপর তিনি (স) সালাম ফিরিয়ে ভুলের জন্য সিজ্দায়ে সাহু আদায় করেন (ইবন মাজা)।

১.১৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَ نَا مُسَدَّدٌ نَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا نَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ نَا أَبُو قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ قَالَ عَنْ مَسْلَمَةَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخُرْبَاقُ وَكَانَ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقْصَرْتَ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ مُغْضِبًا يَجْرُ رِدَاءَهُ فَقَالَ أَصَدَقَ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكَعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجَدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ -

১০১৮। মুসাদ্দাদ (র) হযরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায়কালে তৃতীয় রাকাতের সময় সালাম ফিরিয়ে স্বীয় হুজুরায় গমন করেন। তখন লম্বা বাহু বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খিরবাক (রা) তাঁর (স) খিদমতে হাজির হয়ে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ! নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? এতদশ্বৰ্ণে তিনি (স) রাগান্বিত অবস্থায় স্বীয় চাদর হেঁচড়িয়ে বাইরে এসে লোকদের জিজ্ঞাসা করেন : এই ব্যক্তি কি সত্য বলেছে? জবাবে তারা বলেন : হাঁ। অতঃপর তিনি (স) বাকী নামায আদায় করে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সিজ্দায় সাহু করার পর সর্বশেষ সালাম ফিরান(মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২.২ - بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا

২০২ অনুচ্ছেদ : ভুলবশত নামায পাঁচ রাকাত পড়লে

১.১৭ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الْمَعْنِيُّ قَالَ حَفْصُ نَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ
صَلَّيْتُ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ -

১০১৯। হাফস ইবন উমার (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (ভুল বশত) যুহরের নামায পাঁচ রাকাত আদায় করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল— নামায কি বেশী করা হয়েছে? তিনি বলেন : কেন কি হয়েছে? তখন এক ব্যক্তি বলেন : আপনি পাঁচ রাকাত নামায আদায় করেছেন। তখন তিনি ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর সিজ্দায় সাহু আদায় করেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)। ১

۱. ۲. - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
فَلَا أَدْرِي زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا
قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَتَنَى رَجُلَهُ وَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ
سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا انْقَلَبَ عَلَيْنَا بُوخِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ
لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَقَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الْمَوَابَ فَلْيَتِمَّ
عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ -

১০২০। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে ভুলবশতঃ বেশী বা কম করেন। রাবী ইবরাহীম বলেনঃ বেশী বা কম সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায সম্পর্কে কোন নতুন নির্দেশ এসেছে কি? তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তা কি? তখন তাঁকে বলা হল, আপনি এত রাকাত কম বা বেশী নামায আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর পদদ্বয়কে ঘুরিয়ে কিবলামুখী হয়ে দুইটি সিজ্দা করে

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন, চতুর্থ রাকাতে তাশাহুদদের সমপরিমাণ সময় না বসে থাকলে এবং পঞ্চম রাকাতের সিজ্দা করে ফেললে— নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং পূর্ণবর তা পড়তে হবে। আর চতুর্থ রাকাতে তাশাহুদদের পরিমাণ সময় বসলে নামায পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অতিরিক্ত নামায নফল হিসাবে গণ্য হবে।

সালাম ফিরান। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন : নামায সম্পর্কে কোন নতুন নির্দেশ নাযিল হলে আমি অবশ্যই তা তোমাদের জানাতাম। কিন্তু আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, তাই আমিও তোমাদের মত ভুল করি। কাজেই আমি যখন ভুল করব, তখন তোমরা আমাকে অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দিবে। তিনি আরো বলেন : নামায পাঠকালে যখন তোমাদের কেউ সন্দীহান হয়ে পড়বে, তখন চিন্তা-ভাবনার পর যা সঠিক মনে করবে, তাই আদায় করবে এবং পরে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সিজ্দায়ে সাহু দুইটি সিজ্দা করবে।

১.২১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا أَبِي نَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حُصَيْنٌ نَحْوَ الْأَعْمَشِ -

১০২১। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) অন্য সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) বলেন : যখন তোমাদের কেউ ভুল করবে, তখন দুইটি সিজ্দা দিবে। অতঃপর তিনি (স) তার মুখ ফিরিয়ে দুইটি সিজ্দা করেন।

১.২২ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا جَرِيرٌ ح وَ نَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ وَهَذَا حَدِيثُ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْقَلَبَ تَوَشَّوْشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زَيْدٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا قَالُوا فَانْكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ -

১০২২। নাসর ইব্ন আলী ও ইউসুফ ইব্ন মুসা (র)-র মিলিত সনদে হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে নামায আদায়কালে পাঁচ রাকাত আদায় করেন। নামায শেষে এ সম্পর্কে লোকেরা পরস্পরের মধ্যে চুপে চুপে আলাপ করতে থাকে। এতদর্শনে তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন : কি ব্যাপার, তোমাদের কি হয়েছে? জবাবে তারা বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ! নামায কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি (স) বলেন : না। তখন তাঁরা বলেন : আপনি তো পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন। এতদশ্রবণে তিনি (স) পুনরায় গমন করতঃ দুইটি সিজ্দা আদায়ের

পর সালাম ফিরিয়ে বলেন : আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ। কাজেই আমারও তোমাদের ন্যায় ভুল হতে পারে —(মুসলিম)।

১.২৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْعَةٌ فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيتَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْعَةً فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِرَأْسِهِ أَنْ يَفْقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رُكْعَةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا لِي أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتَ لَا إِلَّا أَنْ أَرَاهُ فَمَنْ بَنِي فَقُلْتُ هَذَا هُوَ فَقَالُوا هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ -

১০২৩। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) মুআবিয়া ইবন হুদায়জ (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআতের সাথে নামায আদায়কালে এক রাকাত অবশিষ্ট থাকতে সালাম ফিরান। তাঁর (স) নিকট এক ব্যক্তি গিয়ে বলেন : আপনি ভুলবশত এক রাকাত বাদ দিয়েছেন। তখন তিনি (স) মসজিদে প্রবেশ করে হযরত বিলালকে ইকামত দিতে বলেন এবং তিনি লোকদের নিয়ে বাকী নামায আদায় করেন।

রাবী বলেন : এই ঘটনা আমি লোকদের নিকট বর্ণনা করলে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন : আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে চিনেন? জবাবে তিনি বলেন : না, আমি মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। এই সময় ঐ ব্যক্তিকে আমার পাশ দিয়ে গমনকালে আমি বলি—ইনিই সেই ব্যক্তি। তখন তাঁরা বলেন : এই ব্যক্তির নাম তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) - (নাসাঈ)।

২.৩. - بَابُ مَنْ قَالَ يَلْقَى الشُّكَّ

২০৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সন্দেহান হয়েছে

১.২৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ سَيْبَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَلْقِ الشُّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَةً كَانَتْ الرُّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتْ الرُّكْعَةُ تَمَامًا لَصَلَاتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ

مُرْغَمَتِي الشَّيْطَانِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَحَمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ أَشْبَعُ -

১০২৪। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্য (রাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে) সন্দেহান হবে, তখন তা দূরীভূত করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে খেয়াল করবে এবং যখন তার দৃঢ় বিশ্বাস এই হবে যে, তার নামায শেষ হয়েছে, তখন সে দুটি সিজ্দা করবে। যদি প্রকৃতপক্ষে তার নামায পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে দুটি সিজ্দা এবং শেষ রাকাত তার জন্য নফল হিসাবে পরিগণিত হবে। তার পূর্বে যদি তার নামায পরিপূর্ণ না হয়ে থাকে, তবে শেষের দুই সিজ্দা তার নামাযের পরিপূরক হবে এবং এই সিজ্দা দুইটি শয়তানের জন্য অপমান স্বরূপ (মুসলিম, নাসঈ, ইবন মাজা)।

١٠٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِيَ سَجْدَتِي السُّهُوِ الْمُرْغَمَتَيْنِ -

১০২৫। মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আযীয (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুটি সিজ্দায়ে সাহুকে “মুরগামাতায়ন” নামকরণ করেছেন। (অর্থাৎ এই দুটি সিজ্দা শয়তানকে অপমান করে থাকে)।

١٠٢٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَلَا سَجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ -

১০২৬। আল-কানাবী (র) হযরত আতা ইবন য়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ

নামাযের মধ্যে সন্দীহান হয়ে এমন অবস্থায় পতিত হবে যে, তিন না চার রাকাত আদায় করেছে তা ঠিক করতে পারে না, তখন সে আরো এক রাকাত নামায পূরণ করে বসা অবস্থায় সর্বশেষ সালামের পূর্বে ভুলের জন্য দুইটি সিজ্দা করবে। যদি শেষ রাকাত পঞ্চম রাকাত হয়, তবে এই দুটি সিজ্দা তার জের হিসাবে পরিণত হবে এবং যদি তা চতুর্থ রাকাত হয়, তবে এই দুটি সিজ্দা শয়তানকে অপমান করার জন্য হবে।

১.২৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيَقُمْ فَلْيَتِمَّ رُكْعَةً بِسُجُودِهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى مَالِكٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ مَيْسِرَةَ وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَهَشَامِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا أَنْ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -

১০২৭। কুতায়বা (র) য়য়েদ ইব্ন আসলাম (র) রাবী মালিকের সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যদি তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় এবং সে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে তিন রাকাত আদায় করেছে, তখন সে যেন চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে তা সিজ্দা সহকারে আদায় করে তাশাহুদ পাঠের নিমিত্তে বসবে। তাশাহুদ পাঠের পর বসা অবস্থায় সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজ্দা দিবে এবং সবশেষে পুনরায় সালাম ফিরাবে।

২.৪ - بَابُ مَنْ قَالَ يُتِمُّ عَلَى أَكْبَرِ ظَنِّهِ

২০৪. অনুচ্ছেদ : ঐবল ধারণার ভিত্তিতে নামায শেষ করা

১.২৮ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَّكَتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَأَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ رَأَيْتَ جَالِسًا قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ

رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصِيفٍ وَ لَمْ يَرْفَعَهُ وَ وَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ أَيْضًا سُفْيَانُ
وَ شَرِيكٌ وَ إِسْرَائِيلُ وَ اٰخْتَلَفُوا فِي الْكَلَامِ فِي مَثْنِ الْحَدِيثِ وَ لَمْ يُسْنِدُوهُ -

১০২৮। আন-নুফায়লী (র) আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তুমি নামাযের মধ্যে তিন রাকাত না চার রাকাত আদায় করেছ, এ সম্পর্কে সন্দীহান হবে এবং তখন তোমার অধিক ধারণা চার রাকাত আদায়ের প্রতি হবে, তখন তুমি তাশাহুদ পাঠ করতঃ বসা অবস্থায় সালামের পূর্বে দুইটি সিজ্দা করবে। অতঃপর তাশাহুদ পাঠ করতঃ শেষ সালাম ফিরাবে -- (নাসাঈ)।

۱. ۲۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ
نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ نَا عِيَاضُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ نَا أَبَانُ نَا
يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ
قَاعِدٌ فَإِذَا آتَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدْ أَحَدْتَتْ فَلْيَقُلْ قَدْ كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا
بِأَنْفِهِ أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَ عَلِيُّ بْنُ
الْمُبَارَكِ عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ وَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عِيَاضُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ -

১০২৯। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ও মুসা ইবন ইসমাইল (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কেউ নামায আদায়কালে (রাকাতের) কম বেশী সম্পর্কে সন্দীহান হবে, তখন সে ব্যক্তি বসা অবস্থায় দুটি সিজ্দা করবে। অতঃপর যদি তার নিকট শয়তান এসে ঝোঁকা দেয়, (হে নামাযী) তোমার উষু নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন নামাযী বলবে, (হে শয়তান !) তুমি মিথ্যাবাদী; তবে বায়ু নির্গমনের শব্দ বা দুর্গন্ধ যদি অনুভূত হয় (তবে তাকে নতুনভাবে উষু করতে হবে) (ইবন মাজা, তিরমিযী)।

۱. ۳. - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا
قَامَ يُصَلِّيَ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ

ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ مَعْمَرٌ
وَاللَّيْثُ -

১০৩০। আল-কানবী (র) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদে কেউ নামাযে দণ্ডায়মান হয়, তখন শয়তান তার নিকট এসে তাকে ধোঁকা দিতে দিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দেয় যে, সে কয় রাকাত আদায় করেছে—তা স্মরণ করতে পারে না। তোমাদের কারো যখন এমন অবস্থা হবে, তখন সে যেন বসা অবস্থায় দুটি সিজ্দা দেয় (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাই)।

۱.۲۱ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ نَا يَعْقُوبُ أَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ -

১০৩১। হাজ্জাজ ইব্ন আবু ইয়াকুব (র) মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম (রহ) উপরোক্ত হাদীছের সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় (সাহু সিজ্দা) করবে।

۱.۲۲ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ نَا يَعْقُوبُ أَنَا ابْنُ أَخِي عَنْ ابْنِ اسْحَقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَ مَعْنَاهُ قَالَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ثُمَّ يُسَلَّمَ -

১০৩২। হাজ্জাজ (র) মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম যুহরী (র) উপরোক্ত সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : সালামের পূর্বে দুটি সিজ্দা দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

۲.۵ - بَابُ مَنْ قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

২০৫. অনুচ্ছেদ : সালামের পর সিজ্দা সাহু করা সম্পর্কে

۱.۲۳ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا حَجَّاجُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عْتَبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ -

১০৩৩। আহম্মাদ ইবন ইবরাহীম (র) আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সন্দীহান হবে, সে যেন সালাম ফিরাবার পর দুইটি সিজ্দা (সাহু) করে।

২.৬ - بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

২০৬. অনুচ্ছেদঃ দুই রাকাতের পর তাশাহুদ পাঠ না করে দাঁড়ানো সম্পর্কে

۱.۲۴ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَأَنْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১০৩৪। আল-কানাবী (র) আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআতে নামায আদায় করার সময় দুই রাকাতের পর না বসে (ভুলবশত তৃতীয় রাকাতের) জন্য দণ্ডায়মান হন এবং মুকতাদীগণও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। নামায শেষে আমরা যখন সালামের অপেক্ষায় ছিলাম, তখন তিনি (স) বসা অবস্থায় সালামের পূর্বে আল্লাহ আকবার বলে দুইটি সিজ্দা দেন এবং অতপর তিনি (স) সালাম ফিরান।

۱.۳۵ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ نَا أَبِي وَبَقِيَّةٌ قَالَ لَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى اسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ زَادَ وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ -

১০৩৫। আমর ইবন উছমান (র) যুহরী (র) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং এখানে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ (ভুলবশতঃ) দাঁড়ানো অবস্থায় তাশাহুদ পাঠ করেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন : হযরত ইবনুয যুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সিজ্দার অনুরূপ সিজ্দা করেন । এটা যুহুরী (র)-এর কথা ।

২.৭. ২০৭. ۲۰۷ - بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

২০৭. অনুচ্ছেদ : প্রথম তাশাহুদ পড়তে ভুলে গেলে

۱. ۲۶ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُبَيْلِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ قَيْشِ بْنِ أَبِي حَارِثٍ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الْأَمَامُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهُوِ -

১০৩৬। হাসান ইবন আমর (র) মুগীরা ইবন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন ইমাম (তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে) দুই রাকাত আদায়ের পর না বসে দণ্ডায়মান হওয়া কালে সম্পূর্ণ সোজা হওয়ার পূর্বে এটা তার স্মরণ হয়; তখন তিনি সাথেসাথেই বসবেন এবং যদি তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকেন তখন তিনি আর না বসে নামায শেষে দুইটি সিজ্দা সাহু করবেন (ইবন মাজা) ।

۱. ۲۷ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ فَهَضَّ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قَلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَضَى فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُوِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عُمَيْسٍ أَخُو الْمَسْعُودِيِّ وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُغِيرَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ

قَيْسٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَفْتَى بِذَلِكَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ هَذَا فِي مَنْ قَامَ مِنْ ثَنَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوا بَعْدَ مَا سَلَّمُوا -

১০৩৭। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার (র) যিয়াদ ইব্ন ইলাকা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত মুগীরা (রা!) ইমামতি করাকালে দুই রাকাতের পর না বসে দণ্ডায়মান হন। তখন আমরা 'সুবহানাল্লাহ' বলি (ভুল সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য নামাযের মধ্যে এরূপ বলতে হয়)। জবাবে তিনিও "সুবহানাল্লাহ" বলেন। নামায সমাপনান্তে তিনি ভুলের জন্য দুইটি সিজ্দায় সাহু করেন। পরে তিনি সে স্থান ত্যাগ করবার পর বলেন : আমি যেরূপ করেছি, এরূপ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি (তিরমিযী)।

অন্য বর্ণনায় আবু উমায়স ছাবিত ইব্ন উবায়দ হতে উল্লেখ করেছেন যে, একদা হযরত মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) নামায পড়াচ্ছিলেন অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবু দাউদ (র) বলেন, আবু উমায়স (র) মাসউদীর ভাই। সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-ও মুগীরা (রা)-র অনুরূপ করেছেন। ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা), দাহহাক ইব্ন কায়স (রা), মুআবিয়া (রা), ইব্ন আব্বাস (রা) এবং উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)-ও অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন : এটা ঐ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা দুই রাকাতের সময় না বসার ভুলের জন্য সালামের পর সিজ্দায় সাহু আদায় করে থাকে।

۱.۲۸ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَشَجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ بِمَعْنَى الْأَسْنَادِ أَنَّ ابْنَ عِيَّاشٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ
عُبَيْدِ الْكَلَاعِيِّ عَنْ زُهَيْرِ يَعْنِي ابْنَ سَالِمِ الْعَنْسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ
نُفَيْرٍ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ أَبِيهِ غَيْرُ عَمْرُو -

১০৩৮। আমার ইব্ন উছমান (র) ছাবিত (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নামাযের মধ্যে যে কোন ভুলের জন্য দুটি সিজ্দায় সাহু করতে হয় (ইব্ন মাজা)।

২.৪ - بَابُ سَجْدَتِي السَّهْوِ فِيهَا تَشْهَدُ وَتَسْلِمُ

২০৮. অনুচ্ছেদ : দুইটি সাহু সিজদার পর তাশাহুদ পড়বে, অতপর সালাম ফিরাবে

১.২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَبْرِينَ عَنْ خَالِدِ يَعْنِي الْحَذَاءَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَى فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشْهَدُ ثُمَّ سَلَّمَ -

১০৩৯। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) হযরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের সাথে নামায আদায়কালে ভুল করেন। অতঃপর তিনি ভুলের জন্য দুটি সিজদা করেন। পরে তাশাহুদ পাঠ করে সালাম ফিরান -- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

২.৭ - بَابُ انْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلَاةِ

২০৯. অনুচ্ছেদ : পুরুষদের পূর্বে স্ত্রীলোকদের নামায শেষে প্রস্থান সম্পর্কে

১.২৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا وَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءَ قَبْلَ الرِّجَالِ -

১০৪০। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে সালামের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। লোকেরা এর অর্থ করত যাতে মহিলারা পুরুষদের পূর্বে মসজিদ হতে বের হয়ে যেতে পারে (বুখারী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২.১ - بَابُ كَيْفَ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

২১০. অনুচ্ছেদ : নামায শেষে প্রস্থানের পদ্ধতি সম্পর্কে

১.২৯ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ

بْنِ هَلْبٍ رَجُلٍ مِّنْ طَيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقِيهِ -

১০৪১। আবল ওলীদ (র) হযরত কাবীসা ইব্ন হূল্ব (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছেন এবং তিনি (স) নামায শেষে মসজিদের কোন এক পাশ (ডান বা বাম) দিয়ে প্রস্থান করতেন (ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

۱. ۴۲ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ نَصِيبًا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفُ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ عُمَارَةُ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدُ فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ -

১০৪২। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যেন স্বীয় নামাযের মধ্যে শয়তানের জন্য কোন অংশ না রাখে। এরূপে যে, সে নির্গমনের সময় শুধুমাত্র ডানদিক হতেই বের হবে। তিনি আরো বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অধিকাংশ সময়ে বাম দিক দিয়ে বের হতে দেখেছি।

রাবী উমারা বলেন : এই হাদীছ শ্রবণের পর আমি যখন মদীনায় গমন করি, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুজরাসমূহ মসজিদের বাম দিকে দেখতে পাই (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।(১)

۲۱۱- بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِي بَيْتِهِ

২১১. অনুচ্ছেদ : নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম

۱. ۴৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ

টিকা : (১) নামায শেষে ইমাম ডান বা বাম দিকে ফিরে বসতে পারে, তদ্রূপ মসজিদের ডান বা বাম দিক দিয়ে বের হতে কোন আপত্তি নাই। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় নির্গমনের জন্য ডান বা বাম দিকে নির্দিষ্ট করে নেয় এবং সেই দিক হতেই বাইর হওয়াকে জরুরী মনে করে, তবে সে গোনাহগার হবে। কারণ এতে শয়তান খুশী হয় এবং একেই শয়তানের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। নফল বা মুস্তাহাবকে একান্ত জরুরী মনে করা অন্যায় ও গোনাহের কাজ। (অনবাদক)

عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ
وَلَاتَتَّخِذُوهَا قُبُورًا -

১০৪৩। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা তোমাদের স্ব স্ব গৃহে
(নফল) নামায আদায় করবে এবং তোমাদের ঘরকে তোমরা (নামায আদায় না করে)
কবর সদৃশ্য করবে না -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১.৬৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانَ بْنُ
بِلَالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ
فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ -

১০৪৪। আহমাদ ইবন সালেহ (র) য়য়েদ ইবন ছাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ফরয নামায ব্যতীত
যে কোন ধরনের নফল নামায আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) হতে ঘরে পড়াই
শ্রেয়(নাসাঈ, তিরমিযী)।

২১২- بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

২১২. অনুচ্ছেদঃ কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করার পর,
তা জ্ঞাত হলে

১.৬৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ فَلَمَّا
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ إِلَّا أَنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَمَالُوا كَمَا هُمْ
رُكُوعٌ إِلَى الْكَعْبَةِ -

১০৪৫। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীরা বায়তুলমুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। অতঃপর যখন এই আয়াত নাযিল হয় : তোমরা যেখানেই থাক, মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় কর। (অর্থাৎ এ সময় বায়তুল্লাহকে কিবলা হিসাবে নির্দ্ধারিত করা হয়) এ সময় বনী সালমাহ্ একব্যক্তি মসজিদের পাশদিয়া গমন কালে দেখতে পান যে, তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ফজরের নামায আদায় করছেন। তখন তিনি দুইবার (চীৎকার করে) বলেন : নিশ্চয়ই কিবলাকে এখন বায়তুল্লাহর দিকে ফিরানো হয়েছে। তাঁরা রুকু অবস্থায় কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন - (মুসলিম, নাসাঈ)।

২১২. بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

২১৩. অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযের বিভিন্ন বিধান

১. ৬৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَهْبَطَ وَفِيهِ تَبَّ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقَوْمُ السَّاعَةِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تَصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يُصَادِنُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ أَيَّهَا قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ فَقُلْتُ بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ فَقَالَ صَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَدْ عَلِمْتُ آيَةَ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَأَخْبَرْنِي بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ

الْمَ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ هُوَ ذَاكَ -

১০৪৬। আল্-কানাবী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যেসব দিনে সূর্যোদয় হয় তার মধ্যে জুমুআর দিনই উত্তম। ঐ দিনেই হযরত আদম (আ) সৃষ্টি হয়েছিলেন, ঐ দিনই তাঁকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, ঐ দিনই তাঁর তওবা কবুল হয় এবং ঐ দিন তিনি ইনতিকাল করেন। ঐ দিনই কিয়ামত কায়ম হবে, এই দিন জিন ও ইনসান ব্যতীত সমস্ত প্রাণীকুল সুবহে-সাদেক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকবে। এই দিনের মধ্যে এমন একটি সময় নিহিত আছে, তখন কোন মুসলিম বান্দাহ নামায আদায়ের পর আল্লাহর নিকট যা প্রার্থনা করবে তাই প্রাপ্ত হবে।

হযরত কাব (রা) বলেন, এইরূপ দু'আ কবুলের সময় সারা বছরের মধ্যে মাত্র এক দিন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, বছরের একটি দিন নয়, বরং এটা প্রতি জুমুআর দিনের মধ্যে নিহিত আছে। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত কাব (রা) তার প্রমাণস্বরূপ তাওরাত পাঠ করে বলেন, আল্লাহর রাসূল (স) সত্য বলেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর আমি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-র সাথে সাক্ষাত করি (যিনি ইহুদীদের মধ্যে বিজ্ঞ আলিম ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করি। এই সময় হযরত কাব (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, দু'আ কবুলের সেই বিশেষ সময় সম্পর্কে আমি জ্ঞাত আছি। তখন আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমাকে ঐ সময় সম্পর্কে অবহিত করুন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, তা হল জুমুআর দিনের সর্বশেষ সময়। আমি বললাম, তা জুমুআর দিনের সর্বশেষ সময় কিরূপে হবে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে কোন বান্দাহ নামায আদায়ের পর উক্ত সময়ে দু'আ করলে তার দু'আ কবুল হবে। অথচ আপনার বর্ণিত সময়ে কোন নামায আদায় করা যায় না। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, কোন ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকলে—নামায আদায় না করা পর্যন্ত তাকে নামাযে রত হিসাবে গণ্য করা হয়? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন : তা ঐ সময়টি..... (নাসাঈ, তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম)।

۱. ۴۷ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)—১৩

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبُضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ قَالَ يَقُولُونَ بَلَيْتَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ -

১০৪৭। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ... হযরত আওস ইব্ন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : দিনসমূহের মধ্যে জুমুআর দিনই সর্বোৎকৃষ্ট। এই দিনই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয় এবং এই দিন তিনি ইন্তিকাল করেন। ঐ দিনে শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। ঐ দিন সমস্ত সৃষ্টিকুল বেছশ্ হবে। অতএব তোমরা ঐ দিন আমার উপর অধিক দুরূদ পাঠ করবে, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার সম্মুখে পেশ করা হয়ে থাকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দেহ তো গলে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দুরূদ কিরূপে আপনার সম্মুখে পেশ করা হবে? তিনি (স) বলেন : আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আমিয়ায় কিরামের দেহসমূহ মাটির জন্য (বিনষ্ট করা হতে) হারাম করে দিয়েছেন ... (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢١٤. بَابُ الْإِجَابَةِ آيَةً سَاعَةً هِيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

২১৪. অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিনে কোন মুহূর্তে দু'আ কবুল হয়

١٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَنَّ الْجَلَّاحَ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلْمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعَةً لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمَسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ -

১০৪৮। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ... হযরত জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন : জুমুআর দিনের বার ঘণ্টার মধ্যে একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, তখন কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট যাই দু'আ করে — আল্লাহ তাই কবুল করেন। তোমরা এই মুহূর্তটিকে আসরের শেষে অনুসন্ধান কর ... (নাসাঈ)।

১.৪৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةٌ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسْمَعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الْجُمُعَةِ يَعْنِي السَّاعَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى الْمُنْبَرِ -

১০৪৯। আহমাদ ইবন সালেহ (র) ... আবু বুরদা ইবন আবু মুসা আল-আশ্আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) আমাকে বলেন— আপনি আপনার পিতাকে জুমুআর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বলেন : হ্যাঁ, আমি আমার পিতার সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন : এই বিশেষ মুহূর্তটি হল ইমামের খুত্বা দানের জন্য মিম্বরের উপর বসার সময় হতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত” -- (মুসলিম)।

২১০. بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

২১৫. অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযের ফযীলত

১.৫. - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا -

১০৫০। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে জুমুআর নামায পড়তে আসে এবং চুপ করে (খুত্বা) শুনে আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির এক জুমুআ হতে অন্য জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন এবং আরো তিন দিনের গুনাহও মাফ করে দিয়ে থাকেন। তিনি (স) আরো বলেন : যে ব্যক্তি (খুত্বা ও নামাযের সময়) কৎকর সরায়, সে যেন বেহুদা কর্মে লিপ্ত হল.... (মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

১.৫১ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى اَنَا عَيْشَى نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ مَوْلَى امْرَأَتِهِ اُمِّ عَثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَنبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيْطَانُ بِرَايَاتِهَا اِلَى الْاَسْوَاقِ فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِثِ اَوْ الرِّبَائِثِ وَيَبْطِطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُوا الْمَلَائِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتَبُونَ الرَّجُلَ مِنَ الرَّجُلِ مِنْ سَاعَةِ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الْاِمَامُ فَاِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظْرِ فَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْاَجْرِ وَاِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظْرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِّنْ وِزْرِ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَهْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تَلْكَ شَيْءٌ ثُمَّ يَقُولُ فِي اٰخِرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَلِكَ قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلَيْدِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ بِالرِّبَائِثِ وَقَالَ مَوْلَى امْرَأَتِهِ اُمِّ عَثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ -

১০৫১। ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) আতা আল-খুরাসানীর স্ত্রী উম্মে উছমানের আযাদকৃত গোলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)-কে কুফার মসজিদে মিম্বরের উপর বসে বলতে শুনেছি — যখন জুমুআর দিন আসে, তখন শয়তান স্বীয় ঢালসহ বাজারে (বা লোকদের একত্রিত হওয়ার স্থানে) ঘুরে বেড়ায় আর লোকজন বিভিন্ন প্রয়োজনের বেড়াঙ্গালে নিষ্ক্রিপ্ত করে নামায হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করে এবং জুমুআয় হামির হতে বিলম্ব ঘটায়। পক্ষান্তরে জুমুআর দিন ফেরেশতার দপ্তরসহ (নর্থিপত্র) আগমন করেন এবং মসজিদের দরজায় উপবেশন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির আগমনের সময় লিপিবদ্ধ করেন, এমনকি ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর আরোহণ করা পর্যন্ত তাঁরা একাজে লিপ্ত থাকেন। (অতঃপর ইমাম মিম্বরের উপর বসার সাথে সাথেই তাঁরা খাতা বন্ধ করে দেন)। ইমাম খুতবা দেয়া শুরু করলে যে ব্যক্তি চূপচাপ বসে শুনে সে দুইটি বিনিময় প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এতদূরে বসে যে, ইমামের খুতবা শুনেতে পায় না; তবুও সে চূপ করে বসে থাকার জন্য একটি বিনিময় প্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি এমন স্থানে উপবেশন করে যেখান হতে সে ইচ্ছা করলে ইমামের খুতবা শুনেতে এবং তাকে দেখতেও

পারে, কিন্তু সে এরূপ না করে বেহুদা কথা ও কর্মে লিপ্ত হয়, সে গুনাহগার হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ইমামের খুত্বা দানের সময় অন্যকে চুপ থাকতে বলে সেও বেহুদা কর্মে লিপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ বেহুদা কথা বা কর্মে লিপ্ত হয়, সে জুমু'আর দিনের কোন ফযীলাত প্রাপ্ত হবে না। অতঃপর হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি (আহমাদ)।

২১৬. بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

২১৬. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর নামায ত্যাগ করার কঠোর পরিণতি সম্পর্কে

১.০২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ سَفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ -

১২৫২। মুসাদ্দাদ (র) হযরত আবুল জাদ আদ-দামিরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি বিনা কারণে অলসতা হেতু তিনটি জুমু'আর নামায পরিত্যাগ করে আল্লাহ তার অন্তরের উপর মোহর মেলে দেন (যাতে কোন মঙ্গল তাতে প্রবেশ করতে না পারে, ফলে তাতে কল্যাণ ও বরকত প্রবেশের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়) -- (নাসাঈ, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

২১৭. بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

২১৭. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর নামায ত্যাগের কাফ্ফারা

১.০২ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عَذْرٍ فَلْيَتَّصِدْ بِدَيْنَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ وَوَأَفَقَهُ فِي الْمَثْنِ -

১০৫৩। আল-হাসান ইবন আলী (র) হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি বিনা

ওযরে জুমুআর নামায ত্যাগ করে, সে যেন এক দীনার সদকা করে। যদি তার পক্ষে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সদকা করা সম্ভব না হয়, তবে যেন অর্ধ-দীনার সদকা করে -- (নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, খালিদ ইব্ন কায়েস (র)-ও ভিনু সনদে এই হাদীছটি এইরূপে বর্ণনা করেছেন।

۱.۵۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَأَسْحَقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَدَامَةَ بْنِ وَبْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهِمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهِمٍ أَوْ صَاعِ حَنْطَلَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ هَكَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ وَقَالَ عَنْ سَمُرَةَ -

১০৫৪। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ... কুদামা ইব্ন ওয়াবারাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তির বিনা কারণে জুমুআর নামায পরিত্যক্ত হবে, সে যেন এক দিরহাম বা অর্ধ-দিরহাম অথবা এক সা' গম, বা অর্ধ-সা' গম আল্লাহর ওয়াস্তে সদকা করে -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ ইব্ন বাশীর এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সা'-এর পরিবর্তে এক মুদ্র অথবা অর্ধ মুদ্র শব্দ উল্লেখ করেছেন (এক মুদ্র $\frac{1}{8}$ সা')।

۲۱۸ - بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

২১৮. অনুচ্ছেদ : যাদের উপর জুমুআর নামায ফরয

۱.۵۵ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرَ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي -

১০৫৫। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নিজ নিজ ঘর হতে (মদীনা

শহরের) জুমুআর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে নববীতে আগমন করতেন, এমনকি 'আওয়ালীয়ে মদীনা' (অর্থাৎ মদীনার শহরতলী) হতেও লোকজন আসতো।

১.০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا قَبِيصَةَ نَا سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نَبِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةً عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدُهُ قَبِيصَةَ -

১০৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যারা জুমুআর নামাযের আযান শুনতে পাবে তাদের উপর জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)।

২১৯. بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَطِيرِ

২১৯. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির দিনে জুমুআর নামায

১.০৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ يَوْمَ حَنْيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أَنْ الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ -

১০৫৭। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) হযরত আবু মালীহ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধের দিন বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুআযযিনকে স্ব-স্ব অবস্থানে নামায আদায়ের ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দেন (বৃষ্টিপাতের মধ্যে একত্রিত হয়ে নামায আদায়ের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এরূপ করা হয়) -- (নাসাঈ)।

১.০৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا سَعِيدٌ عَنْ صَاحِبِ لَهُ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

১০৫৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) - - - হযরত আবু মালীহ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা ছিল জুমুআর দিন।

১.০৫৯ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَفِيَّانُ بْنُ حَبِيبٍ خَبَرَنَا عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلِ أَسْفَلَ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ -

১০৫৯। নাসর ইবন আলী (র) - - - - হযরত আবু মালীহ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি জুমুআর দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। ঐ সময় হালকা বৃষ্টি হয় যাতে জুতার তলাও ভিজে নাই। নবী করীম (স) সকলকে স্ব-স্ব অবস্থানেস্থলে নামায আদায়ের নির্দেশ দেন - - (ইবন মাজা)।

২২. - بَابُ التَّخْلُفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ

২২০. অনুচ্ছেদঃ শীতের রাতে জামাআতে না যাওয়া সম্পর্কে

১.৬. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَأَمَرَ الْمُنَادِي فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ قَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةً أَوْ مَطِيرَةً أَمَرَ الْمُنَادِي فَنَادَى الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ -

১০৬০। মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ (র) - - - হযরত নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবন উমার (রা) একদা দাজ্জান্ন নামক স্থানে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি জায়গা) শীতের রাতে অবতরণ করেন। ঐ সময় তিনি মুআযযিনকে স্ব-স্ব স্থানে নামায আদায়ের ঘোষণা দিতে বলেন।

রাবী আইয়ুব বলেন, নাফে (রহ) থেকে ইবন উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টির রাতে মুআযযিনকে স্ব-স্ব আবাসে নামায আদায়ের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিতেন।

১.৬১ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَادَى ابْنَ عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ قَالَ فِيهِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُنَادِي أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبِيدِ اللَّهِ قَالَ فِيهِ فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ -

১০৬১। মুআস্মাল ইব্ন হিশাম (র) হযরত নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমার (রা) দাজনান নামক স্থানে নামাযের জন্য আযান দেন। অতঃপর তিনি স্ব-স্ব অবস্থানে সকলকে নামায আদায়ের নির্দেশ দেন।

রাবী নাফে (রহ) বলেন, অতঃপর ইব্ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি (স) মুআয্যিনকে নামাযের আযান দিতে বলতেন, অতঃপর মুআয্যিন ঘোষণা দিত যে, সফরের সময় প্রচণ্ড শীত অথবা বৃষ্টির রাতে স্ব-স্ব অবস্থানে (তাঁবুতে) নামায আদায় কর — (ইব্ন মাজা)।

১.৬২ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةً أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي سَفَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ -

১০৬২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) - - - হযরত ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি দাজনান নামক স্থানে প্রচণ্ড শীত ও বায়ু প্রবাহের রাতে নামাযের আযান দেন এবং আযান শেষে বলেন — তোমরা স্ব-স্ব অবস্থানে নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরকালীন প্রচণ্ড শীত ও বর্ষার সময় স্ব-স্ব তাঁবুতে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতেন।

১.৬৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَعْنِي أَدْنَ بِالصَّلَاةِ
আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ১৪

فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَا صَلَّوْا فِي الرَّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةً أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلَّوْا فِي الرَّحَالِ -

১০৬৩। আল-কানাবী (র) - - - হযরত নাফে (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইবন উমার (রা) শীত ও বায়ু প্রবাহের রাতে নামাযের আযানের পর বলেন, শুনে নাও! তোমরা স্ব-স্ব অবস্থানে নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড শীত অথবা বৃষ্টির রাতে মুআযযিনকে স্ব-স্ব অবস্থানে নামায আদায় করার ঘোষণা দিতে বলতেন - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

۱.۶۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي الْمَدِينَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ فِي السَّفَرِ -

১০৬৪। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মদীনাতে শীতের ভোরে ও বৃষ্টির রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মুআযযিন লোকদেরকে স্ব-স্ব আবাসে নামায আদায়ের ঘোষণা দেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ইবন উমার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এটা সফরের সময়ের ব্যাপার।

۱.۶۵ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دَكَّانٍ نَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمَطَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ -

১০৬৫। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। ঐ সময়

বৃষ্টিপাত হওয়ায় তিনি সাহাবীদের বলেন : যে ব্যক্তি নিজ ঘরে নামায আদায়ের ইচ্ছা করে সে তা করতে পারে -- (মুসলিম, তিরমিযী)।

১.৬৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمَعِيلُ اَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِي نَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْحَارِثِ عَمَّ مُحَمَّدُ بِنُ سَيْرِينَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَدِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ اِذَا قُلْتَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلَوًا فِيْ بِيُوْتِكُمْ فَكَانَ النَّاسُ اسْتَنْكَرُوْا ذَلِكَ قَالَ قَدْ فَعَلَ ذَا مَن هُوَ خَيْرٌ مِنِّي اِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَاِنِّي كَرِهْتُ اَنْ اُحْرَجَكُمْ فَتَمَشُّوْنَ فِي الطَّيْنِ وَالْمَطْرِ -

১০৬৬। মুসাদ্দাদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইবন আব্বাস (রা) বৃষ্টির দিনে তাঁর মুআযযিনকে বলেন, তুমি “আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ” বলার পর ‘হইয়্যা আলাস্ সালাত’ বল না, বরং বলবে — ‘সাল্লু ফী বাইতিকুম’ (তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় কর)। এতদশ্রবণে লোকেরা তা অপছন্দ করেন। তখন তিনি বলেন, তা আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি করেছেন। জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব। এরূপ বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে হেটে এসে তা আদায় করবার জন্য তোমাদেরকে বাধ্য করতে আমি পছন্দ করি না -- (বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা)।

২২১. بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

২২১. অনুচ্ছেদ : মহিলা ও গোলামদের জন্য জুমুআর নামায ফরয নয়

১.৬৭ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ حَدَّثَنِي اسْحَقُ بِنُ مَنْصُورٍ نَا هُرَيْمٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُنْتَشِرٍ عَنْ قَيْسِ بِنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَّاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ اَوْ امْرَاةٌ اَوْ صَبِيٌّ اَوْ مَرِيضٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بِنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا -

১০৬৭। আব্বাস ইবন আবদুল আযীম (র) - - - তারিক ইবন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : জুমুআর নামায প্রত্যেক

মুসলমানের উপর জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু তা চার প্রকার লোকের উপর ওয়াজিব নয় : ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, তারিক ইবন শিহাব (রা) নবী করীম (স)-কে দেখেছেন, তবে তিনি তাঁর নিকট হতে কিছু শুনেননি।

২২২. بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقَرْيَةِ

২২২. অনুচ্ছেদ : গ্রামাঞ্চলে জুমুআর নামায আদায় সম্পর্কে

১.৬৮ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ لَفْظُهُ نَا وَكَيْعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةِ جُمِعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٍ جُمِعَتْ بِجَوَائِثَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةً مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ -

১০৬৮। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রথম জুমুআ মদীনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মসজিদে (মসজিদে নববীতে) অনুষ্ঠিত হওয়ার পর অন্য যেখানে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা হল বাহরাইনের আব্দুল কায়েস গোত্রে অবস্থিত “জাওয়াছা” নামক গ্রামে। রাবী উছমান (র) বলেন, তা আব্দুল কায়েস নামীয় গোত্রের বসতি এলাকা — (বুখারী)।

১.৬৯ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ الدَّرَيْسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدُ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصْرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدِ بْنِ زُرَّارَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَكَ إِذَا سَمِعْتَ النَّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدِ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيِّتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بِيَّاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ -

১০৬৯। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আব্দুর রাহমান ইব্ন কাব ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা কাব (রা)-র দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর পরিচালক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা হযরত কাব (রা)-র সূত্রে হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর পিতা যখন জুমুআর নামাযের আযান শুনতেন, তখন হযরত আসআদ ইব্ন যুরারা (রা)-এর জন্য দু'আ করতেন। তাঁর এরূপ দু'আ করার কারণ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যেহেতু তিনি য়ামানের “হায্ম আল্-নাবিত” নামক গ্রামে আমাদের জন্য সর্বপ্রথম জুমুআর নামায কায়েম করেন। এই স্থানটি নাকী নামক স্থানের “বানী বায়াদার-হুররাতে” অবস্থিত এবং তা ‘নাকী আল্-খাদামাত’ হিসাবে প্রসিদ্ধ। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি, সে সময়ে সংখ্যায় আপনারা কতজন ছিলেন ? তিনি বলেন, চল্লিশজন - - (ইব্ন মাজা)।

২২২. بَابُ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ

২২৩. অনুচ্ছেদ : ঈদ ও জুমুআ যদি একই দিনে একত্র হয়

১.৭. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا إِسْرَائِيلُ نَا عُمَانُ بْنُ مُغِيرَةَ عَنْ أَيَّاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ -

১০৭০। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) - - - হযরত আইয়াস ইব্ন আবু রামলা আশ-শামী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা) হযরত যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা)-কে কিছু জিজ্ঞাসা করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি (মুআবিয়া) বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময়ে তাঁর সাথে ঈদ ও জুমুআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছেন ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তিনি (স) কিরূপে তা আদায় করেন ? তিনি বলেন, নবী করীম (স) প্রথমে ঈদের নামায আদায় করেন, অতঃপর জুমুআর নামায আদায়ের ব্যাপারে অবকাশ প্রদান করে বলেন : যে ব্যক্তি তা আদায় করতে চায়, সে তা আদায় করতে পারে - - (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১.৭১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْبَجَلِيُّ نَا أَسْبَاطُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وَحَدَانَا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السَّنَةَ -

১০৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন তারীফ (র) - - - আতা ইব্ন আবু রিবাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্নুয যুবায়ের (রা) জুমুআর দিনে আমাদের সাথে ঈদের নামায আদায় করেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে একটু হেলে যাওয়ার পর আমরা জুমুআর নামায পড়তে যাই। কিন্তু তিনি না আসাতে আমাদের প্রত্যেকে একাকি নামায আদায় করেন। ঐ সময় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) তায়েফে ছিলেন। তিনি তায়েফ থেকে ফেরার পর আমরা বিষয়টি তাঁর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হযরত ইব্নুয যুবায়ের (রা) সুনাত অনুসারে কাজ করেছেন - - (নাসাঈ)।

১.৭২ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اجْتَمَعَ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَيَوْمَ فَطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكَعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ -

১০৭২। ইয়াহুইয়া ইব্ন খালাফ (র) - - - ইব্ন জুরায়জ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা (রহ) বলেছেন, ইব্নুয যুবায়ের (রা)-র সময় একবার ঈদুল-ফিতর ও জুমুআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ইব্নুয যুবায়ের (রা) বলেন, একই দিনে দুইটি ঈদের সমাগম হয়েছে। তখন তিনি দুইটিকে একত্রিত করে উভয় ঈদের জন্য দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং সেদিন তিনি আসরের পূর্বে আর কোন নামায পড়েননি।

১.৭৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الْوَصَّابِيِّ الْمَعْنَى قَالَ نَا بَقِيَّةُ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَغْبِرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَاهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجْمِعُونَ قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ -

১০৭৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফফা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : আজকের এই দিনে দুইটি ঈদের সমাগম হয়েছে (ঈদ ও জুমুআ)। অতএব কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে জুমুআর নামায আদায় করে তার ফযীলত অর্জন করতে পারে এবং আমি দুটিই (ঈদ ও জুমুআ আদায় করব (১) - - (ইবন মাজা)।

২২৪. بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২২৪. অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিনে ফজরের নামাযে যে সূরা পড়তে হয়

১.৭৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ -

১০৭৪। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা সাজ্দাহ এবং “সূরা হাল আতা আলাল ইনসান” তিলাওয়াত করতেন।

১.৭৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ -

১০৭৫। মুসাদ্দাদ (র) - - - মুখাওয়াল (র) হতে উপরোক্ত হাদীছটি একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে আরও উল্লেখ আছে যে, তিনি (স) জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআ এবং সূরা ইয়া জাআকাল মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন - - (মুসলিম, নাসাঈ)।

২২৫. بَابُ اللَّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

২২৫. অনুচ্ছেদ : জুমুআর জন্য পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে

১.৭৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ

(১) জুমুআ ও ঈদের নামায একই দিনে অনুষ্ঠিত হলে, দুটি নামাযই আদায় করতে হবে। - - (অনুবাদক)

الْخَطَّابِ رَأَى حَلَّةً سِيرَاءَ يَعْنِي تَبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
 اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاللَّوْفُدِ إِذَا قَدَمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلٌّ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حَلَّةً فَقَالَ
 عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتِنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حَلَّةٍ عَطَّارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ -

১০৭৬। আল-কানাবী (র) --- আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :
 একদা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজার সামনে স্বর্ণখচিত রেশমী কাপড়
 বিক্রয় হতে দেখে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি আপনি এই কাপড় খরিদ করতেন, তবে
 এর তৈরী জামা জুমুআর দিনে এবং বহিরাগত প্রতিনিধিগণ যখন আপনার খিদমতে উপস্থিত
 হয় তখন পরিধান করতে পারতেন। নবী করীম (স) বলেন : এটা তো ঐ ব্যক্তি পরিধান
 করতে পারে যার আখেরাতে কোন অংশ নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে ঐ
 জাতীয় কিছু রেশমী কাপড় হাদিয়া এলে তিনি তা থেকে উমার (রা)-কে একটি নকশীদার
 চাদর দান করেন। তখন হযরত উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এটা আপনি আমাকে
 পরিধানের জন্য দিয়েছেন, কিন্তু ইতিপূর্বে আপনি উতারাদের রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে
 নিষেধ করেছেন। তখন নবী করীম (স) বলেন : আমি এটা তোমার পরিধানের জন্য দেইনি।
 অতপর হযরত উমার (রা) কাপড়টি মক্কায় তাঁর এক অমুসলিম দুধভাইকে দান করেন —
 (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

۱. ۷۷ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ
 عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَلَّةً اسْتَبْرَقَ
 تَبَاعُ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا فَاتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْتَعْ
 هَذِهِ تَجْمَلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَاللَّوْفُودِ ثُمَّ سَأَقَ الْحَدِيثَ وَالْأَوَّلُ أَمُّ -

১০৭৭। আহমাদ ইবন সালেহ (র) --- হযরত সালেম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে
 বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বাজারে রেশমের মোটা
 কাপড় বিক্রী হতে দেখে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ

করে বলেন — আপনি এটা খরিদ করুন এবং তা পরিধান করে ঈদের নামায আদায় করতে এবং বহিরাগত প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাত করতে পারবেন। অতঃপর উক্ত হাদীছের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হয়েছে এবং প্রথম হাদীছটিই পূর্ণাংগ।

১.৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو أَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ وَجَدَ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ وَجَدَ ثُمَّ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ قَالَ عَمْرُو وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১০৭৮। আহমাদ ইবন সালাহ (র) --- মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কারো পক্ষে বা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হলে — নিজেদের সচরাচর পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া- জুমুআর নামাযের জন্য পৃথক দুটি কাপড়ের ব্যবস্থা করে নেবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, ইবন সালাম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপরোক্ত হাদীছ মিম্বরের উপর বসে বলতে শুনেছেন।

২২৬. بَابُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

২২৬. অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসা

১.৭৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

১০৭৯। মুসাদ্দাদ (র) - - - আমার ইবন শূআইব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে বেচা-কেনা করতে হারানো জিনিস খোঁজ করতে এবং কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন এবং জুমুআর দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসতেও নিষেধ করেছেন - - (নাসাঈ, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

২২৭. بَابُ إِتْخَاذِ الْمَنْبَرِ

২২৭. অনুচ্ছেদ : মিম্বর তৈরী সম্পর্কে

১.৪. - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَقَدْ امْتَرَوْا فِي الْمَنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةَ سَمَاءَهَا سَهْلٌ أَنْ مَرِي غَلَامِكَ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ فَعَمَلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَبَهَا فَوُضِعَتْ هَهُنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمَنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَّغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي -

১০৮০। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - আবু হাযিম ইবন দীনার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক সন্দিহান হয়ে হযরত সাহল ইবন সাদ আস - সাঈদী (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিম্বর তৈরী ও কাঠ সম্পর্কে জানতে চায় এবং তারা তাঁকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এটা কিসের তৈরী তা আমি অবগত আছি এবং আমি এর (মিম্বর) প্রথম স্থাপনের দিন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম যেদিন তাতে উপবেশন করেন তা আমি স্বচক্ষে অবলোকন

করেছি। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আনসার গোত্রের (আয়েশা নাম্নী) এক মহিলার নিকট এক ব্যক্তিকে এই খবরসহ প্রেরণ করেন : “তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রী মায়মূন নামীয় গোলামকে (রাবী সাহল ঐ মহিলার নাম উল্লেখ করেন) আমার বসে খুতবা দেয়ার জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করতে বল। তিনি ঐ গোলামকে তা তৈরীর নির্দেশ দেন। তখন ঐ মিস্ত্রী (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরে) জংগল হতে সংগৃহীত (ঝাউ নামীয়) গাছের কাঠ দিয়ে মিম্বর তৈরী করেন। অতঃপর তিনি তা নিয়ে তার মালিকার নিকট আসেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে প্রেরণ করেন। অতঃপর তাঁর (স) নির্দেশে তা এই স্থানে রাখা হয়। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এর উপর নামায পড়তে, তাকবীর বলতে এবং রুকু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি (স) তা থেকে পেছনের দিকে সরে গিয়ে মিম্বরের গোড়ায় (অর্থাৎ মাটিতে) সিঁজ্‌দা করেন। অতপর তিনি (স) তার উপর উঠেন এবং এইরূপে নামায শেষে লোকদের দিকে ফিরে বলেন : হে জনগণ! আমি এজন্য এরূপ করেছি যাতে তোমরা আমার অনুসরণ ও অনুকরণ করতে এবং আমার নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পার (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)। (১)

১.৪১ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ تَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدَنَ قَالَ لَهُ تَمِيمُ الدَّارِيُّ أَلَا اتَّخَذُ لَكَ مَنْبَرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَجْمَعُ أَوْ يَحْمِلُ عِظَامَكَ قَالَ بَلَى فَاَتَّخَذَ لَهُ مَنْبَرًا مَرْقَاتَيْنِ -

১০৮১। আল্-হাসান ইবন আলী (র) - - - ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীর বার্ষিক্য ও বয়োবৃদ্ধি জনিত কারণে ভারী হয়ে গেলে একদা হযরত তামীমূদ-দারী (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কি আপনার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করে দেব, যার উপর আপনি বসতে পারবেন? তিনি বলেন : হাঁ। ঐ সময় তাঁর জন্য দুই ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈরী করা হয়।

২২৪. بَابُ مَوْضِعِ الْمَنْبَرِ

২২৮. অনুচ্ছেদ : মিম্বর রাখার স্থান

১.৪২ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ

(১) ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শফিঈ ও আহমাদ (রহ) ও অন্যান্যদের মতে মিম্বরের উপর উঠানামা করে নামায আদায় করা জায়েয নয়। উপরোক্ত হাদীছে সাহাবায়ে কিরামকে নামায শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রাথমিক অবস্থায় নবী করীম (স) এরূপ করেন এবং তা তাঁর জন্য খাস ছিল। — অনুবাদক

بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِ الشَّاةِ -

১০৮২। মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র) - - - সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রক্ষিত মিম্বর ও কিব্লার দিকের প্রাচীরের মাঝখানে একটি বকরী চলাচল করার মত জায়গা ফাঁকা ছিল - - (মুসলিম)।

২২৭. بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

২২৯. অনুচ্ছেদ : সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে জুমুআর দিন নামায আদায় করা সম্পর্কে

১.৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا حَسَانَ بْنَ اِبْرَاهِيمَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ الْيَوْمَ الْجُمُعَةَ وَقَالَ إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ الْيَوْمَ الْجُمُعَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ -

১০৮৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ছাড়া অন্য দিন ঠিক দুপুরে নামায আদায় করা মাকরুহ মনে করতেন। তিনি আরো বলেন : জুমুআর দিন ব্যতীত অন্য দিনের (এই সময়ে) জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। মুজাহিদ (র) আবুল খালীল (র)-এর চেয়ে প্রবীণ এবং তিনি (আবুল খালীল) আবু কাতাদা (রা) থেকে হাদীস শুনেননি।

২২. بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

২৩০. অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত

১.৮৪ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيُّ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ -

১০৮৪। আল-হাসান ইবন আলী (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর জুমুআর নামায আদায় করতেন - - (বুখারী, তিরমিযী)।

১.৮৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ سَمِعْتُ أَيَّاسَ بْنَ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ لِلْحَيْطَانِ فِيْ -

১০৮৫। আহমাদ ইবন ইউনুস (র) - - - আয়াস ইবন সালমা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে জুমুআর নামায আদায়ের পর প্রত্যাবর্তন করবার পরেও দেয়ালের ছায়া দেখতাম না। (অর্থাৎ জুমুআর নামায তিনি) এত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন যে, এ সময় সূর্য বেশী হেলে না যাওয়ার কারণে দেয়ালের ছায়া দেখা যেত না) - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাই, ইবন মাজা)।

১.৮৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ -

১০৮৬। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর (র) - - - সাহল ইবন সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর নামায আদায়ের পরে দিনের প্রথমাংশের খানা খেয়ে 'কায়লুলা' (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম - - (বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা)।

২২১ - بَابُ الْفِدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২৩১. অনুচ্ছেদঃ জুমুআর নামাযের আযান সম্পর্কে

১.৮৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلَهُ حِينَ يَجْلِسُ الْأَمَامُ عَلَى الْمَنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّلَاثِ فَاذَّنَ بِهِ عَلَى الزُّوْرَاءِ فَتَبَّتِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ -

১০৮৭। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) আস-সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর (রা) ও উমার (রা)-র যুগে ইমাম যখন খুত্বা দেয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বরের উপর বসতেন, তখন যে আযান দেয়া হত তাই ছিল (জুমুআর) প্রথম আযান। অতঃপর হযরত উছমান (রা)-র খিলাফতকালে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন তিনি তৃতীয় আযানের প্রবর্তন করেন। এই ধরনের প্রথম আযান 'জাওরা' নামক স্থানে সর্বপ্রথম প্রদত্ত হয়। অতঃপর এই নিয়ম ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে -- (বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)। (১)

১.৮৮ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ ثُمَّ سَأَى نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ -

১০৮৮। আন-নুফায়লী (র) আস-সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন মুআযযিন মসজিদের দরজার উপর নবী করীম (স)-এর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আযান দিতেন এবং হযরত আবু বাকর (রা) ও হযরত উমার (রা)-র সময়েও এই নিয়ম চালু ছিল। অবশিষ্টাংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

১.৮৯ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ اسْحَقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ بِلَالٌ ثُمَّ ذَكَرْمَعْنَاهُ -

১০৮৯। হান্নাদ ইব্নুস-সারী (র) - - - আস-সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একমাত্র মুআযযিন ছিলেন।

(১) ইসলামের প্রথম যুগে জুমুআর দিনে ইমাম খুত্বা দেয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহণের পর যে আযান দেয়া হত, তাই ছিল প্রথম আযান। অতঃপর নামায শুরু হওয়ার প্রাক্কালে যে (ইকামত) দেয়া হত তা দ্বিতীয় আযান হিসাবে খ্যাত ছিল। অতঃপর হযরত উছমান (রা)-র সময়ে যে অতিরিক্ত আযানের প্রচলন শুরু হয়, তা তৃতীয় আযান হিসাবে পরিচিত। বর্তমানে জুমুআর জন্য প্রথমে যে আযান দেয়া হয় এটাই ছিল তৃতীয় আযান। (অনুবাদক)

১.৯. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نَا أَبِي عَن صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ بْنَ أُخْتِ نَمْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ وَسَأَقِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ -

১০৯০। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - আস-সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত বিলাল (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আর কোন মুআযযিন ছিল না হাদীছের শেষ পর্যন্ত এবং এ হাদীছ পূর্ণাঙ্গ নয়।

২২২. بَابُ الْإِمَامِ يَكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ

২৩২. অনুচ্ছেদ : খুতবার সময় অন্যের সাথে ইমামের কথা বলা সম্পর্কে

১.৯১ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ عَطَاءٍ عَنِ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اجْلِسُوا فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُعْرِفُ مُرْسَلًا إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ -

১০৯১। ইয়াকূব ইব্ন কাব হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে খুত্বা দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর উঠে বলেন : তোমরা বস ! ইব্ন মাসউদ (রা) তা শুনে দরজার উপর বসে পড়েন। কারণ তখন তিনি সেখানেই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে বলেন : হে আবদুল্লাহ ! তুমি এদিকে এসো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস।

২২২. بَابُ الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

২৩৩. অনুচ্ছেদ : ইমামের মিম্বরের উপর উঠে বসা

১.৯২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنِ

الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمَنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ أَرَاهُ الْمُؤَدِّنَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ -

১০৯২। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান (র) --- ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইটি খুত্বা দিতেন। তিনি (স) প্রথমে মিম্বরের উপর উঠে বসতেন এবং মুআযযিনের আযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই বসে থাকতেন। অতঃপর তিনি (স) দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন এবং মাঝখানে কোন কথাবার্তা না বলে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দ্বিতীয় খুত্বা দিতেন।

২৩৪. بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

২৩৪. অনুচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে খুত্বা (ভাষণ) দেয়া সম্পর্কে

১. ৯৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ عَنْ سَمَاقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ قَالَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِي صَلَاةٍ -

১০৯৩। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) --- জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান হয়ে খুত্বা (ভাষণ) দিতেন এবং প্রথম খুত্বা শেষে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর পুনরায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুত্বা দিতেন।

রাবী বলেন, যদি কেউ বলে, রাসূলুল্লাহ (স) বসে খুত্বা দিতেন সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সাথে প্রায় দুই হাজারেরও অধিক ওয়াক্ত নামায আদায় করেছি -- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১. ৯৬ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ نَا سَمَاقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكَرُ النَّاسَ -

১০৯৪। ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র) জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইটি খুত্বা দিতেন এবং এর মাঝখানে বসতেন। তিনি খুত্বার মধ্যে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন -- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১.৯৫ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ -

১০৯৫। আবু কামিল (র) জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতে দেখেছি। তিনি প্রথম খুত্বা দেয়ার পর সামান্য সময় বসতেন এবং ঐ সময় কোন কথা বলতেন না অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

২৩৫. بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَنْ قَوْسٍ

২৩৫. অনুচ্ছেদ : ধনুকের উপর ভর করে খুত্বা দেয়া

১.৯৬ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا شَهَابُ بْنُ خَرَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقِ الطَّائِبِيُّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنِ الْكُفِيِّ فَنَاشَأُ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَفَدَّتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعُ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعُ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاكَ فَادَعُ اللَّهُ لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ بِنَا أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّانِ إِذْ ذَاكَ بُونَ مَا قُمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهَدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ فَحَمَدَ اللَّهُ وَآتَنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ هَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قَالَ ثَبَّتَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِي وَقَدْ كَانَ انْقَطَعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ -

১০৯৬। সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) --- - - - - শূআইব ইব্ন রুযায়ক আত-তাবিকী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর নিকট উপবেশন করি, যার নাম ছিল আল-হাকাম ইব্ন হাযন্ আল-কালফী (রা)। তিনি আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন, একদা আমি সাত জনের সপ্তম বা নয় জনের নবম ব্যক্তি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করি। ঐ সময় আমরা তাঁকে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের কল্যাণ ও মংগলের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি খোরমার দ্বারা আমাদের মেহমানদারী করার নির্দেশ দেন। তখন মুসলমানগণ কষ্টের মধ্যে ছিল। আমরা তাঁর সাথে অবস্থানকালে একটি জুমুআর দিনও প্রত্যক্ষ করি। ঐ সময় (জুমুআর খুত্বা দেয়াকালে) তিনি লাঠি অথবা ধনুকের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে খুত্বার প্রারম্ভে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও প্রশস্তি জ্ঞাপন করে কয়েকটি হালকা, পবিত্র ও উত্তম বাক্য আশুে আশুে বলেন। অতঃপর তিনি বলেন : হে জনগণ ! প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা তোমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তবে তোমরা সঠিকভাবে আমল করার চেষ্টা কর এবং সুসংবাদ প্রদান কর।

১.৯৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ نَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا -

১০৯৭। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) --- - - - - ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর খুত্বা দানকালে বলতেন :

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা এবং মাগফিরাৎ কামনা করি এবং আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের নফসের শয়তানী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন তাকে কেউই গোমরাহ করতে পারে না এবং তিনি যাকে গোমরাহ করেন, তার হেদায়াতদাতা আর কেউ নাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে কিয়ামতের পূর্বে প্রেরণ

করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে ব্যক্তি তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবে না এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”

১.৯৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شَهَابٍ عَنْ تَشْهَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مَنْ يَعْصِيهَا فَقَدْ غَوَى وَنَسَأَلُ اللَّهُ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رِسْوَلَهُ وَ يَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ -

১০৯৮। মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) --- --- ইউনুস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি ইবন শিহাব (রহ)-কে জুমুআর দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খুত্বাদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করে আরো বলেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁদের (আল্লাহ ও রাসূলের) নাফরমানী করবে সে গোমরাহ হবে। আমরা আমাদের রবের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে ঐ দলভুক্ত করেন যারা তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং তাঁদের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকে। কেননা আমরা তাঁর সাথে ও তাঁর জন্যই। >

১.৯৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَفِيعٍ عَنْ تَمِيمِ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرِسْوَلَهُ وَمَنْ يَعْصِيهَا فَقَالَ قُمْ أَوْ اذْهَبْ بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ -

১০৯৯। মুসাদ্দাদ (র) --- --- আদী ইবন হাতিম (রা) হতে বর্ণিত। জনৈক বক্তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলে, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের নাফরমানী করবে”। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ উঠো অথবা ভেগে যাও, তুমি নিকৃষ্ট বক্তা - - (মুসলিম, নাসাঈ)।

১. অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাঁদের অসন্তুষ্টি আমাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে খুবই ক্ষতিকর। রাসূলের আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হিসাবে রাসূলের সুন্নাত পালন করা সকলের উচিত।

১১.০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا حَفِظْتُ قِ الْآ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنْوَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنْوَرُنَا وَاحِدًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رُوحُ بْنُ عِبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ أُمُّ هِشَامِ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ -

১১০০। মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) --- হযরত হারিছ ইবনুন-নুমান (রা)-র কন্যা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরা 'কাফ'-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যবান মোবারক হতে শুনে মুখস্ত করেছি, তিনি প্রত্যেক জুমুআর দিনে তা তিলাওয়াত করে খুতবা দিতেন। তিনি আরও বলেন, আমরা মহিলারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটবর্তী একই কাতারে সোজা অবস্থান করতাম। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, অত্র হাদীছের বর্ণনায় হারিছ-এর স্থলে রাওহ ইবন উবাদা ইমাম শুবা হতে হারিছা বিনতে নুমান উল্লেখ করেছেন। আর ইবন ইসহাক বর্ণনাকারিণীর নাম উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা ইবনুন-নুমান বলেছেন -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

১১.১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سَفِينٍ قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَذَكِّرُ النَّاسَ -

১১০১। মুসাদ্দাদ (র) --- জাবের ইবন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খুতবা ও নামায উভয় ছিল মধ্যম দৈর্ঘ্যের। তিনি খুতবার মধ্যে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করে লোকদেরকে উপদেশ দিতেন ----- (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

১১.২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانُ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُخْتِهَا قَالَتْ مَا أَخَذْتُ قِ الْآ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامِ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ -

১১০২। মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র) --- আমরাহ (র) থেকে তাঁর ভগ্নির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরা 'কাফ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যবান মোবারক হতে শুনে শুনে মুখস্ত করেছি। তিনি এই সূরাটি প্রত্যেক জুমুআর দিনে তিলাওয়াত করতেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছের অন্য সনদে আমরাহ (র) থেকে উস্মে হিশাম বিনতে হারিছা ইবনুন-নুমান হতে বর্ণিত (এতে বুঝা যায় যে, বর্ণনাকারিণীর নাম ছিল উস্মে হিশাম)।

১১.৩ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ أَكْبَرُ مِنْهَا بِمَعْنَاهُ -

১১০৩। ইবনুস-সারহ (র) --- আমরাহ (রহ) থেকে তাঁর বোন হযরত আব্দুর রহমান (রা)-র কন্যার সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, হযরত আমরাহ (র)-এর বোন তাঁর চাইতে বয়সে বড় ছিলেন।

২৩৬. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمُنْبَرِ

২৩৬. অনুচ্ছেদ : মিম্বরের উপর থাকাবস্থায় দুই হাত তোলা অবাঞ্ছনীয়

১১.৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَى عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ بِشَرِّ بْنِ مَرْوَانَ وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبِحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ قَالَ زَائِدَةُ قَالَ حُصَيْنٌ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ مَا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ يَعْغِي السَّبَابَةَ الَّتِي تَلِي الْأَيْهَامَ -

১১০৪। আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) --- হুসায়ন ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমারা ইব্ন রুয়াইবাহ হযরত বিশর ইব্ন মারওয়ান (রা)-কে জুমুআর দিনে হাত নেড়ে দু'আ করতে দেখে বলেন, আল্লাহ তার হস্তদয়কে বিনষ্ট করুন। রাবী হুসায়ন বলেন, উমারা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এর অধিক কিছু করতে দেখিনি যে তিনি (স) শাহাদাত অংশুলি দিয়ে ইশারা ব্যতীত আর কিছুই করেননি --- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১১.৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدِيهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مَنْبَرِهِ وَلَا غَيْرِهِ
وَلَكِنْ رَأَيْتَهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالْأَيْمَانِ -

১১০৫। মুসাদ্দাদ (র) --- সাহল ইব্ন সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বর অথবা অন্য কোথাও বেশী উপরে হাত উঠিয়ে দূ'আ করতে দেখিনি। বরং তিনি শাহাদাত আংগুল উপরে উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমাকে মিলিয়ে শাহাদাত অংগুলি দ্বারা ইশারা করতেন মাত্র।

২৩৭. بَابُ إِقْصَارِ الْخُطْبِ

২৩৭. অনুচ্ছেদ : খুত্বাসমূহ সংক্ষিপ্ত করা

১১.৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا أَبِي نَا الْعَلَاءِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطْبِ -

১১০৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) --- আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খুত্বা সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দেন।

১১.৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سَمَاقِ
بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ السُّوَّائِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ -

১১০৭। মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ (র) --- হযরত জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিনে ওয়ায-নসীহত দীর্ঘ করতেন না এবং সংক্ষিপ্ত খুত্বা দিতেন।

২২৮. بَابُ الدُّنُورِ مِنَ الْأِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

২৩৮. অনুচ্ছেদ : খুত্বার সময়ে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসা

১১.৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بَخْطٍ يَدِهِ وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنْهُ قَالَ فَتَادَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْضَرُوا الذِّكْرَ وَأَدْنُوا مِنَ الْأِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَّبَعُهُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا -

১১০৮। আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) --- মুআয ইব্ন হিশাম (রহ) বলেন, আমি আমার পিতার হস্তলিখিত কিতাবে দেখেছি, কিন্তু আমি তাঁর মুখে শুনিনি। তিনি বলেন, আবু কাতাদা (র) হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন মালিক হতে, তিনি সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণনা করছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যেখানে আল্লাহর যিকর হয় তোমরা সেখানে হাযির হবে এবং ইমামের নিকটবর্তী স্থানে থাকবে। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সব সময় দূরে দূরে অবস্থান করবে (খুত্বা, যিকির ইত্যাদি হতে) যদিও সে বেহেশতী হয়, তবুও সে বিলম্বে তাতে প্রবেশ করবে।

২২৯. بَابُ الْأِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ

২৩৯. অনুচ্ছেদ : আকস্মিক কারণে ইমামের খুত্বায় বিরতি সম্পর্কে

১১.৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَبَابٍ حَدَّثَهُمْ نَا حُسَيْنُ بْنُ وَقْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْتَرَانِ وَيَقُومَانِ فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَصَعَدَ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ طَدَّقَ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُمْ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ ثُمَّ أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ -

১১০৯। মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা (র) --- হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুত্বা দানকালে হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা) লাল ডোরা বিশিষ্ট জামা পরিধান করে সেখানে আসার সময় (অল্প বয়স্ক হওয়ায়) পিছলিয়ে পড়ে যান। নবী করীম (স)

খুত্বা বন্ধ করে মিম্বর হতে অবতরণ করে তাঁদেরকে নিয়ে পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করেন। অতঃপর তিনি (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন : “তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভানাদি ফিতনাস্বরূপ।” আমি উভয়কে (পড়ে যেতে) দেখে সহ্য করতে পারিনি। অতঃপর তিনি খুত্বা দেওয়া শুরু করেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ)। ১

২৫. بَابُ الْأَحْتِبَاءِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ

২৪০. অনুচ্ছেদ : ইমামের খুত্বা দেয়ার সময় কাপড় জড়িয়ে বসাবে না

১১১. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئِيُّ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحُبُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ -

১১১০। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ (র) --- মুআয ইব্ন আনাস (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে ইমামের খুত্বা প্রদানের সময় হাঁটু উপরে উঠিয়ে কাপড় জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন -- (তিরমিযী)।

১১১১ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ نَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِيُّ نَا سَلِيمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْرِقَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَجَمَعَ بِنَا فَفَنَظَرْتُ فَأَذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتَهُمْ مُحْتَبِينَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ بِنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشَرِيحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صَوْحَانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَابْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَأَسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنَعِيمُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلَّا عِبَادَةَ بْنَ نُسَيْرٍ -

(১) এ সময় একজনের বয়স ছিল চার বছর এবং অন্য জনের তিন বছর। — অনুবাদক

১১১১। দাউদ ইব্ন রাশীদ (র) ----- ইয়ালা ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত মুআবিয়া (রা)-র সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত ছিলাম এবং তিনি সেদিন জুমুআর নামাযের ইমামতি করেন। আমি দেখতে পাই যে, মসজিদের উপস্থিত অধিকাংশ লোকই নবী করীম (স)-এর সাহাবী। ঐ সময় আমি তাঁদেরকে ইমামের খুত্বা প্রদানের সময় কাপড় জড়িয়ে হাঁটু উপরে উঠিয়ে বসতে দেখি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইমাম খুত্বা দেয়ার সময় হযরত ইব্ন উমার (রা) কাপড় জড়িয়ে হাঁটু তুলে বসতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা), শুরায়হ, সা'আসা, সাঈদ, ইব্রাহীম, মাক্হুল, ইসমাঈল এবং নাসিম ইব্ন সালামা প্রমুখ রাবীদের মতে — কাপড় জড়িয়ে হাঁটু তুলে বসায় কোন দোষ নাই। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, উবাদা ইব্ন নাসী ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ বসাকে মাকরুহ বলেছেন কিনা আমার জানা নাই।

২৪১. بَابُ الْكَلَامِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ

২৪১. অনুচ্ছেদ : ইমামের খুত্বা দেয়ার সময় কথা বলা নিষেধ

১১১২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ .

১১১২। আল-কানাবী - - - - আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ইমামের খুত্বা দেয়ার সময় যদি তুমি কাউকে চুপ থাকতেও বল, তবে তুমি বেহুদা কাজ করলে-(মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১১১৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا نَا يَزِيدٌ عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٌ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَأَنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِمٍ وَلَمْ يُوذْ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا .

১১১৩। মুসাদ্দাদ ও আবু কামেল (র) --- আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : মসজিদে তিন প্রকারের লোক হাজির হয়ে থাকে। এক ধরনের লোক মসজিদে উপস্থিত হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরাফেরা করে এবং অনর্থক কথা বলে। আর এক ধরনের লোক মসজিদে হাজির হয়ে খুত্বার সময় দু'আ ইত্যাদিতে মশগুল থাকে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এদের দু'আ কবুল করতে পারেন এবং নাও করতে পারেন। আর এক ধরনের লোক মসজিদে হাজির হয়ে খুত্বা পাঠের সময় নিশ্চুপ থাকে এবং অন্যের ঘাড়ের উপর দিয়ে চলাফেরা করে না এবং অন্যকে কষ্ট দেয় না। এই ব্যক্তির জন্য বিগত জুমুআ হতে এ পর্যন্ত এবং সামনের তিন দিনের জন্য এই নীরবতা কাফফারাস্বরূপ হবে। তা এইজন্য যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : “যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজ করবে সে তার বিনিময়ে এর দশগুণ ছুওয়াব পাবে।”

২৪২. بَابُ اسْتِيزَانِ الْحَدِيثِ لِلْإِمَامِ

২৪২. অনুচ্ছেদ : উযু নষ্ট হলে ইমামের অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে

১১১৪ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُصَيَّبِيُّ نَا حَجَّاجُ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ -

১১১৪। ইব্রাহীম ইব্নুল হাসান (র) --- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যখন নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো হাদাছ হয় (উযু নষ্ট হয়), তখন সে যেন তার নাক ধরে বের হয়ে যায় (নাক ধরা উযু নষ্টের পরিচায়ক) -- (ইব্ন মাজা)।

২৪৩. بَابُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

২৪৩. অনুচ্ছেদ : ইমামের খুত্বা দেয়ার সময় মসজিদে উপস্থিত হলে

১১১৫ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَادُ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَيْتَ يَا فُلَانٌ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ -

১১১৫। সুলায়মান ইব্ন হারব্ (র) --- জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খুত্বা দানকালে সেখানে এক ব্যক্তি আগমন করেন। তিনি তাঁকে বলেন : হে অমুক ! তুমি কি নামায পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি (স) বলেন : তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে নাও - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১১১৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَاسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالَا نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا جَاءَ سَلِيكُ الْغَطَفَانِيِّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ أَصَلَيْتَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا -

১১১৬। মুহাম্মাদ ইব্ন মাহবুব (র) --- জাবের (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর খুত্বা দানকালে সেখানে সালীক আল-গাতাফানী (রা) নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হন। তখন তিনি বলেন : তুমি কি কিছু (নামায) পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি (স) তাকে বলেন : তুমি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায আদায় কর- - (মুসলিম, ইব্ন মাজা)।

১১১৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ سَلِيكًا جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَاصْطَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا -

১১১৭। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সুলায়ক (রা) মসজিদে আগমন করেন। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে যে, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসল্লীদের লক্ষ্য করে বলেন : ইমামের খুত্বা দেয়ার সময় যদি তোমাদের কেউ মসজিদে আসে তবে সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করে নেয় - (নাসাঈ, মুসলিম)।

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে ইমামের জুমুআর খুত্বা দেয়ার সময় নামায আদায় করা মাকরুহ। ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতানুযায়ী এ সময় নামায পরা জায়েয। - অনুবাদক

২৪৪. بَابُ تَخَطَّى رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২৪৪. অনুচ্ছেদ : জুমুআর দিনে লোকের কাঁধ টপকিয়ে সামনে যাওয়া সম্পর্কে
 ১১১৮ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ نَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ
 عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشْرِ جَاءَ
 رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ
 فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ فَقَدْ أَذَيْتَ -

১১১৮। হারুন ইবন মারুফ (র) ... আবুল-জাহিরিয়া (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (স)-এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন বিশর (রা)-র সাথে জুমুআর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় এক ব্যক্তি এসে লোকদের ঘাড় টপকিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছিল। তখন আবদুল্লাহ ইবন বিশর (রা) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জুমুআর খুত্বা দানকালে এক ব্যক্তি লোকের ঘাড় টপকিয়ে যেতে থাকলে তিনি (স) তাকে বলেন : তুমি বস ! তুমি অন্যকে কষ্ট দিচ্ছ।

২৪৫. بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

২৪৫. অনুচ্ছেদ : ইমামের খুত্বা দেওয়ার সময় কারো তন্দ্রা আসলে

১১১৯ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَن ابْنِ اسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
 عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ
 فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ -

১১১৯। হানাদ ইবনুস-সারী (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যদি মসজিদে কোন ব্যক্তি তদ্রাচ্ছন্ন হয়, তবে সে যেন স্বীয় স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে বসে - (তিরমিযী)।

২৪৬. بَابُ الْإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمُنْبَرِ

২৪৬. অনুচ্ছেদ : খুত্বা শেষে মিম্বর হতে নেমে ইমামের কথা বলা সম্পর্কে

১১২. - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ وَهُوَ ابْنُ حَازِمٍ لَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَهُ

مُسْلِمٌ أَوْ لَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمُنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّيُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ ثَابِتٍ هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ -

১১২০। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বর হতে নামতে দেখলাম। এ সময় এক ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তখন তিনি (স) তার প্রয়োজন পূরণের পর নামায আদায় করেন - (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২৪৭. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

২৪৭. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাকাত পায়

١١٢١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ -

১১২১। আল-কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেল, সে যেন সম্পূর্ণ নামায প্রাপ্ত হল - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২৪৮. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ

২৪৮. অনুচ্ছেদ : জুমুআর নামাযের কিরাআত সম্পর্কে

١١٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ قَالَ وَرَبِّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا -

১১২২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... নুমান ইব্ন বাশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুই ঈদ ও জুমুআর নামাযে “সাব্বিহিস্মা রবিবকাল আলা” এবং “হাল আতাকা হাদীছুল-গাশিয়াহ” সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন। রাবী বলেন; ঈদ ও জুমুআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হলেও তিনি এই সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১১২৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بِنْتِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِهِلَ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ -

১১২৩। আল-কানাবী (র) ... আদ-দাহ্‌হাক ইব্ন কায়েস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নুমান ইব্ন বাশীর (রা)-কে প্রশ্ন করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআর পরে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি “হাল আতাকা হাদীছুল-গাশিয়াহ” পাঠ করতেন - (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১১২৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ فَادْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلَى يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَاتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

১১২৪। আল-কানাবী (র) ... ইব্ন আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা) জুমুআর নামাযের ইমামতি করার সময় প্রথম রাকাতে সূরা “জুমুআ” এবং দ্বিতীয় রাকাতে “ইয়া জাআকাল্ মুনাফিকূন্” সূরা পাঠ করেন।

রাবী বলেন, তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় আমার সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি— হযরত আলী (রা) কুফাতে যে সূরাদ্বয় পাঠ করেছিলেন, আপনি তো তা-ই পাঠ করলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জুমুআর নামাযে এই সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতে শুনেছি — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১১২৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ -

১১২৫। মুসাদ্দাদ (র) ... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযের প্রথম রাকাতে “সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আলা” এবং দ্বিতীয় রাকাতে “হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ” তিলাওয়াত করতেন - (নাসাঈ)।

২৪৭. بَابُ الرَّجُلِ يَأْتُمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

২৪৯. অনুচ্ছেদ : ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝখানে প্রাচীর থাকলে

১১২৬ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ بِهِ مِنْ وِرَاءِ الْحَجَرَةِ -

১১২৬। যুহায়ের ইব্ন হার্ব (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর হুজুরাতে অবস্থান করে নামাযে ইমামতি করেন। এসময় লোকেরা (মুক্তাদীগণ) হুজুরার পেছনের দিকে থেকে তাঁর ইকতিদা করেন - (বুখারী)।

২৫০. بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

২৫০. অনুচ্ছেদ : জুমুআর ফরযের পরে সুনাত নামায আদায় সম্পর্কে

১১২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنَى قَالَا نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ اتَّصَلَى الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১১২৭। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ (র) ... নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমার (রা) কোন এক ব্যক্তিকে জুমুআর নামায আদায়ের পর স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত (নফল) নামায আদায় করতে দেখেন। তিনি তাঁকে উক্ত স্থান হতে সরে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি কি জুমুআর নামায চার রাকাত আদায় করবে? আবদুল্লাহ (রা) জুমুআর দিনে নিজের ঘরে দুই রাকাত নামায (নফল) আদায় করতেন। তিনি বলতেন, রাসূলে করীম (স) এইরূপ করতেন।

১১২৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اسْمَعِيلُ أَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَ يَحْدِثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ -

১১২৮। মুসাদ্দাদ (র) ... নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমার (রা) জুমুআর পূর্ববর্তী নামায (অর্থাৎ সূনাত) দীর্ঘায়িত করতেন এবং জুমুআর নামায আদায়ের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত আদায় করতেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপে জুমুআর দিনে নামায আদায় করতেন - (নাসাঈ, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

১১২৯ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخَوَّارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أُخْتِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَى مِنْهُ مُعَاوِيَةَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تُعَدُّ لِمَا صَنَعْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَتَّصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ أَنْ لَا تُؤْصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ -

১১২৯। আল-হাসান ইব্ন আলী (র) ... নাফে ইব্ন যুবায়ের (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইব্ন আতা (রহ) তাঁকে সায়েব (রা)-র খিদমতে এই সৎবাদসহ পাঠান যে, আপনি নামায আদায়কালে মুআবিয়া (রা) আপনাকে কি করতে দেখেছেন? তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদের মেহরাবে তাঁর সাথে জুমুআর নামায আদায় করি। নামাযের সালাম ফিরাবার পর আমি স্বস্থানে অবস্থান করে নামায আদায় করি। এ সময় মুআবিয়া (রা) তাঁর

ঘরে গিয়ে আমার নিকট সংবাদ পাঠান যে, তুমি এখন যে রূপ করেছ এরূপ আর কখনও করবে না। জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর, স্থান না বদলিয়ে বা কথা না বলে পুনঃ নামাযে দাঁড়াবে না। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : কেউ যেন এক নামাযের (ফরয) সাথে অন্য নামায না মিলায়, যতক্ষণ না সে ঐ স্থান ত্যাগ করে বা কথা বলে - (মুসলিম)।

১১৩. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْكُرُوزِيُّ أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ -

১১৩০। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আযীয (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মক্কায় অবস্থানকালে জুমুআর (ফরয) নামায আদায়ের পর নিজ স্থান ত্যাগ করে একটু সামনে এগিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। অতঃপর আরো একটু সামনে এগিয়ে চার রাকাত আদায় করেন। আর তিনি মদীনায় অবস্থানকালে জুমুআর ফরয নামায আদায় শেষে ঘরে ফিরে দুই রাকাত আদায় করতেন। তখন তাঁকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এইরূপ করতেন।

১১৩১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرُوحٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّارُ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا قَالَ فَقَالَ لِي أَبِي يَا بُنَيَّ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ آتَيْتَ الْمَنْزِلَ أَوْ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ -

১১৩১। আহম্মাদ ইব্ন ইউনুস ও মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর অন্য নামায আদায় করে সে যেন চার রাকাত আদায় করে (এটা রাবী ইবনুস-সাব্বাহের বর্ণনা)। তিনি (স) আরো ইরশাদ করেন : জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর চার রাকাত নামায আদায় করবে।

রাবী সাহ্ল (র) বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, হে বৎস ! যদি তুমি জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় কর, তবে ঘরে ফিরেও দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এই বর্ণনাটি রাবী ইব্ন ইউনুসের - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১১৩২ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -

১১৩২। আল-হাসান ইব্ন আলী (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘরে ফিরে দুই রাকাত নামায পড়তেন - (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

১১৩৩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَتِمَّازُ عَنْ مَصَلَاةِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ قَالَ فَيَرُكِعُ رَكَعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِي أَنفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرُكِعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مَرَارًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ وَ لَمْ يُتِمَّهُ -

১১৩৩। ইবরাহীম ইবনুল-হাসান (র) ... হযরত আতা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি হযরত ইব্ন উমার (রা)-কে জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর নিজ স্থান হতে একটু সরে গিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করতে দেখেন। অতঃপর তিনি আরেকটু সরে গিয়ে চার রাকাত নামায আদায় করেন।

রাবী বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি ইব্ন উমার (রা)-কে এইরূপে নামায আদায় করতে কতবার দেখেছেন? তিনি বলেন, বহুবার।

২০১. بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

২৫১. অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের নামায

১১৩৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَ لَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ -

১১৩৪। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছে দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা বছরে দুইটি দিন (নায়মুক ও মিহিরজান) খেলাধূলা ও আনন্দ-উৎসব করে থাকে। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন : এই দুটি দিন কিসের? তারা বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা এ দুইদিন খেলাধূলা ও উৎসব করতাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই দুই দিনের বিনিময়ে অন্য দুটি উত্তম দিন দান করেছেন এবং তা হল : কুরবানী ও রোযার ঈদের দিন (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

২০২. بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

২৫২. অনুচ্ছেদ : ঈদের নামাযের জন্য মাঠে যাওয়ার সময়

১১৩৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو الْمَغِيرَةِ نَا صَفْوَانٌ نَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحْبِيُّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ ابْطَاءَ الْأِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَعْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ -

১১৩৫। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... ইয়াযীদ ইব্ন খুমায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী আব্দুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা) ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন লোকদের সাথে নামায আদায়ের জন্য রওয়ানা হন। ইমামের বিলম্বের কারণে তিনি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা এমন সময় অর্থাৎ ইশরাকের সময় (সূর্য কিছু উপরে উঠতে) নামায-ই শেষ করতাম। - (ইব্ন মাজা)।

২৫২- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدِ

২৫৩. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মাঠে যাওয়া

১১৩৬- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَحَبِيبٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَهَشَامٍ فِي آخِرِينَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرَجَ نَوَاتِ الْخُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِ قِيلَ فَأَلْحِيضُ قَالَ لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَقَالَتْ إِمْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ نَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَلْبَسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِّنْ نُّوْبِهَا -

১১৩৬। মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) ... উম্মে আতিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য মহিলাদের নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁকে হয়েযগ্রস্ত মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : ওয়ায নসীহতে ও দু'আয় তাদেরও হাযির হওয়া উচিত। এ সময় এক মহিলা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শরীর ঢেকে ঈদের নামাযে যাওয়ার মত কাপড় যদি কারো না থাকে তবে সে কি করবে? তিনি বলেন : তার সাথী মহিলার অতিরিক্ত কাপড় জড়িয়ে যাবে।

১১৩৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَذْكَرِ النَّوْبَ قَالَ وَحَدَّثَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ امْرَأَةٍ تَحَدَّثُهُ عَنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى قَالَتْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَى مُوسَى فِي النَّوْبِ -

১১৩৭। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ (র) ... উম্মে আতিয়া (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। অতঃপর নবী করীম (স) বলেন : হয়েযগ্রস্ত মহিলারা অন্যদের হতে পৃথক থাকবে। এই হাদীছে কাপড়ের কথা উল্লেখ নাই।

১১৩৮- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نَوْمَرُ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَتْ وَالْحَيْضُ يَكُنُّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرُنَ مَعَ النَّاسِ -

১১৩৮। আন-নুফায়লী (র) ... উম্মে আতিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। রাবী বলেন, ঋতুবতী মহিলারা সকলের পিছনে থেকে কেবলমাত্র লোকদের সাথে তাকবীরে शामिल হবে - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১১৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ يَعْنِي الطَّيَالِسِيُّ وَمُسْلِمٌ قَالَا نَا اسْحَقُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي اسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتِ فَارِسَ الْيَنَانِيِّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَكُنْ وَأَمَرْنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيهِمَا الْحِيضَ وَالْعَتَقَ وَالْأَجْمَعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ -

১১৩৯। আবুল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী ও মুসলিম (র) ... উম্মে আতিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে আনসারদের মহিলাদেরকে এক বাড়ীতে একত্রিত করেন। অতঃপর তিনি (স) হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বাড়ীর দরজার নিকট এসে আমাদেরকে সালাম করলে আমরা তার জবাব দেই। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দূত হিসাবে তোমাদের নিকট হাযির। তিনি আমাদেরকে ঈদের নামাযে হাযির হওয়ার নির্দেশ দেন এবং ঋতুবতী ও বিবাহযোগ্য্য কিশোরীদেরকেও সেখানে হাযির হতে বলেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের (মহিলাদের) উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়। তিনি আমাদেরকে জানাযায় যেতে নিষেধ করেন।

২০৫ - بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

২৫৪. অনুচ্ছেদ : ঈদের দিনের খুত্বা (ভাষণ)

১১৪. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ اسْمَعِيلِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمُنْبِرَ فِي يَوْمِ عِيدِ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمُنْبِرَ فِي

يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ وَبَدَأَتْ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ
الْخُدْرِيُّ مَنْ هَذَا قَالُوا فَلَانُ بْنُ فَلَانَ فَقَالَ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى بِمَا عَلَيْهِ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكَ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ
يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ -

১১৪০। মুহাম্মাদ ইবনুল-আলা এবং কায়েস ইব্ন মুসলিম (র) ... হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ঈদের দিনে মারওয়ান খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বর স্থাপন করেন এবং নামাযের পূর্বেই খুতবা দেওয়া শুরু করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, হে মারওয়ান! তুমি সূনাতের বরখেলাফ করছ। তুমি ঈদের দিনে মিম্বর বাইরে এনেছ, যা ইতিপূর্বে কখনও করা হয়নি এবং তুমি নামাযের পূর্বে খুতবা দিয়েছ। তখন আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, এই ব্যক্তি কে? তারা বলেন, অমুকের পুত্র অমুক। তিনি বলেন, সে তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন শরীআত বিরোধী কোন কাজ হতে দেখে, তখন সম্ভব হলে তাকে হাত (শক্তি) দ্বারা বাঁধা দিবে। যদি হাত দ্বারা তাকে বাঁধা দেয়া সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা বলবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে তাকে অন্তরে খারাপ জানবে এবং এটা দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۱۴۱ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ
النَّاسَ فَلَمَّا فَرَّغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَاتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ
وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تَلْقَى النِّسَاءَ فِيهِ الصَّدَقَةَ قَالَ
تَلْقَى الْمَرْأَةَ فَتَخَهَا وَيَلْقَيْنِ وَيَلْقَيْنِ وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ فَتَخَتْهَا -

১১৪১। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিতরের দিনে খুতবার পূর্বে

নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি খুত্বা (ভাষণ) দেন। খুত্বা শেষ করার পর নবী করীম (স) মহিলাদের নিকট যান এবং তাদের উপদেশ দান করেন। এ সময় তিনি বিলাল (রা)-র হাতের উপর ভর করেছিলেন এবং বিলাল (রা) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে মহিলারা দান-ছদ্কাহ নিষ্ক্ষেপ করেন।

রাবী বলেন, এ সময় মহিলারা নিজেদের গহনাপত্রও সেখানে দান করছিলেন এবং এব্যাপারে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করা হচ্ছিল - (নাসাঈ)।

১১৪২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ ح وَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ فَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ -

১১৪২। হাফস ইব্ন উমার ও ইব্ন কাছীর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্রের দিন নামায শেষে খুত্বা (ভাষণ) দেন। অতঃপর তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে সাথে নিয়ে মহিলাদের নিকট যান এবং তাদেরকে দান-ছদ্কার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তারা নিজেদের অলংকারাদি দান করতে থাকেন - (আহমাদ)।

১১৪৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَا نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَمَشَى إِلَيْهِنَّ وَبِلَالٌ مَعَهُ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ -

১১৪৩। মুসাদ্দাদ এবং আবু মামার (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ধারণা করেন যে, মহিলাগণ তাঁর উপদেশ শুনতে পাচ্ছে না (দূরে অবস্থানের ফলে)। তাই তিনি বিলাল (রা)-কে নিয়ে তাঁদের নিকট গিয়ে উপদেশ দেন এবং তাদেরকে দানসদ্কা করার আদেশ দেন। মহিলারা তাদের কানের দুল, হাতের আংটি পর্যন্ত বিলাল (রা)-র কাপড়ের উপর (ছদ্কাস্বরূপ) নিষ্ক্ষেপ করেন - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১১৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطَى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَجَعَلَ بِلَالٌ يَجْعَلُهُ فِي كِسَائِهِ قَالَ فَقَسَمَهُ عَلَى فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ -

১১৪৪। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, মহিলাগণ তাদের কানের অলংকার ও আংটি দান করছিলেন এবং বিলাল (রা) তাঁর কম্বলের মধ্যে তা জমা করেন। রাবী আরো বলেন, অতঃপর তিনি (স) তা গরীব মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

২৫৫ - بَابُ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

২৫৫. অনুচ্ছেদ : ধনুকের উপর ভর করে খুত্বা (ভাষণ) দেওয়া

১১৪৫ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي خَبَّابٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ قَرَسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ -

১১৪৫। আল-হাসান ইব্ন আলী (র) ... ইয়াযীদ ইব্নুল-বারা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ঈদের দিন হাদিয়া (উপহার) হিসাবে ধনুক প্রদান করা হলে তিনি তার উপর ভর করে খুত্বা (ভাষণ) দেন।

২৫৬ - بَابُ تَرَكَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدِ

২৫৬. অনুচ্ছেদ : ঈদের নামাযে আযান নেই

১১৪৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ أَشْهَدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهِ مِنَ الصَّغَرِ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرٍ بِنِ الصَّلَاتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا

اِقَامَةٌ قَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ فَجَعَلَنَ النِّسَاءُ يُشْرِنَ اِلَى اَذَانِهِنَّ وَحَلُوْقِهِنَّ
قَالَ فَاَمَرَ بِرَبْلَا فَاتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১১৪৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... আবদুর রহমান ইব্ন আবেস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কোন ঈদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি যদি তাঁর শ্রিয়পাত্র না হতাম তবে ছোটবেলা থেকে তাঁর নিকটস্থ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না। কাছীর ইব্নুস-সালত (রা)-এর ঘরের নিকট যে পতাকা ছিল, তিনি সেখানে যান এবং নামায আদায় করতঃ খুত্বা (ভাষণ) দেন।

রাবী বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আযান ও ইকামতের কথা উল্লেখ করেন নাই। অতঃপর তিনি (স) দান-খয়রাত সম্পর্কে উপদেশ দেন, যা শুনেন মহিলাগণ তাঁদের কান ও গলা হতে স্বর্ণালঙ্কার খুলে দান করতে থাকেন। তিনি বিলাল (রা)-কে মহিলাদের নিকট গিয়ে তা গ্রহণের নির্দেশ দেন। অতঃপর সেগুলো নিয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট ফিরে আসেন - (বুখারী, নাসাঈ)।

۱۱۴۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ
طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِرَبْلَا
أَذَانَ وَلَا اِقَامَةَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْعُثْمَانَ شَكَ يَحْيَىٰ -

১১৪৭। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায আযান ও ইকামাত ব্যতীত আদায় করেন এবং হযরত আবু বাকর (রা), হযরত উমার (রা) ও হযরত উছমান (রা)ও তদ্রূপ করেন - (ইব্ন মাজা)।

۱۱۴۸ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادٌ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ
عَنْ سَمَاقٍ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ الْعِيدَيْنِ بغيرِ أَذَانَ وَلَا اِقَامَةَ -

১১৪৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে বছবার ঈদের নামায আযান ও ইকামত ব্যতীত আদায় করেছি - (মুসলিম, তিরমিযী)।

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ১৯

২০৭ - بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

২৫৭. অনুচ্ছেদ : ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা

১১৪৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَبِي لَهْيَعَةَ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا -

১১৪৯। কুতায়বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল-আযহার নামাযের প্রথম রাকাতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচবার তাকবীর বলতেন - (ইবন মাজা)।

১১৫০ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سَوَى تَكْبِيرَتِي الرَّكُوعَ -

১১৫০। ইবনুস-সারহ (র) ... ইবন শিহাব (রহ) হতেও উপরোক্ত হাদীছটি একই রকম বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রুকু দুই তাকবীর ছাড়া - (ইবন মাজা)।

১১৫১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ الْمُعْتَمِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ الْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كَلْتَيْهِمَا -

১১৫১। মুসাদ্দাদ (র) ... আমর ইবনুল-আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : ঈদুল-ফিতরের প্রথম রাকাতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর এবং উভয় রাকাতে তাকবীরের পরেই কিরাআত পাঠ করতে হয়।

১১৫২ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا سَلِيمَانَ يَعْنِي ابْنَ حَبَّانَ عَنْ أَبِي

يَعْلَى الطَّائِفِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفَطْرِ فِي الْأُولَى سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرُكِعُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَا سَبْعًا وَخَمْسًا -

১১৫২। আবু তাওবা (র) ... আমার ইবন শূআয়েব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিতরের প্রথম রাকাতে সাঁতটি তাকবীর বলার পর কিরাআত পাঠ শুরু করতেন। কিরাআত শেষে তাকবীর বলার পর প্রথম রাকাত সমাপনান্তে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে চারবার তাকবীর বলে কিরাআত শুরু করতেন এবং পরে রুকুতে যেতেন - (ইবন মাজা)।

۱۱۵۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ الْمَعْنَى قَرِيبٌ قَالَا نَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ حَبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحَدِيفَةَ بْنَ الْإِيْمَانَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفَطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حَدِيفَةُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أَكْبُرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ -

১১৫৩। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... সাঈদ ইবনুল-আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আবু মুসা আল-আশআরী (রা)-কে এবং হুযায়ফা ইবনুল-য়ামান (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল-আযহার তাকবীর কিরূপে আদায় করতেন। তিনি (আবু মুসা) বলেন, তিনি জানাযার নামাযে চার তাকবীর আদায় করতেন (অর্থাৎ তিনি জানাযার নামাযের অনুরূপ ঈদের নামাযের প্রতি রাকাতে চারটি তাকবীর বলতেন এবং তা তাহরীমা ও রুকূর তাকবীর সহ)। হুযায়ফা (রা) বলেন, আবু মুসা আল-আশআরী (রা) সত্য বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বস্রার আমীর থাকাকালে এইরূপে তাকবীর দিয়েছি।

রাবী আবু আয়েশা বলেন : সাঈদ ইবনুল-আস (রা)ও হযরত আবু মুসা (রা)-র মধ্যে কথোপকথন কালে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

২০৪. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ

২৫৮. অনুচ্ছেদ : উভয় ঈদের নামাযে কিরাআত পাঠ

১১০৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَمْرَةَ بِنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَقْدٍ اللَّيْثِيَّ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقَافٍ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ -

১১৫৪। আল-কানাবী (র) ... উমার ইবনুল-খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আবু ওয়াকিদ আল-লায়ছী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিতর ও ঈদুল-আযহার নামাযে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি (স) সূরা “কাফ ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ” এবং সূরা “ইকতারাবাতিস্-সাআতু ওয়ান-শাক্বাল কামার” পাঠ করতেন - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২০৯. بَابُ الْجُلُوسِ الْخُطْبَةِ

২৫৯. অনুচ্ছেদ : খুত্বা শুনার জন্য বসা

১১০৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّارُ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى الشَّيْبَانِيُّ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ أَنَا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ هَذَا مُرْسَلٌ -

১১৫৫। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাববাহ (র) ... আবদুল্লাহ ইবনুস-সায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামায আদায় করি। নামায শেষে তিনি বলেন : আমি এখন খুত্বা দেব। যে তা শুনতে চায়, সে যেন বসে থাকে এবং যে চলে যেতে চায় সে যেতে পারে - (নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২৬. بَابُ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ.

২৬০. অনুচ্ছেদ : ঈদের নামাযের জন্য এক পথ দিয়ে যাওয়া ও অন্য পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন

১১৫৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ -

১১৫৬। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায আদায়ের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন - (ইব্ন মাজা, মুসলিম, বুখারী)।

পারহ-৭

সপ্তম পারা

২৬১. بَابُ إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

২৬১. অনুচ্ছেদ : কোন ওয়রের কারণে ইমাম প্রথম দিন ঈদের নামাযের জন্য বের হতে না পারলে তা পরের দিন আদায় করা সম্পর্কে

১১০৭ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةَ لَهٗ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهَيْلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْطَرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ .

১১০৭। হাফস্ ইবন উমার (র) ... আনাস (রা) থেকে তাঁর চাচা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। একদা কয়েকজন আরোহী রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেন যে, তারা গতকাল চাঁদ দেখেছেন। তখন তিনি (স) তাদেরকে রোযা ভংগ করতে এবং পরের দিন সকালে ঈদের নামায আদায় করতে বলেন - (নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১১০৮ - حَدَّثَنَا حَمْرَةَ بِنْتُ نُصَيْرٍ نَا ابْنُ أَبِي مَرِيَمَ نَا إِبْرَاهِيمَ بِنْتُ سُوَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُبَشَّرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى فَنَسَلْنَا بَطْنَ بَطْحَا حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى فَنُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بَطْحَانَ إِلَى بَيْوتِنَا .

১১৫৮। হামযা ইবন নুসায়ের (র) ... বাকর ইবন মুবাশ্শির আল-আনসারী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে ঈদুল-ফিতর অথবা ঈদুল-আযহার নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহের যেতাম। আমরা 'বাতনে বাতহা' নামক স্থান অতিক্রম করে ঈদগাহে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামায আদায় করতাম। অতঃপর "বাতনে-বাতহা" হয়ে আমাদের ঘরে ফিরে আসতাম।

২৬২. بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

২৬২. অনুচ্ছেদ : ঈদের নামাযের পর অন্য নামায আদায় করা সম্পর্কে

১১৫৯ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَلْقَى خُرُصَهَا وَسِخَابَهَا -

১১৫৯। হাফস ইবন উমার (র) ... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিতরের নামায আদায়ের জন্য রওনা হয়ে দুই রাকাত ঈদের নামায আদায় করেন। তিনি তার আগে বা পরে কোন নামায আদায় করেননি। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে সংগে নিয়ে মহিলাদের নিকট যান এবং তাদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দেন। মহিলাগণ তাদের কানের বালা ও গলার হার দান-খয়রাত করেন - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২৬৩. بَابُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

২৬৩. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির দিনে লোকদের নিয়ে ঈদের নামায মসজিদে আদায় করা

১১৬. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا الْوَلِيدُ ح وَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ رَجُلٍ مِنَ الْفَرَوِيِّينَ وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ عَيْسَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي قُرْوَةَ سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عبيدَ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ -

১১৬০। হিশাম ইব্ন আশ্মার ও আর-রাবী ইব্ন সুলায়মান (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ঈদের দিন বৃষ্টি হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে নামায আদায় করেন - (ইব্ন মাজা)।

২৬৬. جَمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْأِسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعِهَا

২৬৪. অনুচ্ছেদ : ইসতিসকার বিধানসমূহ ও এই নামাযের বর্ণনা

۱۱۶۱ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدَ بْنِ ثَابِتِ الْمُرُوزِيِّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهْرًا بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوْلَ رِدَاءِهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِدَعًا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ -

১১৬১। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... আব্বাদ ইব্ন তামীম (রহ) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (চাচা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিসকার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে ময়দানে যান। অতঃপর তিনি (স) লোকদের নিয়ে সেখানে উচ্চস্বরে কিরআত পড়ে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। এ সময় তিনি স্বীয় চাদর মুবারক উলটিয়ে গায়ে দেন এবং কিবলামুখী হয়ে হস্তদ্বয় উপরে তুলে বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۱۶۲ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَ يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبَادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِدَاءِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَقَرَأَ فِيهِمَا زَادَ ابْنُ السَّرْحِ يُرِيدُ الْجَهْرَ -

১১৬২। ইবনুস-সারহু (র) ... আব্বাদ ইবন তামীম আল-মাযিনী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর চাচা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীকে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিস্কার নামায আদায় করতে গিয়ে লোকদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন।

রাবী সুলায়মান ইবন দাউদের বর্ণনায় আছে, তিনি (স) কিবলামুখী হয়ে তাঁর চাদর উল্টিয়ে গায়ে দিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, তিনি (স) উক্ত নামাযে কিরাআত শব্দ করে পাঠ করেন।

১১৬৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ يَعْنِي الْحَمَّصِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ لَمْ يَذْكَرِ الصَّلَاةَ وَحَوْلَ رِدَائِهِ فَجَعَلَ عَطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَجَعَلَ عَطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ -

১১৬৩। মুহাম্মাদ ইবন আওফ (র) ... মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম (রহ) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় নামাযের কথা উল্লেখ নাই। তিনি (স) তাঁর চাদর উল্টিয়ে ডান দিক বাম কাঁধের এবং বাম দিক ডান কাঁধের উপর রেখে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করেন।

১১৬৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سُودَاءَ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلْبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ -

১১৬৪। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিস্কার নামায আদায়কালে তাঁর গায়ে কাল ডোরা বিশিষ্ট চাদর ছিল। তিনি (স) এর নীচের দিক উল্টিয়ে উপরের দিকে উঠাবার সময় ভারী বোধ করলেন। তখন তিনি (স) তা উল্টিয়ে নিজ কাঁধের উপর রাখেন।

১১৬৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سُلَيْمَانَ يُعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَانَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو
اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ -

১১৬৫। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিস্কার নামাযে যান। নামায
শেষে তিনি যখন দু'আ করার ইরাদা করেন, তখন কিবলামুখী হয়ে স্বীয় চাদর উলটিয়ে গায়ে
দেন।

۱۱۶۶ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ
تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوْلَ رِدَائِهِ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ -

১১৬৬। আল-কানাবী (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ আল-মাযেনী (রা) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাঠে গিয়ে ইসতিস্কার নামায
আদায় করেন এবং কিবলামুখী হয়ে স্বীয় চাদর উলটিয়ে গায়ে দেন।

۱۱۶۷ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ
اسْمَعِيلَ نَا هِشَامُ بْنُ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَرْسَلَنِي
الْوَلِيدُ بْنُ عْتَبَةَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُقْبَةَ وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبْتَدِلًا مَتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى آتَى الْمُصَلَّى زَادَ
عُثْمَانُ فَرَقَى عَلَى الْمُنْبَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَكُمْ هَذِهِ وَ لَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي
الدُّعَاءِ وَالْتَضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
وَ الْأَخْبَارُ لِلنُّفَيْلِيِّ وَالصَّوَابُ ابْنُ عْتَبَةَ -

১১৬৭। আন-নুফায়লী ও উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাধারণ বেশভূষা পরিধান
করে বিনম্র হৃদয়ে ইসতিস্কার নামায আদায়ের জন্য মাঠে যান। অতঃপর তিনি মিম্বরে
উঠেন। (রাবী উছমানের মতে) এ সময় তিনি সাধারণ নামাযের খুত্বার অনুরূপ খুত্বা না

দিয়ে সম্পূর্ণ সময়টি কাকুতি-মিনতির সাথে দু'আ ও তাকবীরের মধ্যে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি ঈদের নামাযের মত দুই রাকাত নামায আদায় করেন - (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

২৬৫. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

২৬৫. অনুচ্ছেদ : ইসতিস্কার নামায আদায়কালে দুই হাত তুলে দু'আ করা

১১৬৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيَوَةَ وَعُمَرَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ لَا يَجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ -

১১৬৮। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (রা) ... উমায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল-জাওয়া নামক স্থানের নিকটবর্তী আহজারুল-যায়ত নামক স্থানে দাঁড়িয়ে উভয় হাত মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করে ইসতিস্কার নামাযের পর দু'আ করেন - (নাসাঈ, তিরমিযী)।

১১৬৯ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا مَسْعَرٌ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِي فَقَالَ اللَّهُمَّ أَسْقِنَا غَيْثًا مَغِيثًا مَرِيًّا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ أَجَلٍ قَالَ فَاطْبِقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ -

১১৬৯। ইব্ন আবু খালাফ (র) ... জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে কিছু লোক বৃষ্টি না হওয়ার কারণে ত্রন্দনরত অবস্থায় আগমন করে (বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে বলে)। তখন তিনি (স) এই দু'আ করেন : “ইয়া আল্লাহ! আমাদের জন্য এমন বৃষ্টি বর্ষণ করুন যা আমাদের জনকল্যাণকর ও মংগলজনক হয়, ফলমূল ও ফসালাদি উৎপাদনে সহায়ক হয়, যা আমাদের জন্য অপকারী না হয়ে উপকারী হয় এবং তা বিলম্বের পরিবর্তে অবিলম্বে দান করুন।” রাবী বলেন, এই দু'আর সাথে সাথেই আসমান মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়।

১১৭. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي
الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضَ إِبْطِيهِ -

১১৭০। নাসর ইব্ন আলী (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিস্কার নামাযে ব্যতীত অন্য কোন নামাজে হাত তুলে দু'আ করতেন না। তিনি এই নামাযে হাত এত উপরে উত্তোলন করতেন যে, তাঁর বগলের নীচের সাদা অংশ দেখা যেত - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۱۷۱ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَانِيُّ نَا عَفَّانُ نَا حَمَّادُ أَنَا ثَابِتٌ عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا يَعْنِي وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ
بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ -

১১৭১। আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের দুই হাত বেশ উপরে তুলে পানি বর্ষণের জন্য দু'আ করেন। তিনি ঐ সময়ে তাঁর হাতের ভেতরের দিক (সামনের অংশ) মাটির দিকে রাখেন, ফলে আমি তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখতে পাই - (মুসলিম)।

۱۱۷۲ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ
الزَّيْتِ بِأَسْطَى كَفِّيهِ -

১১৭২। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আহ্জার আয-যায়েত” নামক স্থানে ইসতিস্কার নামায আদায়কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপরের দিকে দুই হাত তুলে দু'আ করতে যারা দেখেছেন, তাঁরা আমাকে এই হাদীস অবহিত করেছেন।

۱۱۷۳ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ نَا خَالِدُ بْنُ نَزَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ
بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَا النَّاسُ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْوَطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِثْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي

الْمُصَلِّي وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَأَسْتِيخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَانَ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَجْنُ الْفُقَرَاءِ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَأَ بِيَاضَ أَبْطِيهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَائَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَأَلَتْ السَّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكَنْنِ ضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقْرَأُونَ مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لَهُمْ -

১১৭৩। হারান ইবন সাদ্দ আল-আয়লী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে অনাবৃষ্টির অভিযোগ পেশ করে। তখন তিনি ময়দানে মিম্বর স্থাপনের নির্দেশ দিলে তা স্থাপিত হয়। তিনি দিন-ক্ষণ ঠিক করে সকলের নিকট থেকে ময়দানে যাওয়ার ওয়াদা নেন। আয়েশা (রা) বলেন, সেদিন সূর্য উঠা আরম্ভ হতেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ময়দানে গিয়ে উক্ত মিম্বরে আরোহণ করে সর্বপ্রথম তাকবীর বলেন, অতপর মহান আল্লাহর প্রশংসা করেন। অতঃপর তিনি বলেন : তোমরা সময়মত বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করেছ। অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন : “যদি তোমরা তাঁর নিকট দু’আ কর, তবে তিনি তা কবুল করবেন”। অতঃপর তিনি বলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের রব। তিনি পরম দাতা মেহেরবান, কিয়ামতের দিনের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। ইয়া আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া আর কেউ স্বয়ংসমপূর্ণ নয়

এবং আমরা ফকীর। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং তার সাহায্যে সব সময় খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা কর। অতঃপর তিনি উভয় হাত এত উপরে উত্তোলন করেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর তিনি লোকদের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে স্বীয় চাদর মুবারক উলটিয়ে দেন এবং ঐ সময়ও তাঁর হাত উপরে ছিল। অবশেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে মিম্বর হতে অবতরণের পর দুই রাকাত নামায আদায় করেন। এই সময় আল্লাহ তাআলা আকাশে মেঘের সঞ্চারণ করেন এবং তার গর্জন ও ঘনঘটা শুরু হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহর হুকুমে এমন বৃষ্টিপাত হতে থাকে যে, নবী করীম (স) মসজিদে নববীতে আসার পূর্বে সমস্ত এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে আর্দ্রতা হতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হতে দেখেন, তখন এমনভাবে হেসে দেন যে, তাঁর সামনের পাটির দাঁত দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর তিনি বলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ পাক সব কিছুর উপর অধিক ক্ষমতাবান এবং আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

১১৭৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُنَا يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ الْكُرَاعُ هَلْكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا فَمَدَّ يَدَهُ وَدَعَا قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ السَّمَاءَ كَمَثَلِ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيحٌ ثُمَّ انْشَأَتْ سَحَابَةٌ ثُمَّ اجْتَمَعَتْ ثُمَّ أَرْسَلَتْ السَّمَاءُ عَزَائِلَهَا فَخَرَجْنَا نَحْوُضِ الْمَاءِ حَتَّى آتَيْنَا مَنْزِلَنَا فَلَمْ يَزَلِ الْمَطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدَمَتِ الْبُيُوتُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَنظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ يَتَصَدَّعُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ اِكْلِيلٌ -

১১৭৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় একবার মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঐ সময় জুমুআর নামাযে বক্তৃতা দেয়াকালে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনাবৃষ্টির জন্য উট-বকরী ইত্যাদি প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণের দূআ করুন। অতঃপর তিনি হাত উঠিয়ে দূআ করেন। আনাস (রা) বলেন, তিনি দূআ করার পূর্বে আকাশ স্বচ্ছ ও রৌদ্রোজ্জ্বল ছিল (এবং দূআর পর) বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু

করে এবং মেঘমালা একত্রিত হয়ে আঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত হতে থাকে। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন করি এবং একাধারে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকে। সেদিন ঐ ব্যক্তি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে আমাদের ঘরবাড়ী ধ্বসে যাচ্ছে, আপনি তা বন্ধের জন্য দু'আ করুন! তখন তিনি মুচকি হেসে দু'আ করেন : (ইয়া আল্লাহ) তা (মেঘমালা) আমাদের উপর হতে অন্যদিকে সরিয়ে নাও।

রাবী বলেন, এই সময় আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পাই যে, পুঞ্জীভূত মেঘমালা মদীনার আকাশ হতে সরে গিয়ে চতুর্দিকে গোলাকার ধারণ করেছে - (বুখারী)।

১১৭৫ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ بِحِذَاءِ وَجْهِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا وَسَاقَ نَحْوَهُ -

১১৭৫। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। অতঃপর রাবী হাদীছটি আব্দুল আযীযের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর হস্তদ্বয় মুখমণ্ডল পর্যন্ত উঠিয়ে বলেন : ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১১৭৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ نَا سَفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ أَلْمَيْتَ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مَالِكٍ -

১১৭৬। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ও সাহল ইব্ন সালাহ (র) ... আমর ইব্ন শূআযব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা আব্দুল্লাহ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিস্কার নামাযের সময় বলতেন : ইয়া আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দা ও পশু-পক্ষীদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ কর, তোমার রহমত বিস্তৃত কর এবং তোমার মৃত ভূমিকে (শুষ্ক যমীনকে) জীবিত (সুজলা সুফলা, উর্বর) করে দাও। এটা হযরত মালিক বর্ণিত হাদীছের মতন (মূলপাঠ)।

৩ - كِتَابُ الْكُسُوفِ

৩. অধ্যায় : সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে

২৬৬- بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

২৬৬. অনুচ্ছেদ : কুসুফের (সূর্যগ্রহণের সময়) নামায

১১৭৭- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أَصَدَقُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرُكِعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرُكِعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرُكِعُ فَرُكِعَ رُكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ ثَلَاثِ رُكْعَاتٍ يَرُكِعُ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّىٰ أَنْ رَجُلًا يَوْمِنْدٍ لِيَغْشَىٰ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ حَتَّىٰ أَنْ سَجَالَ الْمَاءُ لِيَنْصَبُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا رَفَعَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ حَتَّىٰ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَخَوْفُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا كُسِفَا فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ -

১১৭৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি লোকদের সাথে নামায (কুসুফ) আদায়কালে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি রুকু করে দণ্ডায়মান হন, পুনঃ রুকু করে দাঁড়ান এবং পরে রুকু করে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। এভাবে তিনি প্রত্যেক রাকাতে তিনবার রুকু করার পর সিজদায় যান। সেদিন দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে

থাকার ফলে কিছু লোক বেহুশ হয়ে যায় এবং তাদের মাথায় পানি ঢালতে হয়। তিনি রুকুতে যেতে “আল্লাহ্ আকবার” বলতেন এবং রুকু হতে উঠার সময় সামিআল্লাহ্ লিমান্ হামিদাহ বলতেন। এইরূপে নামায শেষ করার মধ্যেই সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন : চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে সংঘটিত হয় না, বরং তা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর অন্যতম দুইটি নিদর্শন। আল্লাহ এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করে থাকেন। তিনি আরো বলেন : যখন সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে তখন তোমরা দ্রুত নামায আদায়ে মনোনিবেশ করবে - (মুসলিম, নাসাঈ)।

২৬৭. بَابُ مَنْ قَالَ أَرْبِعَ رَكَعَاتٍ

২৬৭. অনুচ্ছেদ : (কুসুফের নামাযের) দুই রাকাতে চারটি রুকু সম্পর্কে

১১৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبِعِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاطَالَ الْقِرَاءَةُ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الثَّلَاثَةَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهِمَا رَكَعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلَ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا إِلَّا أَنْ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ قَالَ ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلَوَتِهِ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ وَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوفُ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ وَسَاقِ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ -

১১৭৮। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) ... জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর প্রিয় পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হলে লোকেরা বলাবলি করতে থাকে যে, ইব্রাহীমের ইস্তিকালের ফলে আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ২১

সূর্যগ্রহণ হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে ছয়টি রুকু ও চারটি সিজ্দা সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। তিনি “আল্লাহু আকবার” বলে তাহরীমা বাঁধার পর দীর্ঘক্ষণব্যাপী কিরাআত পাঠের পর রুকুতে গিয়ে অনুরূপ সময় অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে পূর্বের কিরাআতের চাইতে ছোট কিরাআত পাঠ করে পুনরায় রুকুতে যান এবং দাঁড়ানোর সমপরিমাণ সময় রুকুতে থাকার পর পুনরায় মাথা উঠিয়ে দ্বিতীয় বারের চাইতে আরো ছোট সূরা তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি রুকুতে গিয়ে দাঁড়ানোর সম-পরিমাণ সময় অতিবাহিত করে মাথা তোলেন এবং পরে সিজ্দায় যান। তিনি দইটি সিজ্দা করার পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং এখানেও তিনি সিজ্দায় যাওয়ার পূর্বে তিনটি রুকু করেন। তাঁর দ্বিতীয় রাকাতের কিয়ামের (দাঁড়ানোর) সময়ও দীর্ঘ ছিল, কিন্তু তার পরিমাণ প্রথম কিয়ামের চেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিয়ামের সময় যথাক্রমে কম ছিল এবং তাঁর রুকুতে অবস্থানের সময় কিয়ামের সম পরিমাণ ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর দাঁড়ানোর স্থান হতে পেছনে সরে আসেন, যার ফলে মুসল্লীদের কাতার কিছুটা পিছনের দিকে সরে যায়। পুনরায় তিনি সস্থানে আসেন এবং মুসল্লীগণও স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসেন এবং এইরূপে নামায শেষ করার মুহূর্তে সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে যায়। এ সময় তিনি ইরশাদ করেন : হে লোকগণ! নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ তাআলার মহান নিদর্শনাবলীর অন্যতম। এরা কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে রাহুগ্রস্ত হয় না। অতএব যখন তোমরা গ্রহণ হতে দেখবে, তখন তা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকবে। এইরূপে হাদীছের বাকী অংশ বর্ণিত হয়েছে - (মুসলিম)।

۱۱۷۹ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اسْمَعِيلُ عَنْ هِشَامِ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخْرُونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِّنْ ذَلِكَ فَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَسَأَقِ الْحَدِيثَ -

১১৭৯। মুআম্মাল ইবন হিশাম (র) ... হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি সাহাবীদের নিয়ে নামায শুরু করেন। তিনি এত দীর্ঘ সময় নামাযে দণ্ডায়মান থাকেন যে, কিছু লোক বেহুশ হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি রুকুতে গিয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন, অতঃপর রুকু হতে উঠে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন, অতঃপর রুকুতে গিয়েও দীর্ঘক্ষণ

অবস্থান করেন, অতঃপর মাথা তুলে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি সিজদায় গিয়ে দুটি সিজ্দা করার পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং তাতেও প্রথম রাকাতের অনুরূপ রুকু সিজ্দা করেন। তিনি এই দুই রাকাত নামায চারটি রুকু ও চারটি সিজ্দা সহকারে আদায় করেন। এইরূপে পূর্ণ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে - (মুসলিম, নাসাঈ)।

১১৮. - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكِعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكِعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعِ الْآخَرِي مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رُكُوعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ .

১১৮০। ইবনুস-সারহ (র) ... নবী করীম (স)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি মসজিদে যান। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ আকবার বলে নামায শুরু করেন। এ সময় লোকেরা তাঁর পেছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি দীর্ঘ কিরাআত পাঠের পর “আল্লাহ আকবার” বলে রুকুতে যান এবং বহুক্ষণ রুকুতে অতিবাহিত করার পর “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ, রব্বানা ওয়ালাকাল্ হামদ” বলে রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ান। এসময় তিনি দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেন কিন্তু তার পরিমাণ প্রথম বারের কিরাআত হতে সৎক্ষিপ্ত ছিল। অতঃপর তিনি “আল্লাহ আকবার” বলে রুকুতে গিয়ে সেখানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু তার পরিমাণ প্রথম বারের রুকুর চাইতে কম ছিল। অতঃপর তিনি “সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়া লাকাল্ হামদ” বলে দণ্ডায়মান হন (এবং পরে দুইটি সিজ্দা আদায় করেন)। এইরূপে তিনি দ্বিতীয় রাকাতও আদায় করেন। তিনি দুই রাকাত নামায চারটি রুকু ও চারটি সিজ্দা সহকারে আদায় করেন এবং নামায শেষ করে ফেরার পূর্বেই সূর্য রাহমুক্ত হয়ে যায় - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজা)।

১১৮১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبَسَةَ نَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ رُكْعَتَيْنِ -

১১৮১। আহমাদ ইবন সালেহ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণকালে নামায আদায় করেছেন। অতঃপর রাবী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, তিনি দুই রাকাত কুসুফের নামাযের প্রতি রাকাতে দুইটি করে রুকু করেছেন - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১১৮২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ خَالِدٍ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ نَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيِّ وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَمَّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ إِنَّكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ سُورَةَ مِنَ الطُّوْلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رُكْعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ سُورَةَ مِنَ الطُّوْلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رُكْعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى أَنْجَلَى كُسُوفَهَا -

১১৮২। আহমাদ ইবনুল ফুরাত (র) ... উবাই ইবন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি সাহাবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করেন। তিনি এই নামাযে সুদীর্ঘ সূরা পাঠ করেন। তিনি প্রথম রাকাতে পাঁচটি রুকু ও দুইটি সিজ্দা করেন এবং দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দশায়ামান হয়ে দীর্ঘ সূরা পাঠ করেন এবং পাঁচটি রুকু ও দুইটি সিজ্দা করেন। অতঃপর তিনি কিবলামুখী হয়ে বসে দু'আ করতে করতে সূর্য রাহুমুক্ত হয়।

১১৮৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ نَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرَى
مِثْلَهَا -

১১৮৩। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুসুফের নামায আদায়কালে দণ্ডায়মান হয়ে কিরাআত পাঠের পর রুকুতে যান অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠের পর রুকু করেন। পরে তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠের পর রুকুতে যান অতঃপর দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠের পর রুকুতে যান এবং শেষে সিজ্দা করেন। অতঃপর তিনি সিজ্দা শেষে দ্বিতীয় রাকাত অনুরূপভাবে আদায় করেন - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

۱۱۸۴ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرُ نَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادِ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بَيْنَمَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ قَيْدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّظِيرِ مِنَ الْأَفُقِ اسْوَدَّتْ حَتَّى أَضَتْ كَانَتْهَا تَنْوَمَةٌ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لِيُحَدِّثَنَّ شَأْنَ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ حَدَّثَنَا قَالَ فَدَفَعْنَا فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا قَالَ ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَوَافَقَ تَجَلَّى الشَّمْسُ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَحَمَدَ اللَّهُ وَآتَنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ سَأَقَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১১৮৪। আহম্মাদ ইব্ন ইউনুস (র) ... বসরার অধিবাসী ছালাবা ইব্ন আব্বাদ আল-আবদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এক দিন সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা)-র ভাষণ শুনছিলেন। তিনি বলেন, সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) বলেন, আমি এবং একজন আনসার যুবক নির্ধারিত স্থানে তীর চালনা করছিলাম। এসময় সূর্য যখন দুই-তিন তীর পরিমাণ উপরে উঠেছিল, তখন

তা দর্শকের চোখে 'তানুমা' ঘাসের ন্যায় বিবর্ণ হয়ে যায়। তখন আমরা পরস্পরকে বলি — চল আমরা মসজিদে যাই। আল্লাহর শপথ! সূর্যের এই কালো হওয়াটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মাতের উপর কোন বিপদ সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

রাবী বলেন, আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই যে, তিনি বের হয়ে আসছেন। তিনি ইমামতির স্থানে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করেন এবং আমরাও তাঁর সাথে শরীক হই। তিনি উক্ত নামাযে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন যে, ইতিপূর্বে কোন নামাযে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেননি। আমরা তাঁর কিরাআত পাঠের কোন শব্দ শুনি নাই।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি রুকুতেও এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন যে, ইতিপূর্বে কখনও এরূপ করেননি, এসম ও আমরা কোন শব্দ শুনি নাই। অতঃপর তিনি সিজ্দায় গিয়ে এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন, যা ইতিপূর্বের কোন সিজ্দায় করেন নাই এবং এ সময়ও আমরা তাঁর কোন শব্দ শুনি নাই। অতঃপর তিনি নামাযের দ্বিতীয় রাকাতও অনুরূপভাবে আদায় করেন।

রাবী বলেন, তিনি দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠকে থাকাকালীন সূর্য রালুমুক্ত হয়। অতঃপর তিনি সালাম ফিরিয়ে দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসায় বলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র) মহানবী (স)-এর ভাষণের বর্ণনা দেন - (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

১১৮৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ الْهَلَالِيِّ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَرَعًا يَجْرُ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَاطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَنْجَلَتْ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ الْآيَاتُ يُخَوِّفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحَدٍ صَلَاةٍ صَلَّىتُمُوهَا مِنَ الْكُتُوبَةِ -

১১৮৫। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... হযরত কাবীসা আল-হিলালী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময় একদা সূর্যগ্রহণ হয়। এ সময় তিনি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এত দ্রুত বের হয়ে আসেন যে, তাঁর চাদর মাটিতে হেঁচড়াচ্ছিল এবং এ সময় মদীনাতে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করেন, যাতে তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন। তাঁর নামায শেষ করার সময় সূর্যগ্রহণও শেষ হয়। তখন তিনি বলেন : এটা আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিদর্শন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের সতর্ক করে থাকেন। যখন তোমরা এরূপ হতে দেখবে তখন

ক্রত তোমাদের সর্বশেষ ফরয নামাযের ন্যায় নামায আদায় করবে - (নাসাঈ)।

۱۱۸۶ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا رِيحَانُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ هَلَالِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ قَبِيصَةَ الْهَلَالِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُوسَى قَالَ حَتَّى بَدَتْ النُّجُومَ -

১১৮৬। আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... হিলাল ইব্ন আমের (র) হতে বর্ণিত। কাবীসা আল-হিলালী (রা) তাঁকে বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ হলে ... অতঃপর মূসা ইব্ন ইব্রাহীমের হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে যে, সে সময় এমনভাবে সূর্যগ্রহণ হয় যার ফলে আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

۲۶۸. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

২৬৮. অনুচ্ছেদ : কুসুফের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে

۱۱۸۷ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ نَا عَمِّي نَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ كُلَّهُمْ قَدْ حَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَحَزَرَتْ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ فَحَزَرَتْ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ -

১১৮৭। উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'দ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যামানায় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি লোকদের নিয়ে বের হয়ে নামায আদায় করেন। নামাযে তিনি যে সূরা পাঠ করেন, আমার ধারণামতে তা ছিল "সূরা বাকারা"। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে ... তিনি সিজদায় গিয়ে দুইটি সিজদা আদায়ের পর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতে যে সূরা পাঠ করেন, আমার ধারণামতে তা ছিল "সূরা আল ইমরান"।

۱۱۸۸ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْزِدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي نَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي

الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً فَجَهَرَبِهَا يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ -

১১৮৮। আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুসুফের নামায আদায়কালে উচ্চস্বরে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেন।

۱۱۸۹ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا بِنَحْوِ مَنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ -

১১৮৯। আল-কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জনগণের সাথে নামায আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হন। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন যে, সম্ভবতঃ তিনি সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি রুকু করেন ...পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

۲۷۹- بَابُ يُنَادِي فِيهَا بِالصَّلَاةِ

২৬৯। অনুচ্ছেদ : কুসুফের নামাযের জন্য আহ্বান করা

۱۱۹۰ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا الْوَلِيدُ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَنَادَى أَنْ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ -

১১৯০। আমর ইবন উছমান (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লোকদেরকে নামাযের জন্য ডাকতে বলেন। ঐ ব্যক্তি নামায জামাআতে অনুষ্ঠিত হবে বলে আহ্বান করেন - (মুসলিম, বুখারী)।

۲۷۰- بَابُ الصَّدَقَةِ فِيهَا

২৭০। অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় দান-খয়রাত করা

۱۱۹۱ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا -

১১৯১। আল-কানাবী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ কারও জন্ম-মৃত্যুর ফলে হয় না। যখন তোমরা তা এই অবস্থায় দেখবে, তখন আল্লাহর যিকির করবে, দু'আ করবে এবং দান-খয়রাত করবে - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

২৭১. بَابُ الْعِتْقِ فِيهَا

২৭১. সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা

۱۱۹۲ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا مُعَاوِيَةَ بْنَ عَمْرِو نَا زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ -

১১৯২। যুহায়ের ইবন হারব (র) ... আস্মা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিতেন - (বুখারী)।

২৭২. بَابُ مَنْ قَالَ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ

২৭২. অনুচ্ছেদ : যারা বলেন, সূর্যগ্রহণের সময় দুই রাকাত নামায পড়বে

۱۱۹۳ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السُّخْتِيَانِيِّ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَتْ -

১১৯৩। আহম্মাদ ইবন আবু শূআয়েব (র) ... আন-নুমান ইবন বাশীর (রা) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং জিজ্ঞাসা করতে থাকেন : সূর্যগ্রহণ কি শেষ হয়েছে ? - (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১১৭৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكِدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكِدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكِدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكِدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكِدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكِدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ وَقَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ أَفْ أَفْ ثُمَّ قَالَ رَبِّ أَلَمْ تَعْدِنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ أَلَمْ تَعْدِنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فَفَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ وَقَدْ أُمِحِصَتِ الشَّمْسُ وَسَاقَ الْحَدِيثُ -

১১৯৪। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি নামাযের রাকাতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। অতঃপর রুকূতে গিয়ে সেখানেও অধিকক্ষণ কাটান। অতঃপর তিনি দীর্ঘক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর সিজ্দায় গিয়েও দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি প্রথম সিজ্দা হতে মাথা তোলার পর অনেকক্ষণ বসে থাকেন এবং পুনরায় সিজ্দায় গিয়ে সেখানে অনেক বিলম্ব করেন। অতঃপর সিজ্দা শেষে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ান এবং তাও প্রথম রাকাতের মত আদায় করেন। তিনি সর্বশেষ সিজ্দা দেয়ার সময় উহ! উহ! শব্দ করেন এবং বলেন : ইয়া আল্লাহ! তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করনি যে, যতক্ষণ আমি তাদের মধ্যে থাকব, ততক্ষণ তুমি তাদেরকে আঘাবে নিক্ষেপ করবে না, তুমি আমার সাথে এইরূপ ওয়াদা করনি যে, যতক্ষণ তারা ইস্তিগ্ফার করতে থাকবে, ততক্ষণ তুমি তাদেরকে শাস্তি দেবে না? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) -এর নামায শেষে সূর্যগ্রহণও শেষ হয়। এরূপে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

১১৭৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أترَمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَوةِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ مَا أَحَدَتْ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسُوفِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ
يَدَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيَهْلِلُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ بِسُورَتَيْنِ وَرَكَعَ
رَكْعَتَيْنِ -

১১৯৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমি একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁর চালনা শিক্ষা করার সময় সূর্যগ্রহণ হতে দেখি। তখন আমি সব কিছু ত্যাগ করে বলি যে, আজ সূর্যগ্রহণের দিন রাসূলুল্লাহ (স) কি করেন তা দেখব। আমি তাঁর নিকট এসে দেখতে পাই যে, তিনি দুই হাত তুলে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), হাম্দ (আলহামদু লিল্লাহ) এবং তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করছেন। তাঁর দু'আ করাকালীন সময়ের মধ্যে সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে যায়। এ সময় তিনি দুটি সূরাসহ দুই রাকাত নামায আদায় করেন - (মুসলিম, নাসাঈ)।

২৭৩ - بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَ نَحْرِهَا

২৭৩. অনুচ্ছেদ ৪ দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সময় নামায আদায় করা

۱۱۹۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ فَاتَيْتُ أَنَسًا فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ يَصِيْبُكُمْ مِثْلُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ الرِّيحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ الْمَسْجِدَ
مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ -

১১৯৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র) ... উবায়দুল্লাহ ইব্ন নাদর (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-র সময় একবার আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হলে আমরা তাঁর নিকট এসে বলি, হে আবু হামযা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে কোন সময় এরূপ হয়েছিল কি? তিনি বলেন, আল্লাহ পানাহ! তাঁর যুগে এমনকি জোরে বাতাস প্রবাহিত হতে দেখলেও আমরা কিয়ামতের আশংকায় দৌড়িয়ে মসজিদে আশ্রয় নিতাম।

২৭৪. بَابُ السُّجُودِ عِنْدَ الْآيَاتِ

২৭৪. অনুচ্ছেদ : কোন অশুভ আলামত দেখে সিজ্দা করা

১১৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ التَّقْفِيُّ نَا يَحْيَى بْنَ كَثِيرٍ نَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا تَتَّ فُلَانَةٌ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيلَ لَهُ تَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا وَآيَ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১১৯৭। মুহাম্মাদ ইবন উছমান (র) ... ইকরামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা)-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রীর ইনতিকালের খবর দেয়া হলে তিনি সাথে সাথে সিজ্দায় যান। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি এখন সিজ্দা করলেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন তোমরা আল্লাহর কোন নিদর্শন দেখবে, তখন সিজ্দা করবে। নবী করীম (স)-এর স্ত্রীর ইনতিকালের চেয়ে অধিক বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে ? - (তিরমিযী)।

تَفْرِيعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ السَّفَرِ

পরিব্রাজকের নামাজের বিধানসমূহ

২৭৫. بَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِ

২৭৫. অনুচ্ছেদ : মুসাফিরের নামাজ

১১৭৮ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رُكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَزَيْدٌ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ -

১১৯৮। আল-কানাবী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে ও আবাসে দুই দুই রাকাত নামাযই ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর সফরের সময়ের নামায ঠিক রাখা হয়েছে এবং আবাসের নামায বৃদ্ধি করা হয়েছে—(তিন এবং চার রাকাতে) - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১১৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا خُشَيْشُ يَعْنِي ابْنَ أَصْرَمَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةٍ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرَأَيْتَ أَقْصَارَ النَّاسِ الصَّلَاةِ الْيَوْمَ وَأَنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ .

১১৯৯। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) ... ইয়ালা ইবন উমায়্যা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম, বর্তমানে লোকেরা নামায কসর (সংক্ষেপ) করছে, অথচ আল্লাহর নির্দেশ : “যদি তোমরা কাফিরদের হামলার আশংকা কর, তবে তোমরা নামায কসর হিসাবে আদায় করতে পার।” বর্তমানে ঐ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তখন উমার (রা) বলেন, তুমি যাতে বিস্ময় প্রকাশ করছ, এ ব্যাপারে আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : তা আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের জন্য সদকাস্বরূপ। কাজেই তোমরা তাঁর দান গ্রহণ কর - (মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

১২.. - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَحَمَادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ -

১. বাড়ীতে অবস্থানকে “হযর” এবং বাড়ী হতে দূরের যাত্রাকে সফর বলা হয়। ৪৮ মাইল হতে অধিক দূরত্বের যাত্রায় ফরয নামায চার রাকাত—এর স্থলে দুই রাকাত কসর (সংক্ষেপ) করে পড়তে হয়। মিরাজ রজনীতে সর্বপ্রথম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই দুই দুই রাকাত করে ফরয করা হয়। পরে পূর্ববর্তী নবীদের অনুকরণে হযর অবস্থায় আসর ও ইশার ফরয নামায চার রাকাতে এবং মাগরিব তিন রাকাতে উন্নীত করা হয়। সফরের সময়ে ঐ বর্দ্ধিত নামাযটিই বাদ দেয়া হয়েছে। মাগরিবের তিন রাকাত সফরেও বহাল রয়েছে। — (সম্পাদক)

১২০০। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আম্মার (র) হতে বর্ণিত। তিনি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৭৬ - بَابُ مَتَى يَقْصُرُ الْمَسَافِرُ

২৭৬. অনুচ্ছেদ : মুসাফির কখন নামায কসর পড়বে

১২.১ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ قِصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخٍ شَعْبَةَ شَكَ يَصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ -

১২০১। ইব্ন বাশশার (র) ... ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াযীদ আল-হানানী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে সফরের সময় নামায 'কসর' পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিন মাইল অথবা তিন ফারসাখ দূরত্ব অতিক্রম করতেন, তখন তিনি চার রাকাত ফরয নামাযের পরিবর্তে দুই রাকাত পড়তেন - (মুসলিম)।

১২.২ - حَدَّثَنَا زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا ابْنُ عِيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي رَاهِمٍ بَنٍ مَيْسِرَةَ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحَلِيفَةِ رُكْعَتَيْنِ -

১২০২। যুহায়ের ইব্ন হারব্ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে (সফরে রওয়ানা হয়ে) মদীনাতে চার রাকাত যুহরের নামায আদায় করেছি এবং যুল-হলায়ফাতে গিয়ে আসরের নামায দুই রাকাত আদায় করি - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে কোন ব্যক্তি কমপক্ষে ৪৮ মাইল দূরবর্তী স্থানে সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হলে তার উপর নামায 'কসর' করা প্রয়োজন। তবে সফরের নিয়াত করে বাজী হতে রওনা হওয়ার পর নিজ এলাকা ত্যাগের পরপরই কসর আরম্ভ করতে হয়। এলাকার সীমা একরূপ নয়, কারো ১ মাইল, কারো ২ বা ৩ মাইল হতে পারে। - (অনুবাদক)

২৭৭- بَابُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ

২৭৭. অনুচ্ছেদ : সফরের সময় আযান দেওয়া

১২.৩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُسَّانَةَ الْمُعَاظِرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِيٍ غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَطِئَةِ بَجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّيُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ .

১২০৩। হাক্কান ইবন মারুফ (র) ... উকবা ইবন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিন বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যখন কোন বকরীর পালের রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকালে আযান দিয়ে নামায আদায় করে, তখন মহান আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং বলেন : (হে আমার ফেরেশতারা!) তোমরা আমার বান্দার প্রতি নজর কর। এই ব্যক্তি (পাহাড়ের চূড়ায়ও) আযান দিয়ে নামায আদায় করছে। সে আমার ভয়েই তা করছে। অতএব আমি আমার এই বান্দার যাবতীয় গুনাহ (পাপ) মাফ করে দিলাম এবং আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

২৭৮- بَابُ الْمَسَافِرِ يُصَلِّيَ وَهُوَ يَشْكُ فِي الْوَقْتِ

২৭৮. অনুচ্ছেদ : সময়ের ব্যাপারে সন্দিহান অবস্থায় মুসাফিরের নামায আদায় করা

১২.৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمَسْحَاجِ بْنِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَقُلْنَا أَرَأَيْتَ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزَلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ .

১২০৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সফরের মধ্যে থাকাবস্থায় যুহরের নামায আদায় করে পুনঃ রওয়ানা হই। তবে নামায আদায়কালে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছিল কিনা সে ব্যাপারে আমরা মনে মনে সন্দিহান ছিলাম।

১২.৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي حَمْرَةُ الْعَائِزِيُّ رَجُلٌ مِّنْ

بَنِي ضِبَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ يَنْصِفُ النَّهَارَ قَالَ إِنْ كَانَ يَنْصِفُ النَّهَارَ -

১২০৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযের সময় কোন গন্তব্যে পৌঁছে সেখান হতে যুহরের নামায আদায়ের পূর্বে বের হতেন না।

রাবী বলেন, এক ব্যক্তি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাস করেন — যদি তিনি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়ও কোন গন্তব্যে পৌঁছতেন, তখন তিনি কি নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, হাঁ করতেন - (নাসাঈ)।

২৭৭ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ

২৭৯. অনুচ্ছেদ : দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা

۱۲. ۶ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ عَامِرِ بْنِ وَاصِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا -

১২০৬। আল-কানাবী (র) ... মুআয ইবন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে বের হলে তিনি তখন যুহর ও আসরের নামায একত্রে এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। একদিন তিনি যুহরের নামায বিলম্ব করে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়েন। অতঃপর তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেন - (মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতানুযায়ী হজ্জের সময় হাজ্জীদের জন্য আরাফার দিন ছাড়া, দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা জায়েয নয়। তবে উপরোক্ত হাদীছে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে করে আদায় করার পদ্ধতি এই ছিল যে, যুহর তার শেষ সময়ে এবং আসর তার প্রথম সময়ে আদায় করা হয়। তদুপর মাগরিব ও ইশাতেও তাই করা হয়। কাজেই বাহ্যিকভাবে একত্রে আদায় বলে মনে হলেও আসলে সেরূপ নয় - (অনুবাদক)।

১২.৭ - حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا حَمَّادُ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَصْرَخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَارَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجَلَ بِهِ أَمْرٌ فِي سَفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَوَتَيْنِ فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَنَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا -

১২০৭। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... নাফে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় অবস্থানকালে ইব্ন উমার (রা)-র নিকট হযরত সাফিয়্যা (রা)-র মৃত্যু সংবাদ পৌঁছেলে তিনি দ্রুত রওয়ানা হন। ঐ সময় সূর্যাস্তের ফলে আকাশের তারকারাজি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন কোন সফরকালে ব্যস্ত থাকতেন, তখন তিনি এই দুই নামায (মাগরিব ও ইশা) একত্রে আদায় করতেন। পশ্চিমাকাশের লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর তিনি (ইব্ন উমার) বাইন হতে অবতরণ করে প্রথমে মাগরিব ও পরে ইশার নামায (এর সময় শুরু হলে) একত্রে আদায় করেন - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

১২.৮ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ الهَمْدَانِي نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخَرَ الظُّهْرِ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرَبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرَبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ آخَرَ الْمَغْرَبِ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كُؤَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ الْمُفَضَّلِ وَاللَيْثِ -

১২০৮। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) ... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় (মনযিল থেকে) রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সূর্য ঢলে পড়লে

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ২৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুহরের ও আসরের নামায একত্রে আদায় করতেন এবং সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে রওয়ানা করলে তিনি যুহর তার শেষ সময়ে এবং আসর তার প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন। তিনি মাগরিবেও তাই করতেন, অর্থাৎ রওয়ানার পূর্বে সূর্যাস্ত গেলে তিনি মাগরিব এবং এশা তার প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন আর রওয়ানা হওয়ার পরে সূর্যাস্ত গেলে তিনি মাগরিব বিলম্ব করে ইশার সাথে একত্রে পড়তেন।

১২০৯ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ إِلَّا مَرَّةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يُرْوَى عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُونًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُّ إِلَّا تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَعْنِي لَيْلَةَ اسْتَمْرَخٍ عَلَى صَفِيَّةَ وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَّ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ -

১২০৯। কুতায়বা (র) ... ইব্ন উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরকালে এক বারের অধিক মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেননি।

অন্য এক বর্ণনায় নাফে (র) বলেছেন যে, হযরত সাফিয়্যা (রা)-র মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তি পর ইব্ন উমার (রা) সেই রাতেই শুধু মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন। হযরত নাফে (রহ) হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে — তিনি ইব্ন উমার (রা)-কে এক বা দুইবার দুই ওয়াস্তের নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছেন।

১২১০ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ مَالِكٌ أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا إِلَى تَبُوكَ -

১২১০। আল-কানাবী (র) ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভয়ভীতি ও সফরকালীন সময় ছাড়াও যুহর ও

আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন।

রাবী মালিক (র) বলেন, সম্ভবতঃ তিনি বৃষ্টির কারণে এইরূপ করেন। আবুয-যুবায়ের হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে — আমরা তাবুকের যুদ্ধের সফরে এইরূপ করেছিলাম — (মুসলিম, নাসাঈ)।

১২১১ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَيَّ ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ -

১২১১। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থানকালে ভয়ভীতি ও বৃষ্টি জনিত কারণ ছাড়াই যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা)-কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তাঁর উম্মাত যাতে অসুবিধার সম্প্রসূখীন না হয় সেজন্য তিনি এরূপ করেছিলেন - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১২১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنَّ مُؤَدِّنَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ سَرِسِرٌ حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غَيْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجَلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ -

১২১২। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়েদ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াকিদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্ন উমার (রা)-র মুআযযিন নামাযের সময় আস-সালাত (নামায) শব্দ উচ্চারণ পূর্বক তাঁকে ডাকলে তিনি বলেন, চল, চল। অতঃপর তিনি পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ দূরীভূত হওয়ার প্রাক্কালে বাহন হতে অবতরণ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন এবং এরপর সামান্য অপেক্ষা করে পশ্চিমাকাশের সাদাবর্ণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলে তিনি ইশার নামায আদায় করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকলে তিনি এরূপ করতেন, যে রূপ আমি করেছি। তিনি সেই দিন ও রাতের সফরে তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করেন (অর্থাৎ তিনি তড়িঘড়ি পথ অতিক্রম করেন)।

১২১২ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عَيْشَى عَنْ ابْنِ جَابِرٍ بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَأَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا -

১২১৩। ইব্রাহীম (র) ... ইব্ন জাবের (রহ) থেকে এই সনদেও উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, তিনি সেদিন পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ তিরোহিত হওয়ার সময় বাহন হতে অবতরণ করে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন।

১২১৪ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى الْقَوْمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي غَيْرِ مَطَرٍ -

১২১৪। সুলায়নাম ইব্ন হারব্ ও আমর ইব্ন আওন (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনাতে অবস্থানকালে যুহরের (শেষ সময়) চার রাকাত এবং আসরের (প্রথম সময়ে) চার রাকাত মোট আট রাকাত এবং মাগরিব ও ইশার নামায ঐরূপে একত্রে সাত রাকাত আদায় করেন - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, ঐ সময় বৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও তিনি এরূপে দুই নামায একত্রে আদায় করেন।

১২১৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسِرْفٍ -

১২১৫। আহমাদ ইবন সালেহ (র) ... জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরকালীন সময়ে মক্কাতে সূর্যাস্তের পর 'সারিফ' নামক স্থানে পৌছেই মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন - (নাসাঈ)।

১২১৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ جَارُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ بَيْنَهُمَا عَشْرَةٌ أَمْيَالٍ يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةَ وَ سِرْفٍ -

১২১৬। মুহাম্মাদ ইবন হিশাম (র) ... হিশাম ইবন সাদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা ও সারিফ নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যকার দূরত্ব দশ মাইল (অবশ্য কেউ কেউ ছয়/সাত মাইলের কথাও উল্লেখ করেছেন)।

১২১৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ قَالَ رَبِيعَةُ يَعْنِي كَتَبَ إِلَيْهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسَرْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَا قَدْ أَمْسَى قُلْنَا الصَّلَاةُ فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُومُ ثُمَّ أَنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلَوَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلَاتِي هَذِهِ يَقُولُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سَالِمٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُؤَيْبٍ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّفَقِ -

১২১৭। আব্দুল মালিক ইবন শূআয়েব (র) ... আবদুল্লাহ ইবন দীনার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবন উমার (রা)-র সাথে ছিলাম এবং সূর্য ডুবে গিয়েছিল, ঐ সময় তিনি সফরে পথ অতিক্রম করছিলেন। যখন আমরা 'আস-সালাত' বলি তখনও তিনি পথ অতিক্রম করতেই থাকেন। অতঃপর যখন পশ্চিমাকাশের লালিমা বিদূরিত হল এবং তারকারাজির আলো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হল, তখন তিনি অবতরণ করে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সফরকালীন সময়ে জরুরী অবস্থায় এরূপে নামায আদায় করতে দেখেছি।

রাবী বলেন, রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি (স) ঐ দুই নামায একত্রে আদায় করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন উমার (রা) আকাশ প্রান্তে লাল বর্ণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই দুই নামায একত্রে আদায় করতেন।

১২১৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ مَوْهَبٍ الْمَعْنَى قَالَا نَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ مُفَضَّلٌ قَاضِيًا مِصْرَ وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ -

১২১৮। কুতায়বা ও ইব্ন মাওহাব (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুপুরের পূর্বে সফরে রওয়ানা হলে যুহরের নামায প্রায় আসরের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। তিনি (স) সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে যুহরের নামায আদায়ের পর বাহনে সওয়ার হতেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১২১৯- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ أَسْمَعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ وَيُؤَخَّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عِشَاءٍ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ -

১২১৯। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... উকায়ল (রহ) হতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তিনি অনুরূপ পশ্চিমাকাশে লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১২২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخَرَ الظُّهْرِ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ آخَرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ -

১২২০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুক অভিযান কালে দ্বিপ্রহরের পূর্বে মনযিল ত্যাগ করলে যুহরের নামায বিলম্বিত করে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। তিনি দ্বিপ্রহরের পরে (কোন মনযিল হতে) রওয়ানা হলে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করে রওয়ানা হতেন। তিনি (কোন মনযিল হতে) মাগরিবের পূর্বে রওয়ানা হলে মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। যেদিন তিনি মাগরিবের পরে রওয়ানা হতেন, সেদিন ইশার নামায এগিয়ে এনে মাগরিবের সাথে তা একত্রে পড়তেন — (তিরমিযী)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ কুতায়বা (র) ব্যতীত আর কোন রাবীর সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

২৪০. - بَابُ قِصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

২৮০. অনুচ্ছেদ ৪ সফরের সময় নামাযের কিরাআত সংক্ষেপ করা

۱۲۲۱ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ فَقَرَأَ فِي أَحَدِي الرُّكْعَتَيْنِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ -

১২২১। হাফস ইব্ন উমার (র) ... বারাতা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে গেলাম। তিনি ইশার নামাযে ওয়াত-তীন ওয়ায-যায়তুন -এর মত ছোট সূরা পাঠ করেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

২৮১- بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

২৮১. অনুচ্ছেদ : সফরে সুন্নাত ও নফল নামায পড়া

১২২২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِي بَسْرَةَ الْغَفَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ صَحَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكَعَتَيْنِ إِذَا زَغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ -

১২২২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... বারাআ ইব্ন আযেব্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আঠারটি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সফরসংগী ছিলাম। কিন্তু আমি তাঁকে দ্বিপ্রহরের পরে যুহরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায কোন সময় ত্যাগ করতে দেখিনি — (তিরমিযী)।

১২২৩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحَبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحَبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحَبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحَبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

১২২৩। আল-কানবী (র) ... হাফস ইব্ন আসিম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-র সাথে সফরে গেলাম। তিনি পশ্চিমধ্যে আমাদের সাথে দুই রাকাত (ফরয) নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখতে পান যে, কিছু সংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন : এরা কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামায পড়ছে। তিনি বলেন : হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ! যদি আমি নফল নামায আদায় করতে

পারতাম তবে ফরয নামায চার রাকাতই আদায় করতাম। অতঃপর তিনি বলেন, বহু সফরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সফরসংগী ছিলাম। কিন্তু আমি কখনও তাঁকে তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায আদায় করতে দেখিনি। আমি (বহু সফরে) হযরত আবু বাকর (রা)—র সফরসংগী ছিলাম, কিন্তু তাঁকেও তার ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায পড়তে দেখিনি। তিনি আরও বলেন, আমি উমার (রা) ও উছমান (রা)—র সফরসংগী ছিলাম। কিন্তু তাদেরকেও তাদের ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায পড়তে দেখিনি। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহীত রয়েছে” — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২৮২. بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْوَيْتْرِ

২৮২. অনুচ্ছেদ : বাহনের উপর নফল ও বেতের নামায আদায় করা

১২২৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَى وَجْهَهُ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيُ الْمَكْتُوبَةَ عَلَيْهَا -

১২২৪। আহমাদ ইবন সালেহ (র) ... সালিম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যানবাহনের উপর থাকাকালে যে কোন দিকে মুখ ফিরিয়ে নফল নামায আদায় করতেন এবং বাহনের পিঠে অবস্থান করেই বেতের নামাযও আদায় করতেন, তবে ফরয নামায আদায় করতেন না— (ফরয নামায মাটিতে অবতরণ করে আদায় করতেন) — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১২২৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابَهُ -

১২২৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরকালীন সময়ে তাঁর বাহনের (উষ্ট্রের) মুখ কিবলার দিকে

থাকাবস্থায় নফল নামাযের নিয়াত করতেন, অতঃপর জন্তুযান যেকি মোড় নিত তিনি সেদিকে ফিরেই নামায পড়তেন।

১২২৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى خَيْرٍ -

১২২৬। আল-কানাবী (র) ... আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গাধার উপরও (নফল) নামায আদায় করতে দেখেছি এবং এ সময় তাঁর গাধা খয়বরের দিকে যাচ্ছিল -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

১২২৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ -

১২২৭। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন কাজে পাঠান। আমি ফিরে এসে দেখি যে, তিনি বাহনের উপর বসে পূর্বমুখী হয়ে নামায পড়ছেন। ঐ সময় তিনি রুকূর তুলনায় সিজ্দায় মাথা অধিক নত করেন — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২৮২. بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُدْرِ

২৮৩. অনুচ্ছেদ : ওজরবশত বাহনের উপর ফরয নামায আদায় করা

১২২৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ الْمُثَنَّرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّيْنَ عَلَى الدَّوَابِّ قَالَتْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ -

১২২৮। মাহমূদ ইবন খালিদ (র) ... আতা ইবন আবু রাবাহ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, মহিলাগণ যানবাহনের উপর নামায পড়তে পারবে কি? তিনি বলেন, স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক কোন অবস্থাতেই তাদের

জন্য এর অনুমতি নাই।

রাবী মুহাম্মাদ ইবন শূআয়ব (র) বলেন, এই নির্দেশ কেবলমাত্র ফরয নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২৮৪- بَابُ مَتَى يُتِمُّ الْمَسَافِرُ

২৮৪. অনুচ্ছেদ : মুসাফির কখন পূরা নামায আদায় করবে?

১২২৭- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا ابْنُ عَلِيَّةٍ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ أَنَا عَلَى بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.

১২২৯। মুসা ইবন ইব্রাহীম ও ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে শরীক হই এবং মক্কা বিজয়ের দিনও তাঁর সাথে ছিলাম। ঐ সময় তিনি আঠার দিন মক্কায় অবস্থানকালে (চার রাকাতের স্থলে) দুই রাকাত নামায পড়েন এবং বলেন : হে শহরবাসী ! তোমরা চার রাকাত আদায় কর। কেননা আমি মুসাফিরদের অন্তর্গত -- (তিরমিযী)।

১২২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنِيُّ وَاحِدٌ قَالَا نَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ.

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে কোন ব্যক্তি কোন স্থানে সফরকালীন সময়ে নিয়ত সহ পনের দিনের অধিক অবস্থান করলে তাকে মুকীমদের মত পূরা নামায আদায় করতে হবে এবং এর কম হলে কসর আদায় করবে। — (অনুবাদক)

১২৩০। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা এবং উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে সতের দিন অবস্থানকালে নামায কসর করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) আরো বলেন, যে ব্যক্তি কোথাও সতের দিন অবস্থান করবে সে যেন নামায 'কসর' করে এবং যে ব্যক্তি এর অধিক দিন কোন স্থানে অবস্থান করবে তাকে পুরা নামায আদায় করতে হবে — (বুখারী, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

۱۲۳۱ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوُهَيْبِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ اسْحَقَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ -

১২৩১। আন-নুফায়লী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় সেখানে পনের দিন অবস্থান করেন এবং সে সময় তিনি নামায 'কসর' করেন — (ইবন মাজা, নাসাঈ)।

۱۲۳۲ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبِي نَا شَرِيكٌ عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ -

১২৩২। নাসর ইব্ন আলী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাতে সতের দিন অবস্থানকালে ফরয নামায চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত আদায় করেন।

۱۲۳۳ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمَسْلَمٌ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ نَا وَهْبٌ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَقُلْنَا هَلْ أَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا -

১২৩৩। মুসা ইব্ন ইসমাঈল এবং মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনা হতে মক্কায় রওয়ানা করলাম। আমরা পুনরায় মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নামায (চার রাকাত ফরয) দুই রাকাত করে আদায় করেন। রাবী বলেন, আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা সেখানে কত দিন অবস্থান করেন? তিনি বলেন, দশ দিন মাত্র — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১২৩৪ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ حَتَّى كَادَ أَنْ تُظْلَمَ ثُمَّ يَنْزِلُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْعُو بِعِشَائِهِ فَتَعَشَى ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يِرْتَحِلُ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ عُمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ وَرَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ وَيَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَرَوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ -

১২৩৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্নুল-মুছান্না (র) ... উমার ইব্ন আলী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) সফরে থাকলে সূর্যাস্তের পরে ও অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাহনে চলার পর প্রথমে মাগরিবের নামায আদায় করতেন, অতঃপর রাতের খাওয়া শেষ করে ইশার নামায আদায় করতেন, অতঃপর সফরের উদ্দেশ্যে পুনরায় রওয়ানা হতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এইরূপে নামায আদায় করতেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আনাস (রা) পশ্চিমাকাশের লাল বর্ণ তিরোহিত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন এবং বলতেন— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন -- (নাসাঈ)।

২৮৫. بَابُ إِذَا قَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

২৮৫. অনুচ্ছেদ ৪ শত্রুর দেশে অবস্থানকালে নামায কসর করা

১২৩৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرَ مَعْمَرٍ لَا يُسْنِدُهُ -

১২৩৫। আহম্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ দিন অতিবাহিত করাকালে নামায 'কসর' করেন।

২৮৬. بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

مَنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ وَهُمْ صَفَّانِ فَيَكْبِرُ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَرْكَعُ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَسْجُدُ الْأَمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخِرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَهُمْ فَإِذَا قَامُوا سَجَدَ الْآخِرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الْآخِرِينَ فَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْآخِرُ إِلَى مَقَامِهِمْ ثُمَّ يَرْكَعُ الْأَمَامُ وَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخِرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَإِذَا جَلَسَ الْأَمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الْآخِرُونَ ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا قَوْلُ سَفْيَانَ -

২৮৬. অনুচ্ছেদ : শংকাকালীন নামায (সালাতুল খাওফ)

ভয়-ভীতির সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নামায পড়ার পদ্ধতি এই যে : ইমাম মুসল্লীদেরকে দুই ভাগে (কাতারে) বিভক্ত করবেন এবং সকলে মিলে একত্রে তাকবীর পাঠের পর নামায আরম্ভ করবেন, অতঃপর সকলে একত্রে রুকুও করবে। অতঃপর ইমাম তাঁর নিকটবর্তী কাতারের লোকদের নিয়ে (প্রথম রাকাতের জন্য) দুইটি সিজদা করবেন, তখন পিছন কাতারের লোকজন পাহারায় মোতায়েন থাকবে। অতঃপর প্রথম কাতারের মুসল্লীরা সিজদা হতে দাড়াবে, তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকজন নিজেরাই (প্রথম রাকাতের জন্য) দুইটি সিজদা করে নিবে। অতঃপর ইমামের নিকটবর্তী মুসল্লীরা (প্রথম কাতারের) পিছনে

সরে যাবে এবং পিছনের কাতারের (দ্বিতীয় সারির) লোকজন তাদের স্থানে এসে দণ্ডায়মান হবে। এই সময় ইমাম সকলকে নিয়ে রুকু করবে এবং পরে তার নিকটবর্তী মুসল্লীদের নিয়ে সিজ্দা করবে। এসময় পিছনের কাতারের লোকেরা পাহারায় মোতায়েন থাকে। অতঃপর ইমাম যখন প্রথম সারির লোকদের সাথে বসবে তখন দ্বিতীয় সারির লোকেরা (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য) সিজ্দা করবে। অতঃপর সকলে একত্রে বসে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

۱۲۳۶ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُسْفَانَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَقَدْ أَصَبْنَا غَرَةً لَقَدْ أَصَبْنَا غَفْلَةً لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفٌّ وَصَفٌّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ آخَرَ فَرَكِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا صَلَّى هُوَ وَالسَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الْآخِرِينَ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْآخِرُ إِلَى مَقَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الْآخَرُونَ ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَصَلَّاهَا بِعُسْفَانَ وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِي سَلِيمٍ وَأَبُو دَاوُدَ رَوَى أَيُّوبُ قَالَ هَشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حَطَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى فَعَلَهُ وَكَذَلِكَ عِكْرَمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ -

১২৩৬। সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ... আবু আয়্যাশ আয-যুরাকী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে উসফান নামক স্থানে (জুহুফা ও মক্কার মধ্যে) ছিলাম। ঐ সময় খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন। অতঃপর আমরা যখন যুহরের নামায জামাআতে আদায় করি, তখন মুশরিকরা বলাবলি করতে থাকে : আমরা ধোঁকা ও গাফলতের মধ্যে আছি। যদি আমরা তাদেরকে (মুসলমান) তাদের নামাযের অবস্থায় হামলা করতাম (তবে খুবই উত্তম হত)। এসময় যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে কসরের আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর আসরের নামাযের সময় হলে রাসূলুল্লাহ (স) কিবলামুখী হয়ে মুশরিকদের মুখোমুখী অবস্থায় দাঁড়ান। এ সময় নামাযের উদ্দেশ্যে তাঁর পেছনে পরপর দুইটি সফ (কাতার) বেঁধে (সকলে দণ্ডায়মান হলে তিনি নামায শুরু করে) সকলকে নিয়ে এক সংগে রুকুতে যান। অতঃপর (প্রথম রাকাতের) সিজ্দার সময় কেবলমাত্র প্রথম কাতারের লোকজন (তাঁর সাথে) সিজ্দায় যায় এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকজন তাঁদের পাহারায় মোতামেন থাকে। অতঃপর প্রথম কাতারের লোকেরা সিজ্দা শেষে দণ্ডায়মান হলে দ্বিতীয় কাতারের লোকজন নিজেরাই (প্রথম রাকাতের) স্ব স্ব সিজ্দা আদায় করেন। অতঃপর প্রথম কাতারের লোকজন পেছনে সরে এলে তথায় দ্বিতীয় কাতারের লোকজন এসে দাঁড়ায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সকলে এক সংগে দ্বিতীয় রাকাতের রুকু আদায় করার পর তিনি তাঁর নিকটবর্তী কাতারের লোকদের নিয়ে (দ্বিতীয় রাকাতের) সিজ্দায় যান। এই সময় পিছনের কাতারের লোকেরা তাঁদের পাহারায় নিযুক্ত থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নিকটবর্তী লোকদের নিয়ে (সিজ্দা শেষে) যখন বসেন, তখন পিছনের কাতারের লোকেরা স্ব স্ব সিজ্দা আদায় করে বসে পড়েন। তখন তিনি তাদের সাথে একত্রে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন। একইভাবে তিনি উসফান ও সুলায়ম গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানকালে নামায আদায় করেন — (নাসাঈ)।

۲۸۷- بَابُ مَنْ قَالَ يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الْإِمَامِ وَصَفٌّ وَجَاءَ الْعَدُوُّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رُكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الَّذِينَ

مَعَهُ رَكْعَةٌ أُخْرَى ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصِفُونَ وَجَاهَ الْعَدُوِّ وَتَجِبُ
الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهَمْ رَكْعَةٌ وَيَثْبُتُ جَالِسًا فَيَتِمُّونَ
لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا۔

২৮৭. অনুচ্ছেদ : যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, শংকাকালীন সময়ে এক কাতার (দল) ইমামের সাথে নামায পড়বে এবং অপর কাতার শত্রুর মোকাবিলায় দণ্ডায়মান থাকবে। তাদের অভিমত এই যে, যারা ইমামের নিকটবর্তী থাকবে, ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত (প্রথম রাকাত) নামায আদায় করে ততক্ষণ দণ্ডায়মান থাকবেন, যতক্ষণ না তাঁর সাথে নামায আদায়কারীরা নিজ নিজ দ্বিতীয় রাকাত নামায সম্পন্ন করবে। অতঃপর তারা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে যাবে, যারা ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত তারা এসে ইমামের পিছে দাঁড়াবে। তখন ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত (অর্থাৎ ইমামের দ্বিতীয় রাকাত) নামায আদায় করে ততক্ষণ বসবেন, যতক্ষণ না পেছনে আগমনকারীরা তাদের দ্বিতীয় রাকাত নামায আদায় সম্পন্ন করে। অতঃপর ইমাম সকলকে (উভয় দলকে) নিয়ে সালাম ফিরাবে।

۱۲۳۷- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَيْنِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ۔

১২৩৭। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) ... সাহল ইবন আবী হাসমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সংগে নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নামায আদায় করেন। ঐ সময় তিনি তাঁর পেছনে দুই সারিতে লোকদের দাঁড় করান। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী সারির লোকদের নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় তাঁর সাথে নামায আদায়কারীগণ স্ব স্ব দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। অতঃপর তারা পশ্চাতে সরে গেলে পিছনের সারির

লোকেরা সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি তাদেরকে নিয়ে আরো এক রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বসে থাকাবস্থায় পিছনে আগমনকারীরা তাদের দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি (সকলকে নিয়ে) সালাম ফিরান — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

২৪৪. بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى رُكْعَةً وَتَبَتَ قَائِمًا أَتَمَّوْا
لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انصَرَفُوا فَكَانُوا وَجَاهَ الْعَدُوِّ
وَاخْتَلَفَ فِي السَّلَامِ.

২৪৪. অনুচ্ছেদ : যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, শংকাকালীন সময়ে ইমাম এক দলকে নিয়ে এক রাকাত আদায় করে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং তাঁর সাথীগণ নিজ নিজ দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে এবং সালামের ব্যাপারে মতভেদ আছে।

১২২৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ
عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرَّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ
أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِأَتَيْتٍ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ تَبَتَ
قَائِمًا وَأَتَمَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انصَرَفُوا وَصَفَّوْا وَجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى
فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ تَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ
سَلَّمَ بِهِمْ قَالَ مَالِكٌ وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى -

১২৩৮। আল-কানাবী (র) ... সালেহ ইবন খাওওয়াত (র) হতে বর্ণিত। তিনি “যাতুর-রিকা” নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সংগে শংকাকালীন নামায আদায়কারী সাহাবীদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তাঁরা এই পদ্ধতিতে নামায আদায় করেন যে, এক দল তাঁর সাথে নামাযে রত ছিলেন এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিলেন। তখন তিনি (স) তাঁর নিকটবর্তী সাথীদের নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি (স) দাঁড়িয়ে থাকেন আর সাথীরা নিজ নিজ দ্বিতীয় রাকাত নামায আদায় করে শত্রুর মুকাবিলার জন্য গমন করেন। তখন অপর দলটি (যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিযুক্ত ছিল) এসে তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হলে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি (স) বসে থাকেন আর তাঁর সাথীরা তাঁদের স্ব স্ব

দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। পরে তিনি দ্বিতীয় দলের সাথে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১২৩৯ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَتْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الْأَمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةً الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ الْأَمَامُ رُكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ قَائِمًا وَاتَّمَوْا لِأَنْفُسِهِمُ الرُّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوا وَانصَرَفُوا وَالْأَمَامُ قَائِمٌ فَكَانُوا وَجَاهَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يَقْبَلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يَصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الْأَمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُمَّ يَسْلِمُ فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يَسْلَمُونَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي السَّلَامِ وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ وَيَثْبُتُ قَائِمًا -

১২৩৯। আল-কানাবী (র)..... সাহল ইবন আবু হাসমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভয়-ভীতির সময়ে নামাযের নিয়ম এই যে, ইমাম এক দল লোক নিয়ে নামাযে দাঁড়াবে এবং অপর দল দুশ্মনের মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকবে। অতঃপর ইমাম তার নিকটতম সাথীদের সাথে এক রাকাত নামায রুকু সিজ্জা সহ আদায় করবে এবং পরে ইমাম দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় তার এই সংগীগণ স্ব স্ব দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে এবং সালাম শেষে তারা চলে গিয়ে দুশ্মনের মুকাবিলা করবে। ঐ সময় যারা দুশ্মনের মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল তারা এসে তাকবীর পাঠান্তে ইমামের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হবে। তখন ইমাম তাদের সাথে রুকু ও সিজ্জা করে (দ্বিতীয় রাকাত আদায়ের পর) সালাম ফিরাবে। ঐ সময় তার সংগীরা দণ্ডায়মান হয়ে স্ব স্ব বাকী নামায আদায় করে সালাম ফিরাবে —(বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২৮৯ - بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصَافَ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِئُ الْآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ تَقْبِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ

رُكْعَةٌ وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ.

২৮৯. অনুচ্ছেদ : এক দল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, শংকাকালীন নামায পড়াকালে সকলকে একসঙ্গে তাকবীর তাহরীমা বলতে হবে, যদি এক দলের কিব্লা তাদের পশ্চাতে পড়ে। অতঃপর যারা ইমামের নিকটবর্তী থাকবে তিনি তাদের সাথে এক রাকাত আদায় করবেন। পরে অপর দল এসে নিজ নিজ এক রাকাত আদায় করার পর ইমাম তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে বসে থাকবেন। তখন প্রথম রাকাত ইমামের সাথে আদায়কারীগণ ফিরে এসে স্ব দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। অতঃপর ইমাম তাদের সাথে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

১২৬. - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ نَا حَيَّوَةٌ وَأَبْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ نَا أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ فَقَالَ مَرْوَانُ مَتَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلِي الْعَدُوِّ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامًا مُقَابِلِي الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلَامَ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَتَيْنِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ رُكْعَةٌ -

১২৪০। আল-হাসান ইব্ন আলী (র) ... মারওয়ান ইবনুল-হাকাম হতে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ভয়-ভীতির সময় নামায আদায় করেছেন? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হ্যাঁ। মারওয়ান পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কখন? তিনি বলেন, যাতুর-রিকার যুদ্ধের সময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ালে একদল তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়ায় এবং অপর দল কিব্বলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহু আকবার বললে যারা তাঁর সাথে ছিলেন এবং যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিলেন— সকলে তাকবীর বলেন। তিনি তাঁর নিকটবর্তী লোকদের সংগে নিয়ে প্রথম রাকাতের সিজ্দাহ করেন এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ান এবং তাঁর সাথীগণ দূশমনের মুকাবিলায় যান এবং যারা ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তারা এসে একাকী প্রথম রাকাতের রুকু ও সিজ্দা করে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হন। তখন তিনি তাঁদের সাথে একত্রে দ্বিতীয় রাকাতের রুকু-সিজ্দা করে বসে থাকেন। এই সময়ে যারা দূশমনের মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল তারা ফিরে এসে নিজ নিজ রুকু-সিজ্দা করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিছনে বসেন। অতঃপর তিনি সকলকে নিয়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন।

রাবী বলেন, এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দুই রাকাত নামাযই জামাআতের সাথে আদায় করেন, কিন্তু তাঁর সাহাবীদের (প্রতিটি দলের) নামায জামাআতের সাথে এক রাকাত করে আদায় হয়েছে — (নাসাঈ)।

১২৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ نَا سَلَمَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْدٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرَّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ لَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَفْظُهُ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ حَيَوَةٍ وَقَالَ فِيهِ حَيْثُ رَكَعَ بَيْنَ مَعَهُ وَسَجَدَ قَالَ فَلَمَّا قَامُوا مَشَوْا الْقَهْقَرَى إِلَى مَصَافٍ أَصْحَابِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ -

১২৪১। মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নজ্জে গমন করি। ঐ সময়

আমারা যাতুর-রিকা নামক স্থানের একটি খেজুর বাগানে অস্থান করি। তখন গাতাফান গোত্রের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থ জ্ঞাপক হাদীছ বর্ণনা করেন, যদিও কিছু শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।

রাবী ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, ‘যখন তাঁর সাথীগণ রুকু-সিজ্দা করেন’। রাবী আরো বলেন, রাকাত শেষে তাঁরা কিব্বলার দিকে মুখ রেখে পশ্চাদপসারণ করে যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল, তাদের স্থানে গিয়ে দণ্ডায়মান হন। উক্ত বর্ণনায় কিব্বলার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের কথা উল্লেখ নাই।

১২৬২ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي نَا
أَبِي عَنْ ابْنِ اسْحَقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَفُّوا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ رَفَعَ
وَرَفَعُوا ثُمَّ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ثُمَّ سَجَدُوا هُمْ
لِأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامُوا فَانْكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْقَرَى حَتَّى قَامُوا
مِنْ وِرَائِهِمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَقَامُوا فَكَبَّرُوا ثُمَّ رَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَجَدَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا فَصَلُّوا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَعَ فَرَكَعُوا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ثُمَّ عَادَ
فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدُوا مَعَهُ سَرِيعًا كَأَسْرَعِ الْأَسْرَاعِ جَاهِدًا لَا يَأْلُونَ سَرَاعًا
ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا -

১২৪২। আবু দাউদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে ঘটনাটি এভাবে বিবৃত হয়েছে : তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাক্বীরের সাথে সাথেই তাঁর নিকটবর্তী কাতারের লোকেরা তাক্বীর বলেন এবং তাঁর সাথে প্রথম রাকাতের রুকু ও সিজ্দা করেন। অতঃপর তিনি প্রথম সিজ্দা হতে মাথা উঠাবার সাথে সাথে তারাও মাথা উঠান। প্রথম সিজ্দা করার পর রাসূলুল্লাহ (স) বসে থাকেন, এ সময় মুকতাদীগণ নিজেরাই দ্বিতীয় সিজ্দা করে

শক্রর মুকাবিলা করার জন্য গমন করে। তখন দ্বিতীয় দল এসে নিজেরা তাকবীর বলে রুকু আদায় করে এবং পরে নবী করীম (স)–এর সাথে সিজ্দা করে। অতঃপর তিনি (স) একাকী দণ্ডায়মান হন তখন মুক্‌তাদীগণ স্ব স্ব দ্বিতীয় সিজ্দা আদায় করে দণ্ডায়মান হয়। অতঃপর উভয় দল একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)–এর সাথে রুকু–সিজ্দা করে পূর্ববর্তী সিজ্দাটি (যা সকলে বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করে) জামাআতের সাথে আদায় করেন এবং তা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি এবং তার সাহাবীগণ সালাম ফিরান। এমনিভাবে সকলে জামাআতের অর্ধেক অংশে শরীক হয়ে নামায সম্পন্ন করেন।

২৯. **بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رُكْعَةً ثُمَّ يَسْلِمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً.**

২৯০. অনুচ্ছেদ ৪ এক দল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে এক রাকাত করে নামায পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর প্রত্যেক দল স্বতন্ত্রভাবে আরো এক রাকাত পড়বে।

১২৬৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ رُكْعَةً وَالطَّائِفَةَ الْأُخْرَى مَوَاجَهَةَ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَوْلَيْكَ وَجَاءَ أَوْلَيْكَ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رُكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رُكْعَتَهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَيُوسُفَ بْنِ مَهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَى يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ فَعَلَهُ -

১২৪৩। মুসাদ্দাদ (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক দলকে নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করেন এবং এই সময় দ্বিতীয় দল শক্রর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। অতঃপর প্রথম দলটি শক্রর মুকাবিলার জন্য গমন করলে দ্বিতীয় দলটি আসার পর তিনি তাদের নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে সালাম ফিরান। ঐ সময় তারা স্ব স্ব দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে শক্রর মুকাবিলায় গমন করে। অতঃপর প্রথম দলটি তাদের বাকী নামায সম্পন্ন করে—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

২১১. بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رُكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ
الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّونَ رُكْعَةً ثُمَّ يَجِيءُ الْآخِرُونَ إِلَى مَقَامِ هَؤُلَاءِ
فَيُصَلُّونَ رُكْعَةً .

২৯১. অনুচ্ছেদ : এক দল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, ইমাম প্রথম দলের সাথে এক রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরাবে এবং তারা উঠে স্বতন্ত্রভাবে আরেক রাকাত নামায পড়বে। অতপর তারা শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে এবং পরবর্তী দল এসে তাদের স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামের সাথে এক রাকাত নামায পড়বে।

১২৪৪ - حَدَّثَنَا عُمَرَانُ بْنُ مَيْسِرَةَ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ نَا حُصَيْفٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ
الْخَوْفِ فَقَامُوا صَفَيْنِ صَفٌ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفٌ
مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَةً ثُمَّ جَاءَ
الْآخِرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ وَأَسْتَقْبَلِ هَؤُلَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَصَلُّوا لِنَفْسِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ ذَهَبُوا
فَقَامُوا مَقَامَ أَوْلِيكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ وَرَجَعَ أَوْلِيكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوا لِنَفْسِهِمْ
رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا -

১২৪৪। ইমরান ইব্ন মায়সারা (র) ... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে ভয়-ভীতির সময় নামায আদায়কালে লোকদেরকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। ঐ সময় একদল তাঁর পশ্চাতে নামাযে দণ্ডায়মান হয় এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। তিনি তাঁর নিকটবর্তী লোকদের সাথে নিয়ে এক রাকাত নামায সম্পন্ন করলে তারা শত্রুর মুকাবিলায় গমন করে এবং অপর দলটি এসে নবী করীম (স)-এর সাথে নামাযে যোগ দেয়। তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে নামাযের দ্বিতীয় রাকাত শেষ করে একাকী সালাম ফিরায। তখন তারা দণ্ডায়মান হয়ে স্ব স্ব দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে সালাম ফিরায। অতঃপর তারা শত্রুর মুকাবিলায় চলে গেলে প্রথম দলটি প্রত্যাবর্তন করে পূর্বে দণ্ডায়মান হওয়ার স্থানে গিয়ে বাকী নামায একাকী আদায় করে সালাম ফিরায।

১২৪৫ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ نَا اسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ يُوْسُفَ عَنِ شَرِيْكَ عَنِ خُصِيْفٍ بِاسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيْعًا قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ التَّوْرِيُّ بِهَذَا الْمَعْنَى عَنِ خُصِيْفٍ وَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ هَكَذَا اِلَّا اَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي صَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ مَضَوْا اِلَى مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ هُوْلَاءُ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى مَقَامِ اَوْلَئِكَ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً قَالَ اَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ حَبِيْبٍ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ اَنْهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ كَابِلَ فَصَلَّى بِنَا صَلَوةَ الْخَوْفِ -

১২৪৫। তামীম ইবনুল মুন্তাসির (র) ... খুসায়ফ (র) হতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (স) তাকবীর বললে উভয় দলই তাঁর সাথে তাকবীর বলে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ছাওরী অনুরূপ অর্থে খুসায়ফ হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের নিয়মেই নামায আদায় করেন। তবে ব্যতিক্রম এই যে, তিনি (স) দ্বিতীয় দলটির সাথে নামাযের দ্বিতীয় রাকাত আদায়ের পর সালাম ফিরালে মুকতাদীগণ শত্রুর মুকাবিলায় গমন করে এবং সেখানকার দলটি ফিরে এসে তাদের দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে শত্রুর মুকাবিলায় গমন করে। এবং পরবর্তী দলটি তাদের সুবিধা মত স্ব স্ব বাকী রাকাত আদায় করে।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, আব্দুস সামাদ ইব্ন হাবীব বলেন, আমার পিতা আমাকে জানান যে, তাঁরা হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা)-র সাথে কাবুল নামক স্থানে “সালাতুল-খাওফ” আদায় করেন।

২৯২. بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رُكْعَةً وَلَا يَقْضُونَ.

২৯২. অনুচ্ছেদ ৪ : এক দল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে প্রত্যেক দল ইমামের সাথে এক রাকাত করে নামায পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকাত পড়ার প্রয়োজন নেই।

১২৪৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنِ سَفْيَانَ حَدَّثَنِیْ الْاَشْعَثُ بْنُ سَلِيْمٍ عَنِ

الْأَسْوَدُ بْنُ هَلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبْرِسْتَانَ فَقَامَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَصَلَّى بِهِوْلَاءَ رُكْعَةً وَبِهِوْلَاءَ رُكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيدُ الْفَقِيرُ وَأَبُو مُوسَى جَمِيعًا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ يَزِيدِ الْفَقِيرِ أَنَّهُمْ قَضَوْا رُكْعَةً وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَتْ لِلْقَوْمِ رُكْعَةً وَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَتَيْنِ -

১২৪৬। মুসাদ্দাদ (র) ... ছালাবা ইব্ন যাহ্দাম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাঈদ ইব্নুল-আস (রা)-র সাথে তাবারিস্তানে ছিলাম। তিনি সেখানে দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ভয়-ভীতির সময় নামায আদায় করেছেন? হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন : আমি তাঁর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। তিনি (স) এক দলকে সংগে নিয়ে প্রথম রাকাত এবং দ্বিতীয় দলকে সংগে নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। ঐ সময় মুকতাদীগণ তাদের দ্বিতীয় রাকাত সম্পন্ন করেন নাই।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, তারা দ্বিতীয় রাকাত সম্পন্ন করেন। যায়েদ ইব্ন ছাবেত (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, এই সময় মুকতাদীগণ এক এক রাকাত আদায় করেন এবং নবী করীম (স) দুই রাকাত সম্পন্ন করেন — (নাসাঈ)।

۱۲۴۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رُكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رُكْعَةً -

১২৪৭। মুসাদ্দাদ ও সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তোমাদের নবী (স)—এর মারফত ফরয নামায বাড়ীতে অবস্থান কালে চার রাকাত (যুহর, আসর ও ইশা) এবং সফরের মধ্যে দুই রাকাত (চার রাকাতের পরিবর্তে) এবং যুদ্ধকালীন ভয়-ভীতির সময় এক রাকাত ফরয করেছেন — (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

২৭২. بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّيَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ

২৯৩. অনুচ্ছেদ ৪ এক দল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে দুই রাকাত করে নামায পড়বে।

১২৪৮ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ بْنُ أَبِي نَا الْأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَوْفِ الظُّهْرِ فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ أَوْلَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَأَصْحَابِهِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتَى الْحَسَنُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلْإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ قَالَ سَلِيمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১২৪৮। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) ... আবু বাক্রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধকালীন) ভীতিকর পরিস্থিতিতে যুহরের নামায আদায় করেন। ঐ সময় লোকজন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এক দল তাঁর (স) পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। ঐ সময় তিনি তাঁর পিছনে দণ্ডায়মান লোকদের নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরান। অতঃপর নামায শেষে তারা শত্রুর মুকাবিলায় চলে গেলে, সেখানে যারা ছিল তারা এসে তাঁর পশ্চাতে দাঁড়ায়। তখন তিনি তাদের নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরান। ফলে রাসূলুল্লাহ (স)—এর নামাযের রাকাতের সংখ্যা চারে পৌঁছায় এবং সাহাবায়ে কিরামের

দুই দুই রাকাত হয়। হযরত হাসান বসরী (রহ) এইরূপ ফতোয়া দিতেন —(নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, একরূপভাবে মাগরিবের নামাযে ইমামের ছয় রাকাত এবং মুকতাদীদের তিন তিন রাকাত হবে। তিনি আরও বলেন, হযরত জাবির (রা) হতেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৯৬. بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

২৯৬. অনুচ্ছেদ ৪ শত্রু হত্যার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানকারীর নামায সম্পর্কে

১২৬৭ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَالِدِ بْنِ سَفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرْنَةَ وَعَرَفَاتٍ فَقَالَ أَذْهَبُ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَرَأَيْتَهُ وَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ أَنِّي لِأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا إِنْ أُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ فَاَنْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُوْمِي أَيْمَاءَ نَحْوَهُ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي مَنْ أَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ بَلَّغَنِي أَنْكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَنِّي لَفِي ذَلِكَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتَّى إِذَا أَمَكَّنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ -

১২৪৯। আবু মামার আব্দুল্লাহ ইবন আমর (র) ... আব্দুল্লাহ ইবন উনায়স (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে খালিদ ইবন সুফিয়ান আল-হযালীকে হত্যার জন্য উরানা ও আরাফাতের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি তাকে আসরের নামাযের সময় দেখতে পাই। এই সময় আমার মনে এরূপ আশংকার সৃষ্টি হয় যে, যদি আমি নামাযে রত হই তবে সে আমার নাগালের বাইরে চলে যাবে। তখন আমি ইশারায় নামায আদায় করতে করতে তার দিকে রওয়ানা হই। অতঃপর আমি তার নিকটবর্তী হলে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে— তুমি কে? আমি বলি, আমি আরবের একজন অধিবাসী। আমি জানতে পারলাম যে, তুমি মুহাম্মাদ (স)—এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য যোগার করছ। তাই আমি তোমার নিকট এসেছি। তখন সে ব্যক্তি বলে, আমি এইরূপ করছি। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তার সাথে পথ চলতে থাকি। এমতাবস্থায় আমি সুযোগ মত তার উপর তরবারির আঘাত হেনে তাকে হত্যা করি।

২১৫. بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

২১৫. অনুচ্ছেদ : নফল ও সুন্নাত নামাযের বিভিন্ন দিক ও রাকাআত সংখ্যা সম্পর্কে

১২৫. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا ابْنُ عَلِيَّةَ نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ -

১২৫০। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা (র) ... হযরত উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাকাত নফল নামায আদায় করবে— এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১২৫১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ نَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا خَالِدُ الْمَعْنَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوَيْتُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১২৫১। আহম্মাদ ইব্ন হাম্বল ও মুসাদ্দাদ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের নামায (সুন্নাত/নফল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তিনি (স) যুহরের পূর্বে ঘরে চার রাকাত নামায আদায় করতেন। অতপর বাইরে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করতেন। পুনরায় ঘরে ফিরে এসে তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি মাগরিবের ফরয নামায জামাআতে আদায়ের পর ঘরে ফিরে এসে দুই রাকাত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। তিনি (স) জামাআতে ইশার নামায আদায়ের পর ঘরে এসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন।

রাবী বলেন, নবী করীম (স) রাতে বেতেরের নামায সহ নয় রাকাত নামায পড়তেন। তিনি (স) রাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ও বসে (নফল) নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করলে রুকু-সিজ্দাও ঐ অবস্থায় করতেন এবং যখন তিনি বসে কিরাআত পাঠ করতেন তখন রুকু-সিজ্দাও ঐ অবস্থায় আদায় করতেন। তিনি সুবহে সাদিকের সময় দুই রাকাত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। অতঃপর তিনি ঘর হতে বের হয়ে (মসজিদে গিয়ে) জামাআতে ফজরের নামায আদায় করতেন —(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১২৫২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرَبِ رَكَعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ -

১২৫২। আল-কানাবী (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুহরের পূর্বে কোন কোন সময় দুই রাকাত নামায আদায় করতেন এবং যুহরের ফরয নামায আদায়ের পরেও দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি মাগরিবের ফরযের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি এশার ফরয নামায আদায়ের পর দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি জুমুআর নামায আদায়ের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন —(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১২৫৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ -

১২৫৩। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত এবং ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকাত নামায কখনও ত্যাগ করতেন না — (বুখারী, নাসাঈ)।

২৭৬. بَابُ رُكُوتِي الْفَجْرِ

২৯৬. অনুচ্ছেদ : ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামায

১২৫৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرُّكُوتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ -

১২৫৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায়ের ব্যাপারে যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করেছেন তা অন্য কোন নামাযের (সুন্নাত বা নফল) ব্যাপারে পালন করেননি — (বুখারী, মুসলিম)।

২৭৭. بَابُ فِي تَخْفِيفِهَا

২৯৭. অনুচ্ছেদ : ফজরের সুন্নাত সংক্ষেপে পড়া সম্পর্কে

১২৫৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ نَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْفِفُ الرُّكُوتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ -

১২৫৫। আহমাদ ইবন আবু শূআয়ব (র) ... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের ফরয নামাযের পূর্বের দুই রাকাত নামায এত সংক্ষেপ করতেন যে, আমি ধারণা করতাম, তিনি কি তাতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন? — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১২৫৬ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ

أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتِي
الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ -

১২৫৬। ইয়াহুইয়া ইব্ন মাদ্বিন (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সন্নাত নামাযে “সূরা কাফিরুন” ও “সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” তিলাওয়াত করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۲۵۷ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا أَبُو الْمُغِيرَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي
أَبُو زِيَادَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ الْكِنْدِيِّ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤَذِّنَهُ بِصَلْوَةِ الْغَدَاةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلَالَ بِأَمْرِ سَأَلَتْهُ
عَنْهُ حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ فَأَصْبَحَ جِدًّا قَالَ فَقَامَ بِلَالٌ فَاذَنَهُ بِالصَّلْوَةِ وَتَابَعَ
أَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَأَخْبَرَهُ
أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرِ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ
فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ رَكْعَتُ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا قَالَ لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكْعَتُهُمَا وَأَحْسَنَتْهُمَا
وَأَجْمَلَتْهُمَا -

১২৫৭। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... হযরত বিলাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে ফজরের নামাযের সময় সম্পর্কে জ্ঞাত করতে আসেন। এ সময় হযরত আয়েশা (রা) বিলাল (রা)-কে একটি প্রশ্ন করে ব্যস্ত রাখা অবস্থায় আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। অতঃপর বিলাল (রা) নবী করীম (স)-কে পুন দুইবার ফজরের নামাযের সময় সম্পর্কে অবহিত করেন, কিন্তু তিনি তখন বাইরে আসেন নাই। কিছুক্ষণ পরে তিনি বের হয়ে এসে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেন। বিলাল (রা) তাঁকে বলেন, (অদ্য নামাযে বিলম্ব হওয়ার কারণ এই যে) হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস করে আটকে রাখেন এবং অপরপক্ষে মহানবী (স)-ও বের হতে বিলম্ব করেন। ফলে পূর্বাকাশ অধিক পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। মহানবী (স) বলেন : (আমার বিলম্বের কারণ এই যে) আমি তোমার আহ্বানের সময় ফজরের ফরয

নামাযের পূর্বের দুই রাকাত নামায আদায়ে মশগুল ছিলাম। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনিও আজ অধিক বিলম্ব করেছেন। তিনি বলেন : আমি আজ যত দেরী করেছি এর চাইতে অধিক বিলম্ব হলেও দুই রাকাত অত্যন্ত সুন্দরভাবে আদায় করতাম।

১২০৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدٌ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ اسْحَقَ الْمَدَنِيَّ عَنْ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ سَيْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدْتُمْ الْخَيْلَ -

১২৫৮। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা কোন সময় ঐ দুই রাকাত নামায (ফজরের সুনাত) ত্যাগ করবে না, ঘোড়ায় তোমাদের পিষে ফেললেও।

১২০৯ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ بِأَمْنًا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ هَذِهِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ بِأَمْنًا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ -

১২৫৯। আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় ফজরের দুই রাকাত নামাযের (সুনাত) প্রথম রাকাতে “আমান্না বিল্লাহি ওয়াম্মা উনযিলা ইলাইন” এবং দ্বিতীয় রাকাতে “আমান্না বিল্লাহি ওয়াশহাদ বিআন্না মুসলিমুল” এই আয়াতদ্বয় পাঠ করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ)।

১২১০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سَفْيَانَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَى بِهَذِهِ الْآيَةِ رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ أَوْ أَنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ شَكَ الدَّرَّأَوْرِدِيُّ -

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ২৭

১২৬০। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ্ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) নামাযের প্রথম রাকাতে “কুল আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উন্খিলা ইলাইনা” এবং দ্বিতীয় রাকাতে “রব্বানা আমান্না বিমা আন্যালতা ওয়াত্তাবানার রাসূলা ফাক্তুবনা মাআশ শাহিদীন” অথবা “ইন্না আরসালনাকা বিলহাক্কি বাশীরাও ওয়া নাযীরা ওয়ালা তুসআলু আন্ আস্হাবিল্ জাহীম” তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

২৭৮. بَابُ الْأِضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

২৯৮. অনুচ্ছেদ : ফজরের সুন্নাতের পর বিশ্রাম গ্রহণ সম্পর্কে

১২৬১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوا أَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمَا يُجْزِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ لَا قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ هَلْ تَتَكْرُسِيئًا مِمَّا يَقُولُ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجِبْنَا قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسَوْتُ -

১২৬১। মুসাদ্দাদ, আবু কামিল এবং উবায়দুল্লাহ ইবন আমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ ফজরের সুন্নাত নামায পড়ার পর যেন কাৎ হয়ে শুয়ে ক্ষণিক বিশ্রাম নেয়। এ সময় মারওয়ান ইবনুল হকাম তাঁকে বলেন, যদি কেউ মসজিদে গিয়ে ডান পাঁজরে ভর দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে তবে তা কি যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন, না (এটা রাবী উবায়দুল্লাহর বর্ণনানুযায়ী)। রাবী বলেন : অতঃপর এই সংবাদ হযরত ইবন উমার (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) এই বর্ণনায় নিজের তরফ হতে কিছু বৃদ্ধি করেছেন কি? তখন হযরত ইবন উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি তা অস্বীকার করেন? তিনি বলেন, না। আবু হুরায়রা (রা) সাহসের সাথে তা বলেছেন এবং আমরা এতে দুর্বলতা প্রকাশ করেছি। এই সংবাদ আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, কোন কিছু

স্মরণে থাকা ও ভুলে যাওয়া কোন দোষের ব্যাপার নয় — (তিরমিযী)।

১২৬২ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيَقْظَنِي وَصَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُهُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ -

১২৬২। ইয়াহুইয়া ইবন হাকীম (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর আমাকে জাগ্রত অবস্থায় পেলে আমার সাথে (দীন সম্পর্কীয়) আলাপ-আলোচনা করতেন। আমি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকলে তিনি আমাকে ঘুম হতে উঠাতেন। অতঃপর তিনি দুই রাকাত নামায আদায়ের পর কাৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন এবং মুআযযিনের আগমন পর্যন্ত ঐভাবে থাকতেন। মুআযযিন এসে ফজরের নামাযের খবর দিলে তিনি ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) হাল্কাভাবে আদায় করতেন, অতঃপর ফজরের ফরয নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যেতেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

১২৬৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ وَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي -

১২৬৩। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামায আদায়ের পর আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলে তিনিও একটু আরাম করতেন। তিনি আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখলে আমার সাথে দীন সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

১২৬৪ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَكِينٍ نَا أَبُو الْفَضْلِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَاةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ قَالَ زَيْدٌ قَالَ نَا أَبُو الْفَضْلِ -

১২৬৪। আব্বাস আল-আনবারী এবং যিয়াদ হবন ইয়াহইয়া (র) ... আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামাযে যাই। এই সময় তিনি কোন ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে নামাযের জন্য আহ্বান করতেন অথবা তাঁর পা দিয়ে স্পর্শ করতেন (সাধারণতঃ ফজরের সুনত নামায আদায়ের পর যারা আরামের জন্য ক্ষণিক শয়ন করত, তিনি তাদেরকে এইরূপে ডাকতেন)।

২৯৯. بَابُ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكَعَتِي الْفَجْرِ

২৯৯. অনুচ্ছেদ : কেউ ফজরের সুনাত নামায আদায়ের পূর্বে ইমামকে জামাআতে নামাযরত পেলে

١٢٦٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلَانُ أَيَّتُهُمَا صَلَوَتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحَدَّكَ أَوْ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا -

১২৬৫। সুলায়মান ইবন হারব্ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন সারজিস্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে এসে দেখতে পায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআত শুরু করে দিয়েছেন। লোকটি একাকী দুই রাকাত নামায পড়ার পর নবী করীম (স)-এর সাথে জামাআতে শরীক হয়। নামায শেষে তিনি বলেন : তুমি কোন্ নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে এসেছ — যে নামায একাকী পড়েছ না যা আমাদের সাথে আদায় করেছে? — (মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

١٢٦٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ كُلُّهُمْ عَنْ

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ -

১২৬৬। মুসলিম ইবন ইবরাহীম, আহমাদ ইবন হাম্বল ও আল-হাসান ইবন আলী (র) ... মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল প্রমুখ সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : ফরজ নামাযের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর ফরয ব্যতীত আর কোন নামায পড়া দুরস্ত নয় - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)। (১)

২০০. بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

৩০০. অনুচ্ছেদ : যদি কারো ফজরের সুন্নাত বাদ পড়ে তবে সে তা কখন পড়বে?

۱۲۶۷ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكَعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرُّكَعَتَيْنِ اللَّيْتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১২৬৭। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... কায়েস ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দেখতে পান যে, এক ব্যক্তি ফজরের ফরয নামায আদায়ের পর দুই রাকাত নামায আদায় করছে। মহানবী (স) বলেন : ফজরের নামায দুই রাকাত। তখন ঐ ব্যক্তি বলেন, আমি ইতিপূর্বে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করতে পারিনি, তা এখন আদায় করছি। তার কথায় রাসূলুল্লাহ (স) নীরব থাকেন — (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

۱۲۶۸ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ قَالَ سَفْيَانُ كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي

(১) অবশ্য যদি কারো জিম্মাদারীতে কোন কাযা নামায থাকে তবে ঐ ব্যক্তিকে কাযা নামায আদায়ের পর জামাআতে শরীক হতে হবে। যদি কেউ ফজরের নামাযের সুন্নাত আদায় না করে থাকে, তবে সে মসজিদের এক পাশে দণ্ডায়মান হয়ে তা আদায়ের পর জামাআতে শরীক হবে। অবশ্য যদি জামাআত হারাবার ভয় থাকে তবে সুন্নাত না পড়ে জামাআতে শরীক হবে — (অনুবাদক)।

رَبَّاحٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَبْدُ رَبِّهِ
وَيَحْيَى ابْنَا سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا أَنْ جَدَّهُمْ زَيْدًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১২৬৮। হামেদ ইব্ন ইয়াহুইয়া আল-বালখী (র) ... হযরত আতা ইব্ন আবু রাবাহ্
(রহ) সাদ ইব্ন সাঈদ (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩.১. بَابُ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

৩০১. অনুচ্ছেদ : যুহরের আগে ও পরে চার রাকাত নামায

۱۲۶۹ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النُّعْمَانَ عَنِ مَكْحُولٍ
عَنْ عَنبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَيَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا حَرَّمَ عَلَيَّ النَّارَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ
بْنُ مُوسَى عَنِ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১২৬৯। মুআশ্মাল ইব্নুল ফাদল (র) ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের
স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি
যুহরের ফরয নামাযের পূর্বে এবং পরে চার রাকাত করে নামায পড়বে তার জন্য দোযখের
আগুন হারাম হবে — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۲۷۰ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَةَ
يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قُرَيْعٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تَفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ
أَبُو دَاوُدَ بَلَّغْنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ قَالَ لَوْ حَدَّثْتُ عَنْ عُبَيْدَةَ بِشَيْءٍ
لَحَدَّثْتُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عُبَيْدَةَ ضَعِيفٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ مِنْجَابٍ
هُوَ سَهْمٌ -

১২৭০। ইবনুল মুছান্না (র) ... আবু আয্যুব (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, যুহরের ফরয নামাযের পূর্বে এক সালামের সাথে যে ব্যক্তি চার রাকাত নামায পড়বে এর বদৌলতে তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হবে — (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৩.২. ৩. ۳. بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

৩০২. অনুচ্ছেদ : আসরের ফরয নামাযের পূর্বে নামায পড়া সম্পর্কে

১২৭১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو الْمُثَنَّى عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا -

১২৭১। আহমাদ ইবন ইব্রাহীম (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আসরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়বে আল্লাহ তাআলা তার উপর রহমত বর্ষণ করুন —(তিরমিযী)।

১২৭২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ -

১২৭২। হাফস ইবন উমার (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) আসরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকাত (নফল) নামায পড়তেন।

৩.২. ৩. ۳. بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

৩০৩. অনুচ্ছেদ : আসরের ফরয নামাযের পর নামায পড়া সম্পর্কে

১২৭৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِّ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا قَرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلَّهَا عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ
 الْعَصْرِ وَقُلْنَا أَنَا أُخْبِرْنَا أَنَّكَ تُصَلِّيَنَّهُمَا وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلِّ أُمَّ سَلْمَةَ
 فَخَرَجْتُ عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَردُونِي إِلَى أُمَّ سَلْمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى
 عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمَّ سَلْمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ
 رَأَيْتُهُ يُصَلِّيَهُمَا أَمَا حِينَ صَلَّاهُمَا فَاتَهُ صَلَّى الْعَصْرُ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِّنْ
 بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قَوْمِي بِجَنَبِهِ فَقَوْلِي
 لَهُ تَقُولُ أُمَّ سَلْمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرُّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيَهُمَا
 فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ قَالَتْ فَفَعَلْتُ الْجَارِيَةَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرَتْ
 عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَنَّهُ
 آتَانِي نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ
 بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ -

১২৭৩। আহম্মাদ ইব্ন সালেহ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম
 কুরায়েব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা), আব্দুর
 রহমান ইব্ন আযহার (রা) এবং মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর
 স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা)-র খিদমতে এই সংবাদসহ প্রেরণ করেন যে, তুমি তাঁকে আমাদের
 সকলের পক্ষ হতে সালাম দিবে অতঃপর আসরের পর দুই রাকাত নামায পড়া সম্পর্কে
 জিজ্ঞাসা করবে। তাঁকে এও বলবে যে, আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনি আসরের পর
 দুই রাকাত নামায আদায় করে থাকেন। অথচ আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
 আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের পর নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। কুরায়েব বলেন, আমি
 আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম জানিয়ে বিষয়টি অবহিত করি। তিনি
 বলেন, তুমি এই সম্পর্কে উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। অতএব আমি তাঁদের নিকট
 ফিরে আসি। অতঃপর তাঁরা আবার আমাকে ঐ বার্তাসহ উম্মে সালামা (রা)-র নিকট প্রেরণ
 করেন, যা নিয়ে তাঁরা আমাকে আয়েশা (রা)-র নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আমি উম্মে
 সালামা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দুই রাকাত নামায (আসরের পরে) পড়তে

নিষেধ করতে শুনেছি এবং আমি তাঁকে (স) ঐ দুই রাকাত নামায পড়তেও দেখেছি। ঐ দুই রাকাত নামায আদায়ের ঘটনা এই যে, একদা তিনি (স) আসরের নামাযের পর ঘরে ফিরে নামাযে দণ্ডায়মান হন। এই সময় আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কিছু সংখ্যক মহিলা আমার নিকট উপস্থিত ছিল। আমি তাঁর (স) নিকট জইনক দাসীকে প্রেরণ করে বলি, তুমি তাঁর (স) পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, উম্মে সালামা (রা) বলেছেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে এই দুই রাকাত নামায আদায়ের ব্যাপারে নিষেধ করতে শুনেছি এবং আমি এখন তা আপনাকে আদায় করতে দেখছি।” তিনি (স) যদি হাত দ্বারা ইশারা করেন, তবে তুমি অপেক্ষা করবে। উম্মে সালামা (রা) বলেন, অতঃপর দাসীটি আমার নির্দেশমত কাজ করলে নবী করীম (স) ইশারা করলে সে অপেক্ষা করে। তিনি (স) নামায শেষে বলেন : হে আবু উমায়্যার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পর দুই রাকাত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আজ আব্দুল কায়েস গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক ইসলামের ব্যাপারে জানবার জন্য আমার নিকট আগমন করে, তাদের সাথে কথাবার্তায় মশগুল থাকায় আমি যুহরের পরের দুই রাকাত নামায আদায় করতে পারিনি, এখন তা আদায় করলাম — (বুখারী, মুসলিম)।

৩.৪. - بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

৩০৪. অনুচ্ছেদ : সূর্য উপরে থাকতেই তা আদায়ের অনুমতি সম্পর্কে

১২৭৬ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً -

১২৭৪। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র) ... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের পর (নফল) নামায পড়তে নিষেধ করেছেন; তবে যদি সূর্য উপরে থাকে — (নাসাঈ)।

১২৭৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً -

১২৭৫। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর (র) ... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ২৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামায আদায়ের পর দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তবে তিনি ফজর ও আসরের ফরয নামাযের পর কোন নামায পড়তেন না।

১২৭৬ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا أَبَانُ نَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رَجَالٌ مَرَضِيُونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ -

১২৭৬। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র) ... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যাদের মধ্যে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন এবং তিনিই আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন, বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ফজরের ফরয নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নাই। একইরূপে আসরের ফরয নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায নাই — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই, ইবন মাজা)।

১২৭৭ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ أَبِي سَلَامٍ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ السَّلْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخْرِفَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تَصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قَيْسَ رُمَحٍ أَوْ رُمَحَيْنِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّيَ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلَّى مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدَلَ الرَّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّيَ لَهَا الْكُفَّارُ وَقَصَّ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ الْعَبَّاسُ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَامٍ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ إِلَّا أَنْ أُخْطِيَ شَيْئًا لَا أُرِيدُهُ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآتُوبُ إِلَيْهِ -

১২৭৭। আর-রবী ইব্ন নাফে (র) ... আমার ইব্ন আন্বাসা আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! রাতের কোন অংশে আল্লাহ পাক দু'আ অধিক কবুল করেন? তিনি বলেনঃ রাতের শেষাংশে। অতএব তখন তুমি তোমার ইচ্ছামত নামায আদায় করবে। কেননা ঐ সময়ের নামাযে বিশেষ ফেরেশতারা উপস্থিত হয়ে তা তাদের নিকট রক্ষিত আমলনামায লিপিবদ্ধ করে নেয় এবং তারা ফজরের সূর্য উঠা পর্যন্ত উপস্থিত থাকে। অতঃপর তুমি সূর্য উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং এর পরিমাণ হল— এক বা দুই তীরের সমান। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয় এবং ঐ সময় কাফিররা শয়তানের পূজা করে। অতঃপর তোমার ইচ্ছানুযায়ী নামায আদায় করবে। কেননা প্রত্যেক নামাযের সময়ই ফেরেশতারা দফতরসহ উপস্থিত হয়ে থাকে এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত নামায আদায় করা যায়। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কেননা এই সময় জাহান্নামের আগুন প্রবলভাবে উদ্দীপিত হতে থাকে এবং এর দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে যাওয়ার পর তুমি তোমার খুশীমত আসরের পূর্ব পর্যন্ত নামায আদায় করতে পার। কেননা প্রত্যেক নামাযের সময় ফেরেশতারা হাযির হয়ে থাকে। আসরের ফরয নামায আদায়ের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনরূপ নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে সূর্য অস্তাচলে যায় এবং কাফিররা ঐ সময় শয়তানের পূজা করে থাকে। অতঃপর রাবী দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করন।

রাবী আব্বাস ইব্ন সালিম (র) বলেন, আবু সালামা (র) ... আবু উমামা (রা) হতে আমার নিকট ঐরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি আমার বর্ণনায় কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে সেজন্য আমি আল্লাহর দরবারে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি — (তিরমিযী, মুসলিম)।

১২৭৮ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا وَهَيْبُ نَا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ يَسَارِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا أَصَلَّى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدِكُمْ غَائِبِكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجَدَتَيْنِ -

১২৭৮। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... য়াসার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সুব্হে সাদিকের পর ইব্ন উমার (রা) আমাকে নামায পড়তে দেখে বলেন, হে য়াসার!

একদা আমরা এই নামায আদায়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটবর্তী হয়ে বলেছিলেন : তোমরা এখন যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার এই নির্দেশ অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দিও যে, সুবহে সাদিকের পর ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকাত সন্নাত নামায ছাড়া আর কোন নামায পড়বে না —(তিরমিযী, ইবন মাজা)।

১২৭৭ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالَا نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ -

১২৭৯। হাফস ইবন উমার (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের ফরয নামায আদায়ের পর সব সময়ই দুই রাকাত নামায পড়তেন (সম্ভবতঃ তা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁর উম্মাতের জন্য উপরোক্ত নিষেধ বাণী প্রযোজ্য) — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১২৮. - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ نَا عَمِي نَا أَبِي عَنِ ابْنِ اسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ذَكَوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا وَيُؤَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ -

১২৮০। উবায়দুল্লাহ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের ফরয নামায আদায়ের পর অন্য নফল নামাযও পড়তেন। তবে তিনি তাঁর উম্মাতকে তা পড়তে নিষেধ করতেন এবং তিনি (কোন কোন সময়) একই সৎগে বহু দিন রোযা (সাওমে বিসাল) রাখতেন, কিন্তু তিনি উম্মাতকে এভাবে রোযা রাখতে নিষেধ করতেন।

৩.০ - بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

৩০৫. অনুচ্ছেদ : মাগরিবের আগে নফল নামায আদায় সম্পর্কে

১২৮১ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَا عَبْدُ الْأَوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُرْزَبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلَّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً -

১২৮১। আবদুল্লাহ ইবন উমার (র) ... আবদুল্লাহ ইবনুল-মুযানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমরা যে ইচ্ছা কর মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায় করতে পার। তিনি দুইবার এরূপ বলেন এবং তিনি তা আদায়ে কঠোরতা না করার কারণ এই ছিল, যাতে লোকেরা এটাকে সূনাত হিসাবে মনে না করে — (বুখারী)।

۱۲۸۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبِزَارُ أَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ الرُّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ أَرَأَيْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ رَأْنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا -

১২৮২। মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময় আমরা মাগরিবের নামাযে পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায় করতাম। রাবী বলেন, আমি এ সম্পর্কে আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি— আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই নামায আদায় করতে দেখেছেন? তখন তিনি বলেন, হ্যাঁ, এবং তিনি আমাদেরকেও তা আদায় করতে দেখেছেন। কিন্তু তিনি এব্যাপারে কোন আদেশ বা নিষেধ প্রদান করেননি — (মুসলিম)।

۱۲۸۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِغْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ -

১২৮৩। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : দুই আযানের (আযান ও ইকামতের) মধ্যবর্তী সময়ে যে ইচ্ছা করে, নামায আদায় করতে পারে। তিনি দুইবার এরূপ বলেন (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাই)।

১২৮৪ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرَبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ هُوَ شُعَيْبٌ يَعْنِي وَهُمْ شُعْبَةُ فِي اسْمِهِ -

১২৮৪। ইবন বাশশার (র) ... তাউস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা)-কে মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে আমি কাউকেও তা আদায় করতে দেখিনি এবং আমি কাউকেও আসরের পরে দুই রাকাত নামায আদায়ের ব্যাপারে অনুমতি দিতে দেখিনি।

৩.৬. بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

৩০৬. অনুচ্ছেদ : বেলা এক প্রহরে চাশতের নামায

১২৮৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبَّادٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنَى عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيْمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَأَمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبِضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدُ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ زَادَ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَ مَا فِي غَيْرِ حِلِّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَأْتُمْ -

১২৮৫। আহম্মাদ ইবন মানী ও মুসাদ্দাদ (র) ... আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক মানুষের জন্য

প্রত্যহ সকালে সদকা দেওয়া প্রয়োজন। কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম দেয়াও একটি সদকা। কোন ব্যক্তিকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়াও একটি সদকা এবং খারাপ কাজ-হতে বিরত রাখাও একটি সদকা, রাস্তার উপর হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও একটি সদকা, নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা। যদি কেউ দুই রাকাত চাশতের নামায আদায় করে, তবে সে উপরোক্ত কাজগুলির অনুরূপ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

রাবী ইব্ন মানী (র) তাঁর বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেছেন যে, এসময় সাহাবায়ে কিরাম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সংগম করে তার কামস্পৃহা চরিতার্থ করবে, এবং একেও কি সদকা বলা হবে? তিনি বলেন : তুমি কি দেখ না, যদি সে তা কোন অবৈধ স্থানে ব্যবহার করত তবে সে গুনাহগার হত না?

১২৮৬ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّلْمِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَلَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَدَقَةٌ وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ وَحَجٍّ صَدَقَةٌ وَتَسْبِيحٍ صَدَقَةٌ وَتَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ وَتَحْمِيدٍ صَدَقَةٌ فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ثُمَّ قَالَ يُجْزَى أَحَدٌ كُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتًا الضُّحَى -

১২৮৬। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়া (র) ... আবুল আসাদ আদ-দায়লামী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু যার (রা)-র দরবারে বসে থাকা অবস্থায় তিনি বলেন : তোমাদের প্রত্যেকের উচিত, প্রত্যহ সকালে নিজেদের জন্য কিছু সদকা করা। তার প্রত্যেকটি নামাযই সদকা স্বরূপ, রোযাও সদকা, হজ্জও সদকা, তাসবীহ পাঠও সদকা, তাকবীর (আল্লাহ আকবার) পাঠও সদকা, তাহমীদ (আল্‌হামাদু লিল্লাহ) পাঠও সদকাস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (স) উপরোক্ত কাজগুলিকে পুণ্যের কাজসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। অতঃপর বলেছেন, কেউ চাশতের সময়ে দুই রাকাত নামায আদায় করলে সে ঐ ব্যক্তির ঐগুলির অনুরূপ ছওয়াব পাবে — (মুসলিম)।

১২৮৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زِبَّانِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجَهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

حَتَّى يُسَبِّحَ رُكْعَتِي الضُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ
مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ -

১২৮৭। মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) ... হযরত সাহুল ইবন মুআয (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ভালো কাজে লিপ্ত থেকে সূর্য একটু উপরে উঠার পর দুই রাকাত নামায আদায় করে, তবে তার সমস্ত গুনাহ মার্জিত হবে। যদিও এর পরিমাণ সাগরের ফেনার চাইতেও অধিক হয়।

۱۲۸۸ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ -

১২৮৮। আবু তাওবা (র) ... আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক নামায আদায়ের পর হতে অন্য নামায আদায় করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যদি কেউ কোনরূপ অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত না হয় তবে ঐ ব্যক্তির “আমলনামা” ইল্লীন নামক স্থানে সংরক্ষিত থাকবে।

۱۲۸۹ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ نَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ابْنُ آدَمَ لَا تَعْجِزُنِي مِنْ أَرْبَعِ رُكْعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفَكَ أُخْرَهُ -

১২৮৯। দাউদ ইবন রাশীদ (র) ... নুআয়ম ইবন হাম্মার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন : হে বনী আদম ! তোমরা দিনের প্রথমার্শে চার রাকাত নামায আদায় না করে আমাকে দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত তোমাদের ভালোবাসা হতে বঞ্চিত রেখ না — (তিরমিযী)। ১

১. কেউ কেউ বলেন : এটা হল ফজরের নামাযের সময়ের চার রাকাত নামায যা দুই রাকাত ফরয ও দুই রাকাত সুন্নাত। আবার কারো কারো মতে তা চার রাকাত চাশ্তের নামায — (অনুবাদক)।

১২৭০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بِنِ سَلِيمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ إِنَّ أُمَّ هَانِيَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحَى بِمَعْنَاهُ -

১২৯০। আহমাদ ইবন সালেহ (র) ... উস্মে হানী বিন্ত আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন দুপুরের পূর্বে প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফিরিয়ে আট রাকাত নামায আদায় করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আহমাদ ইবন সালেহ (রহ) -এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে (চাশতের সময়) নামায আদায় করেছিলেন। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

রাবী ইবনুস সারহ (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে , উস্মে হানী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসেন। অতঃপর তিনি রাবী ইবন সালেহ হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন — (ইবন মাজা)।

১২৭১ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرْنَا أَحَدًا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمَّ هَانِيَةَ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا وَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلَّى هُنَّ بَعْدُ -

১২৯১। হাফ্‌স ইবন উমার (র) ... ইবন আবু লায়লা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উস্মে হানী (রা) ব্যতীত আর কেউই এরূপ বর্ণনা করেননি যে, সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দ্বিপ্রহরের পূর্বে নামায পড়তে দেখেছে। উস্মে হানী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশ

করে গোসল করেন, অতঃপর আট রাকাত নামায পড়েন। পরবর্তীকালে আর কেউই তাঁকে কখনও এরূপ নামায পড়তে দেখেনি — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

১২৯২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيْبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَنُ بَيْنَ السُّورِ قَالَتْ مِنَ الْمَفْصَلِ -

১২৯২। মুসাদ্দাদ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি দুপুরের সময় কোন নামায পড়তেন? তিনি বলেন, না, অবশ্য ঐ সময় যদি তিনি কোন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন (তবে নামায পড়তেন)। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি একই রাকাতের মধ্যে দুটি সূরা মিলিয়ে নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হাঁ তিনি কুরআনের মুফাসসাল (হুজুরাত থেকে নাস) সূরা মাঝে মাঝে মিলিয়ে নামায পড়তেন — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১২৯৩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَأَنْتَى لِأَسْبَحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيَفْرَضَ عَلَيْهِمْ -

১২৯৩। আল-কানাবী (র) ... নবী করীম (স)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনই নিয়মিতভাবে চাশতের নামায পড়েননি। কিন্তু আমি তা আদায় করি এবং তিনি তা আমল করতে পছন্দ করলেও (মাঝে মাঝে) তার পরিত্যাগের কারণ এই ছিল যে, তিনি নিয়মিতভাবে আদায় করলে লোকদের উপর তা ফরয হয়ে যেতে পারে — (বুখারী, মুসলিম)।

১. সম্ভবতঃ তিনি তা মক্কা বিজয়ের জন্য শুকরিয়াস্বরূপ আদায় করেন। এই উম্মে হানীর ঘরেই নবী করীম (স) হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত বাস করেছিলেন আর তাঁর ঘর হতেই হযরতের মিরাজ হয়েছিল — (অনুবাদক)

১২৭৬ - حَدَّثَنَا ابْنُ نَفِيلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ نَا سَمَاكٌ قَالَ قُلْتُ
 لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتُ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا
 فَكَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ
 قَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১২৯৪। ইব্ন নুফায়েল (র) ... সিমাক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইব্ন সামুরা (রা)-কে জিজ্ঞাস করি, -আপনি কি অধিক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতেন? তিনি বলেন, হাঁ; আমি বহু সময় তাঁর সাথে থাকতাম। তিনি ফজরের নামাযের পর ঐ স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। অতঃপর সূর্য উপরে উঠলে তিনি ইশ্রাকের নামায আদায় করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ)।

পারহ-৮

অষ্টম পারা

৩.৭ - بَابُ صَلَاةِ النَّهَارِ

৩০৭. অনুচ্ছেদ : দিনের নফল নামায সম্পর্কে

১২৯০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِثْلِي مِثْلِي -

১২৯৫। আমর ইবন মারযুক্ (র) ... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : দিন ও রাতের (নফল) নামায দুই দুই রাকাত (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১২৯৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مِثْلِي مِثْلِي أَن تَشْهَدَ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ أَنْ تَبَاسَ وَتَمَسَّكَنَ وَتَقْنَعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُولَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِثْلِي قَالَ إِنْ شِئْتَ مِثْلِي وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا -

১২৯৬। ইবনুল মুহান্না (র) ... আল-মুস্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : নফল নামায দুই দুই রাকাত এবং তুমি প্রতি দুই রাকাতের পর তাশাহুদ্ পড়বে, অতপর নিজের বিপদাপদ ও দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করে দুই হাত তুলে দু'আ করবে : আল্লাহুম্মা, আল্লাহুম্মা — ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না তার নামায ত্রুটিপূর্ণ — (নাসাঈ, ইবন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-কে রাতের নফল নামায দুই রাকাত করে আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে দুই বা চার রাকাত করেও আদায় করতে পার।

৩.৪ - بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

৩০৮. অনুচ্ছেদ : সালাতুত তাসবীহ সম্পর্কে

১২৯৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ نَا مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَا الْحَكَمُ بْنُ أَبِي عَكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ إِلَّا أَمْنَحُكَ إِلَّا أَحْبُوكَ إِلَّا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَهُ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْلَهُ وَأَخْرَجَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمَدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً -

১২৯৭। আব্দুর রহমান ইবন বিশর (র) ... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে বলেন : হে আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব ! হে আব্বাস ! হে আমার প্রিয় চাচা। আমি কি আপনাকে এমন একটি জিনিস দেব না যার মাধ্যমে আপনি দশটি বৈশিষ্ট্যের

অধিকারী হবেন? যখন আপনি এরূপ করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বাপরের সমস্ত গুনাহ মাফ করবেন। চাই তা প্রথম বারের হোক বা শেষ বারের পুরাতন হোক কিংবা নতুন হোক, ভুলেই হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে, বড়ই হোক অথবা ছোট, প্রকাশ্যেই হোক অথবা গোপনে—আপনি এই দশটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন, যদি আপনি চার রাকাত নামায নিশ্চয় বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করেন। আপনি এর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর এর সাথে অন্য একটি সূরা মিলাবেন। অতঃপর যখন আপনি কিরাআত পাঠ শেষ করবেন তখন পনের বার দাঁড়ানো অবস্থায় এই দু'আ পাঠ করবেনঃ ‘সুবহানাল্লাহ আলহামদু লিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।’ অতঃপর আপনি রুকু করবেন এবং সেখানেও ঐ দু'আ দশবার পাঠ করবেন। পরে রুকু হতে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দু'আ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর সিজ্দায় গিয়েও তা দশবার পাঠ করবেন এবং প্রথম সিজ্দার পর মাথা তুলে বসবার সময় ঐ দু'আ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় সিজ্দায়ও তা দশবার পাঠ করবেন, পরে সিজ্দা হতে মাথা তুলে ঐ দু'আ দশবার পাঠ করা পর্যন্ত বসে থাকার পর দাঁড়াবেন (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য)। অতঃপর আপনি প্রতি রাকাতে এরূপ পঁচাত্তর বার ঐ দু'আ পাঠ করবেন এবং এরূপে চার রাকাত নামায আদায় করবেন। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় তবে আপনি এই নামায দৈনিক একবার আদায় করবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে একবার; যদি তাও সম্ভব না হয় তবে প্রতি মাসে একবার; যদি তাও অসম্ভব হয়, তবে প্রতি বছরে একবার; যদি তাও সম্ভব না হয় তবে গোটা জীবনে অন্ততঃ একবার আদায় করবেন — (ইব্ন মাজা)।

১২৭৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَفْيَانَ الْأَيْلِيُّ نَاحِبَانُ بْنُ هَلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ نَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَنِي غَدًا أَحْبُوكَ وَإِيَّتِكَ وَأَعْطِيكَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِينِي عَطِيَّةً قَالَ إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ ثُمَّ تَرَفَّعَ رَأْسُكَ يَعْغِي مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلَا تَقُمْ حَتَّى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتَحْمَدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتَهَلَّلَ عَشْرًا ثُمَّ تَصْنَعْ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلَ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَالَ صَلَّىهَا مِنْ

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحِبَّانُ بْنُ هَلَالٍ خَالَ هَلَالِ الرَّأْيِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرِّيَّانِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ النَّكْرِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ رَوْحٍ فَقَالَ حَدَّثْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১২৯৮। মুহাম্মাদ ইব্ন সুফিয়ান (র) ... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, তুমি আগামী কাল আমার নিকট আসবে। আমি তোমাকে একটি উপাদেয় বস্তু দেব। তিনি বলেন : আমি মনে মনে ধারণা করলাম যে, তিনি (স) নিশ্চয়ই আমাকে কোন জিনিস প্রদান করবেন। (পরদিন আমি তাঁর খিদমতে হাজির হলে) তিনি (স) বলেন : যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়বে, তখন তুমি চার রাকাত নামায আদায় করবে। অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি (স) আরো বলেন : অতঃপর তুমি দ্বিতীয় সিজ্দা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে এবং দাঁড়ানোর পূর্বেই দশবার তাসবীহ, দশবার তাহমীদ, দশবার তাকবীর ও দশবার তাহলীল পাঠ করবে (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আলহাম্দু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার)। তুমি চার রাকাত নামাযেই এরূপ দু'আ পাঠ করবে। যদি তুমি যমীনের সর্বাপেক্ষা অধিক গুনাহগার ব্যক্তিও হও, তবুও তোমার গুনাহ মার্জিত হবে।

রাবী বলেন : আমি তাঁকে (স) জিজ্ঞাসা করি, যদি আমি তা ঐ সময়ে আদায় করতে না পারি? তিনি (স) বলেন : তুমি দিবারাত্রির মধ্যে যখনই সুযোগ পাবে তখনই তা আদায় করবে — (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُحَمَّدَ بْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ رُوَيْمٍ حَدَّثَنِي الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَجَعْفَرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَكَرَ نَحْوَهُمْ قَالَ فِي السُّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرُّكْعَةِ الْأُولَى كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ -

১২৯৯। আবু তাওবা আর-রাবী (র) ... হযরত উরওয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক আনসার আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম হযরত জাফর (রা)-র নিকট এই হাদীছটি বর্ণনা করেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

রাবী আরো বলেন : প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজ্দা সম্পর্কে রাবী মাহ্দী ইব্ন মায়মূন হতে যেরূপ উক্ত হয়েছেন, তদ্রূপ এই স্থানেও বর্ণিত হয়েছে।

৩.৯. - بَابُ رُكُوعِي الْمَغْرِبِ آيِنَ تُصَلِّيَانِ

৩০৯. অনুচ্ছেদ : মাগরিবের দুই রাকাত সুনাত নামায কোথায় পড়বে

১৩.০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْآسُودِ حَدَّثَنِي أَبُو مُطَرِّفٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفَطْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَأَوْهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ -

১৩০০। আবু বাকর ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) ... হযরত কাব ইব্ন উজ্জরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনী আব্দুল আশহালের মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করেন। তিনি (স) এসে নামায শেষে তাদের দেখতে পান যে, তাঁরা আরো নামায আদায় করছে। এতদর্শনে তিনি (স) বলেন : এটা (সুনাত) তো গৃহে আদায় করার নামায — (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

১৩.১ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرَجَرَانِيُّ نَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكُوعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَنْفَرِقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ نَصْرُ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ -

১৩০১। হুসায়েন ইব্ন আব্দুর রহমান (র) ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাগরিবের ফরয নামায আদায়ের পর দুই রাকাত সুনাত নামাযের কিরাআত এত দীর্ঘ করতেন যে, মসজিদে আগত লোকেরা বিছিন্ন হয়ে চলে যেত।

১৩.২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا نَا يَعْقُوبُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُسْنَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৩০২। আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ... হযরত সাঈদ ইবন যুবায়ের (র) হতে এই সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩১. بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

৩১০. অনুচ্ছেদ : ইশার পর নফল নামায সম্পর্কে

১৩.৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعَلَكِيُّ نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ الْبَشِيرِ الْعَجَلِيُّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ الْأَصَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَوْسَتْ رَكَعَاتٍ وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نَطْعًا فَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى ثَقْبٍ فِيهِ يَنْبَعُ الْمَاءُ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَقِيًا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ قَطُّ -

১৩০৩। মুহাম্মাদ ইবন রাফে (র) ... উস্মে শুরায়হ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (স) ইশার ফরয নামায আদায়ের পর আমার গৃহে প্রবেশ করে সব সময় চার রাকাত অথবা ছয় রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। একদা রাত্রির প্রবল বর্ষণে গৃহের খেজুর পাতার তৈরী চাল নষ্ট হয়ে ঐ ছিদ্র দিয়ে যে পানি পড়ছিল, তা আমি দেখছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে নামাযের সময় স্বীয় বস্ত্রকে ধূলা, ময়লা, কাদা ইত্যাদি হতে রক্ষা করবার জন্য কোন সময় টানতে দখি নাই।(১)

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতানুযায়ী নামাযের মধ্যে ধূলাবালি ইত্যাদি হতে কাপড়কে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে টানা মাক্কাহ। তদ্রূপ স্বাভাবিক অবস্থায় নামাযের মধ্যে কাপড় টানাটানি করাও মাক্কাহ —(অনুবাদক)।

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)—৩০

أَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

রাত্রিকালীন ইবাদত (তাহাজ্জুদ) সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ

২১১- بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّيْسِيرِ فِيهِ

৩১১. অনুচ্ছেদ : রাত জাগরনের (তাহাজ্জুদ নামাযের) বাধ্যবাধকতা রহিত করে সহজ বিধান দেওয়া হয়েছে

۱۳. ۴ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرُوزِيُّ بْنُ شَبُوبَةَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْمُرْمَلِ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نَصَفَهُ نَسَخَهَا الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا عَلِمَ أَنَّ لَنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَنَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَوَّلَهُ وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ لِأَوَّلِ اللَّيْلِ يَقُولُ هُوَ أَجْدَرُ أَنْ تَحْصُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَدْرُ مَتَى يَسْتَيْقِظُ وَقَوْلُهُ أَقَوْمٌ قَلِيلًا هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يَفْقَهُ فِي الْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا يَقُولُ فَرَاغًا طَوِيلًا -

১৩০৪। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূরা মুযযাম্মিলের “অর্ধরাত্রি অপেক্ষা কিছু কম সময়ের জন্য জেগে থেকে (দণ্ডায়মান হয়ে) নামায আদায় কর” আয়াতটি ঐ সূরার পরবর্তী আয়াত “তোমাদের জন্য এটা নির্ণয় করা অসম্ভব” দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট অনুধাবন করে তোমাদের জন্য এটা সহজ করে দিয়েছেন যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কুরআন হতে সহজে পঠিতব্য অংশ পাঠ করতে পার এবং রাতের কিছু অংশেও নামায আদায় করবে এবং রাত্রে প্রথমাংশে তাদের জন্য এই নামায আদায় খুবই সহজ। অতএব আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য রাতে আদায়ের জন্য যা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা তোমরা সঠিকভাবে আদায় কর। কেননা মানুষ যখন রাতে নিদ্রা যায় তখন নিদ্রা হতে কখন সে জাগ্রত হবে, তা সে জানে না। এবং “আকওয়ামু কীলা” শব্দের অর্থ এই যে : কুরআনের মূল অর্থ উপলব্ধি করবার জন্য এটাই উত্তম সময়। অতঃপর আল্লাহ তাআলার বাণীঃ “লাকা ফিন-নাহারে সাবহান তাবীলা” কেননা দিনের বেলায় আপনি পার্থিব কাজকর্মে অধিক সময় ব্যস্ত থাকেন।

১৩.৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْمُرُوزِيَّ نَا وَكَيْعٌ عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ سِمَاكِ الْحَنْفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ أَوَّلُ الْمُزْمَلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةٌ -

১৩০৫। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ (র) ... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সূরা মুযযাম্মিলের প্রথমাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবাগণ রোযার মাসের মত রাত জেগে নামায আদায় করতেন। অতঃপর উক্ত সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হয় এবং সূরা মুযযাম্মিলের প্রথম ও শেষাংশের অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল এক বছরের।

৩১২. بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

৩১২. অনুচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে রাত জাগা সম্পর্কে

১৩.৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَأَرْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ -

১৩০৬। আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন ঘুমায় তখন শয়তান তার মাথার পেছনের চুলে তিনটি গিরা দিয়ে রাখে এবং প্রত্যেক গিরা দেওয়ার সময় সে বলে : তুমি ঘুমাও রাত এখনও অনেক বাকী। অতঃপর ঐ ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে যদি আল্লাহ তাআলার যিকির করে, তবে একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর সে যখন উয়ু করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায় এবং সে যখন নামায আদায় করে তখন সর্বশেষ গিরাটিও খুলে যায়। অতঃপর সে ব্যক্তি (ইবাদতের) মাধ্যমে তার দিনের শুভসূচনা করে, অথবা অলসতার মাধ্যমে খারাপভাবে তার দিনটি শুরু করে (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১৩.৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَا نَدْعُ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسَلَ صَلَّى قَاعِدًا -

১২০৭। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পরিত্যাগ কর না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একে কোন সময় পরিত্যাগ করতেন না। যখন তিনি (স) অসুস্থ হতেন অথবা আলস্য বোধ করতেন তখন তিনি (সা) তা বসে আদায় করতেন।

۱۳.۸ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَىٰ نَا ابْنُ عَجَلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَآيَقُظَ امْرَأَتُهُ فَإِنَّ أَبْتَ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَآيَقُظَتْ زَوْجَهَا فَإِنَّ أَبِي نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ -

১৩০৮। ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে রাত জেগে নামায আদায় করে; অতঃপর সে স্বীয় স্ত্রীকে ঘুম হতে জাগ্রত করে। আর যদি সে ঘুম হতে উঠতে না চায় তখন সে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয় (নিদ্রাভংগের জন্য)। আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহম করুন যে রাতে উঠে নামায আদায় করে এবং স্বীয় স্বামীকে জাগ্রত করে। যদি সে ঘুম হতে উঠতে অস্বীকার করে, তখন সে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয় — (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۳.۹ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ نَا سَفِيَّانٌ عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بُزَيْعٍ نَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَيْقُظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى أَوْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ وَلَمْ يَرْفَعَهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَلَا ذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَعَلَهُ كَلَامَ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سَفِيَّانٍ قَالَ وَارَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ سَفِيَّانٍ مَوْقُوفٌ -

১৩০৯। ইব্ন কাছীর (র) ... আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি রাত্রিতে স্বীয় স্ত্রীকে ঘুম হতে জাগিয়ে একত্রে নামায আদায় করে অথবা তারা পৃথক পৃথকভাবে নামায আদায় করে, তখন তাদের নাম যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারিণী স্ত্রী হিসেবে আমলের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। রাবী ইব্ন কাছীর আবু হুরায়রা (রা)-র নাম উল্লেখ করেন নাই, বরং আবু সাঈদ (র)-র নাম উল্লেখ করেছেন — (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

২১২- بَابُ النَّعَاسِ فِي الصَّلَاةِ

৩১৩. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে তন্দ্রা এলে

১৩১. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَعْفِرُ فَيَسِبُ نَفْسَهُ -

১৩১০। আল-কানাবী (র) ... নবী করীম (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কারও নামাযের মধ্যে তন্দ্রাভাব আসে, সে যেন তখন নিদ্রা যায়; যাতে তার নিদ্রা পূর্ণ হওয়ার পর ঐ ভাব চলে যায়। কেননা তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রা অবস্থায় নামায আদায়কালে 'ইস্তিগফার' (গোনাহ মফের জন্য প্রার্থনা) করে তখন হয়ত সে (অজান্তে) নিজকে নিজেই গালি দেয় — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৩১১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعَجَمَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيُضْطَجِعْ -

১৩১১। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায পাঠের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন তন্দ্রার কারণে কুরআনের আয়াত পাঠ

করা তার জন্য যদি কষ্টকর হয়, এবং সে কি পাঠ করেছে তা বুঝতে না পারে, এমতাবস্থায় সে নিদ্রার জন্য শয়ন করবে — (মুসলিম, তিরমিযী)।

১৩১২ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ أَنَّ أَسْمَعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ حَمْنَةُ ابْنَةِ جَحْشٍ تُصَلِّيُ فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُصَلِّيَ مَا أَطَاقَتْ فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ قَالَ زِيَادٌ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا لَزَيْنَبَ تُصَلِّيُ فَإِذَا كَسَلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ فَقَالَ حَلَّوْهُ فَقَالَ لِيُصَلِّ أَحَدَكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسَلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ -

১৩১২। যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, দুটি খুঁটির সাথে একটি রশি বাঁধা আছে। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন : এটা কেন? তখন জনৈক ব্যক্তি বলেন : এটা হাম্না বিন্ত জাহাশ (রা)-র রশি। তিনি রাত্রিতে নামায আদায়কালে যখন ক্লাস্তিবোধ করেন, তখন তিনি নিজেকে এর দ্বারা আটকে রাখেন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : সামর্থ অনুযায়ী নামায আদায় করবে এবং যখন ক্লাস্তি বোধ করবে, তখন বিশ্রাম গ্রহণ করবে।

রাবী যিয়াদ বলেন : তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন : এটা কি? জবাবে তাঁরা বলেন : এটা যয়নব (রা)-র রশি। তিনি রাত্রিতে নামায আদায়কালে যখন ক্লাস্তিবোধ করেন, তখন তিনি এর দ্বারা নিজেকে আটকে রাখেন। তখন তিনি নির্দেশ দেন, এটা খুলে ফেল। অতঃপর তিনি (স) বলেন : তোমরা আনন্দের সাথে নামায আদায় করবে এবং যখন ক্লাস্তি বোধ করবে তখন বিশ্রাম নিবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাই)।

২১৬ - بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حَرْبِهِ

৩১৪. অনুচ্ছেদ : নিদ্রার কারণে ওয়ীফা পরিত্যক্ত হওয়া সম্পর্কে

১৩১৩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا نَا
ابْنُ وَهَبٍ الْمَعْنَى عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعَبِيدَ اللَّهِ
أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ قَالَا عَنْ ابْنِ وَهَبٍ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حَرْبِهِ
أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ
مِنَ اللَّيْلِ -

১৩১৩। কুতায়বা ইব্ন সান্নিদ (র) ... উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রাত্রিতে নামায আদায়কালে নিদ্রার কারণে তার সম্পূর্ণ বা আংশিক অযীফা পরিত্যক্ত হয়; অতঃপর সে যদি তা ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠ করে, তবে রাত্রিতে পাঠের ফলে যে রূপ ছওয়াব ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লেখা হত তদ্রূপ ছওয়াব লেখা হয় — (মুসলিম, নাসাই, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

২১০- بَابُ مَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

৩১৫. অনুচ্ছেদ : নামাযের নিয়্যাত করবার পর নিদ্রাচ্ছন্ন হলে

۱۳۱۴- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رَضِيَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بَلِيلٌ يَغْلِبُهُ
عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ -

১৩১৪। আল-কানাবী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি রাত্রিতে নিয়মিত নামায আদায় করে থাকে সে যদি কোন রাত্রিতে নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে নামায আদায়ে ব্যর্থ হয় তবুও আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় উক্ত নামায আদায়ের অনুরূপ ছওয়াব প্রদান করবেন এবং তার ঐ নিদ্রা সদ্ব্যয়রূপ হবে — (নাসাই)।

২১৬- بَابُ أَيِّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

৩১৬. অনুচ্ছেদ : রাত্রির কোন সময়টা ইবাদতের জন্য উত্তম

১৩১০- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ -

১৩১৫। আল-কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : প্রত্যহ আল্লাহ রব্বুল আলামীন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়ে বলতে থাকেন : তোমাদের যে কেউ আমার নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে, আমি তার ঐ দুআ কবুল করব, যে কেউ আমার নিকট কিছু যাচঞা করবে, আমি তা তাকে প্রদান করব এবং যে আমার নিকট গোনাহ মাফের জন্য কামনা করবে, আমি তার গোনাহ মাফ করব (এতে বুঝা গেল যে, দুআ কবুলের জন্য রাত্রির তিনভাগের শেষ ভাগ সময়টি উত্তম) — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

২১৭- بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ

৩১৭. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (স) রাতে কখন উঠতেন ?

১৩১৬- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ نَا حَفْصُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُوقِظَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ فَمَا يَجِيئُ السَّحَرُ حَتَّى يَقْرُعَ مِنْ حِزْبِهِ -

১৩১৬। হুসায়ন ইবন য়াযীদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতের এমন সময় ঘুম হতে জাগাতেন যে, তিনি (স) তাঁর আশানুরূপ ওয়ীফা শেষ না করা পর্যন্ত সাহরীর সময় হত না।

১৩১৭ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَادٌ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا اَيُّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّيُّ قَالَتْ كَانَ اِذَا سَمِعَ الصَّرَاخَ قَامَ فَصَلَّى -

১৩১৭। ইব্রাহীম ইবন মুসা ও হান্নাদ (র) ... মাসরুক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে বলি : তিনি (স) রাতের কোন্ অংশে নামায আদায় করতেন? জবাবে তিনি বলেন : তিনি (স) রাতে মোরগের ডাক শুনে জাগরিত হয়ে নামায আদায় করতেন (অর্থাৎ অর্ধরাত্রির পর) — (বুখারী, মুসলিম)।

১৩১৮ - حَدَّثَنَا اَبُو تَوْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي سَلْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَلْفَاهُ السَّحْرُ عِنْدِي اِلَّا نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৩১৮। আবু তাওবা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাধারণত (ভোর রাতে তাহাজ্জুদ পাঠের পর কিছুক্ষণ) ঘুমাতেন — (বুখারী, মুসলিম, ইবন মাজা)।

১৩১৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الدُّوْلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ اَخِي حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلَّى -

১৩১৯। মুহাম্মাদ ইবন ঈসা (র) ... হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।

১৩২০ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا اَلْهَقْلُ بْنُ زِيَادِ السَّكْسَكِيِّ نَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيرٍ عَنْ اَبِي سَلْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبِ الْاَسْلَمِيِّ يَقُولُ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتِيَهُ بِوَضُوئِهِ وَلِحَاجَتِهِ فَقَالَ

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ৩১

سَلَّنِي فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ -

১৩২০। হিশাম ইবন আম্মার (র) ... রবীআ ইবন কাব আল-আসলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি প্রায়ই সফরকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থান করে তাঁর উয়ুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতাম। একদা তিনি (স) আমাকে বলেন : তুমি আমার নিকট কিছু চাও? তখন আমি বলিঃ আমি বেহেশতের মধ্যে আপনার সংগী হিসেবে থাকতে চাই। তিনি (স) বলেন : এ ছাড়াও অন্য কিছু চাও? আমি বলি : এটাই আমার একমাত্র কামনা। তিনি (স) বলেন : তুমি অধিক সিজ্দা আদায়ের দ্বারা তোমার দাবী পূরণে আমাকে সাহায্য কর — (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

۱۳۲۱ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ قَالَ كَانُوا يَتَّقُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ قِيَامَ اللَّيْلِ -

১৩২১। আবু কামিল (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত সম্পর্কেঃ “তারা তাদের পৃষ্ঠদেশকে বিছানা হতে আল্লাহর ভয় ও আশায় দূরে রাখে এবং তাদের জন্য প্রদত্ত রিযিক হতে তারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে” — বলেন যে, সাহাবীগণ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তীকালীন সময়ে নামায আদায় করতেন (অর্থাৎ তাঁরা মাগরিবের নামায আদায়ের পর না ঘুমিয়ে ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন)।

রাবী হাসান বলেন : এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায বুঝানো হয়েছে।

۱۳۲۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ قَالَ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ زَادَنِي حَدِيثُ يَحْيَى وَكَذَلِكَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ -

১৩২২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

আল্লাহর বাণী “তারা রাত্রিতে খুব কম সময়ই আরাম করত” —এই আয়াতের অর্থ হল : তারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায আদায় করত। রাবী ইয়াহইয়া তাঁর বর্ণিত হাদীছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, “তাদের পৃষ্ঠদেশ বিছানা হতে দূরে অবস্থান করত” —এই আয়াতের অর্থও পূর্বের আয়াতের অনুরূপ।

২১৮. بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرُكْعَتَيْنِ

৩১৮. অনুচ্ছেদ : দুই রাকাত নফল দ্বারা রাতের নামায আরম্ভ করা

১৩২৩ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ نَا سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ -

১৩২৩। আর-রাবী ইবন নাফে (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন তোমাদের কেউ রাত্রিতে (তাহাজ্জুদ) নামাযের জন্য উঠে তখন সে যেন প্রথমে হালকাভাবে দুই রাকাত (নফল) নামায আদায় করে — (মুসলিম)।

১৩২৪ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا اِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ لِيُطَوَّلَ بَعْدَ مَا شَاءَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مَعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ فِيهِمَا تَجَوُّزٌ -

১৩২৪। মাখলাদ ইবন খালিদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে এই সনদেও উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘ কিরাআত দ্বারা নামায আদায় করতে পার — (মুসলিম)।

১৩২৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ يَعْنِي أَحْمَدَ نَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنِ الْأَزْدِيِّ عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبْشِيِّ

الْخُتْمِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ طَوْلُ الْقِيَامِ-

১৩২৫। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) ... আবদুল্লাহ ইবন হাবশী আল খাছআমী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি (স) বলেন : উত্তম আমল হল দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নামায আদায় করা — (মুসলিম)।

৩১৯. بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي

৩১৯. অনুচ্ছেদ : রাতের নামায দুই দুই রাকাত

۱۳۲۶- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رُكْعَةً وَاحِدَةً تَوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى -

১৩২৬। আল-কানাবী ... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা জ্ঞানেক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : রাতের নামায হল—দুই দুই রাকাতের। অতঃপর তোমরা কেউ যখন নামায আদায়কালে ‘সুব্হে সাদিকের’ আশংকা করবে (তখন পঠিত শেষ দুই রাকাতের সাথে) এক রাকাত মিলিয়ে নামায শেষ করবে এবং এটা তোমার জন্য বিতির হিসাবে পরিগণিত হবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৩২০. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

৩২০. অনুচ্ছেদ : রাতের (নফল) নামাযে কিরাআত স্বশব্দে পাঠ করা সম্পর্কে

۱۳۲۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوُرْكَانِيُّ نَا ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدْرِمَا يَسْمَعُهُ مِنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ -

১৩২৭। মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বগৃহে নামায আদায়কালে এতটা উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন যে, বাইরের লোকেরা শুনতে পেত।

১৩২৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدِ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ اسْمُهُ هُرْمُزٌ -

১৩২৮। মুহাম্মাদ ইব্ন বাক্কার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের (নফল) নামায আদায়কালে কখনও কিরাআত আস্তে এবং কখনও জোরে পাঠ করতেন।

১৩২৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا يَحْيَى بْنُ اسْحَقَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فَاذًا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ يُصَلِّيُ يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ قَالَ وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّيُ رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّيُ تَخْفِضُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّيُ رَافِعًا صَوْتَكَ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْقِظْ الْوَسْطَانَ وَأَطْرُدِ الشَّيْطَانَ زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ اِرْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا -

১৩২৯। মুসা ইব্ন ইস্মাঈল ও হাসান ইব্নুস সাব্বাহ (র) ... আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হয়ে

হযরত আবু বাকর (রা)-কে আস্তে আস্তে (নিঃশব্দে কিরাআত দ্বারা) নামায আদায় করতে দেখেন। অতঃপর তিনি (স) হযরত উমার (রা)-র পাশ দিয়ে গমনকালে দেখতে পান যে, তিনি শব্দ করে (জ্বোরে কিরাআত পাঠ করে) নামায আদায় করেছেন।

রাবী বলেন : অতঃপর তাঁরা উভয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হলে তিনি (স) বলেন : হে আবু বাকর! আমি তোমার পাশ দিয়ে গমনকালে তোমাকে নিঃশব্দে নামায আদায় করতে দেখেছি। তখন তিনি (আবু বাকর) বলেন : ইয়া রাসূলান্নাহ (স) ! আমি আমার রবের সাথে গোপনে আলাপ করেছি এবং তিনি তা শ্রবণকারী (কাজেই আমি সশব্দে নামায আদায়ের প্রয়োজন বোধ করি নাই)।

রাবী বলেন : অতঃপর তিনি (স) উমার (রা)-কে বলেন : আমি তোমার পাশ দিয়ে গমনকালে তোমাকে সশব্দে নামায আদায় করতে দেখেছি। হযরত উমার (রা) বলেনঃ এর দ্বারা আমার ইচ্ছা ছিল ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা এবং শয়তানকে বিতাড়িত করা। রাবী হাসান তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন নবী করীম (স) বলেনঃ হে আবু বাকর! তুমি তোমার কিরাআতকে একটু শব্দ করে পাঠ করবে। অতঃপর তিনি (স) হযরত উমার (রা)-কে বলেন : তুমি তোমার কিরাআত একটু নিম্ন শব্দে পাঠ করবে — (তিরমিযী)।

১২৩- حَدَّثَنَا أَبُو حُسَيْنٍ بْنُ يَحْيَى الرَّازِيُّ نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَرْفَعُ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ أَخْفِضُ شَيْئًا زَادَ وَقَدْ سَمِعْتُكَ يَا بِلَالُ وَأَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ قَالَ كَلَامٌ طَيِّبٌ يُجْمَعُ اللَّهُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمُكُمْ قَدْ أَصَابَ -

১৩৩০। আবু হুসায়ন (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় : হযরত আবু বাকর (রা)-কে একটু শব্দ করে এবং হযরত উমার (রা)-কে একটু শব্দ ছোট করে পড়ার কথার উল্লেখ নাই। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখ আছে যে, তিনি (স) বলেন : হে বিলাল! তুমি নামাযের মধ্যে এই এই সূরা পাঠ করে থাক। তখন হযরত বিলাল (রা) বলেন : আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াতকে

সুন্দররূপে সুসজ্জিত করেছেন (কাজেই তা পাঠ করতে আমার ভাল লাগে)। এতদশ্রবণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা সকলেই সঠিক কাজ করেছ।

১৩৩১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ نَا حَمَادُ بْنُ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرَحِمُ اللَّهُ فُلَانًا كَأَيِّنَ مِّنْ آيَةٍ أَذْكَرْنِيهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هَارُونُ النَّحْوِيُّ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلْمَةَ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي الْحُرُوفِ وَكَأَيِّنَ مِّنْ نَّبِيٍّ -

১৩৩১। মুসা ইবন ইসমাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা এক ব্যক্তি রাতে নামায আদায় করাকালে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করে। অতঃপর সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন! সে আমাকে গতরাতে কয়েকটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি ভুলতে বসেছিলাম — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

রাবী আবু দাউদ (র) বলেন : তা ছিল সূরা আল ইম্রানের এই আয়াতটি : “ওয়া কাআয়িম মিন নাবিয়্যীন”।

১৩৩২ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمِّيَةَ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ أَلَا إِنَّ كَلْمَكُمْ مُنَاجِ رَبِّهِ فَلَا يُؤْذِنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَقَالَ فِي الصَّلَاةِ -

১৩৩২। হাসান ইবন আলী (র) ... আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে “ইতিকাফ” করাকালীন সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতে শুনে পর্দা উঠিয়ে বলেন : জেনে রাখ! তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের রবের সাথে গোপন আলাপে রত আছ। অতএব তোমরা (উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠের দ্বারা) একে অন্যকে কষ্ট দিও না এবং তোমরা একে অন্যের চাইতে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ কর না — (নাসাঈ)।

১৩৩৩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مِرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسْرِ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسْرِ بِالصَّدَقَةِ -

১৩৩৩। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... উক্বা ইবন আমের আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কুরআন উচ্চস্বরে পাঠকারী প্রকাশ্যে দান-খয়রাতকারীর অনুরূপ এবং গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে দানকারীর মত — (তিরমিযী, নাসাঈ)।

২২১. بَابُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

৩২১. অনুচ্ছেদ : রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায সম্পর্কে

১৩৩৪ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتِي الْفَجْرِ فَذَلِكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ رَكَعَةً -

১৩৩৪। ইবনুল মুছান্না (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে দশ রাকাত নামায আদায় করতেন এবং এর সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে 'বিতির' পূর্ণ করতেন। অতঃপর তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) আদায় করতেন। এইরূপে মোট তের রাকাত হত — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১৩৩৫ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ مِنَ اللَّيْلِ أَحَدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ -

১৩৩৫। আল-কানাবী (র) ... রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনি (স) রাত্রিতে এক রাকাত বিতির সহ মোট এগার রাকাত নামায আদায়

করতেন। অতঃপর নামায শেষে তিনি (স) বিশ্রামের জন্য ডানপাশের উপর ভর করে শুয়ে যেতেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা) ।

১৩৩৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ نَا الْوَلِيدُ نَا الْأَوْزَاعِيُّ وَقَالَ نَصْرٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَتَّصِدَعَ الْفَجْرَ أَحَدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثَنَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرًا مَا يَقْرَأُ أَحَدَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ -

১৩৩৬। আব্দুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর হতে সুব্হে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন এবং প্রতি দুই রাকাতে তিনি (স) সালাম ফিরাতেন। অতঃপর তিনি (স) শেষ দুই রাকাতের সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে বিতির পূর্ণ করতেন। তিনি (স) এত দীর্ঘ সময় সিজ্দাতে অবস্থান করতেন যে, তাঁর মাথা উঠাবার পূর্বে তোমরা যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতে পারতে। অতঃপর মুআযযিন যখন ফজরের আযান শেষ করতেন, তখন তিনি (স) দণ্ডায়মান হয়ে হালকাভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। পরে মুআযযিন পুনরায় আসা পর্যন্ত ডান পাশের উপর ভর করে শুয়ে থাকতেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা) ।

১৩৩৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ أَخْبَرَهُمْ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرًا مَا يَقْرَأُ أَحَدَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَسَاقَ مَعْنَاهُ قَالَ وَيَعْضُهُمْ يَزِيدٌ عَلَى بَعْضٍ -

১৩৩৭। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... ইব্ন শিহাব (র) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন : তিনি (স) শেষ দুই রাকাত নামাযের সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে বিতির পূর্ণ করতেন। তিনি (স) এত দীর্ঘক্ষণ সিজ্‌দায় অবস্থান করতেন যে, এই সময়ে তোমরা যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতে পারতে। অতঃপর মুআযযিন যখন আযান শেষ করতেন এবং আকাশও পরিষ্কার হয়ে যেত — পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৩৩৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ نَا وَهَيْبُ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَ رَكْعَةً يُؤْتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الْآخِرَةِ فَيُسَلِّمُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ -

১৩৩৮। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে বিতির সহ তের রাকাত নামায আদায় করতেন। বিতির নামাযের পঞ্চম রাকাতে তিনি (স) নামায শেষ করতেন। তিনি (স) নামাযের মধ্যে মাঝখানে না বসে সর্বশেষ রাকাতে বসে সালাম ফিরাতেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৩৩৯ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ -

১৩৩৯। আল-কানাবী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং ফজরের আযানের পর হাল্কাভাবে দুই রাকাত (সুন্নাত) আদায় করতেন।

১৩৪০ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَا نَا أَبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَيُؤْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ

مُسْلِمٌ بَعْدَ الْوَتْرِ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّيَ بَيْنَ
أَذَانِ الْفَجْرِ وَالْإِقَامَةِ رَكَعَتَيْنِ -

১৩৪০। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তার আট রাকাত হত তাহাজ্জুদ বা নফল। অতঃপর তিনি (স) বিতিরের নামায আদায় করতেন। পরে তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করতেন।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন : তিনি (স) বিতিরের পরে দুই রাকাত নামায বসে আদায় করতেন। অতঃপর ফজরের আযান ও ইকামাতের মাঝখানে দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত নামায আদায় করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ)।

۱۳۴۱ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ
مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى
أَحَدِي عَشْرَةَ رَكَعَةً يُصَلِّيَ أَرْبَعًا فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيُ أَرْبَعًا
فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيُ ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانٌ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي -

১৩৪১। আল-কানাবী (র) ... আবু সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে কিরূপে নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাস ও অন্যান্য সময়েও রাত্রিতে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন। প্রথমে তিনি (স) সুদীর্ঘ কিরাআতের দ্বারা সুন্দরভাবে চার রাকাত নামায আদায় করতেন; অতঃপর তিনি (স) আরো চার রাকাত অনুরূপভাবে আদায় করতেন এবং সবশেষে তিনি (স) বিতিরের তিন রাকাত নামায আদায় করতেন।

আয়েশা (রা) বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ! আপনি কি বিতির নামায পাঠের পূর্বে নিদ্রা যান?

জবাবে তিনি বলেন : হে আয়েশা ! আমার চক্ষু তো নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তর জাগ্রত থাকে — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ) ।

১৩৬২ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَاتَيْتُ الْمَدِينَةَ لِابْيَعِ عَقَارًا كَانَ لِي بِهَا فَأَشْتَرِي بِهِ السَّلَاحَ وَأَغْزُو فَلَقِيتُ نَفْرًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا قَدْ أَرَادَ نَفْرٌ مِنَّا سِتَّةً أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَتَنَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاتَيْتُ بِنِ عِبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ وَتِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ النَّاسِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْ عَائِشَةَ فَاتَيْتُهَا فَاسْتَبَعْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحَ فَأَبَى فَنَاشَدْتُهُ فَاَنْطَلَقَ مَعِي فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَنْ هَذَا قَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ قَالَتْ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الَّذِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ نَعَمْ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِي عَنِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْتِ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَإِنْ خُلِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِي عَنِ قِيَامِ اللَّيْلِ قَالَتْ أَسْتِ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَإِنْ أَوَّلَ هَذِهِ السُّورَةَ نَزَلَتْ فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَحُبِسَ خَاتَمُهَا فِي السَّمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ نَزَلَ أُخْرَاهَا فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِي عَنِ وَتِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يُوتِرُ بِثَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَةً أُخْرَى لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي التَّاسِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ أَحَدِي عَشْرَةَ رَكَعَةً يَابُنِي فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَلَمْ يُسَلِّمِ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ ثُمَّ

يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَلَكَ تَسْعُ رَكَعَاتٍ يَا بُنَيَّ وَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً يَتِمُّهَا إِلَى الصَّبَاحِ وَلَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ قَطُّ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يَتِمُّهُ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوِمًا عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ بِنَوْمٍ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً قَالَ فَاتَّيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ هَذَا وَاللَّهِ هُوَ الْحَدِيثُ وَلَوْ كُنْتُ أَكَلَمُهَا لَأَتَيْتُهَا حَتَّى أُشَافِهَا بِهِ مُشَافَهَةً قَالَ قُلْتُ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَكَلِّمُهَا مَا حَدَّثْتُكَ -

১৩৪২। হাফ্‌স ইব্ন উমার (র) ... সা'দ ইব্ন হিশাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর (বসরা) হতে মদীনায় আমার যে যমীনটি ছিল, তা বিক্রয় করে যুদ্ধাস্ত্র খরিদের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করি এবং এ কাজে আমার উদ্দেশ্য ছিল (রোমকদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ঐ সময়ে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত করি। তখন তাঁরা বলেন : আমাদের মধ্যেকার ছয় ব্যক্তিও তোমার ন্যায় স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা করেছিল। তখন নবী করীম (স) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং ইরশাদ করেন : “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ নিহিত আছে।”

রাবী বলেন : অতঃপর আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট নবী করীম (স)-এর বিতির নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : এসম্পর্কে যিনি সবচাইতে অভিজ্ঞ আমি তোমাকে তাঁর ঠিকানা প্রদান করছি। কাজেই তুমি এব্যাপারে জানার জন্য আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন কর। তখন আমি তাঁর নিকট গমনের জন্য হাকীম ইব্ন আফলাহকে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁকে আল্লাহর নামে শপথ প্রদান করে আমার সাথে যেতে অনুরোধ করি। তখন হাকীম ইব্ন আফলাহ আমাকে নিয়ে আয়েশা (রা)-এর কাছে গমন করে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করেন : কে? জবাবে তিনি বলেন : (আমি) হাকীম ইব্ন আফলাহ। তখন তিনি বলেন : তোমার সংগী কে? আমি বলি : সা'দ ইব্ন হিশাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন : ঐ হিশাম না কি, যিনি ওহাদের যুদ্ধে মারা যান? তখন হাকিম বলেন : হাঁ। আয়েশা (রা) বলেন : হিশাম ইব্ন আমের তো অত্যন্ত ভালো লোক ছিল। তখন সাদ বলেন : হে উম্মুল মুমেনীন! আপনি আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন! তিনি বলেন : তুমি কি কুরআন পাঠ কর না? রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র জীবন মুকুরই ছিল কুরআন। আমি তাঁকে বলি : আপনি তাঁর (স) রাত জাগরন সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বলেন : তুমি কি সূরা

মুয্যাম্মিল পাঠ কর নাই? জবাবে আমি বলি : হাঁ। তিনি (আয়েশা) বলেন : এই সূরার প্রথমংশ যখন নাখিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ দীর্ঘ বারটি মাস সারা রাত এমনভাবে দাঁড়িয়ে (নামাযে) কাটাতেন যে, তাঁদের পা ফুলে যেত। অতঃপর ঐ সূরার

শেষাংশ অবতীর্ণ হলে, এই রাত্রির দাঁড়ান (অবস্থা) ফরয হতে নফলে পরিবর্তিত হয়। অতঃপর আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিতির নামায পাঠ সম্পর্কে কিছু বলতে বললে তিনি ইরশাদ করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে প্রথম নয় রাকাত নামাযের শেষ তিন রাকাত বিতির হিসাবে আদায় করে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর তিনি (স) বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। কাজেই হে প্রিয় বৎস! এটাই তাঁর (স) সর্বমোট এগার রাকাত নামায পাঠের বর্ণনা। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির কারণে তিনি (স) সাত রাকাত নামাযের শেষ তিন রাকাত বিতির হিসাবে আদায় করে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। হে বৎস! এটাই তাঁর (স) নয় রাকাত নামায আদায়ের বর্ণনা। তিনি আরো বলেন : রাসূলুল্লাহ (স) সারা রাত জেগে থেকে কোন সময়ই ইবাদত করেন নাই এবং তিনি (স) এক রাতে কুরআন খতম কোন সময়ই করেন নাই এবং রমযান ব্যতীত অন্য মাসে তিনি (স) সারা মাস রোযা রাখেন নাই এবং যখন তিনি (স) কোন নামায আদায় করা শুরু করতেন, তখন তিনি (স) তা নিয়মিতভাবে আদায় করতেন। আর রাত্রিতে যখন তিনি (স) কোন কারণবশত নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন, তখন তিনি (স) দিনের বেলা ঐ বার রাকাত নামায আদায় করতেন।

রাবী বলেন : অতঃপর আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-র নিকট গমন করে এরূপ বর্ণনা করায় তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! এটাই আসল হাদীছ। আমি যদি তাঁর (আয়েশা) সাথে আলাপ করতাম তবে এব্যাপারে আমি সরাসরি তাঁর সাথে বাক্যবিনিময় করতাম।

অতঃপর রাবী বলেন : যদি আমি জানতাম যে, আপনি তাঁর সাথে বাক্যালাপ করেন তবে এটা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করতাম না — (মুসলিম, নাসাঈ)।

۱۳۴۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْقَتَادَةِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ يُصَلِّيُ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهُ ثُمَّ يَدْعُوهُمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمَعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّيُ رَكَعَةً فَتِلْكَ أَحَدِي عَشْرَةَ رَكَعَةً يَا بَنِيَّ فَلَمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ بِمَعْنَاهُ إِلَىٰ مُشَافَهَةٍ .

১৩৪৩। মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) ... আবু কাতাদা (রা) হতে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন : তিনি (স) একই সংগে (বিনা বৈঠকে) আট রাকাত নামায আদায় করে বসতেন এবং পরে আল্লাহর যিকির ও দু'আ পাঠ করে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন, যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর তিনি (স) বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। পরে তিনি এক রাকাত নামায আদায় করতেন। হে বৎস ! এটাই তাঁর (স) আদায়কৃত এগার রাকাত নামাযের বর্ণনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সপ্তম রাকাতের সময় বিতির সমাপ্ত করতেন। অতঃপর তিনি বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন।

১৩৪৪ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ نَا سَعِيدٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يَسْمَعُنَا كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ -

১৩৪৪। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... সাঈদ (রা) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) এমনভাবে সালাম ফিরাতেন, যা আমরা শুনতে পেতাম।

১৩৪৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ بِنُ بَشَّارٍ بَنَحُو حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يَسْمَعُنَا -

১৩৪৫। মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) ... সাঈদ (র) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবন বাশশার ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ হতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

১৩৪৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرَهَمِيُّ نَا ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ نَا زُرَّارَةَ ابْنِ أَوْفَى أَنَّ عَائِشَةَ سَأَلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ وَطَهْرُهُ مُغَطَّى عِنْدَ رَأْسِهِ وَسِوَا كُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّيُ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ

وَلَا يُسَلِّمُ وَيَقْرَأُ فِي التَّاسِعَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَدْعُو بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوهُ وَلَيْسَ أَلَهُ
وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً شَدِيدَةً يَكَادُ يُوقِظُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ شِدَّةِ
تَسْلِيمِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يَقْرَأُ التَّانِيَةَ فَيَرْكَعُ
وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يَدْعُو مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ فَلَمْ تَزَلْ
تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدُنْ فَنَقَصَ مِنَ التَّسْعِ ثِنْتَيْنِ
فَجَعَلَهَا إِلَى السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَرَكَعَتَيْهِ وَهُوَ قَاعِدٌ حَتَّى قُبِضَ عَلَى ذَلِكَ -

১৩৪৬। আলী ইব্ন হুসায়েন (র) ... যুরারাহ ইব্ন আওফ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যরাত্রির নামায পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : তিনি (স) ইশার নামায জামাআতে আদায়ের পর গৃহে আসতেন। অতঃপর তিনি (স) চার রাকাআত নামায আদায় করে বিছানায় গমন করে ঘুমিয়ে পড়তেন। এ সময় উযুর পানির বদনা তাঁর (স) শিয়রে ঢাকা অবস্থায় থাকত এবং মিসওয়াকও তাঁর পাশে থাকত। অতঃপর তিনি (স) রাত্রির বিশেষ সময়ে আল্লাহর নির্দেশে জাগ্রত হয়ে মিসওয়াক করত ভালোভাবে উযু করতেন। পরে তিনি (স) জায়নামাযে গমন করে আট রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) এই নামাযের রাকাআতসমূহে সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের অন্য সূরা পাঠ করতেন, যা আল্লাহর ইচ্ছা হত এরূপ আরো আয়াত পাঠ করতেন। তিনি (স) এই আট রাকাত নামায আদায়কালে মসজিদে না বসে শেষ রাকাতের পরে বসতেন এবং সালাম ফিরাবার পূর্বে দণ্ডায়মান হয়ে নবম রাকাত আদায় করে বসতেন। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করতেন এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করতেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। পরিশেষে তিনি (স) স্বশব্দে সালাম ফিরাতে যার ফলে গৃহের লোকের জাগ্রত হবার উপক্রম হত। অতঃপর তিনি (স) বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন এবং এখানে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠের পর বসাবস্থায় রুকু করতেন, অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত রুকু ও সিজদার সাথে বসে আদায় করতেন। পরে তিনি (স) আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী দু'আ করতঃ সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন। তাঁর শরীর মোবারক ভারী ও দুর্বল হয়ে পড়লে তিনি (স) নয় রাকাতের স্থলে দুই রাকাত বাদ দিয়ে ছয় এবং তার সাথে এক রাকাত যোগ করে সাত রাকাত আদায় করতেন এবং তাঁর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত এরূপে নামায আদায় করতেন।

۱۳۴۷ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ فَذَكَرَ
هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ لَمْ يَذْكُرِ الْأَرْبَعَ

رَكَعَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ فَيُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِّنْهُنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَإِنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي رَكَعَةً يُوتِرُ بِهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ .

১৩৪৭। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ... বাহয ইব্ন হাকীম (র) উপরোক্ত হাদীছের সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : তিনি (স) ইশার নামায শেষে বিছানায় গমন করতেন এবং উক্ত বর্ণনায় তাঁর (স) চার রাকাত নামায আদায় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নাই। তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি (স) আট রাকাত নামায আদায় করবার সময় কিরাআত, রুকু ও সিজ্দার মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন এবং এই নামাযের কেবলমাত্র শেষ রাকাতে তিনি (স) বসতেন। অতঃপর দণ্ডায়মান হয়ে বিতিরের এক রাকাত আদায় করে এমন সশব্দে সালাম ফিরাতেন যে, আমরা জাগ্রত হয়ে যেতাম। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

۱۳۴۸ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَانَ نَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ بَهْزِ نَا زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فَرَّاشِهِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بَطُولَهُ لَمْ يَذْكُرْ سَوَى بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّسْلِيمِ حَتَّى يُوقِظَنَا .

১৩৪৮। আমর ইব্ন উছমান (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। একদা তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : তিনি (স) ইশার নামায জামাআতে আদায়ের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। অতঃপর তিনি (স) চার রাকাত নামায আদায় করে বিছানায় যেতেন। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এই বর্ণনায় তিনি (স) যে কিরাআত, রুকু ও সিজ্দার মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন —এর উল্লেখ নাই এবং তাঁর সশব্দ সালামে আমাদের যে নিদ্রাভংগ হত, তারও উল্লেখ নাই।

۱۳۴۹ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ

حَكِيمٍ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمْ -

১৩৪৯। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ... আয়েশা (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১৩৫০ - حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً يُؤْتِرُ بِتِسْعٍ أَوْ كَمَا قَالَتْ وَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ رُكْعَتِي الْفَجْرِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ -

১৩৫০। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তিনি (স) নবম রাকাতে বিতির পাঠ শেষ করতেন অথবা তিনি (রা) যেরূপ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি (স) বসাবস্থায় দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সন্নাত নামায আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতেন।

১৩৫১ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ نَا حَمَّادُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ بِتِسْعٍ رُكْعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ رُكْعَاتٍ وَرُكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوَتْرِ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعُ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَأَسْطِيُّ مِثْلَهُ قَالَ فِيهِ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ يَا أُمَّتَاهُ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ -

১৩৫১। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবম রাকাতে তিনি (স) বিতির সমাপ্ত করতেন। অতঃপর তিনি (স) তাঁর পরিণত বয়সে সপ্তম রাকাতের সময় বিতির শেষ করতেন এবং এর পরে বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) এই দুই রাকাতে রুকূর ইরাদায় দণ্ডায়মান হতেন এবং রুকূ ও সিজ্দা আদায় করতেন—(মুসলিম)।

১৩৫২ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَائِلِ بْنِ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى طَهْوَرِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يُخِيلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ثُمَّ يُؤْتِرُ رَكَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يُغْفِي وَرُبَّمَا شَكَّكَتُ أَغْفِي أَوْ لَا حَتَّى يُؤْذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى أَسَنَّ أَوْلَحِمَ فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ -

১৩৫২। ওয়াহ্ব ইবন বাকিয়্যা (র) ... সা'দ ইবন হিশাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় গমনের পর আয়েশা (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায় সম্পর্কে কিছু বলুন? তখন তিনি বলেন : তিনি (স) ইশার নামায় জামাআতে আদায়ের পর বিছানায় গিয়ে ঘুমাতে। অতঃপর মধ্যরাত্রিতে তিনি (স) গাত্রোথান করে পেশাব-পায়খানা করার উদ্দেশ্যে গমন করতেন। অতঃপর পানি দ্বারা উষু করে মসজিদে গমন করতেন এবং সেখানে আট রাকাত নামায় আদায় করতেন। সম্ভবতঃ তিনি (স) এই নামায়ের কিরাআত, রুকু ও সিজ্দা আদায়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন। অতঃপর তিনি (স) বিতিরের উদ্দেশ্যে আরো এক রাকাত আদায় করতেন এবং পরে বসাবস্থায় দুই রাকাত নামায় আদায় করে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। অতঃপর কখনো কখনো বিলাল (রা) এসে তাঁকে (স) নামায়ের জন্য আহ্বান করতেন। আয়েশা (রা) বলেনঃ প্রথমাবস্থায় আমি তাঁর (স) এরূপ নিদ্রার জন্য শিকায়তে (অভিযোগ) করতাম, যেহেতু নামায়ের জন্য পুনরায় তাঁকে (স) ডাকতে হত। তিনি (স) তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত এরূপে নামায় আদায় করেন — (নাসাঈ)।

রাবী ইবন ঈসা বলেন : বিতিরের নামায় আদায়ের পর সুবেহে সাদিক হলে বিলাল (রা) তাঁর (স) নিকট উপস্থিত হয়ে নামায়ের সংবাদ দিতেন। তখন তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করে মসজিদে গমন করতেন।

অতঃপর দুই রাবী (উছমান ও ঈসা) একমত হয়ে বলেন : অতঃপর তিনি (স) বলতেনঃ

১৩৫৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا هُشَيْمٌ أَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَاهُ اسْتَبْقَطَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ يَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ اطَّالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتُّ رَكَعَاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ قَالَ عُثْمَانُ بِنْتُكَ رَكَعَاتٍ فَاتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَيْسَى ثُمَّ أَوْتَرَ فَاتَاهُ بِلَالٌ فَادْنَاهُ بِالصَّلَاةِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا وَآمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنِّي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ وَأَعْظَمَ لِي نُورًا -

১৩৫৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে রাত যাপন করেন। অতঃপর তিনি (রা) তাঁকে (স) দেখতে পান যে, তিনি (স) রাতে ঘুম থেকে উঠে মিস্ওয়াক শেষে উযু করে কুরআনের (সূরা আল ইমরানের) এই আয়াত পাঠ করছেন : নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে ... সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত। অতঃপর তিনি (স) দণ্ডায়মান হয়ে সুদীর্ঘ কিরাআত ও রুকু-সিজদার মাধ্যমে দুই রাকাত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি (স) এরূপে তিনবারে ছয় রাকাত নামায আদায় করেন এবং প্রতি দুই রাকাত নামায আদায়ের পূর্বে তিনি (স) মিস্ওয়াক করতঃ উযু করার পর এই আয়াতসমূহ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি (স) বিতিরের নামায আদায় করেন।

রাবী হযরত উছমান (রহ) বলেন : তিনি (স) বিতিরের নামায তিন রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর যখন তাঁর (স) কাছে মুআযযিন আসতেন তিনি (স) ফজরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করেন।

ইয়া আল্লাহ! আমার কলবে নূর দান করুন, আমার জিহ্বায় নূর দান করুন, আমার কানে নূর দান করুন, আমার দৃষ্টি শক্তিতে নূর দান করুন, আমার সামনে ও পিছনে নূর দান করুন, আমার উপরে ও নীচে নূর দান করুন, আমার অস্থিতে নূর প্রদান করুন —(মুসলিম, নাসাঈ, বুখারী)।

১৩৫৪ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ قَالَ وَأَعْظَمَ لِي نُورًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ عَنْ حَبِيبٍ فِي هَذَا وَكَذَلِكَ قَالَ فِي هَذَا قَالَ سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي رُشْدَيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -

১৩৫৪। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়্যা (র) ... হুসায়েন হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : (ইয়া আল্লাহ!) আমার অস্থিতে নূর দান করুন।

১৩৫৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْظُرُ كَيْفَ يُصَلِّيُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ قِيَامُهُ مِثْلُ رُكُوعِهِ وَرُكُوعُهُ مِثْلُ سُجُودِهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَوَضَّأَ فَاسْتَنْتَ ثُمَّ قَرَأَ بِخَمْسِ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ هَذَا حَتَّى صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى سَجْدَةً وَوَحْدَةً فَأَوْتَرَابَهَا وَنَادَى الْمُنَادِي عِنْدَ ذَلِكَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ خَفِيَ عَلَيَّ مِنْ ابْنِ بَشَّارٍ بَعْضُهُ -

১৩৫৫। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র) ... ফাদল ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায পাঠের পদ্ধতি অবলোকনের উদ্দেশ্যে রাতে তাঁর (স) সাথে অবস্থান করি। তিনি (স) রাতে উঠে উযু করার পর দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং তাঁর (স) দাঁড়ানোর সময়টুকু তাঁর রুকূর অনুরূপ ছিল এবং তাঁর (স) রুকূর পরিমাণ ছিল সিজ্জদার অনুরূপ। অতঃপর তিনি (স) ঘুমিয়ে পড়ে। এবং পরে ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক ও উযু করতঃ সূরা আল-ইমরানের এই পাঁচটি আয়াত

তिलाওয়াত করেন : “নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিন-রাতের পরিক্রমার মধ্যে ...। তিনি (স) অনুরূপভাবে দশ রাকাত নামায আদায় করেন এবং শেষ দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতির আদায় করেন। এসময় মুআযযিন আযান দেওয়া শেষ করলে তিনি (স) দণ্ডায়মান হয়ে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত হাল্কাভাবে আদায় করেন। অতঃপর কিছুক্ষণ বসার পর জাম্মআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করেন।

۱۳۵۶ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكَيْعُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْأَسَدِيِّ
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي
مَيْمُونَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَمْسَى فَقَالَ أَصَلَّى
الْغَلَامُ قَالُوا نَعَمْ فَاضْطَجَعَ حَتَّى إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَامَ فَتَوَضَّأَ
ثُمَّ صَلَّى سَبْعًا أَوْ خَمْسًا أَوْ تَرَ بِهِنَّ لَمْ يُسَلِّمِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ -

১৩৫৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাতে আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-র গৃহে অবস্থান করি। রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসে জিজ্ঞাসা করেন : ছেলেটি কি নামায আদায় করেছে? তাঁরা বলেন : হাঁ। তখন তিনি (স) শয়ন করেন এবং রাত্রির কিছু অংশ আল্লাহর ইচ্ছায় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি (স) ঘুম থেকে উঠে উযু করার পর পাঁচ অথবা সাত রাকাত নামায আদায় করেন; যার মধ্যে বিতিরও शामिल ছিল। ঐ সময় তিনি সর্বশেষ রাকাতে সালাম ফিরান।

۱۳۵۷ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَصَلَّى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي
فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَادَارَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى
سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ أَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ -

১৩৫৭। ইব্নুল মুছান্না (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাত্রিতে আমি আমার খালা মায়মূনা বিনতুল হারিছ (রা)-র গৃহে অবস্থান করি। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায়ের পর গৃহে আগমন করে চার

রাকাত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি (স) ঘুম থেকে উঠে উযু করাব পর নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন। এ সময় আমি তাঁর (স) বাম পাশে দাঁড়াই। তিনি (স) আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান এবং পাঁচ রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর পুনরায় নিদ্রা যান, ঐ সময় আমি তাঁর (স) নাসিকা ধ্বনি শুনতে পাই। অতঃপর তিনি (স)-নিদ্রা হতে উঠে দুই রাকাত নামায (ফজরের সুনাত) আদায় করেন এবং মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন — (বুখারী, নাসাঈ)।

১৩৫৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ فِي هَذَا الْقِصَّةِ قَالَ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسَ بَيْنَهُنَّ -

১৩৫৮। কুতায়বা (র) ... সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এরূপ নামায পাঠের ঘটনা আমার নিকট বর্ণনা করেন।

রাবী বলেন : তিনি (স) দুই দুই রাকাত করে মোট আট রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর পাঁচ রাকাত বিতির আদায় করেন এবং এর মাঝখানে বসেননি।

১৩৫৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً بِرَكَعَتَيْهِ قَبْلَ الصُّبْحِ يُصَلِّي سِتًّا مَثْنِي مَثْنِي وَيُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ -

১৩৫৯। আব্দুল আযীয ইব্ন ইয়াহুয়া (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের সুনাত সহ রাত্রিকালে মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) প্রথমত দুই দুই রাকাত করে ছয় রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি (স) বিতির নামায পাঁচ রাকাত নামায আদায় করতেন এবং শেষ রাকাতে বসতেন।

১৩৬. - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتِي الْفَجْرِ -

১৩৬০। কুতায়বা (র) ... উরওয়া (র) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত সহ রাত্রিতে মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন—(মুসলিম)।

۱۳۶۱ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْمُقْرِيَّ أَخْبَرَهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَرَكَعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُهُمَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ فِي حَدِيثِهِ وَرَكَعَتَيْنِ جَالِسًا بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ زَادَ جَالِسًا -

১৩৬১। নাসর ইব্ন আলী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায়ের পর দণ্ডায়মান হয়ে আট রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তারপর দুই রাকাত তিনি (স) ফজরের নামাযের আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতেন। এই দুই রাকাত নামায তিনি (স) কখনও পরিত্যাগ করতেন না (এটা ফজরের সুন্নাত নামায)। অত্র হাদীছে জাফার ইবন মুসাফির-এর বর্ণনায় বিতিরের পরে সাহরীর আযান ও ফজরের আযানের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত নামায বসে পরতেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে — (বুখারী)।

۱۳۶۲ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُؤْتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُؤْتِرُ بِأَنْقِصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ عَشْرَةَ زَادَ أَحْمَدُ وَلَمْ يَكُنْ يُؤْتِرُ بِرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْتُ مَا يُؤْتِرُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يَدْعُ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ -

১৩৬২। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু কায়েস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে বিতির সহ কত রাকাত নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন : তিনি (স) চার রাকাত ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং কখনও ছয় রাকাতাও ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং কখনও আট রাকাত আদায় করতেন এবং (কোন কোন সময়) তিনি মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন। তবে সাধারণতঃ তিনি (স) সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের অধিক নামায আদায় করতেন না। তিনি (স) ফজরের সুন্নাত কোন সময় পরিত্যাগ করতেন না— এটা রাবী আহমাদের বর্ণনা। রাবী আহমাদের বর্ণনায় ছয় এবং তিন রাকাতের কথা উল্লেখ নাই।

১৩৬৩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ مَنصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي اسْحَقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُبِضَ حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ وَكَانَ آخِرَ صَلَوَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوَأْتَرَ -

১৩৬৩। মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র) ... আসওয়াদ ইব্ন য়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রাত্রিকালীন নামায পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন : তিনি (স) রাত্রিতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন। অতঃপর শেষ বয়সে তিনি (স) দুই রাকাত কম করে মোট এগার রাকাত আদায় করতেন এবং তাঁর (স) ইনতিকালের পূর্বে তিনি (স) নয় রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তাঁর রাত্রির শেষ নামায ছিল বিতিরের নামায — (তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম)।

১৩৬৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بِنِ سَلِيمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَ بَتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَنَامَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ

ثَلَاثُ اللَّيْلِ أَوْ نَصْفُهُ اسْتَيْقَظَ فَقَامَ إِلَى شَنْ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأَتْ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي كَأَنَّهُ يَمَسُّ أُذُنِي كَأَنَّهُ يُوقِظُنِي فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَدًا قَرَأَ فِيهِمَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى أَحَدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً بِالْوَتْرِ ثُمَّ نَامَ فَاتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ -

১৩৬৪। আব্দুল মালিক ইব্ন শুআইব (র) ... মাখরামা ইব্ন সুলায়মান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাকে ইব্ন আব্বাস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম কুরাইব অবহিত করেন যে, একদা তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে কিরূপে নামায আদায় করতেন? তখন তিনি বলেন : একদা রাত্রিতে আমি তাঁর (স) সাথে অবস্থান করি, ঐ সময় তিনি (স) মায়মূনা (রা)-র গৃহে ছিলেন। অতঃপর তিনি (স) নিদ্রা যান এবং রাতের এক-তৃতীয়াংশে অথবা অর্ধেক অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি (স) গাত্রোথান করে পানির বদনার কাছে গিয়ে উযু করেন এবং আমিও তাঁর (স) সাথে উযু করি। অতঃপর তিনি (স) নামাযে দণ্ডায়মান হলে আমি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি আমাকে টেনে ডান পাশে নিয়ে আসেন। পরে তিনি (স) তাঁর হস্ত মোবারক আমার মস্তকের উপর স্থাপন করেন, তিনি আমার কান মলে আমাকে সতর্ক করেন। এই সময় তিনি (স) হাল্কাভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। আমার মনে হয় যে, তিনি (স) প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। অতঃপর তিনি (স) সালাম ফিরান এবং পরে বিতির সহ এগার রাকাত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর বিলাল (রা) এসে “আস-সালাতু ইয়া রাসূলুল্লাহ বলায় তিনি (স) উযু করে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায (ফজরের সুনাত) আদায় করেন, পরে মসজিদে গিয়ে লোকদের সাথে জামাআতে ফজরের নামায আদায় করেন—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই, ইব্ন মাজা)।

১৩৬৫ - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاءٍ وَسُ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً مِنْهَا رَكَعَتَا الْفَجْرِ حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ بِقَدْرِ يَأْيُهَا الْمَزْمَلُ لَمْ يَقُلْ نُوْحٌ مِنْهُمَا رَكَعَتَا الْفَجْرِ -

১৩৬৫। নূহ ইব্ন হাবীব (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাত্রিতে আমি আমার খালা হযরত মায়মূনা (রা)-র গৃহে অবস্থান করি। এই সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে উঠে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সন্নাত সহ মোট তের রাকাত নামায আদায় করেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর (স) প্রতি রাকাতে দাঁড়ানোর সময় ছিল “সূরা-মুযযাম্মিল” পাঠের সময়ের অনুরূপ। রাবী নূহ তাঁর বর্ণনায় দুই রাকাত ফজরের সন্নাত নামাযের কথা উল্লেখ করেন নাই — (নাসাঈ)।

১৩৬৬ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهَمَاءُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ رَكَعَةً -

১৩৬৬। আল-কানাবী (র) ... খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নজর রাখব তিনি রাতের নামায কিভাবে পড়েন। আমি আমার মস্তক দরজা বা তাঁবুর চৌকাঠের উপর রেখে শুয়ে থাকলাম। তিনি (স) হালকাভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করার পর আরো দুই রাকাত নামায অতি দীর্ঘ করে পড়েন। অতঃপর তিনি (স) আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন, যা পূর্বের দুই রাকাত অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। পরে তিনি (স) এর চাইতে আরো কম দীর্ঘ দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং পরে আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন, যা পূর্বের নামাযের চাইতে আরো কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি (স) পূর্বের চাইতে কম দীর্ঘ করে আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং তার সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতির সহ মোট তের রাকাত আদায় করেন — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৩৬৭ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوَسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مَعْلَقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي فَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتُلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْقَعْنَبِيُّ سِتُّ مَرَارٍ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْزَنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ -

১৩৬৭। আল-কানাবী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম কুরায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, এক রাতে তিনি তাঁর খালা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা)-র গৃহে অবস্থান করেন। তিনি বলেন : আমি বালিশের পাশে মাথা রেখে শয়ন করি এবং রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর পত্নী বালিশের লম্বা ভাগের উপর মাথা রেখে শয়ন করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি রাত্রির অর্ধেক বা এর চাইতে একটু কম বা বেশী সময়ের পর জাগ্রত হয়ে হাতের সাহায্যে তাঁর চক্ষু রগড়াতে থাকেন এবং সূরা আল ইম্রানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি (স) ঝুলন্ত পানির মশক থেকে নিয়ে উত্তমরূপে উষু করে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন : অতঃপর আমিও উঠে তাঁর মত উষু করে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। এ সময় তিনি (স) তাঁর ডান হাত দ্বারা আমার কান স্পর্শ করেন। অতঃপর তিনি (স) দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত, আরো পরে দুই রাকাত, পুনঃ দুই রাকাত, আবার দুই রাকাত এবং সবশেষে আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন।

রাবী আল-কানাবী বলেন : এরূপে তিনি (স) ছয় বার নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি (স) শেষ দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতির আদায় করে শুয়ে পড়েন। অবশেষে মুআযযিন এসে তাঁকে নামাযের খবর দিলে তিনি (স) হালকা ভাবে দুই রাকাত

নামায (ফজরের সুন্নাত) আদায় করে গৃহ হতে বের হয়ে ফজরের ফরয নামায (মসজিদে) জামাআতের সাথে আদায় করেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

২২২. بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّلَاةِ

৩২২. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে মধ্যম পছা অবলম্বন করার নির্দেশ সম্পর্কে

১৩৬৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا فَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ -

১৩৬৮। কুতায়্বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা সাধ্যানুযায়ী আমল কর। কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদের কোন আমলকে বন্ধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরাই তা বন্ধ কর। কেননা আল্লাহ তাআলার নিকট ঐ আমলই অধিক পছন্দনীয় যা নিয়মিত আদায় করা হয়ে থাকে, যদিও পরিমাণে তা কম হয়। তিনি (স) যখন কোন আমল শুরু করতেন, তখন তা নিয়মিতভাবে আদায় করতেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৩৬৯ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ نَا عَمِّي نَا أَبِي عَنِ ابْنِ اسْحَقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُمَانُ ارْغَبْتَ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتِكَ أَطْلُبُ قَالَ فَاتَى أَنَامُ وَأَصَلَّى وَأَصَوْمُ وَأَفْطَرُ وَأَنْكَحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُمَانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِيضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ -

১৩৬৯। উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উছমান ইব্ন মাযউন (রা)- কে ডেকে পাঠান। তিনি আগমন করলে নবী করীম (স) বলেন : হে উছমান ! তুমি কি আমার সুন্নাতের বিরোধিতা করছ? তিনি আল্লাহর শপথ করে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! না, বরং আমি

আপনার সুনাতের অন্বেষণকারী। তখন তিনি (স) বলেন : আমি ঘুমাই এবং নামায ও আদায় করি, রোযা রাখি এবং ইফতারও করি, এবং স্ত্রীও গ্রহণ করি। হে উছমান! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তোমার প্রতি তোমার বিবির হক আছে, তোমার মেহমানের হক আছে, তোমার নফসেরও হক আছে। অতএব তুমি রোযাও রাখ এবং—রোযাহীনও থাক, নামায আদায় কর এবং নিদ্রাও যাও।

১৩৭. - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَخْصُ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلَهُ دِيمَةً وَإَيْكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ -

১৩৭০। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... আলকামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি (স) বিশেষ কোন দিনে নির্দ্ধারিত কোন ইবাদাত করতেন কি? তখন জবাবে তিনি বলেন : না, রবং তিনি (স) যা আমল করতেন, তা সর্বদাই করতেন। আর তিনি (স) যা করতে সক্ষম ছিলেন, তোমরা সেরূপ করতে কিরূপে সক্ষম? — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ شَهْرِ رَمَضَانَ

রমযান মাসের সুনাত ও নফল নামাযের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে

২২২. بَابُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

৩২৩. অনুচ্ছেদ : রমযান মাসের রাত্রিকালীন ইবাদত

১৩৭১ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكَّلِ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ

كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ عَقِيلٌ وَيُونُسُ وَأَبُو أُوَيْسٍ مِّنْ صَامٍ رَمَضَانَ وَقَامَهُ -

১৩৭১। আল-হাসান ইব্ন আলী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে রমযান মাসের (রাতে) নামায আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন; তবে তিনি (স) তা আদায়ের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব (ফরয-ওয়াজিবের ন্যায়) আরোপ করতেন না। তিনি (স) বলতেন : যে ব্যক্তি রমযান মাস ঈমানের সাথে এবং মর্যাদা লাভের আশায় দণ্ডায়মান হয়ে তারাবীহ নামায আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার জীবনের পূর্ববর্তী সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পরেও এই নামাযের (তারাবীহর) বিধান একইরূপ থাকে। অতঃপর আবু বাকর (রা)-র খিলাফাতকালেও তদ্রূপ থাকে এবং উমার (রা)-র খিলাফাতের প্রথম দিকেও ঐরূপ ছিল। [অতঃপর উমার (রা) রমযান মাসে জামাআতের সাথে বিশ রাকাত তারাবীহর নামায আদায়ের ব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং এটাই সুন্নাত]। — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

۱۳۷۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَامٍ رَمَضَانَ أَيْمَانًا وَأَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَيْمَانًا وَأَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ -

১৩৭২। মাখলাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) এই হাদীছের সনদ রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং মর্যাদা লাভের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে, তার পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মার্জিত হবে। আর যে ব্যক্তি “লায়লাতুল কদরে” ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভের জন্য নামায আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী জীবনের সমুদয় (সগীরা) গুনাহ মার্জিত হবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۳۷۳ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى

فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا
مِنَ اللَّيْلِ الثَّلَاثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ
قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ
تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ -

১৩৭৩। আল-কানাবী (র) ... নবী করীম (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে (তোরাবীহ) নামায আদায় করেন। ঐ সময় তাঁর সাথে অন্যান্য লোকেরাও নামায আদায় করেন। পরবর্তী রাতে উক্ত নামায আদায় করাকালে অনেক লোকের সমাগম হয়। অতঃপর তৃতীয় রাতেও লোকেরা উক্ত নামায (তোরাবীহ) আদায় করার জন্য জমায়েত হলে সেদিন তিনি (স) মসজিদে গমন করেন নাই। অতঃপর প্রত্যুষে তিনি (স) সকলকে লক্ষ্য করে বলেন : তোমরা যা করেছ তা আমি অবলোকন করেছি। আমি একারণেই নামায জামাআতের সাথে আদায় করার জন্য আসিনাই যে, আমার ভয় হচ্ছিল তোমাদের উপর তা ফরয করা হয় কি না (তবে কষ্টকর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে)। এটা রমযান মাসের (তোরাবীহ নামায আদায়ের) ঘটনা — (বুখারী,

۱۳۷۴ - حَدَّثَنَا هَنَادٌ نَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ
فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْتُ لَهُ
حَصِيرًا فَصَلَّى عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فِيهِ قَالَ تَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا وَاللَّهِ مَا بَتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ غَافِلًا وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ
مَكَانُكُمْ -

১৩৭৪। হান্নাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকেরা রমযান মাসে মসজিদে বিচ্ছিন্নভাবে নামায আদায় করত। ঐ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে মসজিদে মাদুর বিছিয়ে দিতে বলেন এবং তিনি (স) তার উপর নামায আদায় করেন। অতঃপর রাবী পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করতে গিয়ে বলেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন : হে জনগণ! আলহাম্দু লিল্লাহ! অদ্য রজনীতে আমি আল্লাহর ইবাদাত করতে গাফেল হই নাই এবং আমার নিকট তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই গোপন নাই।

۱۳۷۵ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الْوَالِيدِ بْنِ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثَلَاثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْأِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسْبًا لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّلَاثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحَ قَالَ قُلْتُ مَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ -

১৩৭৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে রমযান মাসে রোযাব্রত পালন করেছি। তিনি (স) রমযান মাসের প্রথম দিকে (তারাবীহ নামায) আমাদের সাথে আদায় করেন নাই। অতঃপর উক্ত মাসের মাত্র সাতটি রাত অবশিষ্ট থাকতে তিনি আমাদের নিয়ে নামায (তারাবীহ) আদায় করেন; এভাবে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়। অতঃপর তিনি (স) ষষ্ঠ রাতে (অর্থাৎ পরের রাত) আমাদের সাথে (তারাবীহ) নামায আদায় করেন নাই। পরে পঞ্চম রাতে তিনি (স) আমাদের সাথে নামায আদায় করাকালে রাতের অর্ধাংশ অতিবাহিত করেন।

রাবী বলেন : ঐ সময় আমি তাঁকে বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অদ্য রজনীতে আপনি যদি আমাদের সাথে সারা রাত নামায আদায় করতেন, তবে কত উত্তম হত। তখন তিনি (স) বলেন : কেউ জামাআতের সাথে (ইশার নামায) আদায় করে ঘরে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে সারা রাতের জন্য নামাযী হিসাবে গণ্য করা হয়। রাবী বলেন : তিনি (স) চতুর্থ রাতে (২৭ শে রমযান) মসজিদে আসেন নাই (তারাবীহ নামায আদায়ের জন্য)। অতঃপর তৃতীয় রাতে তিনি (স) তাঁর স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনদেরকে এবং অন্যান্য লোকদেরকে একত্রিত করে জামাআতের সাথে (তারাবীহ) নামায আদায় করেন (এবং তার সময় এত দীর্ঘ হয় যে,) আমাদের আশংকা হচ্ছিল যে, হয়ত আমরা “ফালাহ্”-র সুযোগ হারিয়ে ফেলব। রাবী বলেন, আমি তখন জিজ্ঞাসা করি : “ফালাহ্” কি? তিনি বলেন : সেহরী খাওয়া। অতঃপর তিনি (স) উক্ত মাসের বাকী দিনগুলিতে (২৯ ও ৩০) আমাদের সাথে জামাআতে তমর তারাবীহ আদায় করেন নাই — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১৩৭৬ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَدَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ سَفْيَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عَبِيدٍ بَنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَحَى اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمَنَزَرَ وَأَيَّقَظَ أَهْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو يَعْفُورٍ إِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبِيدِ بْنِ نِسْطَاسٍ -

১৩৭৬। নাসর ইব্ন আলী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রমযান মাসের (শেষ) দশ দিনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা রাত জাগ্রত থাকতেন, স্ত্রীদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে জাগিয়ে দিতেন (ইবাদাতের জন্য) — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন, মাজা)।

১৩৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذَانَ نَاسٌ فِي مَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَؤُلَاءِ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّيَ وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْقَوِيِّ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيفٌ -

১৩৭৭। আহমাদ ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রমযানের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় গৃহ হতে বের হয়ে দেখতে পান যে, মসজিদের এক পাশে কিছু লোক নামায আদায় করছে। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন : এরা কি করছে? তাঁকে বলা হয় : এদের কুরআন মুখস্ত না থাকায় তাঁরা উবাই ইব্ন কা'বের (রা) পিছনে (মুকতাদী হিসাবে) তারাবীর নামায আদায় করছে। নবী করীম (স) বলেন : তারা ঠিকই করছে — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

২২৬. بَابُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

৩২৪. অনুচ্ছেদ : লাইলাতুল কদর (মহিমাম্বিত রাত)-এর বর্ণনা

১৩৭৮ - حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ

زَرَّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي بِنِ كَعْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ فَإِنَّ صَاحِبَنَا
سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ يَقُمُ الْحَوْلَ يُصِيبُهَا فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّهِ
لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا ثُمَّ اتَّفَقَا وَاللَّهِ إِنَّهَا فِي
رَمَضَانَ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لَا يَسْتَتْنِي قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنِّي عَلِمْتُ ذَلِكَ قَالَ
بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَزَرَّ مَا الْآيَةُ قَالَ
تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَةً تَكُ الْلَيْلَةَ مِثْلَ الطُّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ -

১৩৭৮। সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ... যির ইব্ন হুবায়েশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উবাই ইব্ন কাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, হে আবুল মুনযির! লায়লাতুল কদর সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। কেননা এ সম্পর্কে আমাদের সংগী (আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সারা বছর রাতে ইবাদাত করবে, সে তা প্রাপ্ত হবে। তিনি (কাব) বলেন : আল্লাহ তাআলা আবু আব্দুর রহমানের উপর রহম করুন! তিনি এটা অবগত আছেন যে, 'শবে কদর' রমযান মাসের মধ্যে নিহিত।

রাবী মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণনায় আরও বলেন : তিনি (ইব্ন মাসউদ) এটা প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। অতঃপর উভয় রাবী (সুলায়মান ও মুসাদ্দাদ) ঐক্যমতে পৌছে বলেন : আল্লাহ শপথ! এটা হল রমযানের ২৭ তারিখের রাত। উল্লেখ্য যে, তাঁরা তাঁদের এই শপথবাণী উচ্চারণের সময় ইনশা আল্লাহ ব্যবহার করেন নাই। রাবী বলেন, তখন আমি বলি, হে আবুল মুনযির! আপনি তা কিরূপে অবগত হতে পারলেন? তিনি বলেন : ঐ সমস্ত নিদর্শনাবলীর সাহায্যে আমরা জানতে পেরেছি, যা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের বলে গিয়েছেন। রাবী আসেম তখন হযরত যির ইব্ন হুবায়েশ (রহ)-কে জিজ্ঞাসা করেন : ঐ নিদর্শনাবলী কি? তিনি বলেন : সে রাতের প্রভাতের সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত তা নিশ্চয় থাকবে — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

۱۳۷۹ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ
عَبَادِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسِ بَنِي سَلَمَةَ وَأَنَا أَصْفَرُهُمْ فَقَالُوا مَنْ
يَسْتَلُّ لِنَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَذَلِكَ صَبِيحَةٌ أَحَدِي

وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْتُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قُمْتُ بِبَابِ بَيْتِهِ فَمَرَّ بِي فَقَالَ ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَأَتَى بَعْشَاءَهُ فَرَأَيْتُنِي أَكْفُ عَنْهُ مِنْ قَلْتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ نَاوِلْنِي نَعْلِي فَقَامَ فَقُمْتُ مَعَهُ فَقَالَ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ قُلْتُ أَجَلَ أَرْسَلْتَنِي إِلَيْكَ رَهْطٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ كَمْ اللَّيْلَةُ فَقُلْتُ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ قَالَ هِيَ اللَّيْلَةُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ أَوْ الْقَابِلَةَ يُرِيدُ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ -

১৩৭৯। আহমাদ ইবন হাফস (র) ... দুমরাহ (র) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : একদা আমি বনু সালামার এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এবং সেখানে আমিই সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলাম। তাঁরা পরামর্শ করেন যে, আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে 'লায়লাতুল-কদর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে? এই মজলিস রমযান মাসের ২১ তারিখ সকালে অনুষ্ঠিত হয়। রাবী বলেন : তখন আমি (এটা জিজ্ঞাসার জন্য) বের হই এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করি। নামায শেষে আমি তাঁর ঘরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। তিনি (স) আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেনঃ ভিতরে প্রবেশ কর। আমি ভিতরে প্রবেশ করি। এই সময়ে তাঁর সম্মুখে রাতের খাবার হাযির করা হলে খাদ্যের পরিমাণ কম থাকায় আমি কম খেয়েছি। অতঃপর তিনি (স) খাওয়া শেষ করে বলেন : আমার জুতাগুলি দাও। তিনি (স) দণ্ডায়মান হলে আমিও তাঁর সাথে দাঁড়াই। তখন তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন : নিশ্চয় তোমার কোন প্রয়োজন আছে। আমি বলি : বনীসালমার লোকেরা আপনার নিকট 'লায়লাতুল-কদর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে। তিনি (স) বলেন : আজ কোন্ রজনী? আমি বলি : অদ্য রমযানের ২২ তম রাত। তখন তিনি (স) বলেন : আজকের রাত কদরের রাত। অতঃপর তিনি (স) তা প্রত্যাহার করে বলেন : আগামী রাত এবং তিনি (স) এর দ্বারা ২৩ শে রমযানের রাতের প্রতি ইংগিত করেন — (নাসাঈ)।

۱۳۸- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ فَمَرَّنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزَلَهَا إِلَيَّ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَنْزَلَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ لِأَبِيهِ فَكَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ قَالَ

كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ
فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِدَابَّتِهِ -

১৩৮০। আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলি, আমি দূরে বনভূমিতে অবস্থান করি এবং আল্লাহর ফযলে সেখানে নামাযও পড়ি। কাজেই আপনি আমাকে কদরের রাত সম্পর্কে বলে দিন, যাতে আমি সে রাতে আপনার মসজিদে এসে ইবাদাত করতে পারি। তখন তিনি (স) বলেন : তুমি ২৩ শে রমযানের রাতে আসবে।

মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম (র) বলেন : আমি আবদুল্লাহর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার পিতা কিরূপ করতেন। তিনি বলেন : আমার পিতা রমযানের (২২ তারিখে) আসরের নামায আদায়ের পর মসজিদে গমন করতেন এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায আদায়ের পর মসজিদের পাশে রক্ষিত তাঁর বাহনের উপর আরোহণ করে বনভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতেন — (মুসলিম)।

۱۳۸۱ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَعِيلَ نَا وَهَيْبٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّمِسُّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى وَ فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى وَ فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى -

১৩৮১। মূসা ইবন ইসমাইল (র) ... ইবন আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন : তোমরা রমযানের শেষ দশ রাতে লায়লাতুল-কদর অনুেষণ করবে। তিনি (স) আরো বলেন : তোমরা তার অনুেষণ কর—রমযানের ৯ দিন বাকী থাকতে, ৭ দিন অবশিষ্ট থাকতে অথবা ৫ দিন বাকী থাকতে — (বুখারী)।

۲۲۵ . بَابُ فِيمَنْ قَالَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

৩২৫. অনুচ্ছেদ : যারা বলেন, লায়লাতুল কদর একুশের রাতে

۱۳۸۲ - حَدَّثَنَا الْقَعْبَنِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ

رَمَضَانَ فَأَعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ أَحَدَى وَعَشْرَيْنَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ أَعْتَاكَفِهِ قَالَ مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَالْتَمَسُوها فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ وَالْتَمَسُوها فِي كُلِّ وَتَرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوْكَفَ الْمَسْجِدُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَبْصَرْتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثْرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ أَحَدَى وَعَشْرَيْنَ -

১৩৮২। আল-কানাবী (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাধারণত রমযানের মধ্যম দশ দিনে ইতিকাফ করতেন। এরূপে তিনি (স) এক বছর ইতিকাফ করবার সময় রমযানের ২১ শে রাতে, অর্থাৎ যে রাতে তিনি ইতিকাফ শেষ করেন সেদিন তিনি (স) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফে শরীক হয়েছে সে যেন রমযানের শেষ দশ দিন ও ইতিকাফ করে এবং আমি লায়লাতুল-কদর দেখেছি, কিন্তু তা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজেকে শবে কদরের সকালে কাদামাটির মধ্যে সিজ্দা করতে দেখেছি। তোমরা তা (শবে কদর) রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে অন্বেষণ করবে।

রাবী আবু সাঈদ (র) বলেন : উক্ত একুশের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন মসজিদের ছাদ খেজুর পাতার থাকায় তাতে পানি পড়েছিল। রাবী আবু সাঈদ (রা) আরো বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মোবারকে, নাকে ও চোখে ২১ তারিখের সকালে কাদামাটির চিহ্ন দেখতে পাই — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

۳۲۶. بَابُ آخِرُ

৩২৬. অনুচ্ছেদঃ অন্য তারিখে শবে ক্বাদার হওয়া সম্পর্কে

۱۳۸۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمَسُّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَالتَّمَسُّوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّبَاعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ

قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ قَالَ أَجَلُ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ
وَالْخَامِسَةُ قَالَ إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعَشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ وَإِذَا مَضَى
ثَلَاثٌ وَعَشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ وَإِذَا مَضَى ثَلَاثٌ وَعَشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا
السَّابِعَةُ وَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعَشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَا
أَدْرِي أَحْفَى عَلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا -

১৩৮৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা তা (শবে কদর) রমযানের শেষ দশ দিনে অন্বেষণ করবে এবং বিশেষ করে তার নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রজনীতে অন্বেষণ করবে।

আবু নাদর বলেন : তখন আমি বলি, হে আবু সাঈদ! আপনি তো আমাদের চাইতে গণনায় অধিক অভিজ্ঞ। জবাবে তিনি বলেন : হাঁ। (রাবী বলেন :) আমি বলি : নবম, সপ্তম ও পঞ্চম কি? জবাবে তিনি বলেন : নবম রাত হল রমযানের একুশ তারিখের রাত্রি, সপ্তম রাত্রি হল, রমযানের তেইশ তারিখের রাত্রি এবং পঞ্চম রাত্রি হল, রমযানের পঁচিশ তারিখের রাত্রি (এটা অবশিষ্ট দিনের হিসাব মত গণনা)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন : এ সম্পর্কে কোন গোপন রহস্য আছে কি না তা আমার জানা নাই — (মুসলিম, নাসাঈ)।

২৭৭. بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ عَشْرَةَ

৩২৭. অনুচ্ছেদ : এক বর্ণনায় আছে, শবেকদর সতের তারিখে

۱۳۸۴ - حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ الرَّقِيِّ نَا عَبِيدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ
يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلُبُوهَا لَيْلَةُ سَبْعِ
عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةُ ثَلَاثِ وَعِشْرِينَ ثُمَّ سَكَتَ -

১৩৮৪। হাকীম ইবন সায়েফ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেনঃ তোমরা তাকে

(শবে কদর) রমযানের সতের, একুশ ও তেইশের রাতে অন্বেষণ কর। অতঃপর তিনি (স) চুপ থাকেন।

৩২৮. بَابُ مَنْ رَوَى فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

৩২৮. অনুচ্ছেদ : শবে কদর রমযানের শেষ সাত দিনে হওয়া সম্পর্কে

১৩৮৫ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ -

১৩৮৫। আল-কানাবী (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা শবে কদরকে রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্যে অন্বেষণ কর — (মুসলিম, নাসাঈ)।

৩২৯. بَابُ مَنْ قَالَ سَبْعَ وَعِشْرُونَ

৩২৯. অনুচ্ছেদ : সাতাশে রমযান শবেকদর অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে

১৩৮৬ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّقًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ -

১৩৮৬। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) ... মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে শবে কদর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন : রমযানের সাতাশ তারিখ হল লায়লাতুল কদর।

৩৩০. بَابُ مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

৩৩০. অনুচ্ছেদ : শবে কদর রমযানের যে কোন রাতে হওয়া সম্পর্কে

১৩৮৭ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوِيَةَ النَّسَائِيُّ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيَمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا

أَسْمَعُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ
وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَرْفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৩৮৭। হুমায়দ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শবে কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সময় আমি
তা শ্রবণ করি। তিনি (স) বলেন : সেটা তো (শবে কদর) রমযানের প্রতিটি রাতের মধ্যে
নিহিত আছে (অর্থাৎ এর যে কোন এক রাতে তা নিহিত আছে)।

أَبْوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَحْزِيْبِهِ وَتَرْتِيْبِهِ

কুরআন মজীদে কেরাআত, আংশিক বিভক্তি ও তিলাওয়াতের

নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ

۲۲۱- بَابُ فِي كَيْفِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

৩৩১. অনুচ্ছেদ : কুরআন মজীদ কত দিনে খতম করতে হবে সে সম্পর্কে

۱۲۸۸ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا نَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ أَقْرَأْ فِي
عَشْرَيْنِ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ أَقْرَأْ فِي خَمْسٍ عَشْرَةَ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ
أَقْرَأْ فِي عَشْرٍ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ أَقْرَأْ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ
أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ أَتَمُّ -

১৩৮৮। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম এবং মুসা ইবন ইসমাসীল (র) ... আবদুল্লাহ ইবন
আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম
তাকে বলেন : তুমি কুরআন এক মাসে খতম করবে। তিনি বলেন : এর চাইতে কম সময়ে
খতম করার সামর্থ আমার আছে। তখন তিনি (স) বলেন : তবে বিশ দিনে খতম করবে।
তিনি (ইবন আমর) বলেন : এর চাইতেও কম সময়ে আমি তা খতম করতে পারি। তিনি

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড) — ৩৬

(স) বলেন : তাহলে পনের দিনে খতম করবে। আবার আমি বলি : এর চাইতেও কম সময়ে আমি তা খতম করতে পারি। তিনি (স) বলেন : তবে দশ দিনে খতম করবে। পুনরায় আমি বলি : আমি এর চাইতেও কম সময়ে খতম করতে পারি। তিনি (স) বলেন : তবে সাত দিনে খতম করবে এবং এর চাইতে কম দিনে খতম করবে না —(বুখারী, মুসলিম)।

১৩৮৯ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَاحِمًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي الشَّهْرِ فَنَاقَصْنِي وَنَاقَصْتُهُ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا قَالَ عَطَاءٌ وَاخْتَلَفْنَا عَنْ أَبِي فَقَالَ بَعْضُنَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ بَعْضُنَا خَمْسًا -

১৩৮৯। সুলায়মান ইবন হারব্ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখবে এবং প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম করবে। সময়ের ব্যাপারে তাঁর ও আমার মধ্যে মতভেদ হলে তিনি (স) বলেন, তুমি এক দিন রোযা রাখবে এবং পরদিন ইফতার করবে (অর্থাৎ রোযা রাখবে না)।

রাবী আতা বলেন : আমার পিতার সাথে আমাদের এ সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, কেউ বলেছেন সাত দিনে এবং কেউ বলেছেন পাঁচ দিনে কুরআন খতম করবে।

১৩৯০ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الصَّمَدِ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ فِي شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَرِيدُ الْكَلَامَ أَبُو مُوسَى وَتَنَاقَصَهُ حَتَّى قَالَ أَقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ -

১৩৯০। ইবনুল মুছান্না (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কুরআন কত দিনে খতম করব? তিনি (স) বলেন : এক মাসে। আমি বলি : আমি এর চাইতে কম সময়ে খতম করতে সামর্থ রাখি। অতঃপর তাঁর (স) সাথে আলাপ-আলোচনার পর তিনি (স) এর পরিমাণ কমিয়ে সাত দিনে খতম করতে নির্দেশ দেন। আমি বলি : আমি এর চাইতেও কম সময়ে খতম করতে সক্ষম। তিনি (স)

বলেন : যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করেছে, সে (কুরআন) হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৩৯১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَطَّانُ خَالَ عَيْسَى بْنِ شَاذَانَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا الْحَرِيشُ بْنُ سَلِيمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَثِيمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قَالَ إِنَّ لِي قُوَّةً قَالَ أَقْرَأْهُ فِي ثَلَاثٍ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ يَقُولُ عَيْسَى بْنُ شَاذَانَ كَيْسٌ -

১৩৯১। মুহাম্মাদ ইবন হাফস (র) ... আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন : তুমি এক মাসে কুরআন খতম করবে। আমি বলি : এর চাইতে কম সময়ে খতম করার ক্ষমতা আমার আছে। তিনি (স) বলেন : তবে তিন দিনে খতম করবে।

৩৩২. نَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

৩৩২. অনুচ্ছেদ : আল-কুরআনকে পাঁচ অংশে ভাগ করে পড়া সম্পর্কে

১৩৯২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ قَالَ سَأَلَنِي نَافِعُ بْنُ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَقَالَ لِي فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقُلْتُ مَا أَحْزَبُهُ فَقَالَ لِي نَافِعٌ لَا تَقُلْ مَا أَحْزَبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَرَأْتُ جُزْءًا مِّنَ الْقُرْآنِ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -

১৩৯২। মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ... ইবনুল হাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাফে ইবন যুবায়ের ইবন মুতইম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কুরআন কতটুকু পাঠ করেন? আমি বলি : আমি এর নির্ধারিত কিছু অংশ পাঠ করি না।

রাবী বলেন : তখন নাফে আমাকে বলেন : তুমি এ শব্দটি ব্যবহার করো না। কেননা- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আমি কুরআনের জুফ, (অংশ বিশেষ) পাঠ করেছি।

১৩৭২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ نَا أَبُو خَالِدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ أَوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْدٍ ثَقِيفٍ قَالَ فَنَزَلَتْ الْأَحْلَافُ عَلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ وَأَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي مَالِكٍ فِي قَبَّةٍ لَهُ قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ كَانَ كُلُّ لَيْلَةٍ يَأْتِينَا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحَدِّثُنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَائِمًا عَلَى رَجُلَيْهِ حَتَّى يُرَاحَ بَيْنَ رَجُلَيْهِ مِنْ طَوْلِ الْقِيَامِ وَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا سِوَاءَ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِّينَ قَالَ مُسَدَّدٌ بِمَكَّةَ فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سَجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيَدَاؤُنَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةً أَبْطَاءَ عِنْدَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ فَقُلْنَا لَقَدْ أَبْطَأَتْ عَنَّا اللَّيْلَةُ قَالَ إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حَرْبِي (جَزَيْئِي) مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيءَ حَتَّى آتَمَّهُ قَالَ أَوْسٌ سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُحَرِّبُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ وَحَدَّبَ الْمَفْصَلَ وَحَدَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ آتَمٌ -

১৩৭৩। মুসাদ্দাদ এবৎ আব্দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) ... আওস ইব্ন হুযায়ফা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা বনী ছাকীফ, যাদের সাথে চুক্তি হয়েছিল, গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হই। তারা মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) - বাড়িতে উঠেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) মালেক গোত্রের লোকদের তাঁর একটি প্রকোষ্ঠে স্থান দেন।

রাবী মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে : রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে বনী ছাকীফের যে প্রতিনিধি দল এসেছিল, তাদের মধ্যে আওস ইব্ন হুযায়ফাও ছিলেন। রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যহ ইশার নামায আদায়ের পর উক্ত প্রকোষ্ঠে (আবাসস্থানে) গমন করে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কথাবার্তা বলতেন। রাবী আবু সাঈদ (রা) বলেন : তিনি (স)

তাদেরকে দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করার সময় একবার এক পায়ের উপর ভর করতেন এবং পুনরায় অন্য পায়ের উপর। এবং তিনি (স) তাঁর বক্তব্যে কুরায়েশদের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে অধিকাংশ সময় আলোচনা করতেন। অতঃপর তিনি (স) বলতেন : মক্কাতে অবস্থানকালে আমরা তাদের সমকক্ষ ছিলাম না, বরং দুর্বল ও অসহায় ছিলাম। অতঃপর মদীনাতে আগমনের পর যুদ্ধে কখনও আমরা বিজয়ী হয়েছি এবং কখনও তারা জয়ী হয়েছে। একদা রজনীতে তিনি (স) আমাদের নিকট আসতে নির্ধারিত সময়ের চাইতে কিছু বিলম্ব করেন। তখন আমরা তাঁকে বলি : আজ আপনি বিলম্বে এসেছেন। তিনি (স) বলেনঃ অদ্য কুরআন তিলাওয়াতের সময় তার কিছু অংশ পড়তে বাকি ছিল যা সমাপ্ত না করে আমি আসতে পছন্দ করি নাই।

রাবা আওস বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করি : আপনারা কুরআন পাঠের জন্য কিরূপে বাছাই করেন? তখন তাঁরা বলেন : আমরা প্রথম অংশ তিন সূরা (বাকারা-নিসা), দ্বিতীয় অংশ পাঁচ সূরা (মাইদা-তওবা), তৃতীয় অংশ সাত সূরা (ইউনুশ-নাহল), চতুর্থ অংশ নয় সূরা (ইসরা-ফুরকান), পঞ্চম অংশ এগার সূরা (শুআরা-ইয়াসীন), ষষ্ঠ অংশ তের সূরা (সাফফাত-হুজুরাত) এবং সপ্তম অংশ মুফাস্সালের (সূরা কাফ হতে সূরা নাস পর্যন্ত) সূরাগুলি পাঠ করি (অর্থাৎ আমরা সাত দিনে কুরআন খতম করে থাকি) —(ইবন মাজা)।

১৩৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ -

১৩৯৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মিনহাল (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন শরীফ খতম করে, সে তার কিছুই অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১৩৯৫ - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ فِي شَهْرٍ ثُمَّ قَالَ فِي عَشْرِينَ ثُمَّ قَالَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ فِي عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ فِي سَبْعٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ -

১৩৯৫। নূহ ইবন হাবীব (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন যে : কুরআন কত দিনে খতম করা উচিত। তিনি (স) বলেন : চল্লিশ দিনে, অতঃপর বলেন, এক মাসে। পরে তিনি (স) বলেন : বিশ দিনে। অতঃপর তিনি (স) পনের দিন, দশ দিন ও সাত দিনের কথা উল্লেখ করেন এবং সাত দিনের আর কম করেননি — (তিরমিযী, নাসাঈ)।

১৩৯৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ مُوسَى نَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ أَنِّي أَقْرَأُ الْمُفْصَلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ أَهَذَا كَهَذَا الشَّعْرُ وَنَثْرًا كَثْرًا الدَّقْلَ لَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةِ النَّجْمِ وَالرَّحْمَنِ فِي رَكْعَةٍ وَأَقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةُ فِي رَكْعَةٍ وَالطُّورِ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ إِذَا وَقَعَتْ وَتُونَ فِي رَكْعَةٍ وَسَالَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ وَالْمُدَّثِرُ وَالْمُرْمَلُ فِي رَكْعَةٍ وَهَلْ أَتَى وَلَا أَقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي رَكْعَةٍ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَتِ فِي رَكْعَةٍ وَالذُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِي رَكْعَةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا تَأَلَّفَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ -

১৩৯৬। আব্বাদ ইবন মূসা (র) ... আলকামা ও আস্ওয়াদ (র) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, একদা ইবন মাসউদ (রা)-র খিদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি মুফাস্সালের (সূরা হুজুরাত হতে নাস পর্যন্ত) সূরাগুলো নামাযের একই রাকাতে তেলাওয়াত করি। ইবন মাসউদ (রা) বলেন : এটা (অতি দ্রুত তিলাওয়াত) কবিতা পাঠের অনুরূপ অথবা গাছ থেকে শুকনো খেজুর পতিত হওয়ার অনুরূপ। তিনি আরো বলেন : অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একই সমান দীর্ঘ দুটি সূরা এক রাকাতে তিলাওয়াত করতেন। যথা : সূরা আন-নাঈম ও আর্-রহমানকে এক রাকাতে, সূরা ইক্‌তারাবাত ও আল-হাক্কাহ-কে এক রাকাতে, সূরা তূর ও আল-যারিয়াত-কে এক রাকাতে, সূরা ইয়া ওকাআত্ এবং নূন-কে এক রাকাতে, সূরা সাআলা সাইলুন ও আন-নাযিআত্-কে এক রাকাতে, সূরা ওয়াইলুল-লিল মুতাফ্‌ফিফীন ও আবাসাহ-কে এক রাকাতে, সূরা মুদ্দাছ্‌ছির ও মুযাম্মিলকে এক রাকাতে, সূরা হাল্ আতা এবং লা-উক্সিমু বি-য়াওমিল্ কিয়ামাহ্-কে এক রাকাতে, সূরা আশ্মা য়াতাসআলূনা ও আল-মুরসালাত-কে এক রাকাতে, সূরা দোখান এবং ইয়াশ্-শামসু কুওবিরাত-কে এক রাকাতে পড়তেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন : এই তরতীব (বিন্যাস) ইবন মাসউদ (রা)-র — (মুসলিম)।

১৩৭৭- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَفَّتَاهُ -

১৩৯৭। হাফ্‌স ইব্ন উমার (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন যায়ীদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আবু মাসউদ্ (রা)-কে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফকালে কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুটি তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই, ইব্ন মাজা)।

১৩৭৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَنَا عَمْرُو أَنْ أَبَا سُوَيْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يَكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ كُتِبَ مِنَ الْقَائِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِالْفِ آيَةِ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطِرِينَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ حُجَيْرَةَ الْأَصْفَرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ -

১৩৯৮। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ... আমর ইব্নুল আস (রা)-র পুত্র আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রাতের নামাযে দশায়াত হয়ে দশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে, সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অশেষ ছওয়াব প্রাপ্তদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হবে।

১৩৭৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسِ الْقِبْتَانِيُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ هَلَالِ الصَّدْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقْرَأْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ نَوَاتِ الرَّاءِ فَقَالَ كَبُرَتْ سِنِّي وَأَشْتَدَّ قَلْبِي وَعَلَّظَ لِسَانِي قَالَ فَاقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ نَوَاتِ حَمِّ فَقَالَ مِثْلَ

مَقَالَتَهُ فَقَالَ اقْرَأْ ثَلَاثًا مِّنَ الْمُسَبَّحَاتِ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَقْرَأْنِي سُورَةَ جَامِعَةً نَّاقَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ
حَتَّى فَرَّغَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَدًا ثُمَّ أَدْبَرَ
الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ الرَّوَيْجِلُ مَرَّتَيْنِ -

১৩৯৯। ইয়াহুইয়া ইব্ন মুসা (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ! আমাকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিন। তিনি (স) বলেন : তুমি (প্রথমে) 'রা' বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ করবে (যথা সূরা ইউনুস, হূদ, ইউসুফ ইত্যাদি)। তখন সে ব্যক্তি বলল : আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে এবং জিহ্বা ভারী হয়ে গেছে। তখন তিনি (স) বলেন : (যদি তুমি এগুলি তিলাওয়াত করতে অক্ষম হও) তবে হা-মিম সম্বলিত তিনটি সূরা তিলাওয়াত করবে। সে ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় উক্তি করে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তাহলে তুমি যে সমস্ত সূরার প্রথমে সাব্বাহ বা যুসাব্বিহ্ অনুরূপ শব্দ আছে, সেই সূরাগুলি পাঠ করবে। তখনও ঐ ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় উক্তি করে বলেঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিন যা জামেআহ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি (স) তাঁকে সূরা ইয়া যুলযিলাতিল্ আরদু শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেন। তখন সেই লোকটি বলে : আল্লাহর শপথ ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন; আমি তার অতিরিক্ত কিছুই করব না। লোকটি চলে গেলে তিনি (স) ইরশাদ করেন : সে ব্যক্তিটি কামিয়াব হয়েছে, কামিয়াব হয়েছে — (নাসাঈ)।

২২২. بَابُ فِي عَدَدِ الْأَيِّ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ : আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে

١٤٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ
أَيَّةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلَكُ -

১৪০০। আমর ইব্ন মারযুক্ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন : কুরআনের ত্রিশটি আয়াত বিশিষ্ট সূরা তাবারাকাল্লাযী (অর্থাৎ সূরা আল-মুলক) তিলাওয়াতকারীর জন্য সুফারিশ করবে। এমনকি তাকে মাফ

করে দেয়া হবে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা তাবারাকাল্লাযী তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য সুফারিশকারী হবে) — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ

তিলাওয়াতের সিজদা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ

২২৬- كَمْ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ

৩৩৪. অনুচ্ছেদ : কুরআন মজীদে তিলাওয়াতের সিজদা কয়টি?

১৬.১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرَقِيِّ نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيدِ الْعَنْقِيَّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (مُنَيْنٍ) مُتَيْنٍ مِّنْ بَنِي عَبْدِ كَلَالٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمَفْصَلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ -

১৪০১। মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহীম (র) ... আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআনের মধ্যে পনেরটি সিজদা আছে বলে শিক্ষা দিয়েছেন। এর তিনটি মুফাস্সালের মধ্যে (সূরা নাজম, ইনশিকাক ও আলাক), সূরা হজ্জের মধ্যে দুটি (তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী একটি) - (ইবন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন : আবু দার্দা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে এগারটি সিজদার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তবে এর সনদ সুবিধাজনক নয়।

১৬.২ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ أَنَّ مُشَرِّحَ بْنَ هَاعَانَ أَبَا الْمُصْعَبِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأُهُمَا -

১৪০২। আহমাদ ইব্ন আমর (র) ... উক্বা ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলি যে, সূরা হজ্জের মধ্যে দুটি সিজ্দা আছে? তিনি (স) বলেন : হাঁ। যে এই দুটি সিজ্দা আদায় করে না সে যেন এই সূরা তিলাওয়াত না করে — (তিরমিযথ)।

২২৫. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمَفْصَلِ

৩৩৫. অনুচ্ছেদ : ছোট ছোট সূরার (মুফাস্সালের) মধ্যে সিজ্দা না থাকা সম্পর্কে

১৪.৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ نَا أَبُو قُدَامَةَ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَفْصَلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ -

১৪০৩। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর মুফাস্সালের কোন আয়াত পাঠের পর সিজ্দা করেন নাই।

১৪.৪ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا -

১৪০৪। হানাদ ইব্নুস সারী (র) ... ইয়াযীদ ইব্ন ছাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে 'সূরা নাজম' পাঠ করি। তিনি (স) এই সূরা পাঠের পর সিজ্দা করেন নাই — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১৪.৫ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ نَا أَبُو صَغْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ زَيْدُ الْإِمَامِ فَلَمْ يَسْجُدْ -

১৪০৫। ইব্নুস সারহ (র) ... খারিজাহ ইব্ন যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা) তাঁর পিতা হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা

করেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন : য়ায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা) ইমাম ছিলেন এবং তিনি সিজ্দা করেন নাই—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

২২৬. بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا سَجُودًا

৩৩৬. অনুচ্ছেদ : যারা তাতে সিজ্দা আছে বলে মনে করেন

১৪.৬ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النُّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا وَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَ كَافِرًا .

১৪০৬। হাফস ইব্ন উমার (র) ... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা নাজ্‌ম পাঠ করেন এবং সিজ্দার আয়াত পাঠের পর সকলেই সিজ্দা করেন। কিন্তু এক ব্যক্তি সিজ্দা না করে স্বীয় হস্তে এক মুষ্টি মাটি বা কংকর নিয়ে নিজের কপাল পর্যন্ত উত্তোলন করে বলে, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি উক্ত ব্যক্তিকে কুফরী অবস্থায় মারা যেতে দেখেছি -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

২২৭. بَابُ السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَقْرَأَ

৩৩৭. অনুচ্ছেদ : সূরা ইক্‌রা ও ইয়াস সামাউ ইনশাক্‌কাত পাঠের পর সিজ্দা সম্পর্কে

১৪.৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .

১৪০৭। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সূরা ইয়াস-সামাউ ইনশাক্‌কাত ও ইক্‌রা বিস্মি রব্বিকাল্লাযী খালাকা পাঠের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সিজ্দা আদায় করেছি -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৪.৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ نَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَرَلَّ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ -

১৪০৮। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে ইশার নামায আদায় করি। ঐ সময় তিনি সূরা ইয়াস-সামাউ ইন-শাক্কাত তিলাওয়াতের পর সিজ্দা (তিলাওয়াতের) আদায় করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এটা কিসের সিজ্দা? তিনি বলেন, আমি এই সিজ্দা আবুল কাসেম (মুহাম্মদ (স))-এর পশ্চাতে আদায় করেছি এবং এটা আমি মৃত্যু পর্যন্ত আদায় করতে থাকব - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

২২৮- بَابُ السُّجُودِ فِي ص

৩৩৮. অনুচ্ছেদ : সূরা সাদ-এ সিজ্দা সম্পর্কে

১৪.৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ نَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا -

১৪০৯। মুসা ইবন ইসমাইল (র) ... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সাদ-এর মধ্যে যে সিজ্দাটি আছে তা ফরয নয়। তবে আমি একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদায় করতে দেখেছি - - (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১৪১. - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرَّحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ صَ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُخْرٍ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ

السَّجْدَةَ تَشْرُزْنَ النَّاسُ لِلْسُّجُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةٌ نَبِيٍّ وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشْرُزْتُمْ لِلْسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا -

১৪১০। আহমাদ ইবন সালেহ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর অবস্থান কালে সূরা সাদ তিলাওয়াত করেন। তিনি (স) সিজ্দার আয়াতে পৌঁছে মিম্বর হতে অবতরণ করে সিজ্দা আদায় করেন। ঐ সময় লোকেরাও তাঁর সাথে সিজ্দা আদায় করে। অতঃপর দ্বিতীয় দিনও তিনি (স) উক্ত সূরা পাঠ করেন এবং যখন সিজ্দার আয়াতের নিকটবর্তী হন, তখন লোকেরা সিজ্দার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি (স) বলেন : এটা নবীর জন্য তওবাস্বরূপ। অথচ আমি তোমাদেরকে এর জন্য সিজ্দা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিতে দেখছি। অতঃপর তিনি (স) মিম্বরের উপর হতে অবতরণ করে লোকদের নিয়ে সিজ্দা করেন।

۲۳۹- بَابُ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ

৩৩৯. অনুচ্ছেদ : যানবাহনের উপর আরোহী থাকাবস্থায় সিজ্দার আয়াত শুনে

۱۴۱۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةَ فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ الرَّكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّكِبَ لِيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ -

১৪১১। মুহাম্মাদ ইবন উছমান (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়কালীন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করলে উপস্থিত সকলে সিজ্দা আদায় করেন। ঐ সময় যারা যানবাহনের উপর সওয়ার ছিলেন, তারা স্ব স্ব হাতের উপর সিজ্দা করেন এবং অন্যান্যরা যমীনের উপর সিজ্দা করেন।

۱۴۱۲- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ الْمُعْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى لَا يَجِدَ أَحَدًا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ -

১৪১২। আহমাদ ইবন হাম্বল ও আহমাদ ইবন আবু শোআয়েব (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট সূরা পাঠ করতেন। রাবী ইবন নুমায়েব বলেন, এটা ছিল নামাযের বাইরে। অতঃপর রাবীদ্বয় একমত হয়ে বলেন, তিনি (স) সিজ্দার আয়াত পাঠের পর সিজ্দা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সিজ্দা আদায় করতাম। ঐ সময় লোকের ভীড়ের কারণে অনেকেই সিজ্দা দেয়ার স্থান পেত না -- (বুখারী, মুসলিম)।

١٤١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَاذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَنَسَجَدْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ النَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُعْجِبُهُ لِأَنَّهُ كَبَّرَ -

১৪১৩। আহমাদ ইবনুল ফুরাত (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াতের সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্দার আয়াত পাঠ করতেন, তখন তিনি (স) আল্লাহ আকবার বলে সিজ্দায় যেতেন এবং আমরাও সিজ্দা করতাম। আবদুর রায়যাক (র) বলেন, সুফিয়ান সাওরী (র) এই হাদীস খুবই পছন্দ করতেন। কারণ এতে তাকবীরের কথা উল্লেখ আছে।

٢٤. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

৩৪০. অনুচ্ছেদ : সিজ্দার মধ্যে কি বলবে ?

١٤١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اسْمَعِيلُ نَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ -

১৪১৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তিলাওয়াতের সিজ্দা আদায়কালে পুনঃ পুনঃ বলতেন : আমার

মস্তক তাঁরই নিকট অবনত, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং চক্ষু ও কর্ণকে (দর্শন ও শ্রবণ শক্তির দ্বারা) বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছেন, তিনিই সমস্ত শক্তি ও সামর্থের একমাত্র আধার -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

২৪১. بَابُ فِي مَنْ يَقْرَأُ السُّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

৩৪১. অনুচ্ছেদ : ফজরের নামাযের পর সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে

১৪১০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ نَا أَبُو بَحْرٍ نَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ نَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيُّ قَالَ لَمَّا بَعَثْنَا الرِّكْبَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ كُنْتُ أَقْصُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَاسْجُدُ فِيهَا فَفَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَنْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ -

১৪১৫। আব্দুল্লাহ ইবনুস সাব্বাহ (র) ... আবু তুমায়মা হুজায়মী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা কাফেলার সাথে মদীনায় আসি তখন আমি ফজরের নামাযের পর লোকদেরকে নসীহত করতাম। এই সময় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে আমি সিজ্দা আদায় করতাম। ইবন উমার (রা) আমাকে এরূপ করতে তিনবার নিষেধ করেন। আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি পুনরায় আমাকে নিষেধ করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স), আ বাক্বর (রা), উমার (রা) ও উছমান (রা)-র পশ্চাতে নামায আদায় করেছি। কিন্তু তাঁরা সূর্যোদয়ের পূর্বে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত আদায় করতেন না।^১

بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْوَتْرِ

বিতির সম্পর্কীয় অনুচ্ছেদসমূহ

২৪২. بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَتْرِ

৩৪২. অনুচ্ছেদ : বিতিরের নামায সুন্নাত

১৪১৬ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى نَا عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ

(১) হানাফী মাযহাব অনুসারে ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের নামাযের পর মাগরিবের পূর্বে তিলাওয়াতের সিজ্দা আদায় করা জায়েয -- (অনুবাদক)।

عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا
فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرْتُحِبُّ الْوِتْرَ -

১৪১৬। ইব্রাহীম (র) ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : হে কুরআনের অনুসারীগণ! তোমরা বিতিরের নামায আদায় কর। কেননা আল্লাহ তাআলা বেজোড় (একক), কাজেই তিনি বেজোড় (বিতির)-কে ভালবাসেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤١٧ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَارِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا تَقُولُ قَالَ لَيْسَ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ -

১৪১৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবদুল্লাহ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতটুকু বেশী আছে যে, আবদুল্লাহ (রা) এ হাদীস বর্ণনা করলে এক বেদুইন বলে, আপনি কি বলেছেন? জবাবে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এটা তোমার ও তোমার সাথীদের জন্য প্রযোজ্য নয় -- (ইব্ন মাজা)।

١٤١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنِيُّ قَالَا نَا اللَّيْثُ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدِ الزُّوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ
الزُّوْفِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ حَذَافَةَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّكُمْ بِالصَّلَاةِ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ
مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيهَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ -

১৪১৮। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী (র) ... খারিজা ইব্ন হুযাফা আল-আদাবী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসে বলেন : আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য লাল বর্ণের ঘোড়ার চাইতেও উত্তম একটি নামায নির্দ্বারিত করেছেন এবং এটাই হল বিতির। এই নামাযের আদায়কাল হল ইশার নামাযের পর হতে সুব্হে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৩৪৩. بَابُ فِي مَنْ لَمْ يُؤْتِرْ

৩৪৩. অনুচ্ছেদ : বিতিরের নামায আদায় না করলে তার শাস্তি

১৬১৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا أَبُو اسْحَقَ الطَّالِقَانِيُّ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا -

১৪১৯। ইবনুল মুছান্না (র) ... হযরত আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : বিতিরের নামায হক (সত্য)। যে ব্যক্তি এটা আদায় করবে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এই উক্তিটি তিনি (স) তিনবার করেন।

১৬২০ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يَدْعَى الْمَخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يَدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمَخْدَجِيُّ فَرِحْتُ إِلَى عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتَهُ فَقَالَ عِبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَهُنَّ لَمْ يُضِيعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتَخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ -

১৪২০। আল-কানাবী (র) ... আবু মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিতিরের নামায ওয়াজিব। রাবী মাখদাজী বলেন, তখন আমি উবাদা ইবনুস সামিত (র)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বলি যে, আবু মুহাম্মাদ এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু মুহাম্মাদ ভুল করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াজিব নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা সঠিকভাবে আদায় করবে এবং অলসতাহেতু তার কিছুই পরিত্যাগ করবে না, আল্লাহ তাআলা তাকে

জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্য অংগীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা (সঠিকভাবে) আদায় করবে না, তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট কোন অংগীকার নাই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৩৪৪. بَابُ كَمِ الْوُتْرِ

৩৪৪. অনুচ্ছেদ : বিতিরের নামায কয় রাকাত

১৪২১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِأَصْبَعِيهِ هَكَذَا مَثْنَى مَثْنَى وَالْوُتْرُ رُكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ -

১৪২১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি (স) তাঁর আংগুল দ্বারা ইশারা করে বলেন : দুই, দুই এবং শেষ রাতে এক রাকাত বিতির (অর্থাৎ দুই ও এক রাকাত, মোট তিন রাকাত বিতির) -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

১৪২২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا قُرَيْشُ بْنُ حَبَّانَ الْعَجَلِيُّ نَا بَكْرُ بْنُ وَاثِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ وَاحِدَةً فَلْيَفْعَلْ -

১৪২২। আব্দুর রহমান ইব্নুল মোবারক (র) ... আবু আয্যুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : বিতিরের নামায প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হ । যে ব্যক্তি তাকে পাঁচ রাকাত আদায় করতে চায়, সে পাঁচ রাকাত আদায় করবে; যে ব্যক্তি তিন রাকাত আদায়ের ইচ্ছা করে, সে ঐরূপ করবে এবং যে ব্যক্তি এক রাকাত আদায় করতে চায়, সে এক রাকাত আদায় করবে। -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

(১) হানাফী মাযহাব মতে, বিতিরের নামায তিন রাকাত ওয়াজিব — (অনুবাদক)।

৩৪৫. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْوُتْرِ

৩৪৫. অনুচ্ছেদ : বিতিরের নামাযে কিরাআত

১৪২৩ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَارُحُ وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ وَزُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ -

১৪২৩। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) এবং ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র) ... উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযে সূরা সাবিহ্ ইস্মা রবিবকাল আলা, কুল ইয়া আযুওহাল্ কাফিরুন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করতেন -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৪২৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا خُصَيْفٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ وَفِي الثَّلَاثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ -

১৪২৪। আহমাদ ইব্ন আবু শোআয়েব (র) ... আব্দুল আযীয ইব্ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযে কোন্ সূরা পড়তেন? উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ ... রাবী বলেন, তিনি (স) তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস, নাস্ ও ফালাক পাঠ করতেন -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৩৪৬. بَابُ الْقَنُوتِ فِي الْوُتْرِ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ : বিতিরের নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ সম্পর্কে

১৪২৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ قَالَا نَا أَبُو الْأَحْوَصِ

عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ أَبِي مَرِيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوَتْرِ قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِي مَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مِمَّا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرًّا مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ -

১৪২৫। কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আহমাদ ইবন জাওয়াস আল-হানাফী (র) ... আবুল হাওরা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত হাসান ইবন আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি বিতিরের নামাযে পাঠ করি। রাবী ইবন জাওয়াসের বর্ণনায় আছে “বিতিরের দুআ কনুতে পড়ে থাকি”। তা হল : “আল্লাহুমা ইহুদিনী ফীমান্ হাদায়তা ওয়া আফিনী ফীমান্ আফায়তা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান্ তাওয়াল্লায়তা ওয়া বারিকলী ফীমা আতায়তা ওয়াকিনী শাররা মা কাদায়তা, ইন্বাকা তাকদী ওয়ালা যুকদা আলায়কা ওয়াইন্বাহ্ লায়ায়িল্লু মান্ ওয়ালায়তা ওলা যাইযযু মান্ আদায়তা তাবারাক্তা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা - - (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

۱۴۲۶ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو اسْحَقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ هَذَا يَقُولُ فِي الْوَتْرِ فِي الْقُنُوتِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَقُولُهُنَّ فِي الْوَتْرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَوْرَاءِ رِبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ -

১৪২৬। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র) ... আবু ইসহাক (র) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ সনদ ও অর্থে বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় “আমি তা বিতিরের নামাযে পড়ি” কথাটুকু উল্লেখ নাই।

۱۴۲۷ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمَرَ الْقَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

وَمِعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ
 عَلَى نَفْسِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَشَامٌ أَقْدَمَ شَيْخٍ لِحَمَّادٍ وَبَلَّغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ
 أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرَوْهُ عَنْهُ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَيْسَى بْنُ يُونُسَ
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ يَعْغِي فِي الْوَتْرِ قَبْلَ
 الرُّكُوعِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَيْسَى بْنُ يُونُسَ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ فَطْرِ بْنِ
 خَلِيفَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوَى عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ
 زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ
 سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُذَكَّرِ
 الْقُنُوتَ وَلَا ذَكَرَ أَيْبًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَسَمَاعُهُ
 بِالْكُوفَةِ مَعَ عَيْسَى بْنِ يُونُسَ وَلَمْ يُذَكَّرُوا الْقُنُوتَ وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا هَشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ
 وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يُذَكَّرِ الْقُنُوتَ وَحَدِيثُ زُبَيْدٍ رَوَاهُ سَلِيمَانُ الْأَعْمَشُ
 وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ وَجَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ لَمْ يُذَكَّرِ
 أَحَدٌ مِنْهُمْ الْقُنُوتَ إِلَّا مَارُوى عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَأَنَّهُ
 قَالَ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالشَّهْوَورِ مِنْ
 حَدِيثِ حَفْصِ نَخَافُ أَنْ يَكُنَّ حَفْصٌ عَنْ غَيْرِ مَسْعَرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيُرَوَّى أَنَّ
 أَيْبًا كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ رَمَضَانَ -

১৪২৭। মুসা ইবন ইসমাঈল (র) ... আলী ইবন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযের শেষ রাকাতে এরূপ

দুআ করতেন : “আল্লাহুমা ইনী আউযু বি-রিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বি-মুআফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহসী ছানা আলায়কা আন্তা কামা আছনায়তা আলা নাফসিকা।”

উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বিতিরের (শেষ/রাকাত) রুকূতে যাবার পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

উবাই ইব্ন কাব (রা) নবী করীম (স) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাফস ইব্ন গিয়াস সূত্রে ... উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযে রুকূর পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ করতেন – (তিরমিমী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এরূপ বর্ণিত আছে যে, উবাই (রা) রমযানের শেষ পনের দিন দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

۱۴۲۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ أَبِي بْنَ كَعْبٍ أَمَّهُمْ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ -

১৪২৮। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... মুহাম্মাদ (র) থেকে তাঁর কোন কোন বন্ধুর সূত্রে বর্ণিত। উবাই ইব্ন কাব (রা) রমযানে তাদের ইমামতি করতেন এবং এর শেষার্ধ্বে দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

۱۴۲۹ - حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عَشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي فَإِذَا كَانَتْ الْعَشْرُ الْآخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ فَكَانُوا يَقُولُونَ أَبُو أَبِي قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْقِنُوتِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهَذَا الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْوَتْرِ -

১৪২৯। শূজা ইব্ন মাখলাদ (র) ... হাসান বসরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) লোকদেরকে উবাই ইব্ন কাবের পিছনে তারাবীর নামায আদায় করার

উদ্দেশ্যে একত্রিত করেন। ঐ সময় উবাই (রা) তাদের নিয়ে রমযানের প্রথম বিশ দিন নামায আদায় করতেন এবং এর মধ্যে তিনি শেষ দশ দিন বিতিরের নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন। রমযানের শেষ দশ দিন তিনি স্বীয় গৃহে একাকী নামায আদায় করতেন। লোকেরা বলাবলি করত যে, উবাই (রা) পলায়ন করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, কুনূত সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে — এই হাদীস থেকে তার অনির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। অনন্তর উবাই (রা)–র সূত্রে “নবী (স) বিতির নামাযে কুনূত পড়তেন” বলে যা বর্ণিত হয়েছে উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে তার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়।

২৪৭. بَابُ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُتْرِ

৩৪৭. অনুচ্ছেদ : বিতিরের পর দু'আ পাঠ সম্পর্কে

১৪৩. - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدَةَ نَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ الْأَيْمِيِّ عَنْ ذَرِّعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوُتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ -

১৪৩০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযের পর বলতেন : সুব্হানা'ল মালিকিল্ কুদ্দুস -- (নাসাঈ)।

১৪৩১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا عُمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفِ الدَّنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ -

১৪৩১। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ (র) ... আবু সাযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি নিদ্রা বা ভুলের কারণে বিতিরের নামায আদায় করে নাই, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার পরপরই আদায় করে নেয় -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)!

২৪৪. بَابُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

৩৪৮. অনুচ্ছেদ : নিদ্রার পূর্বে বিতিরের নামায আদায় সম্পর্কে

১৪৩২ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا أَبُو دَاوُدَ نَا إِبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَنَّ أَزْدَ شَنْوَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرَ رَكَعَتِي الضُّحَى وَصَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِثْرِ -

১৪৩২। ইবনুল মুছান্না (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি কাজের জন্য ওসিয়াত করেছেন, যা আমি স্থায়ীভাবে কোথাও অবস্থানকালে এবং সফরের সময়েও ত্যাগ করি না। ১। চাশ্তের সময় দুই রাকাত নামায, ২। প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা) এবং ৩। নিদ্রার পূর্বে বিতিরের নামায আদায় করা - - (বুখারী, মুসলিম)।

১৪৩৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي اِدْرِيسَ السَّكُونِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ بِشَيْءٍ أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِثْرِ وَبِسُبْحَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ -

১৪৩৩। আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইবন নাজ্‌দা (র) ... আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি জিনিসের জন্য উপদেশ দান করেছেন। আমি তা কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করি না। ১। তিনি (স) প্রতি মাসে তিন দিন আমাকে রোযা রাখার জন্য ওসিয়াত করেন, ২। বিতিরের নামায আদায়ের পূর্বে না ঘুমাতে এবং ৩। চাশ্তের নামায আদায় করার নির্দেশ দেন, চাই তা সফরের সময় হোক বা স্থায়ীভাবে বাড়ীতে বসবাসের সময়।

১৪৩৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ نَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلِحِيُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَتَى تَوْتِرُ قَالَ أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَتَى تَوْتِرُ قَالَ آخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخَذَ هَذَا بِالْحَزْمِ وَقَالَ لِعُمَرَ أَخَذَ هَذَا بِالْفُؤَّةِ -

১৪৩৪। মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ (র) ... আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বাকর (রা)-কে বলেন : আপনি বিতিরের নামায কোন্ সময় আদায় করেন? তিনি বলেন, রাত্রির প্রথম অংশে। অতঃপর তিনি (স) উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোন সময়ে বিতিরের নামায আদায় করেন? তিনি বলেন, রাত্রির শেষ অংশে। তিনি (স) আবু বাকর (রা)-কে বলেন : সতর্কতা হেতু আপনি এর উপর আমল করতে থাকুন। তিনি (স) উমার (রা)-কে বলেন : আপনি আপনার সামর্থ অনুযায়ী আমল করুন।

২৬৯. بَابُ فِي وَقْتِ الْوَتْرِ

৩৪৯. অনুচ্ছেদ : বিতিরের ওয়াক্ত সম্পর্কে

۱۴۳۵ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنِ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَتَى كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ أُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسْطَهُ وَآخِرَهُ وَلَكِنْ أَنْتَهَى وَتَرَهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحْرِ -

১৪৩৫। আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ... মাসরুক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রির কোন সময়ে বিতির আদায় করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইশার নামায আদায়ের পর বিতিরের নামায কোন সময় রাত্রির প্রথমাংশে, কোন সময় মধ্যম অংশে এবং কোন সময় শেষাংশে আদায় করতেন। তবে তিনি (স) ইনতিকালের পূর্বে শেষ রাত্রিতে বিতিরের নামায আদায় করতেন -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۴۳۬ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوَتْرِ -

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)—৩৯

১৪৩৬। হারুন ইব্ন মারুফ (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা সুব্হে সাদিকের পূর্বেই বিতিরের নামায আদায় করবে -- (তিরমিযী)।

۱۴۳۷- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ رَبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رَبَّمَا أَسْرَرَ وَرَبَّمَا جَهَرَ وَرَبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرَبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِي فِي الْجَنَابَةِ -

১৪৩৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু কায়েস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিতিরের নামায সম্পর্কে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি। তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি (স) কখনও রাত্রির প্রথমাংশে এবং কখনও শেষাংশে তা আদায় করতেন। আমি বলি, তিনি (স) কি কিরাআত আস্তে পড়তেন না জোরে? তিনি বলেন, উভয় প্রকারেই কখনো জোরে এবং কখনো আস্তে। তিনি (স) (অপবিত্রতার পরে) কোন সময় গোসল করে এবং কোন সময় উষু করে শয়ন করতেন -- (মুসলিম, তিরমিযী)।

۱۴۳۸- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَوَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَاءَ -

১৪৩৮। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... ইব্ন উমার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন : তোমরা বিতিরকে রাত্রির সর্বশেষ নামায হিসাবে আদায় করবে -- (বুখারী, মুসলিম)।

পারہ-۹

নবম পারা

۳۵۰. بَابُ فِي نَقْضِ الْوَتْرِ

৩৫০. অনুচ্ছেদ : দুই বার বিতির পড়বে না

۱۴۳۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا مِلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوَتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ أَوْتَرَ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وَتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ -

১৪৩৯। মুসাদ্দাদ (র) ... কায়েস ইবন তাল্ক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাল্ক ইবন আলী (রা) আমাদের সাথে কোন এক রোযার দিনে সাক্ষাত করেন এবং সেদিন আমাদের সাথে ইফতার করেন। অতঃপর আমাদের নিয়ে জামাআতে তারাবীহ্ ও বিতিরের নামায আদায় করে তিনি তাঁর নিজের মসজিদে গমন করেন এবং সেখানেও তাঁর সংগীদের সাথে তারাবীহ্ নামায আদায় করেন এবং বিতিরের নামায আদায়ের জন্য অন্য এক ব্যক্তিকে ইমামতির জন্য সম্মুখে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, তুমি এদের সাথে বিতিরের নামায আদায় কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : একই রাতে দুইবার বিতিরের নামায আদায় করা যায় না - - (নাসাঈ, তিরমিযী)।

۳۵۱. بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ

৩৫১. অনুচ্ছেদ : নামাযের মধ্যে কুনুত পাঠ সম্পর্কে

۱۴۴۰ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمِيَّةَ نَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى

بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَأَقْرَبَ بَنٍ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ -

১৪৪০। দাউদ ইব্ন উমায়্যা (র) - - আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায পাঠের অনুরূপ নামায আদায় করব। রাবী বলেন, তখন আবু হুরায়রা (রা) যোহর, ইশা এবং ফজরের শেষ রাকাতে কনুতে নায়েলাহ্ পাঠ করেন। তিনি এই নামাযের মধ্যে মুমিনদের জন্য দু'আ করেন এবং কাফিরদের অভিসম্পাত দেন - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٤٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالُوا كُلُّهُمْ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ -

১৪৪১। আবুল ওয়ালীদ এবং মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) ... বারাবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় কনুত পাঠ করেন। রাবী ইব্ন মুআয (রা) বলেন, তিনি (স) মাগরিবের নামাযেও কনুত পাঠ করতেন - - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا الْوَلِيدُ نَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَنُتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُولُ فِي قَنُوتِهِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَيَّ مُضِرَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيَّ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ

(১) হানাফী মাযহাব অনুসারে, ফজরের নামাযে কনুত নায়েলাহ্ পাঠ করা যাবে না। তবে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা পাঠ করা যেতে পারে, যথা - যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মুসলমানদের উপর বিপদকালে - (অনুবাদক)।

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ وَمَا تَرَاهُمْ قَدِمُوا -

১৪৪২। আব্দুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক মাস যাবৎ ইশার নামাযে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন : “ইয়া আল্লাহ! আপনি ওলীদ ইব্ন ওলীদকে মুক্তি দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি সালামা ইব্ন হিশামকে মুক্তি দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনি সামথহীন দুর্বল মুমিনদেরকে নাজাত দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আপনার দুশমনদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ের মত করাল দুর্ভিক্ষ আপতিত করুন।” একদা রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের নামাযের সময় তাদের জন্য একরূপ দুআ না করায় আমি তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দেই। তখন তিনি (স) বলেন : তুমি কি দেখ না যে, তারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে মদীনাতে চলে এসেছে? -- (বুখারী, মুসলিম)।

١٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ نَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هَلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذُكْوَانَ وَعُصِيَّةٍ وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ -

১৪৪৩। আব্দুল্লাহ ইব্ন মুআবিয়া (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ক্রমাগতভাবে একমাস যাবত যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন। অর্থাৎ তিনি (স) প্রত্যেক নামাযের শেষ রাকাতে ‘সামিআল্লাহু লিমান্ হামিদাহ’ বলার পর বনী সুলায়ম, রিআল, যাকওয়ান ও উসায়্যাদের জন্য বদ-দুআ করতেন। সে সময় মুকতাদীগণ আমীন বলতেন।

١٤٤٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكْعَةِ أَوْ بَعْدَ الرُّكْعَةِ قَالَ بَعْدَ الرُّكْعَةِ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْسِيرٍ -

১৪৪৪। সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে কনুতে নাযেলাহ পাঠ করেছেন কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তাঁকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি (স) কি তা রুকূর পূর্বে না পরে পাঠ করেছেন? তিনি বলেন, রুকূর পরে।

রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি (স) এটা মাত্র কয়েক দিন পাঠ করেন -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۴۴۵ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ -

১৪৪৫। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক সময় একমাস যাবত কনুতে নাযেলাহ পাঠের পর তা বন্ধ করেন -- (মুসলিম)।

۱۴۴۶ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنِي مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هَنِيئَةً -

১৪৪৬। মুসাদ্দাদ (র) ... মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায়কারী জনৈক সাহাবী আমাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) দ্বিতীয় রাকাতের রুকূ হতে দাঁড়ানোর পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন -- (নাসাঈ)।

۳۵۲. بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

৩৫২. অনুচ্ছেদ ৪ ঘরে নফল নামায আদায়ের ফাযীলত সম্পর্কে

۱۴۴۷ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّارُ نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بَسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ

بُن ثَابِت أَنَّهُ قَالَ إِحْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ حُجْرَةً فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا قَالَ فَصَلُّوا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ يَعْنِي رَجَالًا وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّنُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا بِأَبِهِ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضِبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ -

১৪৪৭। হারুন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ... যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনার মসজিদে একটি হুজরা কামেয়ম করেন। তিনি (স) রাতে সেখানে গমন করে নামায আদায় করতেন। ঐ সময় অন্যান্য লোকেরাও প্রতি রাতে তাঁর সাথে নামায আদায় করতেন। একদা রাতে তিনি (স) মসজিদে না আসায় তাঁরা উচ্চস্বরে কথাবার্তা শুরু করেন, এমনকি তাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে কেউ কেউ কড়াঘাত করে এবং কংকর নিষ্ক্ষেপ করে।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তখন রাগান্বিত হয়ে বাইরে এসে বলেন : হে জনগণ! তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা নফল নামায জামাআতে আদায়ের জন্য এত ব্যতিব্যস্ত কেন? তোমাদের কর্মধারায় আমার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এটা তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। তোমরা স্ব স্ব গৃহে (প্রত্যাবর্তন করে) নামায আদায় কর। কেননা মানুষের জন্য ফরয নামায ব্যতীত, অন্যান্য নামায গৃহেই আদায় করা উত্তম - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَخَنَوْهَا قُبُورًا -

১৪৪৮। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা স্ব স্ব গৃহে (নফল) নামায আদায় করবে এবং তাকে তোমরা কবর (সদৃশ্য) বানিও না - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

৩৫৩. بَابُ طَوْلِ الْقِيَامِ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ : (দীর্ঘ কিয়াম)

١٤٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبْشَةَ الْخَثْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ طَوْلُ الْقِيَامِ قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقْلِ قِيلَ فَأَيُّ هَجْرَةٍ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ أَهْرَيْقَ دَمَهُ وَعَقَرَ جَوَادُهُ -

১৪৪৯। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) ... আব্দুল্লাহ ইবন হাবশী আল-খাছআমী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উত্তম আমল কোনটি? তিনি (স) বলেন : নামাযের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা! অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন সদকাহ উত্তম? তিনি (স) বলেন : সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও দান করা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, উত্তম হিজরত কোনটি? তিনি (স) বলেন : আল্লাহ তাআলার হারাম বস্তুসমূহ হতে ফিরে থাকাই উত্তম হিজরত। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন জিহাদ উৎকৃষ্ট? তিনি (স) বলেন : যে ব্যক্তি তার জান-মাল দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। অতঃপর তাকে বলা হয় : কোন ধরনের নিহত হওয়া উত্তম? তিনি (স) বলেন : যে ব্যক্তি তার ষোড়াসহ যুদ্ধের ময়দানে নিহত - - (মুসলিম)।

৩৫৪. بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ : ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণে উৎসাহিত করা

١٤٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى نَا ابْنُ عَجَلَانَ نَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَآيَقَطَ إِمْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا

الْمَاءِ رَحِمَ اللَّهِ إِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيَّقُظَتْ زَوْجَهَا فَإِنَّ أَبِي نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ -

১৪৫০। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ ঐ বান্দার উপর রহম করুন, যে রাত্রিকালে উঠে নামায আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও নামায আদায় করে। যদি সে (স্ত্রী) নিদ্রার কারণে উঠতে অস্বীকার করে, তবে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা ঐ মহিলার উপরও রহম করুন, যে রাত্রিতে উঠে নামায আদায় করে এবং তার স্বামীকে ঘুম হতে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। যদি সে ঘুম হতে উঠতে অস্বীকার করে তবে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে জাগিয়ে তোলে -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيعٍ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيَّقُظَ إِمْرَأَتَهُ فَصَلِّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ -

১৪৫১। মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) ... আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি রাত্রিকালে ঘুম হতে উঠে নিজের স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর তারা একত্রে দুই রাকাত নামায আদায় করে — তাদের নাম আল্লাহর নিকট যিকিরকারী ও যিকিরকারিনীদের দফতরে লিপিবদ্ধ করা হয় -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٣٥٥. بَابُ فِي ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

৩৫৫. অনুচ্ছেদ : কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ছওয়াব সম্পর্কে

١٤٥٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ -

১৪৫২। হাফস ইব্ন উমার (র) ... উছমান (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে নিজে কুরআন পাঠ করে এবং তা অন্যকে শিক্ষাদান করে - - (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۴۵۳ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَاؤِدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمَلَ بِمَا فِيهِ الْبَسِ وَالِدُهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنَ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ بِكُمْ فَمَا ظَنَنْتُمْ بِالَّذِي عَمَلَ بِهَذَا -

১৪৫৩। আহমাদ ইব্ন আমর (র) ... সাহল ইব্ন মুআয আল-জুহানী (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা অনুসারে আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপী পরিধান করানো হবে, যার জ্যোতি সূর্যের কিরণের চাইতেও উজ্জল হবে। যদি মনে করা হয় যে, সূর্য তোমাদের কারও ঘরের মধ্যে আছে (এ মতাবস্থায় তার উজ্জলতা যেরূপ প্রকাশ পাবে, এর চাইতেও অধিক উজ্জল টুপী তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিধান করানো হবে)। অতএব যে ব্যক্তি নিজে কুরআন পাঠ করে তার উপর আমল করে, তার ব্যাপারটি কেমন হবে, সে সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি ?

۱۴۵۴ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ -

১৪৫৪। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আয়েশা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন : যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং কুরআনে অভিজ্ঞও — সে ব্যক্তি অতি সম্মানিত ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠের সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে পড়ে, তার জন্য দুটি বিনিময় অবধারিত - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৪৫৫ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَقَّتْهُمُ الْمَلَكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ -

১৪৫৫। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন : যখন কোন কওমের লোকেরা আল্লাহর ঘরের কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পাঠ করে এবং একে অন্যকে শিখায় এবং শিখে, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত বান্দাদের ব্যাপারে তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের সামনে উল্লেখ করেন।

১৪৫৬ - حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهَبٍ نَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصَّفَةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى بَطْحَانَ أَوْ الْعَقِيقِ فَيَأْخُذُ نَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زُهْرَاوَيْنِ بغيرِ ائِمِّ بِاللَّهِ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ قَالُوا كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمُ آيَتَيْنِ مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِّنْ نَّاقَتَيْنِ وَإِنَّ ثَلَاثَ فَنَلَاثٍ مِّثْلُ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ -

১৪৫৬। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... উক্বা ইব্ন আমের আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘর হতে বের হন, এসময় আমরা “সুফফাতে” (মসজিদে নববীর আঙ্গিনায়) অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন : তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ কর যে, প্রত্যুষে সে বাতহা বা আকীক্ নামক ময়দানে গমন করবে, এবং সে সেখান হতে উজ্জল বর্ণের হস্তপুষ্ট, বহুমূল্য দুইটি উট সংগ্রহ করবে, যার সংগ্রহে সে কোনরূপ অন্যায করে নাই বা আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নও করে নাই? তারা বলেন, আমরা সকলেই এটা পছন্দ করি। তিনি (স) ইরশাদ করেন : যদি তোমাদের কেউ মসজিদে এসে আল্লাহর কিতাবের (কুরআনের) দুটি আয়াত শিক্ষা করে, তবে তা ঐ দুটি উট হতেও শ্রেয়। যদি সে ব্যক্তি তিনটি আয়াত শিক্ষা করে, তবে তা ঐক্লপ তিনটি উট হতেও শ্রেয় হবে। একরূপে সে ব্যক্তি যত আয়াত শিক্ষা করবে, সে ততটি উটের চাইতেও অধিক উত্তম জিনিস প্রাপ্ত হবে -- (মুসলিম)।

৩০৬. بَابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ ৪ সূরা ফাতিহা সম্পর্কে

১৪০৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ نَا عَيْسَى بْنِ يُونُسَ نَا ابْنَ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ الْقُرْآنِ وَأَمْ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي -

১৪৫৭। আহমাদ ইবন শোআয়েব ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “আলহাম্দু লিল্লাহে রবিবল আলামীন” হল —উম্মুল কিতাব, উম্মুল কুরআন এবং আস-সাবউ আল-মাছানী — (বুখারী, তিরমিযী) ১২

১৪০৮- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا خَالِدُ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَعَاهُ قَالَ صَلَّى ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ لِأَعْلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ فِي الْقُرْآنِ شَكَ خَالِدٌ قَبْلَ أَنْ أَخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلَكَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّتِي أُوتِيَتْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ -

১৪৫৮। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) ... আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা তিনি নামাযে রত থাকাবস্থায় নবী করীম (স) তাঁর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁকে ডাকেন। রাবী বলেন, আমি

(১) আস-সাবউ আল-মাছানী বলা হয় সূরা ফাতিহাকে। এই সূরার মধ্যে এমন সাতটি আয়াত আছে, যা পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জীলের মধ্যে নাই। এই সাতটি আয়াত নামাযের প্রতিটি রাকাতে পঠিত হয়। একে মাছানী বলার কারণ এটাও যে, তা আল্লাহর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। এই সূরাকে উম্মুল কুরআন এইজন্য বলা হয় যে, তা গোটা কুরআনের সারমর্মস্বরূপ। সূরা ফাতিহা, সাবউ আল-মাছানী ও উম্মুল-কুরআন ছাড়াও এর অনেক নাম আছে — (অনুবাদক)।

নামায সমাপনান্তে তাঁর খিদমতে হাযির হই। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন, আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বলি, আমি নামাযে রত ছিলাম। তিনি (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা কিং ইরশাদ করেন নাই, হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন তোমাদেরকে আহ্বান করেন, তখন তোমরা তার জবাব প্রদান করবে, কেননা তিনি (স) তোমাদেরকে সত্যের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করেন? অতঃপর তিনি (স) বলেন : আমি আজ মসজিদ হতে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের একটি সর্বোৎকৃষ্ট সূরা শিক্ষা দিব। আমি বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আপনার মূল্যবান কথাটি বর্ণে বর্ণে সংরক্ষিত করব, যা আপনি ইরশাদ করবেন। তিনি (স) বলেন : আলহামদু লিল্লাহে রবিবল আলামীন সূরা যা প্রদান করা হয়েছে; এটা আস্-সাব্উ আল-মাছানী — এবং আল-কুরআনুল আজীম — (বুখারী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৩৫৭. بَابُ مَنْ قَالَ هِيَ مِنَ الطَّوْلِ

৩৫৭. অনুচ্ছেদ : সূরা ফাতিহা লম্বা সূরাগুলোর (অর্থের দিক দিয়ে) অন্তর্ভুক্ত

۱۴۵۹ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا مِّنَ الثَّنَائِي الطَّوْلِ وَأَوْتِيَ مُوسَى سِتًّا فَلَمَّا لَقِيَ الْأَلْوَا حَ رُفِعَتْ اثْنَتَانِ وَبَقِيْنَ أَرْبَعٌ -

১৪৫৯। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাব্উ আল-মাছানী নামীয় দীর্ঘ সূরাটি (অর্থের দিক দিয়ে) প্রদান করা হয়েছে এবং মুসা (আ)-কে ছয়টি 'তখত' (যাতে তওরাত কিতাব লিপিবদ্ধ ছিল) প্রদান করা হয়। অতঃপর যখন তিনি (আ) তা রাগে নিক্ষেপ করেন, তখন আল্লাহ তাআলা এর (ভগ্ন) দুটিকে উঠিয়ে নেন এবং চারিটি অবশিষ্ট থাকে - (নাসাঈ)।

৩৫৮. بَابُ مَا جَاءَ فِي آيَةِ الْكُرْسِيِّ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ : আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

۱۴۶. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْأَعْلَى نَا سَعِيدُ بْنُ أَيَّاسٍ عَنِ أَبِي السَّلِيلِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْمُنْذِرِ أَيُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبَا الْمُنْذِرِ أَيُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَضْرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ لِيَهْنِ لَكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ -

১৪৬০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুহান্না (র) ... উবাই ইবন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আবুল মুনযির! তোমার নিকট কুরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত? আমি বলি, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ বিষয়ে অধিক অবগত। তিনি (স) তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, হে আবুল মুনযির! তোমার নিকট কুরআনের কোন আয়াতটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ? রাবী বলেন, তখন আমি বলি, আল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হায়উল কায্যুম। এতদশ্রবণে তিনি (স) আমার বক্ষে হাত চাপড়িয়ে (মহব্বতের সাথে) বলেন : হে আবুল মুনযির! তোমার জন্য কুরআনের ইল্ম বরকতময় হোক -- (মুসলিম)।

২০৯. بَابُ سُورَةِ الصَّعْدِ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ : সূরা ইখলাসের ফযীলত

١٤٦١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَّقَاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ -

১৪৬১। আল-কানাবী (র) ... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে “কুল হুআল্লাহু আহাদ” সূরাটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করতে শ্রবণ করেন। পরদিন প্রত্যুষে ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে তার উল্লেখ করেন এবং ঐ ব্যক্তির (শ্রবণকারীর) নিকট এর ফযীলত কম মনে হয়েছিল। তখন নবী করীম (স) বলেন : ঐ আল্লাহ্র শপথ যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! এই সূরাটি গোটা কুরআনের তিন ভাগের একভাগ তুল্য (মর্যাদার দিক দিয়ে) — (বুখারী, নাসাঈ)।

৩৬. بَابُ فِي الْمَعُودَتَيْنِ

৩৬০. অনুচ্ছেদ : সূরা নাস ও ফালাকের ফযীলত

১৬৬২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَقُودُ
بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لِي يَا عُقْبَةُ أَلَا أَعْلَمُكَ خَيْرَ
سُورَتَيْنِ قُرَيْتًا فَعَلِمْنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ فَلَمْ يَرْنِي
سُرَّرْتُ بِهِمَا جَدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لصلوٰةِ صَلَّى بِهِمَا صَلوٰةِ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَوٰةِ اتَّفَقَتِ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ .

১৪৬২। আহমাদ ইব্ন আমর (র) ... উক্বা ইব্ন আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উটের রশি ধরে টেনে নিয়ে যেতাম। তিনি (স) একদিন আমাকে বলেন : হে উক্বা ! আমি কি তোমাকে দুটি সূরা শিক্ষা দিব, যা তুমি পাঠ করবে? অতঃপর তিনি (স) আমাকে “কুল্ আউযু বি-রবিবল ফালাক্” ও “কুল্ আউযু বি-রবিবন নাস” সূরা দুটি শিক্ষা দেন। এতে তিনি (স) আমাকে খুব উৎফুল্ল দেখেন নাই। অতঃপর তিনি (স) ফজরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে অবতরণ করে নামাযের মধ্যে উক্ত সূরা দুটি পাঠ করেন। তিনি (স) নামায শেষে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন : হে উক্বা ! তুমি কেমন দেখলে? (অর্থাৎ যে সূরা দুটি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা দ্বারা নামায আদায় করা চলে) — (নাসাঈ)।

১৬৬৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا
أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا
رِيحٌ وَتَأْتُمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوذِ بِرَبِّ
الْفَلَقِ وَ أَعُوذِ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُولُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوَّذٌ بِمِثْلِهِمَا قَالَ
وَسَمِعْتُهُ يُؤْمِنَا بِهِمَا فِي الصَّلَوٰةِ -

১৪৬৩। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... উক্বা ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুহফা ও আবুওয়া নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে সফরে ছিলাম। ঐ সময় হঠাৎ আমাদেরকে ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকার ও প্রবল বাতাস আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন তিনি (স) আল্লাহর নিকট “সূরা নাস” ও “সূরা ফালাক” পাঠ করে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং আমাকে বলেন : হে উক্বা ! তুমিও এদের দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। এর চাইতে অধিক উত্তম তাবীয আর কিছুই নাই। আমি নবী করীম (স)-কে এই দুটি সূরার দ্বারা নামাযের ইমামতি করতেও শ্রবণ করেছি।

৩৬১. بَابُ كَيْفَ يَسْتَحِبُّ التَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ : কুরআন শরীফের কিরাআতের মধ্যে ‘তারতীল’ সম্পর্কে

১৬৬৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زُرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْرَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا -

১৪৬৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি তা পাঠ করতে থাক এবং উপরে চড়তে (উঠতে) থাক। তুমি তাকে ধীরেসুস্থে পাঠ করতে থাক, যে রূপ তুমি দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার সর্বশেষ বসবাসের স্থান (জান্নাত) ঐটিই যেখানে তোমার কুরআনের আয়াত শেষ হবে — (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

১৬৬৫ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بِنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَمْدُ مَدًّا -

১৪৬৫। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কিরাআত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তিনি (স) যেখানে যতটুকু টেনে পড়ার প্রয়োজন, সেখানে ততটুকুই লম্বা করে টেনে পড়তেন - - (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৬৬৬ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُمَلِّكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِهِ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ كَانَ يُصَلِّي وَيَنَامُ قَدَرًا مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدَرًا مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدَرًا مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ وَنَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنَعَّتْ قِرَاءَتَهُ حَرْفًا حَرْفًا -

১৪৬৬। যাহীদ ইবন খালিদ (র) ... ইয়ালা ইবন মুমাল্লাক্ (র) হতে বর্ণিত। একদা তিনি হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায ও কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তাঁর ও তাঁর নামাযের সংগে তোমাদের সম্পর্ক কি? তিনি (স) যতক্ষণ নামায আদায় করতেন, ততক্ষণ সময় ঘুমাতেন; অতঃপর তিনি (স) যতক্ষণ ঘুমাতেন তৎপরিমাণ সময় নামাযের মধ্যে অতিবাহিত করতেন; তিনি (স) যতক্ষণ নামাযের মধ্যে কাটাতেন, ততক্ষণ সময় নিদ্রা যেতেন এবং এরূপে তিনি (স) সকালে উপনীত হতেন। তিনি তার (স) কিরাআত পাঠের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি (স) কিরাআতের প্রতিটি হরফ (অক্ষর) স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করে তিলাওয়াত করতেন - - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٦٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفَتْحِ وَهُوَ يُرْجِعُ -

১৪৬৭। হাফ্‌স ইবন উমার (র) ... আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্‌ফাল্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের দিন স্বীয় উষ্ট্রের উপর অবস্থান করে “সূরা ফাতহ্” বারবার তিলাওয়াত করতে দেখেছি - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٦٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ -

১৪৬৮। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... বারা ইবন আয়েব্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা তোমাদের আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)—৪১

ধ্বনির সাহায্যে কুরআনকে সুসমামণ্ডিত কর, অথবা তোমরা কুরআনকে তাজবীদ ও তারতীলের সাথে সুন্দরভাবে পাঠ কর -- (নাসঈ, ইবন মাজা)।

১৬৬৭ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ جَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ بِمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهَيْكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ هُوَ فِي كِتَابِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ -

১৪৬৯। আবুল ওলীদ, কুতায়বা ও যাইদ (র) পূর্ববর্তি হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাবী কুতায়বা বলেন, আমার কিতাবে তা এইরূপে সংরক্ষিত আছে : সাঈদ ইবন আবু সাঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কুরআনকে স্পষ্টরূপে বিশুদ্ধভাবে মধুর সুরে তিলাওয়াত করে না।

১৬৭০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا سَفِينُ بْنُ عِيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهَيْكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ -

১৪৭০। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ... উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

১৬৭১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ فَاتَّبَعْنَاهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَذَا رَجُلٌ رَثَّ الْبَيْتِ رَثَّ الْهَيْأَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ يَحْسِنُهُ مَا اسْتَطَاعَ -

১৪৭১। আব্দুল আলা ইব্ন হাম্মাদ, আব্দুল জাব্বার ইবনুল ওয়ারদ (র) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আবু মুলায়কাকে বলতে শুনেছি, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবু যায়ীদ বলেছেন, একদা হযরত আবু লুবাবা (রা) আমার পাশ দিয়ে গমনকালে আমি তাঁকে অনুসরণ করতে থাকি। ঐ সময় তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে আমিও তথায় প্রবেশ করি। সেখানে আমি শীর্ণদেহ ও জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে স্পষ্টভাবে উত্তম সুরে কুরআন পাঠ করে না। রাবী বলেন : তখন আমি আবু মুলায়কাকে বলি, হে আবু মুহাম্মাদ! যদি কেউ এরূপে মধুর স্বরে তা পাঠ না করতে পারে? তিনি বলেন, সে ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী তা উত্তমরূপে তিলাওয়াতের চেষ্টা করবে।

١٤٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ قَالَ وَكَيْعٌ وَابْنُ عَيْنَةَ يَسْتَعْنِي

به -

১৪৭২। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মানের সূত্রে বর্ণিত। ওকী (র) বলেন, ইব্ন উয়ায়না (র) সুমধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

١٤٧٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَرَيْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَحَيْوَةُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَدْنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَدْنِ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ -

১৪৭৩। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আল্লাহ তাআলা : কোন কিছুই এতটা নিবিষ্টভাবে শুনেন না যেভাবে তিনি কুরআনের পাঠ শুনেন — যখন তাঁর নবী সুমধুর কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে তা পাঠ করেন। -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাই) ।

٢٦٢. بَابُ التَّشْدِيدِ فِي مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

৩৬২. অনুচ্ছেদ : কুরআন হিফজের পর তা ভুলে গেলে, তার কঠোর পরিণতি সম্পর্কে

١٤٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ

عَيْسَىٰ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرِيٍّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمًا -

১৪৭৪। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... সাদ ইবন উবাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন পাঠের পর তা ভুলে যায়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে খালি হাতে সাক্ষাত করবে।

২৬২- بَابُ أَنْزَلِ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ : কুরআন সাত হরফে নাযিল হওয়া সম্পর্কে

١٤٧٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأْنِيهَا فَكَدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَهَلْتُهُ حَتَّى أَنْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّيْتُهُ بِرِدَائِي فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتِنِيهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ لِي إِقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ -

১৪৭৫। আল-কানাবী (র) ... আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল ক্বারী (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমি হিশাম ইবন হাকীম (রা)-কে সূরা আল-ফুরকান আমার পাঠের নিয়মের ব্যতিক্রমে পাঠ করতে শুনি। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আমাকে তা শিক্ষা দেন। আমি তার উপর ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত হই, কিন্তু তাঁকে পাঠ শেষ করার সুযোগ দিলাম। তিনি অবসর হলে আমি তার গলায় আমার চাদর পেচিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির করি এবং বলি : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি এই ব্যক্তিকে সূরা ফুরকান অন্যরূপে তিলাওয়াত করতে শুনেছি,

যে রূপে আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন তার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বলেন : তুমি পাঠ কর। তখন সে ব্যক্তি ঐরূপে পাঠ করে, যে রূপে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তা এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। পরে তিনি (স) আমাকে বলেন : এবার তুমি পাঠ কর। তখন আমি তা তিলাওয়াত করি। আমার পাঠের পর তিনি (স) বলেন : সূরাটি এভাবে নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন : কুরআন সাত কিরআতে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব যেভাবে পড়তে সহজ হয় তোমরা পাঠ কর — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১৬৭৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ
الزُّهْرِيُّ إِنَّمَا هَذِهِ الْأَحْرُفُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ -

১৪৭৬। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ... মামার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম যুহরী (র) বলেন, কুরআন যে সাত কিরআতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা কেবলমাত্র আক্ষরিক পার্থক্য, এতে হালাল-হারাম সম্পর্কে কোন বিভেদ নাই।

১৬৭৭ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى
ابْنِ يَعْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُرَاعِيِّ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَى ابْنِي أَقْرَأْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي عَلَى حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ فَقَالَ
الْمَلِكُ الَّذِي مَعِيَ قُلْ عَلَى حَرْفَيْنِ قُلْتُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَقِيلَ لِي عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ
فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِي مَعِيَ قُلْ عَلَى ثَلَاثَةٍ قُلْتُ عَلَى ثَلَاثَةٍ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ ثُمَّ
قَالَ لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَأَنَّكَ أَنْ قُلْتُ سَمِعِيَا عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا مَا لَمْ تُخْتَمِ
أَيُّ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ أَيُّ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ -

১৪৭৭। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী (র) ... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : হে উবাই! আমাকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তুমি কি তা এক হরফে পড়তে চাও, না দুই হরফে ? ঐ সময় আমার সংগী ফেরেশতা আমাকে বলেন : আপনি বলুন, আমি দুই হরফে পড়তে চাই। তখন আমি বলি : দুই হরফের দ্বারা। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় : তুমি কি দুই হরফে পড়তে চাও, না তিন হরফে ? তখন আমার সংগী ফেরেশতা (জিব্রাঈল) আমাকে বলেন, আপনি বলুন : তিন হরফের দ্বারা। তখন আমি বলি : তিন

হরফের রীতিতে। এরূপে সাত কিরাআত (বা রীতি) পর্যন্ত পৌছায়। অতঃপর তিনি বলেন : এই হরফগুলো বা কিরাআত দ্বারা কুরআন পরিপূর্ণভাবে বোধগম্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যদি তুমি বল : **سَمِيعًا عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا** তবে তুমি ঠিকই বলবে। (এভাবে যদি কেউ বলে : **سَمِيعًا عَلِيمًا** তবে তাও ঠিক) যতক্ষণ না আযাবের আয়াত রহমতের সাথে অথবা রহমতের আয়াত আযাবের সাথে সম্মিলিত হয়। (অর্থাৎ শব্দের বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও যেন অর্থের মধ্যে কোনরূপ ব্যতিক্রম না হয়)।

۱۴۷۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أَصَاةِ بَنِي غَفَارٍ فَاتَاهُ جَبْرِيْلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مَعَاْفَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ إِنَّ أُمَّتِي لَا تَطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ ثَانِيَةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ هَذَا حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأَ وَآ عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا -

১৪৭৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... উবাই ইবন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গিফার গোত্রের কূপের নিকট অবস্থানকালে তাঁর নিকট জিব্রাঈল (আ) আগমন করে বলেন : আল্লাহ রব্বুল আলামীন নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আপনি আপনার উম্মতের সকলকে যেন একই কিরাআতের অনুসারী বানান। তখন তিনি (স) বলেন : আমি আল্লাহর নিকট এইজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি যে, এ ব্যাপারে আমার উম্মতের এই ক্ষমতা নাই। জিব্রাঈল (আ) দ্বিতীয় বার আগমন করে পূর্বের ন্যায় বলেন, নবী করীম (স) একইরূপ বলেন। এরূপে সাত কিরাআত পর্যন্ত পৌছায়। অতঃপর জিব্রাঈল (আ) বলেন : আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার উম্মতদেরকে সাত কিরাআতে কুরআন পড়াবার অনুমতি প্রদান করেছেন। আপনার উম্মতেরা এই সাত কিরাআতের যে কোন কিরাআতে কুরআন পাঠ করবে, তারা ঠিক করবে।

۳۶۴. بَابُ الدُّعَاءِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ : দু'আর ফযীলত

۱۴۷۹ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ ذَرِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ يُسَيْعٍ

الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاءُ هِيَ الْعِبَادَةُ قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ -

১৪৭৯। হাফ্‌স ইব্ন উমার (র) ... নুমান ইব্ন বাশীর (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন : দুআও একটি ইবাদাত। তোমাদের রব বলেন : তোমরা আমার নিকট দুআ কর। আমি তা কবুল করব - - (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

۱۴۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَخْرَاقٍ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَّاسِلِهَا وَأَغْلَالِهَا وَكَذَا وَكَذَا فَقَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ فَيَأْيَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ إِنَّكَ أَنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ أُعْذتَ مِنَ النَّارِ أُعْذتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ -

১৪৮০। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্ন সাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ বলতে শুনে যে, “ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাত, তার নিআমত ও সুখ-সৌন্দর্য ইত্যাদি কামনা করছি এবং আপনার নিকট দোযখের অগ্নি, তার লোহার জিঞ্জীর ও বেড়ী ইত্যাদি হতে পরিত্রাণ কামনা করি।” আমার পিতা বলেন : হে প্রিয় বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, অতি সস্তুর এমন এক সম্প্রদায় প্রকাশ পাবে, যারা দুআর মধ্যে অতিরঞ্জন করবে। কাজেই তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। যদি তোমাকে জান্নাত দান করা হয়, তবে তার যাবতীয় সুখ-সম্পদ, আরাম-আয়েশের উপকরণাদিসহ প্রদান করা হবে। আর যদি তোমাকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা করা হয়, তবে অবশ্যই তুমি তার যাবতীয় কষ্ট-মুসীবত হতেও নিষ্কৃতি পাবে।

۱۴۸۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ نَا حَيَّوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِيءٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالََةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُوهُ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَلٌ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لغيرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمَجُّدِ رَبِّهِ وَالنَّعَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوهُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ -

১৪৮১। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... ফাদালা ইব্ন উবায়দেদ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম - এর সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) শুনতে পান যে, জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ও নবী করীম (স)-এর উপর দরুদ পাঠ ব্যতিরেকে দুআ করতে শুরু করে। তিনি (স) বলেন : সে তাড়াহুড়া করেছে।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (স) ঐ ব্যক্তিকে বা অন্য কাউকে ডেকে বলেন : যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় করবে, তখন সে যেন সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর উপর দরুদ পাঠ করে, অতঃপর তার ইচ্ছানুযায়ী দুআ করে - - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٨٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نُوفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ -

১৪৮২। হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুআর মধ্যে জাওয়ামি (অর্থাৎ এরূপ দুআ যার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয় উল্লেখ থাকে; যে দুআর মধ্যে সমস্ত মুসলমান শামিল অথবা এরূপ দুআ যা স্বয়ংসম্পূর্ণ)-কে ভালবাসতেন এবং এটা ব্যতীত অন্য সব কিছু তিনি পরিত্যাগ করতেন।

١٤٨٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مَكْرَهَ لَهُ -

১৪৮৩। আল্ - কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যেন এরূপ দুআ না করে : ইয়া আল্লাহ! যদি তুমি ইচ্ছা

কর তবে আমাকে মার্জনা কর। আর যদি তুমি চাও, তবে আমার উপর রহম কর। বরং দৃঢ়তার সাথে দু'আ করবে। কেননা আল্লাহর উপর কারো জোর খাটে না - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৪৮৪ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي -

১৪৮৪। আল- কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল হয়ে থাকে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি তার জন্য তাড়াহুড়া করে এবং একরূপ বলতে থাকে যে, আমি দু'আ করলাম অথচ তা কবুল হয় নাই - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

১৪৮৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ اسْحَقَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْتُرُوا الْجَدْرَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بغيرِ أذنه فإِنَّهُ يَنْظُرُ فِي النَّارِ سَلُوا اللَّهَ بِبَطُونِ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم قال أبو داود روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها وأهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا -

১৪৮৫। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা দেয়ালে পর্দা দিও না। যে ব্যক্তি অন্যের বিনানুমতিতে তার চিঠির প্রতি নজর করে সে যেন দোষখের প্রতি দৃষ্টিপাত করল। তোমরা তোমাদের হাতের তালু উপরের দিকে করে দু'আ করবে, হাতের পিঠ উপরের দিকে করে নয় এবং দু'আর শেষে (হাত) মুখমণ্ডলে মাসেহ করবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : বিভিন্ন সনদে মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (র) হতে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর সমস্ত বর্ণনাই অগ্রহণযোগ্যে। অবশেষে তিনি বলেন : দু'আর এই পদ্ধতি উত্তম, যদিও রিওয়ায়াত যঈফ - - (ইব্ন মাজা)।

১৪৮৬ - حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ قَرَأْتُهُ فِي أَصْلِ
 اسْمَعِيلَ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي ضَمُّضٌ عَنْ شَرِيحٍ نَا أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ
 السَّكُونِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيَّ ثُمَّ الْعَوْفِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبَطُونِ أَكْفَكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ يَعْنِي مَالِكِ بْنِ
 يَسَارٍ -

১৪৮৬। সুলায়মান ইব্ন আব্দুল হাম্বিদ (র) ... মালিক ইব্ন য়াসার (রা) হতে বর্ণিত।
 তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যখন তোমরা
 আল্লাহর কাছে দু'আ কর তখন তোমরা হাতের পেট দ্বারা দু'আ করবে, পিঠ দ্বারা নয়।
 সুলায়মান (র) বলেন, আমাদের মতে — মালিক (রা) মহানবী (স)-এর সাহচর্য লাভ
 করেছেন।

১৪৮৭ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا سَلْمٌ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَهَانَ عَنْ قَتَادَةَ
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو هَكَذَا
 بِبَاطِنِ كَفْيِهِ وَظَاهِرِهِمَا -

১৪৮৭। উক্বা ইব্ন মুকাররাম (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি
 বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কখনও হাতের পেটের দ্বারা এবং
 কখনও পিঠের দ্বারা দু'আ (ইস্তিস্কার নামাযে) করতে দেখেছি।

১৪৮৮ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ نَا جَعْفَرُ
 يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ صَاحِبَ الْأَنْمَاطِ حَدَّثَنِي أَبُو عَثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَجِبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ
 إِلَيْهِ أَنْ يُرِدَهُمَا صِفْرًا -

১৪৮৮। মুতাম্মাল ইবনুল ফাদল (র) ... সালমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের রব চিরঞ্জীব ও

মহান দাতা। যখন কোন বান্দাহ হাত উঠিয়ে তাঁর নিকট দু'আ করে, তখন তিনি তার খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

১৬৮৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبٌ يَعْنِي بِنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكَبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأَصْبَعٍ وَاحِدَةٍ وَالْإِبْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا -

১৪৮৯। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'আর আদব (শিষ্টতা) হল, উভয় হস্তকে কাঁধ বা তার সম-পরিমাণ পর্যন্ত উত্তোলন করা এবং ইস্তিগ্ফারের (গোনাহ মার্ফের জন্য দু'আ করার) আদব হল, দু'আর সময় শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করা। এবং ইব্তিহালের (অর্থাৎ দু'আর সময় রোনাজারি, কান্নাকাটি করা) আদব হল-দু'আর সময় উভয় হস্তকে এত উপরে উঠানো যাতে হাতের বগলের সাদা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

১৬৯০ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ نَا سَفْيَانٌ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدِ بْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ وَالْإِبْتِهَالُ هُكَذَا أَوْ رَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ -

১৪৯০। আমার ইব্ন উছমান (র) ... আব্বাস ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হতে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : ইব্তিহাল এরূপ যে, দু'আর সময় হাতের পৃষ্ঠদেশ দু'আকারীর মুখের দিকে থাকবে।

১৬৯১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ -

১৪৯১। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ... উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৪৯২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَقْبَةَ
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ -

১৪৯২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আস্-সাইব ইব্ন যাযীদ (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'আর সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং তার দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করতেন।

১৪৯৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعْوَلٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالْإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا
دُعِيَ بِهِ أَجَابَ -

১৪৯৩। মুসাদ্দাদ (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে এরূপ দু'আ করতে শুনেন : “ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, তুমিই আল্লাহ এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তুমি একক এবং অমুখাপেক্ষী যার কোন সন্তান নাই এবং যিনি কারও সন্তান নন এবং যার সমকক্ষ কেউই নাই।” তখন তিনি (স) বলেন : তুমি আল্লাহর নিকট তাঁর ঐ নাম ধরে প্রার্থনা করেছ, যখন এরূপে কেউ দু'আ করে তখন আল্লাহ তা প্রদান করেন এবং এরূপে দু'আ করলে তিনি তা কবুল করে থাকেন -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

১৪৯৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ الرَّقِيِّ نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ نَا مَالِكُ بْنُ
مِعْوَلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِإِسْمِهِ الْأَعْظَمِ -

১৪৯৪। আব্দুর রহমান ইব্ন খালিদ (র) ... মালিক ইব্ন মিজওয়াল (র) এই হাদীছটি বর্ণনা প্রসঙ্গে মহানবী (স)–এর নিম্নোক্ত কথা উল্লেখ করেছেন : নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট “ইস্মে আজমের” দ্বারা (মহান নামের দ্বারা) চেয়েছে -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

১৬৯০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ نَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ حَفْصِ
يَعْنِي ابْنَ أَخِي أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا
سُئِلَ بِهِ أَعْطَى -

১৪৯৫। আব্দুর রহমান ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে বসে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি নামায শেষে এরূপ দু'আ করতে থাকে : “ইয়া আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। তুমিই সমস্ত প্রশংসার মালিক, তুমি ছাড়া আর কোন দানকারী ইলাহ নাই, তুমিই আসমান ও যমীনসমূহের সৃষ্টিকারী, হে মহান শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও মহান দাতা, হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর !” এতদ্বশব্দে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : এই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাঁর মহান নামের মাধ্যমে দু'আ করেছে এবং যদি কেউ এরূপে দু'আ করে, তবে তা অবশ্যই কবুল হবে। আর যদি কেউ এরূপে চায়, তবে আল্লাহ তাকে তা দান করেন -- (নাসাঈ)।

১৬৯৬ - حَدَّثَنَا مَسَدٌ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ شَهْرِ
بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمُ اللَّهِ
الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَالْهَكْمُ اللَّهُ وَوَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَقَاتِحَةُ
سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ الْمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -

১৪৯৬। মুসাদ্দাদ (র) ... আস্মা বিনতে য়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : এই দুটি আয়াত হল আল্লাহর “ইসমে আজম”, মহান নাম।

১। অর্থাৎ তোমাদের ইলাহ এক, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, যিনি দাতা-দয়ালু।

২। সূরা আল-ইমরানের প্রথমাত্শ : আলিফ, লাম, মীম, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

১৪৭৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُرِقَتْ مَلْحَفَةٌ لَهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى مَنْ سَرَقَهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَا تُسَبِّخِي أَيَّ لَا تُحَقِّقِي عَنْهُ -

১৪৯৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁর একটি চাদর চুরি হয়ে যায়, তিনি চোরের জন্য বদদুআ করতে শুরু করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তার জন্য ঐরূপ করে বিষয়টি হাল্কা কর না (অর্থাৎ তার পাপের বোঝা কমিও না)।

১৪৭৮- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ إِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لَا تَنْسَنَا يَا أُخِيَّ مِنْ دُعَاكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُ عَاصِمًا بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ فَحَدَّثَنِيهِ وَقَالَ أَشْرِكْنَا يَا أُخِيَّ فِي دُعَاكَ -

১৪৯৮। সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ... উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট উম্‌রাহ করার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি (স) আমাকে অনুমতি প্রদান করে বলেন : হে আমার প্রিয় ভাই ! তুমি দুআ করার সময় যেন আমাদের কথা ভুলে না যাও। অতঃপর উমার (রা) বলেন : নবী করীম (স) -এর এই উক্তি “হে আমার প্রিয় ভাই” আমাকে এত খুশী করে যে, আমি যদি এর পরিবর্তে সমস্ত দুনিয়ার মালিক হতাম, তবুও এত খুশী হতাম না।

রাবী শোবা বলেন, অতঃপর আমি আসেম (র)-র সাথে মদীনাতে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে বলেন : তখন নবী করীম (স) উমার (রা) — কে বলেন : হে ভ্রাতা ! তুমি তোমার দুআর মধ্যে আমাদেরকেও শরীক কর - - (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

১৪৭৯- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا أَبُو مَعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَدْعُو بِأَصْبُعِي فَقَالَ أَحِدٌ أَحِدٌ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ -

১৪৯৯। যুহায়ের ইব্ন হারব্ (র) ... সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি দুই আংগুল উঠিয়ে দু'আ করতে থাকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই সময় আমার পাশ দিয়ে গমনকালে বলেন : এক, এক (অর্থাৎ এক আংগুল দ্বারা দু'আ কর) এবং ঐ সময় তিনি (স) তাঁর শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

২৬০. بَابُ التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

৩৬৫. অনুচ্ছেদ : কংকর দ্বারা তাসবীহ পাঠের হিসাব রাখা

১০... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ سَعِيدَ بْنَ هَالَلٍ حَدَّثَهُ عَنْ خَزِيمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ حَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أَخْبِرْكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدًا مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ -

১৫০০। আহমাদ ইব্ন সালেহ্ (র) ... আয়েশা বিন্তে সা'দ, তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে জনৈক মহিলার নিকট গমন করে তার সম্মুখে কিছু দানা অথবা পাথরের টুকরা দেখতে পান, যা দ্বারা তিনি তাসবীহ পাঠে রত ছিলেন। এতদর্শনে তিনি (স) বলেন : আমি তোমাকে এর চাইতে সহজ পন্থা শিক্ষা দিব। নবী করীম (স) বলেন : সুবহানাল্লাহ্ শব্দটি আসমানের যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর সম-সংখ্যক এবং সুবহানাল্লাহ্ যমীনে সৃষ্ট যাবতীয় সৃষ্টির সম-সংখ্যক এবং সুবহানাল্লাহ্ শব্দটি এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর সম-সংখ্যক। সুবহানাল্লাহ্ শব্দটি ভবিষ্যতে যা কিছু সৃষ্টি হবে, তার সমসংখ্যক এবং “আল্লাহ্ আকবার” ও “আল-হাম্দু লিল্লাহ্”ও তার (সুবহানাল্লাহ্) অনুরূপ। “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্”ও তার অনুরূপ এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্”ও তার অনুরূপ -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

১০.১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هَانِي بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْضَةَ

بُنْتُ يَاسِرٍ عَنْ يُسَيْرَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ -

১৫০১। মুসাদ্দাদ (র) ... হুমায়সাহ বিন্তে যাসির (র) যুসায়রাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে এই মর্মে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে (মহিলা) তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাকদীস (সুবহানাল্লাহ) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-এর শব্দগুলিকে হিফাজত ও গণনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি (স) এসব আংগুলের গিরার দ্বারা গণনা করতে বলেছেন। কেননা কিয়ামতের দিন আংগুলসমূহকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তারা এর স্বীকৃতি প্রদান করবে (সাক্ষ্য দিবে) -- (তিরমিযী)।

١٥٠٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسِرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ فِي آخِرِينَ قَالُوا نَا عَتَّامٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ قَالَ ابْنُ قُدَّامَةَ بِيَمِينِهِ -

১৫০২। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাসবীহ পাঠের সময় তাঁর আংগুলে তা গণনা করতে দেখেছি। রাবী ইব্ন কুতায়বার বর্ণনায় আছে, নবী করীম (স) তা তাঁর ডান হাতে গণনা করতেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٠٣ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمِيَّةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ وَحَوْلَ اسْمِهَا فَخَرَجَ وَهِيَ فِي مُصَلَّاهَا فَرَجَعَ وَهِيَ فِي مُصَلَّاهَا فَقَالَ لَمْ تَزَالِي فِي مُصَلَّاهِ هَذَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ قَدْ قُلْتَ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وَزَنْتَ بِمَا قُلْتَ لَوَزَنْتَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ -

১৫০৩। দাউদ ইব্ন উমায়্যা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুওয়ায়রিয়া (রা)-র ঘর হতে (সকালে) বের হন এবং তাঁর পূর্বের নাম ছিল বাররা। নবী করীম (স) তাঁর নাম পরিবর্তন করে জুওয়ায়রিয়া রাখেন। তিনি (স) তাঁর ঘর হতে বের হওয়ার সময়ও তাঁকে জায়নামাযের উপর দেখেন এবং ফিরে এসেও তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখতে পান। তিনি (স) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি এতক্ষণ এই জায়নামাযের উপরই ছিলে? তিনি বলেন : হ্যাঁ। নবী করীম (স) বলেন : তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি কলেমা তিনবার করে পড়েছি - - তার ওজন করা হলে তোমার পঠিত যিকিরের তুলনায় তাদের ওজন বেশী হবে। তার একটি হল “সুবহানাল্লাহু ওয়া বিহাম্দিহি”, এটা আল্লাহর সৃষ্ট সমস্ত মাখলুকের সম-সংখ্যক। তা পাঠের ফলে আল্লাহ রাযী হন, তার ওজন পবিত্র আরশের সমান এবং তাঁর (আল্লাহর) সমস্ত বাক্যের সম-সংখ্যক - - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৫০৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ اصْحَابُ الدُّثُورِ بِالْاَجُورِ يَصْلُونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضُولُ اَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَّصَدَقُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا زَرٍّ اَلَا اَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلَا يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ اَلَا مَنْ اَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْبُرُ اللَّهُ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَخْتُمُهَا بِلَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ -

১৫০৪। আব্দুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! বিত্তশালীরা দান-সদ্কার দ্বারা আমাদের হতে আমলের মধ্যে অগ্রগামী। আমাদের মত তারাও নামায আদায় করে থাকে। তারা আমাদের মত রোযা রেখে থাকে এবং তারা তাদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান-সদ্কাহ করে অধিক ফযীলতের অধিকারী হচ্ছে এবং আমাদের দান-সদ্কাহ করার মত কোন ধন-সম্পদ নাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিব না, যার উপর আমল করে তুমি তোমার চাইতে

অগ্রগামীদের (ফযীলতের দিক দিয়ে) সমকক্ষ হতে পার এবং পশ্চাতে যারা আছে, তারা কখনই তোমার সমকক্ষ হতে পারবে না? অবশ্য যারা তোমার মত আমল করবে (তারা তোমার সমান হবে)। তিনি বলেন : হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স), আপনি আমাকে তা শিক্ষা দিন। নবী করীম (স) বলেন : তুমি প্রত্যেক নামাযের শেষে “আল্লাহু আকবার” ৩৩ বার, “আল্‌হাম্দু লিল্লাহ” ৩৩ বার এবং “সুব্‌হানা ল্লাহ” ৩৩ বার বলবে এবং সবশেষে পড়বে : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহল্-মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। যে ব্যক্তি এই দুআ পাঠ করবে, তার গোনাহের পরিমাণ যদি সমুদ্রের ফেনারাজির মত অসংখ্যও হয়, তা মার্জিত হবে -- (মুসলিম)।

২৬৬ - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ : নামাযের সালাম শেষে কি দুআ পড়বে ?

১৫০৫ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ وِرَادِ مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ كَتَبَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَمْلَاهَا الْمُغِيرَةَ عَلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

১৫০৫। মুসাদ্দাদ (র) ... মুগীরা ইবন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরাবার পর কোন্ দুআ পাঠ করতেন এটা জানার জন্য আমীরে মুআবিয়া (রা) মুগীরাকে পত্র লিখেছিলেন। অতঃপর মুগীরা (রা) মুআবিয়া (রা)-র নিকট এই মর্মে পত্রোত্তরে জানান যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহল্-মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। আল্লাহুমা লা মানেআ লিমা আতায়তা, ওলা মুতিয়া লিমা মানাতা, ওয়া লা যানফাউ যাল-জাদ্দি মিন্‌কাল্ জাদ্দু -- (বুখারী , মুসলিম, নাসাঈ)।

১৫০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عَثْمَانَ عَنِ

أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أَهْلُ النَّعْمَةِ وَالْفُضْلِ وَالْثَنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ -

১৫০৬। মুহাম্মাদ ইব্ন স্‌সা (র) ... আবু যুবায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের (রা)-কে মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছি : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে এই দু'আ পাঠ করতেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলক্ ওয়া-লাহুল্ হাম্দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীন ও লাও কারিহাল্ কাফিরন। আহলুন-নি'মাতে ওয়াল ফাদলে, ওয়াছ-ছানাইল হুসনে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারিহাল্ কাফিরন -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

১৫০৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَهْلُلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ هَذَا الدُّعَاءَ زَادَ فِيهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النَّعْمَةُ وَسَأَقُ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ -

১৫০৭। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ... আবু যুবায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের (রা) নামায শেষে তাহলীল্ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ...) পাঠ করতেন। অতঃপর উপরোক্ত দু'আর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তার সাথে “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহু, লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন-নি'মাহ্ ... অতিরিক্ত বর্ণনা করে পরে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫০৮ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَهَذَا حَدِيثٌ مُسَدَّدٌ قَالَا نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطَّفَاوِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْجَلِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَقَالَ سَلِيمَانُ كَانَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دُبْرَ صَلَوَتِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ
أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنْ مُحَمَّدًا
عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنْ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ لِلَّهِ
رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمِعْ وَاسْتَجِبْ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرِ اللَّهُمَّ نَوِّرُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ قَالَ سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرِ حَسْبِيَ
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرِ -

১৫০৮। মুসাদ্দাদ ও সুলায়মান (র) ... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (স) নামায শেষে বলতেন : আল্লাহুস্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন। আনা শাহীদুন ইন্নাকা আন্তার রব্ব, ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকা। আল্লাহুস্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন, আনা শাহীদুন আন্বা মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা। আল্লাহুস্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন, আনা শাহীদুন আন্বাল ইবাদা কুল্লাহম ইখওয়াহ। আল্লাহুস্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন, ইজআলনী মুখলিসান্ লাকা ওয়া আহলী ফী কুল্লি সাআতিন্ ফিদ-দুন্যা ওয়াল আখিরাহ্, ইয়া যাল-জালালে ওয়াল ইকরাম। ইস্মা ওয়াস্তাজিব, আল্লাহ্ আকবারুল্ আকবার। আল্লাহ্ নুরুস-সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদি।

রাবী সুলায়মান ইব্ন দাউদ বলেন : রব্বুস-সামাওয়াতে ওয়াল-আরদি, আল্লাহ্ আকবারুল্ আকবার, হাসবিয়াল্লাহ্ ওয়া নিমাল্ ওয়াকীল আল্লাহ্ আকবারুল্ আকবার -- (নাসাঈ)।

১৫.৯ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ أَبِي نَاصِرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ
الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ
قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمَقْدِمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

১৫০৯। উবায়দুল্লাহ (র) ... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের সালামের পর এই দু'আ পাঠ করতেন : আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু, ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু, ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আলামু বিহী মিনী, আনতাল মুকাদ্দাম ওয়াল মুআখ্খার, লা ইলাহা ইল্লা আনতা -- (তিরমিযী)।

১০১. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفِيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طَلِيْقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو رَبِّ أَعْنِي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مَنْ بَغَى عَلَيَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مَطْوَأًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَأَغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ وَعَوْتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَأَسْأَلُ سَخِيمَةَ قَلْبِي -

১৫১০। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ পাঠ করতেন : রব্বী আইনী ওয়াল তুইন্ আলায়্যা, ওয়ানসুরনা ওয়াল তানসূর্ আলাইয়্যা, ওয়ামকূর্ লী ওয়াল তামকূর্ আলাইয়্যা, ওয়াহদিনী ওয়া ইয়াসসির হুদায়া আলাইয়্যা, ওয়ানসুরনী আলা মান বাগা আলাইয়্যা। আল্লাহুম্মা ইজ্আলনী লাকা শাকেরান্ লাকা রাহেবান্ লাকা মিতাওয়াআন্ ইলায়কা, মুখ্বিতান্ আও মুনীবান্ রব্বি তাকাব্বাল্ তাওবাতি, ওয়াগ্ছিল্ হাওবাতি, ওয়া আজিব্ দাওয়াতী, ওয়াছাব্বিত হুজ্জাতী, ওয়াহ্দে কাল্বী, ওয়া সাদ্দিদ লিসানী, ওয়াসলুল্ সাখীমাতা কাল্বী -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১০১১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سَفِيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيَّ وَلَمْ يَقُلْ هُدَايَ -

১৫১১। মুসাদ্দাদ (র) ... আমর ইব্ন মুররা (র) উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি “ওয়ায়াসসিরিল হুদায়া” -এর স্থলে “ওয়ায়াসসির হুদা” উল্লেখ করেছেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১০১২ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ وَخَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعَ سَفْيَانَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالُوا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا -

১৫১২। মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সালামের পর নামায শেষে এই দু'আ পাঠ করতেন : আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম ওয়া মিনকাস্ সালাম তাবারাক্তা ইয়া যাল-জালালে ওয়াল ইক্রাম -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১০১৩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عَيْسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَوَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ -

১৫১৩। ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (স) যখন নামায শেষ করতেন, তখন তিনি (স) তিনবার ইস্তিগ্ফার (আস্তাগ্ফিরুল্লাহু রব্বী মিন্ কুল্লি যান্বেও ওয়া আত্বু ইলায়হে) পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি (স) বলতেন : আল্লাহুম্মা আনতাস্-সালাম, ওয়া মিনকাস্ সালাম, তাবারাক্তা ইয়া যাল-জালালে ওয়াল ইক্রাম -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

৩৬৭- بَابُ فِي الْإِسْتِغْفَارِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ : ইস্তিগ্ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে

১০১৪ - حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ نَا عُثْمَانُ بْنُ وَقْدِ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِي نُصَيْرَةَ عَنْ مَوْلَى لَأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْرٌ مِنْ اسْتِغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً -

১৫১৪। আন- নুফায়লী (র) ... আবু বাকর সিদ্দীক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি ইস্তিগফারের (গোনাহে লিপ্ত হওয়ার পর লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা) পরে তওবা করে, তবে তা ইস্রার (বারবার) হিসাবে গণ্য হবে না; যদিও সে ব্যক্তি দৈনিক সত্তর বারও এরূপ করে -- (তিরমিযী)।

১০১৫ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً -

১৫১৫। সুলায়মান ইবন হারব্ (র) ... আল-আগার আল-মুযানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : অবশ্য কখনো কখনো আমার 'কলব' পর্দাবৃত হয় (অর্থাৎ মানুষ হিসাবে দুনিয়ার কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর যিকির হতে গাফিল হয়) এবং আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক একশত বার ইস্তিগফার করে থাকি -- (মুসলিম)।

১০১৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعْدُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَمِيعِ الْوَاحِدِ مِائَةً مَرَّةً رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -

১৫১৬। আল - হাসান ইবনুল আলা (র) ... ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মসজিদে অবস্থানকালে একই বৈঠকে নিম্নোক্ত দু'আটি একশত বার পাঠ করতে-গণনা করেছিঃ রবিগফির্ লী ওয়াতুব্ আলায়্যা ইন্বাকা আন্তাত্ তাওয়াবুর রাহীম -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১০১৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَسَّارٍ بْنَ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُنِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ مَنْ قَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتَّوَبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ
وَأِنْ كَانَ فَرًّا مِنَ الرَّحْفِ -

১৫১৭। মুসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম বিলাল ইব্ন য়াসার ইব্ন যায়েদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতাকে এই হাদীছটি আমার দাদার সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি নবী করীম (স)-কে ইরশাদ করতে শুনে : যে ব্যক্তি “আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আল-হায়যুল্ কাযুওম, ওয়া-আতুবু ইলায়হে” পাঠ করবে, যদিও সে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দান হতে পালিয়ে আসে, তবুও তার গোনাহ মার্জিত হবে -- (তিরমিযী)।

১৫১৮ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْأَسْتَغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

১৫১৮। হিশাম ইব্ন আম্মার (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগ্ফার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সর্ব প্রকার বিপদাপদ হতে মুক্ত করবেন, এবং সব রকম দুশ্চিন্তা হতে রক্ষা করবেন এবং তার জন্য এমন স্থান হতে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৫১৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نَا اسْمَعِيلُ الْمَعْنِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلَ قَتَادَةَ أَنَسًا أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ قَالَ كَانَ أَكْثَرَ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا اللَّهُمَّ أَتْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقْنَا عَذَابَ النَّارِ وَزَادَ زِيَادٌ وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدَعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهَا -

১৫১৯। মুসাদ্দাদ ও যিয়াদ (র) ... আব্দুল আযীয ইব্ন সুহায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা কাতাদা (রা) আনাস (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন্ দু'আ অধিক পাঠ করতেন? তখন তিনি বলেন : তিনি (স)

অধিকাংশ সময় এই দু'আ পাঠ করতেন : আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ-দুনয়া হাসনাতাও ওয়া ফিল্ আখিরাতে হাসানা ওয়াকিনা আযাবান্নার।

রাবী যিয়াদ আরো অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আনাস (রা) যখন দু'আ করতেন, তখন এই দু'আটি করতেন। আর যখন তিনি অতিরিক্ত দু'আ করতে চাইতেন, তখনও এই দু'আ করতেন -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১০২. - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيِّ نَا ابْنُ وَهَبٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ -

১৫২০। য়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) ... আবু উমামা ইব্ন সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে শাহাদাত প্রাপ্তির কামনা করে, ঐ ব্যক্তি নিজের বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১০২১ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ -

১৫২১। মুসাদ্দাদ (র) ... আসমা ইবনুল হাকাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমি এমন এক ব্যক্তি, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে কোন হাদীছ শুনি, তখন তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমলের তৌফিক দান করেন। যখন তাঁর (স) কোন সাহাবী আমার নিকট কোন হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন আমি তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁকে শপথ করতাম। অতঃপর তিনি যখন সে ব্যাপারে হলফ করে বলতেন, তখন আমি তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতাম।

আলী (রা) আরো বলেন, আবু বাকর সিদ্দীক (রা) আমার নিকট একটি হাদীছ বর্ণনা করেন এবং হলফ ছাড়াই আমি তাঁর বর্ণিত হাদীছ সত্য বলে গ্রহণ করি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যদি কেউ গোনাহে লিপ্ত হওয়ার পর উত্তমরূপে উযু করে নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে, অতঃপর ইস্তিগ্ফার করে আল্লাহ তাআলা তার ঐ গোনাহ মার্জনা করেন। অতঃপর আবু বাকর (রা) কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন : যারা কোন অন্যায় কাজে কখনো লিপ্ত হয়, অথবা স্বীয় নফসের উপর যুলুম করে (গোনাহের দ্বারা) - এইরূপে আয়াতের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১০২২ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْقُرَيْشِيُّ نَا حَيُّوَةَ بْنَ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي عَقَبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبْلِيُّ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مَعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ أَوْصِيكَ يَا مَعَاذُ لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَأَوْصِي بِذَلِكَ مَعَاذُ الصَّنَابِحِيِّ وَأَوْصَى بِهِ الصَّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ -

১৫২২। উবায়দুল্লাহ ইবন আমর (র) ... মুআয ইবন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ধরে বলেন, হে মুআয ! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর তিনি (স) বলেন : আমি তোমাকে কিছু ওসযিত করতে চাই ; তুমি নামায পাঠের পর এটা কোন সময় ত্যাগ করবে না। তা হল : “আল্লাহুম্মা আইন্বী আলা যিক্রিকা ওয়া শুক্ৰিকা ওয়া হুস্নি ইবাদাতিকা।” অতঃপর মুআয (রা) আল-সানাবিহীকে এরূপ ওসীয়াত করেন এবং আল-সানাবিহী আবু আব্দুর রহমানকে এরূপ ওসীয়াত করেন -- (নাসাঈ)।

১০২৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ

حُنَيْنَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحِ اللَّخْمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ -

১৫২৩। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা আল-মুরাদী (র) ... উক্বা ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

۱۵۲۴ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ سُوَيْدِ السَّدُوسِيِّ نَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ اسْرَائِيلَ
عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا -

১৫২৪। আহমাদ ইব্ন আলী (র) ... আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এটা পছন্দনীয় ছিল যে, তিনি (স) তিন বার দুআ পাঠ করতেন এবং তিন বার ইস্তিগ্ফার পাঠ করতেন -- (নাসাঈ)।

۱۵۲۵ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَعْلَمُكُمْ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكُرْبِ أَوْ فِي الْكُرْبِ اللَّهُ
اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا هِلَالٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَبْنُ جَعْفَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ -

১৫২৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আস্মা বিন্তে উমায়েস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন : আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিব না, যা তুমি বিপদাপদের সময় পাঠ করতে পার ? অতঃপর তিনি (স) বলেন : আল্লাহ, আল্লাহ রব্বী, লা উশ্ৰিকু বিহি শায়আন -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۵۲۬ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَ سَعِيدِ
الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ كَبَّرَ النَّاسُ وَرَفَعُوا
أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ
أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْنَاقِ رِكَابِكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا مُوسَى أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ وَمَا
هُوَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

১৫২৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আবু উছমান আল-নাহ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা আল-আশ্আরী (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর তাঁরা মদীনার নিকটবর্তী হলে লোকেরা উচ্চস্বরে তাক্বীর ধ্বনি (আল্লাহ্ আকবার) দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমরা তো কোন বধীর এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আহ্বান করছ না, বরং তোমরা (ঐ মহান আল্লাহকে) স্মরণ করছ, যিনি তোমাদের শাহ রগেরও নিকটবর্তী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : হে আবু মূসা ! আমি কি তোমাকে এমন একটি জিনিসের কথা অবহিত করব, যা জান্নাতের ভান্ডার (খাজানাহ) স্বরূপ ? তখন আমি বলি : সেটা কি ? তিনি (স) বলেন : লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

১০২৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ
أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَتَّصِعُونَ
فِي ثَنِيَّةٍ وَجَعَلَ رَجُلًا كَلَّمَا عَلَا الثَّنِيَّةَ نَادَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ لَا تَتَادُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
قَيْسٍ فَذَاكَرَ مَعْنَاهُ -

১৫২৭। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু মূসা আশ্আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ কালে এক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আল্লাহ্ আকবার” ধ্বনি দেন। এতদ্বশব্দে তিনি (স) বলেন : তোমরা বধির বা গায়েব সন্তাকে ডাকছ না। অতঃপর তিনি (স) বলেন : হে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কায়স ! অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

১৫২৮ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ أَنَا أَبُو اسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَانَ
عَنْ أَبِي مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
ارْبِعُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ -

২৫২৮। আবু সালেহ (র) ... আবু মূসা আশ্আরী (রা) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ
বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ
করেন : হে জনগণ ! তোমরা নিম্নস্বর ব্যবহার করে তোমাদের নফসের প্রতি সুবিচার কর
-- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১৫২৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا أَبُو الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بُنُ شَرِيحِ الْأَسْكَندَرَانِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءُ الْخَوْلَانِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَلِيٍّ
الْحَبِيبِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا
وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ -

১৫২৯। মুহাম্মাদ ইবন রাফে (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি বলে, আমি রব
হিসাবে আল্লাহকে, দীন হিসাবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে
ওয়াসাল্লামকে পেয়ে সন্তুষ্ট — তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে -- (নাসাঈ, মুসলিম)।

১৫৩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى
عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا -

১৫৩০। সুলায়মান ইবন দাউদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার
দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশ বার রহমত বর্ষণ করেন -- (মুসলিম,
তিরমিযী, নাসাঈ)।

১৫২১- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاتَّكِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ قَالَ يَقُولُونَ بَلِيَّتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ -

১৫৩১। আল-হাসান ইবন আলী (র) ... আওস ইবন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট দিন হল জুমুআর দিন। তোমরা ঐ দিনে আমার উপর অধিক দরুদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়ে থাকে। রাবী বলেন, সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ! আপনার দেহ মোরাবক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে, তখন কিরূপে তা আপনার সামনে পেশ করা হবে ? জবাবে তিনি (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা যমীনের জন্য নবীদের শরীরকে হারাম করে দিয়েছেন - - (নাসাঈ, ইবন মাজা)।

২৬৮- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَدْعُوا الْإِنْسَانَ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَمَالِهِ

৩৬৮. অনুচ্ছেদঃ সম্পদ ও পরিবার-পরিজনদের অভিশাপ দেওয়া নিষেধ

১৫২২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ وَسَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا نَا حَاتِمُ بْنُ أَسْمَعِيلَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ لَا تَوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً نَيْلَ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ بِعُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقِيَ جَابِرًا -

১৫৩২। হিশাম ইবন আম্মা (র) ... জাবের ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তোমরা নিজেদের

অভিশাপ দিও না। তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের অভিশাপ দিও না, তোমরা তোমাদের চাকর-চাকরানীদের বদ-দুআ কর না এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের প্রতি বদ-দুআ কর না। কেননা এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে যখন দুআ (বা বদ-দুআ) করলে তা কবুল হয়ে যায়। কাজেই তোমার ঐ বদ-দুআ যেন ঐ মুহূর্তের সাথে মিলে না যায় -- (মুসলিম)।

৩৬৯. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ : নবী করীম (স) ব্যতীত অন্যের উপর দরুদ পাঠ সম্পর্কে

১০৩৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحِ الْعَنْزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى زَوْجِكَ -

১৫৩৩। মুহাম্মাদ ইবন ঈসা (র) ... জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমার ও আমার স্বামীর জন্য দুআ করুন। তখন নবী করীম (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার এবং তোমার স্বামীর উপর রহম করুন -- (তিরমিযী)।

৩৭০. بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

৩৭০. অনুচ্ছেদ : কারো অবর্তমানে তার জন্য দুআ করা

১০৩৪ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى نَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ أَنَا مُوسَى بْنُ ثَرْوَانَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ حَدَّثَنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ -

১৫৩৪। রাজা ইবনুল মুরাজ্জা (র) ... আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি : যখন কেউ তার মুসলিম ভ্রাতার জন্য তার অনুপস্থিতিতে দুআ করে তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমীন। তখন দুআকারীর জন্যও অনুরাপ হবে -- (মুসলিম)।

১৫৩৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةٌ دَعْوَةُ غَائِبٍ لِّغَائِبٍ -

১৫৩৫। আহমাদ ইবন আমর (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ঐরূপ দু'আ অতি সত্ত্বর কবুল হয়, যদি কেউ অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দু'আ করে - - (তিরমিযী)।

১৫৩৬ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَلْتُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ -

১৫৩৬। মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তিন ব্যক্তির দু'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয় — পিতা-মাতার দু'আ (সন্তানের জন্য), মুসাফিরের দু'আ এবং মযলুম (নির্যাতিত) ব্যক্তির দু'আ - - (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

২৭১. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

৩৭১. অনুচ্ছেদ : শত্রুর ভয়ে ভীত অবস্থায় পাঠ করার দু'আ

১৫৩৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ -

১৫৩৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... আবু বুরদা ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি (স) কোন সম্প্রদায়ের তরফ হতে কোনরূপ বিপদের আশংকা করতেন তখন এরূপ বলতেন : “ইয়া আল্লাহ ! আমরা আপনাকে তাদের সাথে মুকাবিলার জন্য যথেষ্ট মনে করি এবং তাদের অত্যাচার-অবিচার হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি” (আল্লাহুম্মা ইন্নান্নাজ্জালুকান ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম) - - (নাসাঈ)।

২৭২. بَابُ فِي الْإِسْتِخَارَةِ

৩৭২. অনুচ্ছেদ : ইস্তিখারার বর্ণনা

১০২৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِقَاتِلٍ خَالَ الْقَعْنَبِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ لَنَا إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يُسَمِّيهِ بَعِيْنَهُ الَّذِي يُرِيدُ خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي مِثْلَ الْأَوَّلِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَأَجَلِهِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَابْنُ عَيْسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ -

১৫৩৮। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ... জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইস্তিখারার পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দান করতেন, যেমন তিনি (স) আমাদেরকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিতেন। তিনি (স) আমাদের বলতেন : যখন তোমাদের কেউ কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন এরূপ বলবে — “আল্লাহ্‌মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বে-ইল্‌মিকা, ওয়া আস্তাক্‌দিরুকা বে-কুদ্‌রাতিকা, ওয়া আস্‌আলুকা মিন্ ফাদ্‌লিকাল্ আজ্‌মী। ফাইন্নাকা তাক্‌দিরু ওয়ালা আক্‌দিরু, ওয়া তালামু, ওয়ালা আলামু ওয়া আন্‌তা আল্লামুল গুযূব। আল্লাহ্‌মা ফাইন্ কুন্‌তা তা'লামু ইন্না হাযাল আমরা (এখানে নির্ধারিত সমস্যাটির বিষয় উল্লেখ করতে হবে) খায়রান্ লী ফী দীনী, ওয়া মা'আশী ওয়া মা'আদী, ওয়া আকিবাতী আমরী ফা-আক্‌দিরুহ্ লী ওয়া য়াস্‌সিরুহ্ লী ওয়া বারিক লী ফীহে। আল্লাহ্‌মা ওয়া ইন্ কুন্‌তা তা'লামুহ্ শাররান্ লী

মিছলাল্ আওয়াল ফা-আসরিফনী আনহু ওয়া আসরিফহু আন্নী ওয়াকদুর লী আল-খায়রা
হায়ছু কানা ছুম্মা আরদিনী বিহি, আও কালা ফী আজিলি আমরী ওয়া আযেলিহি --
(বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা) । >

১০৩৭ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكَيْعُ نَا اسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ
مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجِبَنِ وَالْبَخْلِ وَسَوْءِ الْعُمْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

১. 'ইসতিখারা' অর্থ যাতে কল্যাণ নিহিত তা কামনা করা। জীবন যাপনের সাধারণ বিষয়াদিতে কেউ কোনরূপ সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগলে সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ইসতিখারা করবে। সহীহ বুখারী কিতাবুদ দাওয়াত -এ ৪৮ নং অনুচ্ছেদে আছে :

“রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের প্রতিটি বিষয়ে ইসতিখারা শিক্ষা দিতেন ... তোমাদের মধ্যে কেউ কোন সমস্যায় পতিত হলে সে যেন দুই রাকাত সালাত আদায় করে এবং সালাত সমাপ্ত করে নিম্নোক্ত দু'আ করে : হে আল্লাহ ! আমি তোমার জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমার নিকট হতে কল্যাণ কামনা করি এবং তোমার শক্তি হতে শক্তি চাই, তোমার মহান অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। সকল শক্তি তোমার, আমার কোন শক্তি নাই। তুমিই সব কিছু জান, আমি কিছুই জানি না। তুমি সকল অদৃশ্য বিষয় ভালভাবে জ্ঞাত। হে আল্লাহ ! আমার দীন, জীবন বিধান এবং পরিণাম হিসাবে যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য কল্যাণকর মনে কর তবে আমাকে তার শক্তি দাও। তুমি যদি মনে কর যে, এই কাজ আমার ধর্ম, আমার জীবন ও পরিণাম হিসাবে অকল্যাণকর — তবে আমার থেকে তা দূরে রাখ এবং তা থেকে আমাকে দূরে রাখ। আমার জন্য যেখানে কল্যাণ নিহিত তার আমাকে শক্তি দাও এবং তার মাধ্যমে আমাকে সন্তুষ্ট কর।” অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের কিতাবুত তাওদীদ, ১০ম অনুচ্ছেদে এই দু'আ বর্ণিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। ইবন মাজা শরীফের “আল-ইসতিখারা” অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে, পৃঃ ৪৪০ (সুনান, খ. ১, মুহাম্মাদ ফু'আদ আবদুল বাকী কর্তৃক বিন্যস্ত)। এই দু'আ প্রায় অনুরূপ আকারে শীআ ইমামিয়্যা মাযহাবেও প্রচলিত আছে (দ্র. আবু জাফার আল কুশ্মী, মান লা ইয়াহুদুরুহুল ফাকীহ খ. ৩৫৫, দারুল-কুতুব আল-ইসলামিয়্যা, নাজফা ১৩৭৭ হি)। শরীআতের নিয়ম অনুযায়ী এই ইসতিখারায় দুই রাকাত সালাতের পর আল্লাহ তাআলার নিকট কল্যাণ কামনা করে দু'আ করা হয়।

استخاره শব্দটি خار-খির হতে উদ্ভূত। নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহে এই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন :
خارله (ইবন সাদ, ২/২খ, ৭৩, লা.
اللهم خزلرسولك (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১৮৩২, লা. ৬)
১১, ৭৫, লা. ২) এবং خارالله لي (ঐ লেখক, ৮খ, ৯২, লা. ২৫)। অনুরূপভাবে
“তুমি আকাশস্থ আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা কর। তিনি
واستخير الله في السماء يخرلك بعلمه في القضاء
তোমার জন্য তাই নির্বাচন করেন যা তাঁর জ্ঞানানুসারে তাকদীরে রয়েছে।” সম্ভবত এটা ইসলাম-পূর্ব যুগের একটি
প্রবাদ বাক্য।

বিভিন্ন হাদীছ হতে এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসলিমগণ প্রাচীন কাল হতেই ইসতিখারার উপর আমল করে আসছিলেন। যখনই ইসতিখারা করা হোক না কেন, তা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য করতে হয়। কালের বিবর্তনে ইসতিখারার মধ্যে এমন কিছু নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে, শরীআতের দৃষ্টিতে যার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। যেমন ইসতিখারার জন্য মসজিদে যাওয়া আবশ্যিক ইত্যাদি। — (স. স.)

২৭২- بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ : আশ্রয় প্রার্থনা করা

১৫৩৯। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয় হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। ভীৰুতা হতে, কৃপণতা হতে, বয়োবৃদ্ধি জনিত দুর্বস্থা হতে, অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট ফিতনা (হিংসা-বিদ্বেষ) হতে এবং কবরের আযাব হতে -- (নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১৫৪. - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ -

১৫৪০। মুসাদ্দাদ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শারীরিক দুর্বলতা হতে, অলসতা হতে, কাপুরুষতা হতে, কৃপণতা হতে এবং বয়োবৃদ্ধিজনিত ক্লাস্তি বা কষ্ট হতে এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আযাব হতে, এবং আমি আরো আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি জীবন-মৃত্যুর ফিতনা হতে -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১৫৪১ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَعِيدُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ وَذَكَرَ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ التِّيمِيُّ -

১৫৪১। সাঈদ ইবন মানসূর এবং কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলাম। আমি তাঁকে (স) অধিকাংশ সময় বলতে শুনতাম : ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা ও ভাবনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং করভার হতে, মানুষের অহেতুক প্রাধান্য হতে তোমার আশ্রয় কামানা করছি (অর্থাৎ আমি যেন যালিম বা ময়লুম না হই) -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১৫৪২ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّيْبِرِ الْكَلْبِيِّ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

১৫৪২। আল-কানাবী (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে কুরআনের সুরার মত এই দু'আটি শিক্ষা দিতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের আযাব হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট কবরের আযাব হতে মুক্তি কামনা করছি, আমি তোমার নিকট মিথ্যুক দাজ্জালের ফিতনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমি তোমার নিকট জীবন-মৃত্যুর ফিতনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১৫৪৩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عَيْسَى بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِمْ لَوَلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ -

১৫৪৩। ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এরূপ ফিতনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় এবং দোযখের আযাব হতে, এবং দরিদ্রতা ও প্রাচুর্যের ক্ষতি হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৫৪৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ أَنَا اسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ -

১৫৪৪। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ বলতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট

দরিদ্রতা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার কম অনুকম্পা ও অসম্মানী হতে এবং আমি কারো প্রতি জুলুম করা হতে বা নিজে অত্যাচারিত হওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১০৬০ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنِ دَاوُدَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ -

১৫৪৫। ইব্ন আওফ্ (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্যতম একটি দু'আ এই যে : ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার নিয়ামত অপসারণ হতে, ভালোর পরিবর্তে মন্দ হতে, আকস্মিক বিপদাপদ হতে এবং ঐ সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড হতে যা তোমার অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় -- (মুসলিম)।

১০৬৬ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ نَا ضُبَّارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّكَلِيِّ عَنْ نُؤَيْدِ بْنِ نَافِعٍ نَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسَوْءِ الْأَخْلَاقِ -

১৫৪৬। আমর ইব্ন উছমান (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, তোমার বিরুদ্ধাচরণ করা হতে, নিফাক্ (মুনাফিকী) হতে, অসৎ চরিত্রতা হতে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (নাসাঈ)।

১০৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ ابْنِ اَدْرِيسَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ -

১৫৪৭। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কষ্টদায়ক ক্ষুধা হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি, কেননা তা অত্যন্ত মারাত্মক এবং আমি তোমার নিকট (আমানতের) খিয়ানত হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি, কেননা এটা একটি ক্ষতিকর স্বভাব -- (নাসাঈ)।

১৫৪৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبَيْرِيِّ عَنْ أَخِيهِ عَبَادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ -

১৫৪৮। কুতায়্বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি চারটি বিষয় হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি — ১। এমন ইল্ম যা উপকারী নয় ; ২। এমন কল্ব যা (আল্লাহর ভয়ে) ভীত নয় ; ৩। এমন নফস হতে যা পরিতৃপ্ত নয় এবং ৪। এরূপ দু'আ হতে যা কবুল হয় না -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মুসলিম, তিরমিযী)।

১৫৪৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكَّلِ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَالَ أَبُو مُعْتَمِرٍ أَرَى أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلَوةٍ لَا تَنْفَعُ وَذِكْرٍ دُعَاءٍ آخَرَ -

১৫৪৯। মুহাম্মদ ইবনুল মুতাওয়্যাক্কিল (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপে দু'আ করতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন নামায (আদায়) হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি, যা কোন উপকারে আসে না। তিনি (স) এতদ্ব্যতীত অন্য দু'আও করতেন।

১৫৫০ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرُوةِ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ قَالَتْ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمَلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ -

১৫৫০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ফারওয়া ইব্ন নাওফাল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিরূপে দু'আ করতেন? তিনি বলেন, তিনি (স) বলতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐ সমস্ত অপকর্ম হতে তোমার আশ্রয় কামনা করছি, যা আমি করেছি এবং যা এখনও করি নাই -- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৫০১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ نَا وَكَيْعُ الْمَعْنَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ الْعَنْبَسِيِّ عَنْ شَتِيرِ بْنِ شَكْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ شَكْلُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي دُعَاءً قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيٍّ -

১৫৫১। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... শাক্ল ইব্ন হুমায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে আবেদন করি যে, আমাকে দু'আ শিক্ষা দেন। তখন তিনি বলেন : তুমি বল, ইয়া আল্লাহ! আমি কর্ণের অপকর্ম হতে, চোখের দুষ্টিমি হতে, যবানের ধৃষ্টতা হতে, কলবের অপসৃষ্টি হতে, বীর্ষের অপব্যবহার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

১৫০২ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَيْفِيٍّ مَوْلَى أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْيُسْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدَيْغًا -

১৫৫২। উবায়দুল্লাহ (র) ... আবুল ইয়ুসূর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঘর-বাড়ী ভেংগে চাপা পড়া হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, উচ্চ স্থান হতে পতিত হওয়ার ব্যাপার হতে, পানিতে ডুবা, আগুনে জ্বলা ও অধিক বয়োবৃদ্ধি হতে তোমার আশ্রয় কামনা

করছি এবং আমি তোমার নিকট মৃত্যুর সময় শয়তানের প্ররোচনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নপর অবস্থায় মৃত্যু হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি এবং আমি তোমার নিকট (সাপ, বিচ্ছুর) দংশনজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করা হতে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (নাসাঈ)।

১০৫৩ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ اَنَا عَيْسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مَوْلَى لِابِيِّ اَيُّوبَ عَنْ اَبِي الْيَسْرِ زَادَ فِيهِ وَالْغَمَّ -

১৫৫৩। ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) ... আবুল ইয়ুসুর (রা) হতে (পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ) বর্ণিত হয়েছে। তাতে কেবলমাত্র 'গম' (দুশ্চিন্তা) শব্দটির অতিরিক্ত উল্লেখ আছে।

১০৫৪ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا فَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُدَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ -

১৫৫৪। মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন : ইয়া আল্লাহ ! আমি শ্বেত (কুষ্ঠ) রোগ হতে, পাগলামী হতে, খুজ্জলী-পাঁচড়া হতে এবং ঘণ্য রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (নাসাঈ)।

১০৫৫ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغَدَانِيُّ نَا غَسَّانُ بْنُ عَوْفٍ اَنَا الْجَرِيْرِيُّ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَاذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُو اِمَامَةَ فَقَالَ يَا اَبَا اِمَامَةَ مَا لِيْ اَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ قَالَ هُمُوْمٌ لَزِمْتَنِيْ وَدِيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَفَلَا اَعْلَمُكَ كَلَامًا اِذَا قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللهُ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ

الْجِبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ
اللَّهُ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْئِي -

১৫৫৫। আহমাদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে আবু উমামা (রা) নামক জনৈক আনসার সাহাবীকে দেখতে পান। তিনি (স) তাঁকে (আনসারীকে) জিজ্ঞাসা করেন : হে আবু উমামা ! আমি তোমাকে নামাযের সময় ব্যতীত মসজিদে উপবিষ্ট কেন দেখছি ? তিনি বলেন, সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও ঋণভারে জর্জরিত হওয়ার কারণে, ইয়া রাসূলান্নাহ ! (আমি এই অসময়ে মসজিদে উপনীত হয়ে তা থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করছি)। তিনি (স) বলেন : আমি কি তোমাকে এমন বাক্য শিক্ষা দিব না তুমি তা উচ্চারণ করলে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূরীভূত করবেন এবং তোমার কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। এতদশ্রবণে আমি বলি : হাঁ, ইয়া রাসূলান্নাহ (স)। তিনি (স) বলেন : তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় এরূপ বলবে : “আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল্ হাম্মে ওয়াল্ হুযনে, ওয়া আউযু বিকা মিনাল্ ‘আজযে ওয়াল্-কাসালে, ওয়া আউযু বিকা মিনাল্ জুবনে ওয়াল্-বুখ্লে, ওয়া আউযু বিকা মিন্ গালাবাতিদ্-দায়নে ওয়া কাহরির রিজাল।” (অর্থাৎ, ইয়া আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট দুর্বলতা ও অলসতা হতে আশ্রয় কামনা করছি, তোমার নিকট কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে নাজাত কামনা করছি এবং আমি তোমার নিকট ঋণভার ও মানুষের দুষ্ট প্রভাব হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি।” আবু উমামা (রা) বলেন, অতঃপর আমি ঐরূপ আমল করি, যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা আমার চিন্তা-ভাবনা বিদূরিত করেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।

কিতাবুস সালাত সমাপ্ত

كِتَابُ الزُّكْوَةِ
যাকাত

৩. كِتَابُ الزَّكَاةِ

৩. অধ্যায়ঃ যাকাত

১০০৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ النَّقْفِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عْتَبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ قَالَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ عَقَالًا وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ عَنَاقًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَرَوَى عَنبَسَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنَاقًا -

১৫৫৬। কুতায়বা ইবন সাদ্‌স আছ-ছাকাফী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইত্তিকালের পর হযরত আবু বাকর (রা) -কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এই সময়ে আরবের কিছু লোক মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগী) হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উমার (রা) আবু বাকর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি (মুরতাদ) লোকদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করবেন ? অথচ রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন : আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, যতক্ষণ না লোকেরা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলবে,

ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বলবে, তাঁর জান-মাল আমার নিকট নিরাপদ। অবশ্য শরীআতের দৃষ্টিতে তার উপর কোন দন্ড আসলে তা কার্যকর হবে এবং তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর নিকটে। আবু বাকর (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত হল ধন-সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে যে রশি যাকাত দিত, যদি তাও দিতে তারা অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আবু বাকর (রা)-র অন্তর যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। উমার (রা) আরও বলেন, আমি হৃদয়ংগম করলাম যে, তিনিই (আবু বাকর) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবাহ ইবন যায়েদ (র) মুআম্মার হতে, তিনি যুহরী হতে উপরোক্ত সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ “ইকালান” শব্দের পরিবর্তে “আনাকান” (উটের রশি) বলেছেন। রাবী ইবন ওয়াহব (র) ইউনুসের সূত্রে “আনাকান” (বকরীর বাচ্চা) উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) অন্য সূত্রে ইমাম যুহরী (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের মধ্যে “লাও মানউনী আনাকান” (যদি তারা একটি বকরীর শাবকও যাকাত হিসাবে দিতে অস্বীকার করে) বাক্যাংশের উল্লেখ করেছেন। রাবী আনবাসা (র) ইউনুস হতে, তিনি যুহরী হতে এই হাদীছের মধ্যে “আনাকান” শব্দের উল্লেখ করেছেন।

۱۵۵۷ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَقَّهُ آدَاءُ الزَّكَاةِ وَقَالَ عِقَالًا -

১৫৫৭। ইবনুস সারহ ও সুলায়মান ইবন দাউদ (র) ... ইমাম যুহরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বাকর (রা) বলেন, তার হক হল যাকাত আদায় করা। এই বর্ণনায় রাবী ‘ইকালান’ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

১- بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

১. অনুচ্ছেদ : যে পরিমাণ মালে যাকাত ওয়াজিব হয়

۱۵۵۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرٍو

بُنَ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ دُونَ خَمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ -

১৫৫৮। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচটি উটের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না, রূপার পরিমাণ দুই শত দিরহামের (তোলা) কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না (১) এবং ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না -- (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।(২)

۱۵۵۹ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ نَا ائْرِيسُ بْنُ يَزِيدِ الْاَوْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةِ الْجَمَلِيِّ عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْبُخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ -

১৫৫৯। আইয়ুব ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এর বর্ণনা ধারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি (স) বলেন : পাঁচ ওয়াসাকের কম উৎপন্ন ফসলে যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং এক ওয়াসাকের পরিমাণ হল ষাট সা'আ -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

۱۵۶. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعِينِ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْمَغِيرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ الْاَوْسُقُ سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُومًا بِالْحَجَاجِيِّ -

(১) যদি কেউ দুইশত দিরহাম পরিমাণ রূপার মালিক হয় এবং তা এক বছর তার নিকট জমা থাকে, তবে ঐ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাতস্বরূপ প্রদান করতে হবে।

(২) এক ওয়াসাকের পরিমাণ হল : ৬০ সা'আ। এক সা'আ = প্রায় এক সের তের ছটাক। হানাফী মাযহাব অনুসারে ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বৃষ্টির পানি দ্বারা স্বাভাবিকভাবে বিনা শ্রমে যদি ক্ষেতের ফসল উৎপন্ন হয়, তবে দশ ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (রহ)-র মতে ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল কম বা বেশী যাই হোক, তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর ক্ষেতে পানি সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করার জন্য শ্রম খাটানো হলে $\frac{2}{80}$ ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে — (অনুবাদক)।

১৫৬০। মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) ... ইব্রাহীম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ওয়াসাকের পরিমাণ হল ষাট সা'আ-এর সমান এবং হিজাজীদের প্রচলিত সুনির্দিষ্ট ওজন। (১)

১০৬১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ نَا نَاصِرَةَ بْنَ أَبِي الْمَنَازِلِ سَمِعْتُ حَبِيبًا الْمَالِكِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّكُمْ لَتَحَدِّثُونَنَا بِالْحَدِيثِ مَا نَجِدُ لَهَا أَصْلًا فِي الْقُرْآنِ فَغَضِبَ عِمْرَانُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ أَوْجَدْتُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاءَ شَاءَ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيرًا كَذَا كَذَا أَوْجَدْتُمْ هَذَا فِي الْقُرْآنِ قَالَ لَا قَالَ فَعَنْ مَنْ أَخَذْتُمْ هَذَا أَخَذْتُمُوهُ عَنَّا وَأَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ نَحْوَ هَذَا -

১৫৬১। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশশার (র) ... নাসিরা ইব্ন আবুল মানাযিল (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হাবীব আল-মালিকীকে বলতে শুনেছি : একদা জনৈক ব্যক্তি ইমরান ইব্ন হুসায়েন (রা)-কে বলেন, হে আবু নুজায়েদ! আপনারা এমন সব হাদীছ বর্ণনা করেন যার ভিত্তি কুরআনের মধ্যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। একথায় ইমরান (রা) রাগান্বিত হয়ে তাকে বলেন, তোমরা কি কুরআনে এরূপ কোন নির্দেশ পেয়েছ যে, চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত দিতে হবে ? এত সংখ্যক ছাগলের জন্য একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে? এত সংখ্যক উটের এত যাকাত দিতে হবে? অনুরূপ কোন নির্ধারিত নির্দেশ কুরআনে আছে কি? লোকটি বলল, না। তিনি বলেন, তোমরা এই যাকাতের বিস্তারিত নির্দেশ কোথায় পেয়েছ? তোমরা তা আমাদের নিকটে পেয়েছ এবং আমরা তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পেয়েছি। তিনি এরূপভাবে অন্যান্য বিষয়ের কথাও উল্লেখ করেন।

২. بَابُ الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ زَكْوَةٍ

২. অনুচ্ছেদ : বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত

১০৬২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفِينٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا سُلَيْمَانَ

(১) হিজাজবাসীদের মতে এক সা'আ-এর পরিমাণ হল চার মুদ এবং এক মুদ হল $\frac{1}{3}$ রতল। ইরাকীদের অভিমত অনুসারে এক সা'আ-এর পরিমাণ হল চার মুদ এবং এক মুদ হল দুই রতলের সমান — (অনুবাদক)।

بُنُّ مُوسَىٰ أَبُو دَاوُدَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدَّثَنِي خَبِيبُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِيهِ سَلِيمَانَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَانَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ -

১৫৬২। মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ (র) ... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে খরিদকৃত পণ্যের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

৩. بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةُ الْحَلِيِّ

৩. অনুচ্ছেদ : গচ্ছিত ধনের এবং অলংকারের যাকাত

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَحَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْمَعْنَى أَنَّ خَالَدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ نَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَعْطَيْنِ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ سَوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعْتَهُمَا فَالْقَتَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ -

১৫৬৩। আবু কামিল (র) ... আমার ইব্ন শূআইব (রহ) থেকে পযায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন। তার কন্যার হাতে মোটা দুই গাছি সোনার কাকন ছিল। তিনি (স) তাকে বলেন : তোমরা কি যাকাত দাও? মহিলা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তুমি কি পছন্দ কর যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোরা আগুনের কাঁকন পরিধান করান? রাবী বলেন, একথা শুনে মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নবী করীম (স)-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল — এ দুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى نَا عَتَّابٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ الْبَسُ أَوْضَاحًا مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرُ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ فَرُكِّي فَلَيْسَ بِكَثْرٍ -

১৫৬৪। মুহাম্মাদ ইব্ন সৈসা (র) ... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করতাম। একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার এই অলঙ্কার “কান্য” হিসাবে গণ্য হবে কি? তিনি (স) বলেন : যে মালের পরিমাণ এতটা হবে যার উপর যাকাত ধার্য হয় — তার যাকাত দিতে হবে, তা (ভূগর্ভে) গচ্ছিত ধন নয়।^১

১০৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرَ أَنَّ مُجَمَّدَ بْنَ عَمْرُو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتَ مِّنْ وَرَقٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزِينُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ -

১৫৬৫। মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্নুল হাদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-র খেদমতে উপস্থিত হই। তখন তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান। তিনি বলেন—হে আয়েশা ! এ কি ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ ! আপনার উদ্দেশ্যে রূপচর্চা করার জন্য তা গড়িয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি এর যাকাত পরিশোধ করে থাক? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা ছিল। তিনি (স) বলেন : তোমাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।^২

১. জমীনের অভ্যন্তরে প্রোথিত সম্পদকে ‘কান্য’ বলে। তা সাধারণত সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে গণ্য — (স. স.)।

২. হানাফী মাযহাব মতে অলঙ্কারের যাকাত দিতে হবে। হযরত উমার, ইবন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবন আমর, ইবন আব্বাস, আবু মুসা (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের মতে অলঙ্কার-পত্রের যাকাত দিতে হবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, সাঈদ ইবন জুবাইর, আতা, ইবন সীরীন, জাবের ইবন যয়েদ, মুজাহিদ, যুহরী, সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ, দাহ্বাক, আলকামা, আসওয়াদ, উমার ইবন আবদুল আযীয (রহ) প্রমুখ উপরোক্ত মত গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ইবন উমার, জাবের ইবন আবদুল্লাহ, আয়েশা, আনাস ইবন মালেক, আসমা বিন্ত আবু বাকর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের মতে অলঙ্কার-পত্রের উপর যাকাত ধার্য হবে না। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ (রহ) প্রমুখ এই মত গ্রহণ করেছেন — (স. স.)।

১৫৬৬ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الْخَاتِمِ قِيلَ لِسُفْيَانَ كَيْفَ تَزَكِيَهُ قَالَ تَضَمَّهُ إِلَى غَيْرِهِ -

১৫৬৬। সাফওয়ান ইবন সালেহ (র) ... উমার ইবন ইয়ালা থেকে এই সূত্রেও আখটি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হল — কিভাবে এর যাকাত দিতে হবে? তিনি বলেন — যাকাতের অন্যান্য মালের সাথে যোগ করে।

৪- بَابُ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ

৪. অনুচ্ছেদ : চারণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল পশুর যাকাত

১৫৬৭ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْههَا فَلْيُعْطَهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْأَيْلِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدُ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرُ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَارْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَارْبَعِينَ فَفِيهَا حَقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْفَحْلُ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَحَدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَحَدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْأَيْلِ فِي فَرَائِضِ

الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ يَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حَقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حَقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لِبُؤْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَنْ هُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَمَا أَحَبُّ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتْ لَهُ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لِبُؤْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى هُنَا ثُمَّ اتَّقَنَتْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لِبُؤْنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةٌ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لِبُؤْنٍ ذَكَرُ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يَفْرِقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوِيَّةِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةَ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ -

১৫৬৭। মুসা ইবন ইসমাইল (র) ... হাম্মাদ (রহ) বলেন, আমি ছুমামা ইবন আবদুল্লাহ ইবন আনাস (রা)-র নিকট থেকে একটি কিতাব (বা পত্র) সংগ্রহ করেছি। তিনি

(ছুমামা) ধারণা করেন যে, আবু বাকর সিদ্দীক (রা) (খলীফা হওয়ার পরে) এই পত্রখানা আনাস (রা)-কে (বাহুরাইনে) যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণের সময় লিখেন। পত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোহরাৎকিত ছিল। তাতে লেখা ছিল, এটা ফরয যাকাতের ফিরিস্তি, যা আল্লাহর রাসূল মুসলমানদের উপর ধার্য করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে যার নির্দেশ করেছেন। যে মুসলমানের নিকট তা নিয়ম মারফিক চাওয়া হবে, সে তা প্রদান করবে। আর যার নিকট এর অধিক চাওয়া হবে সে তা দেবে না। পঁচিশটির কম সংখ্যক উটে প্রতি পাঁচটি উটের যাকাত হল একটি বকরী। উটের সংখ্যা পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হলে এর যাকাত হবে একটি বিনতু মাখাদ, অর্থাৎ এক বছর বয়সের মাদী উট। পালে যদি এই বয়সের মাদী উট না থাকে তবে একটি ইবনু লাবুন (যার বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তিন বছরে পড়বে) প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য একটি “বিনতে লাবুন” (দুই বছরের মাদী উট) যাকাত স্বরূপ আদায় করতে হবে। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশ হতে ষাটের মধ্যে হলে এর জন্য একটি গর্ভ ধারণের উপযোগী চার বৎসর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একষট্টি হতে পঁচাত্তরের মধ্যে হলে পাঁচ বৎসর বয়সের একটি মাদী উট যাকাত স্বরূপ দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর হতে নব্বইর মধ্যে হলে এর জন্য দুই বৎসর বয়সের দুটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একানব্বই হতে একশ বিশের মধ্যে হলে এর জন্য গর্ভ ধারণে সক্ষম দুইটি (চার বছর বয়সের) মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশত বিশের অধিক হলে (অতিরিক্ত) প্রত্যেক চল্লিশ উটের জন্য একটি করে দুই বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে এবং প্রত্যেক পঞ্চাশ উটের জন্য একটি চার বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে।

যাকাত আদায়কালে নির্দিষ্ট বয়সের উট না থাকলে অর্থাৎ কারো উটের সংখ্যা পাঁচ বছরের একটি মাদী উট প্রদানের সম-পরিমাণ হল, অথচ তার নিকট পাঁচ বছরের মাদী উট নাই, কিন্তু চার বছরের মাদী উট আছে — তখন তার নিকট হতে চার বছরের মাদী উট গ্রহণ করতে হবে এবং এর যাকাত প্রদাতা দুইটি বকরীও দেবে, যদি তা দেওয়া তার জন্য সহজ হয়, অন্যথায় বিশটি দিরহাম দিবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা চার বছরের মাদী উট প্রদানের সম-পরিমাণ হবে, কিন্তু তার নিকট চার বছর বয়সের মাদী উট নাই, অথচ পাঁচ বছর বয়সের মাদী উট আছে — এমতাবস্থায় তার নিকট হতে এটাই গ্রহণ করতে হবে এবং যাকাত উসুলকারী তাকে বিশটি দিরহাম বা দুইটি বকরী প্রদান করবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা চার বছর বয়সের মাদী উট প্রদানের সমান হবে, অথচ তার নিকট চার বছর বয়সের মাদী উট নাই; কিন্তু তার নিকট দুই বছরের মাদী উট আছে — এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এখান থেকে আমি রাবী মুসার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমার আশানুরূপ সঠিকভাবে স্মরণে রাখতে পারিনি : “এবং মালিক এর সাথে

বিশটি দিরহাম বা দুইটি বক্রী প্রদান করবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা দুই বছরের একটি মাদী উট প্রদানের সমপরিমাণ হবে অথচ তার নিকট চার বছর বয়সের মাদী উট আছে, এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এ পর্যন্ত (আমি সন্দিহান), অতঃপর (সামনের অংশ) উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি : “এবং যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি মালিককে বিশ দিরহাম অথবা দুইটি বক্রী প্রদান করবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট প্রদানের সমপরিমাণ হবে; অথচ তার নিকট মাত্র এক বছর বয়সের মাদী উট আছে, এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে এবং এর সাথে দুটি বক্রী অথবা বিশটি দিরহাম মালিকের নিকট হতে নিবে। অতঃপর যার উটের যাকাত এক বছর বয়সের মাদী উট প্রদানের সমতুল্য হবে, অথচ তার নিকট এটা নাই; কিন্তু তার নিকট দুই বছর বয়সের পুরুষ উট আছে; এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে এবং এজন্য কাউকেও কিছু প্রদান করতে হবে না। অতঃপর যার উটের সংখ্যা হবে মাত্র চারটি, তার উপর কোন যাকাত নাই, কিন্তু যদি তার মালিক ইচ্ছা করে তবে দিতে পারে।”

বক্রী (ভেড়ার) যাকাত : চারণভূমিতে বিচরণকারী বক্রীর সংখ্যা যখন চল্লিশ হতে একশত বিশের মধ্যে হবে, তখন এর জন্য একটি বক্রী যাকাত দিতে হবে। অতঃপর যখন এর সংখ্যা একশত বিশ হতে দুইশতের মধ্যে হবে তখন এর জন্য দুইটি বক্রী প্রদান করতে হবে। যখন বক্রীর সংখ্যা দুইশত হতে তিন শতের মধ্যে হবে তখন এর জন্য তিনটি বক্রী দিতে হবে। যখন তিন শতের অধিক হবে তখন প্রতি শতকের জন্য একটি বক্রী প্রদান করতে হবে। যাকাত হিসাবে কোন ত্রুটিপূর্ণ বক্রী অথবা বৃদ্ধ বক্রী গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে নর ছাগলও যাকাত হিসাবে দেয়া যাবে না, তবে যদি যাকাত আদায়কারী তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।

যাকাত প্রদানের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশু একত্রিত এবং একত্রিত পশু বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দুই শরীকের উপর যা যাকাত ধার্য হল তা তারা পরস্পরের সম্পত্তির ভিত্তিতে সমানভাবে আদায় করবে। যদি কোন ব্যক্তির বক্রীর সংখ্যা চল্লিশ না হয় তবে তার যাকাত দিতে হবে না। অবশ্য যদি এর মালিক স্বেচ্ছায় প্রদান করে তবে ভাল।

রৌপ্যের যাকাতের পরিমাণ হল উশরের চার ভাগের একভাগ (অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)। যদি কারও নিকট একশত নববই দিরহামের অধিক না থাকে তবে তার উপর কোন যাকাত নাই, তবে যদি এর মালিক স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে তা স্বতন্ত্র কথা — (নাসাঈ, বুখারী, ইবনু মাজা, দারু কুতনী)।

۱۵۶۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمَلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمَلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْأَيْلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ وَفِي خَمْسٍ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهِ وَفِي عَشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهِ وَفِي خَمْسٍ وَعَشْرِينَ ابْنَةٌ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةٌ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حَقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حَقَّتَانِ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْأَيْلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةٌ لَبُونٍ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَانَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسُّوْيَةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا شَرَارًا وَثَلَاثًا خَيْرًا وَثَلَاثًا وَسَطًا فَآخِذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسْطِ وَلَمْ يَذْكَرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ -

১৫৬৮। আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... সালেম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (বিভিন্ন এলাকার) যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাদের নিকট পত্র লিখে তা প্রেরণের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। তিনি নির্দেশনামাখানি নিজের তরবারির সাথে লাগিয়ে রেখেছিলেন। অতঃপর হযরত আবু বাকর (রা) (খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত উমার (রা) - ও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তদনুযায়ী আমল করেন। উক্ত পত্রের বিষয়বস্তু হল :

পাঁচটি উটের যাকাত হল একটি বক্রী, এবং দশটি উটের যাকাত হল দুটি বক্রী, পনরটি উটের জন্য তিনটি, বিশটির জন্য চারটি, পঁচিশের জন্য এক বছর বয়সের একটি মাদী উট এবং তা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত। অতঃপর একটি বৃদ্ধি হলে অর্থাৎ ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যক উটের জন্য একটি দুই বছর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে। যখন এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ ছেচল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত উটের সংখ্যার জন্য গর্ভধারণক্ষম চার বছর বয়সের একটি মাদী উট যাকাত দিতে হবে। যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ একষাট হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত উটের সংখ্যার জন্য পাঁচ বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। যখন এর সংখ্যা একটি বৃদ্ধি হবে, অর্থাৎ উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর হতে নববই হলে এর জন্য দুটি দুই বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ একানব্বই হতে একশত বিশটি উট হলে গর্ভধারণ উপযোগী দুটি চার বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা যদি তারও অধিক হয় তবে প্রত্যেক পঞ্চাশের জন্য একটি চার বছর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে এবং প্রত্যেক চল্লিশ উটের জন্য একটি দুই বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে।

বক্রীর ক্ষেত্রে চল্লিশ হতে একশত বিশটি বক্রীর যাকাত হল একটি বক্রী। যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, তবে দুইশত পর্যন্ত দুইটি বক্রী দিতে হবে। এর উপর একটি বৃদ্ধি হলে তিনশত পর্যন্ত তিনটি বক্রী প্রদান করতে হবে। বক্রীর সংখ্যা এর অধিক হলে প্রত্যেক শতের জন্য একটি বক্রী প্রদান করতে হবে এবং একশত পূর্ণ না হলে এর উপর যাকাত দিতে হবে না। যাকাত প্রদানের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে একত্রিত ও একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এবং দুই শরীকের উপর যে যাকাত নির্ধারিত হবে তা তারা পরস্পর সমান অংশে প্রদান করবে। যাকাত গ্রহণকারী যাকাত বাবদ বৃদ্ধ পশু গ্রহণ করবে না এবং ক্রটিযুক্ত পশুও গ্রহণ করবে না।

রাবী সুফিয়ান বলেন : ইমাম যুহরী (রহ) বলেছেন — যাকাত আদায়কারী উপস্থিত হলে বক্রীসমূহ তিনভাগে বিভক্ত করবে। একভাগে নিকৃষ্টগুলি, একভাগে উত্তমগুলি এবং অপর ভাগে মধ্যম শ্রেণীরগুলি। যাকাত আদায়কারী মধ্যম শ্রেণীর অংশ হতে যাকাত গ্রহণ করবে। ইমাম যুহরী (রহ) গরু সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই — (ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

۱۵۶۹ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيِّ أَنَا سَفِيَانُ
بْنُ حُسَيْنٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَأَبْنُ لَبُونٍ وَلَمْ يَذْكُرْ
كَلَامَ الزُّهْرِيِّ -

১৫৬৯। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... সুফিয়ান ইবন হুসায়েন (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বাঙ্কি হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে : যদি এক বছর বয়সের মাদী উট না থাকে তবে দুই বছর বয়সের নর উট দিতে হবে। তিনি এই বর্ণনায় ইমাম যুহরীর কথা উল্লেখ করেন নাই।

১০৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ هَذِهِ نُسْخَةٌ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَقْرَأْنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ أَحَدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً وَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَانِ لَبُونٍ وَحَقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حَقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حَقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتٍ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَحَقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حَقَّتَانِ وَأَبْنَتَانِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حَقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حَقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتٍ لَبُونٍ أَى السَّنِينَ وَجِدَتْ أُخِذَتْ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سَفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَفِيهِ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةً وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ -

১৫৭০। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... ইবন শিহাব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যাকাতের নির্দেশনামা যা তিনি যাকাত আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)—৪৮

সম্পর্কে লিখিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই নির্দেশনামাটি হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র বংশধরগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল। রাবী ইবন শিহাব বলেন :

সালেম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) আমার নিকট তা পাঠ করেন এবং আমি তৎক্ষণাৎ তা হুবহু মুখস্ত করি। এটা ঐ নির্দেশনামা যা উমার ইবন আব্দুল আযীয (রহ) আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমার এবং সালেম ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা)-র নিকট হতে কপি করিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর রাবী পূর্বাঙ্ক হাদীছের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, যখন উটের সংখ্যা একশত একশ হতে একশত উনত্রিশটি হবে তখন এর যাকাত বাবদ দুই বছর বয়সের তিনটি মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা একশত ত্রিশ হতে একশত উনচল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য দুইটি দুই বছর বয়সের মাদী উট এবং তিন বছর বয়সের একটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একশত চল্লিশ হতে একশত উনপঞ্চাশ হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের দুটি ও দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশত পঞ্চাশ হতে একশত উনষাট হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের তিনটি মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা একশত ষাট হতে একশত উনসত্তর হলে এর জন্য দুই বছর বয়সের চারটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একশত সত্তর হতে একশত উনআশী হলে এর জন্য দুই বছর বয়সের তিনটি ও তিন বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশত আশি হতে একশত উনানব্বই হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের দুইটি এবং দুই বছর বয়সের দুইটি উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একশত নব্বই হতে একশত নিরানব্বই হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের তিনটি এবং দুই বছর বয়সের একটি উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা দুইশত হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের চারটি অথবা দুই বছর বয়সের পাঁচটি মাদী উট দিতে হবে এবং এই দুইটির মধ্যে যেটি সহজলভ্য হবে তাই নেওয়া হবে।

বকরীর যাকাত সম্পর্কে রাবী সুফিয়ান ইবন হুসায়নের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে আরো উল্লেখ আছে : বৃদ্ধা এবং ক্রটিপূর্ণ বকরী যাকাত হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং নর ছাগলও যাকাত হিসাবে দেওয়া যাবে না, তবে যাকাত আদায়কারী যদি তা গ্রহণ করতে সম্মত হয় তবে কোন আপত্তি নাই।

১০৭১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مَفْتَرِقٍ وَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظْلَهُمُ الْمُسَدَّقُ جَمَعُوهَا لِئَلَّا يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَنْ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةٌ شَاةً وَشَاةٌ فَلْيَكُونَ عَلَيْهِمَا

فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا أَظْلَهُمَا الْمَصَدَّقُ فَرَقًا عَنْهُمَا فَلَمَّا يَكُنْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا
الْأَشَاءُ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ -

১৫৭১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) বলেন, -ইমাম মালেক (রহ) বলেছেন — উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত এবং একত্রে অবস্থানকারী পশুকে বিচ্ছিন্ন করে যাকাত দেওয়া বা নেওয়া যাবে না। যেমন দুইজন মালিকের পৃথক পৃথকভাবে চল্লিশটি করে বকরী আছে। এমতাবস্থায় যাকাত আদায়কারী তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা দুইজনের বকরী একত্রিত করল যাতে একটির অধিক বকরী যাকাত দিতে না হয় (অবশ্য পৃথকভাবে যাকাত ধার্য করলে দুইটি বকরী যাকাত হিসাবে দিতে হত)। অনন্তর একত্রিত পশুকে পৃথক করা যাবে না। যেমন দুই যৌথ মালিকের প্রত্যেকের একশত একটি করে বকরী আছে। এমতাবস্থায় (মোট বকরীর সংখ্যা দুইশত দুইটি হওয়ার কারণে) তাদের উপর তিনটি বকরী যাকাত ধার্য হবে। অতপর যখন যাকাত আদায়কারী তাদের নিকট এলো তখন তারা নিজেদের বকরীগুলো পৃথক করে নিল। ফলে মাত্র দুইটি বকরী যাকাত হিসাবে তাদের উপর ধার্য হবে। রাবী বলেন, এর ব্যাখ্যা আমি এইরূপ শুনেছি।

১০৭২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَاتُوا رِبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مَائَتِي دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مَائَتِي دِرْهَمٍ فَفِيهَا
خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعًا وَتِلْثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَسَاقَ صِدْقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ
قَالَ وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مَسْنَةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ
شَيْءٌ وَفِي الْأَبْلِ فَذَكَرَ صِدْقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ
خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ
فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرَ إِلَى خَمْسٍ وَتِلْثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ
وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ

حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ قَالَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتَسْعِينَ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُقَتَا الْجَمَلَ إِلَى عَشْرَيْنِ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْأَيْلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ وَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَّتَهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَيْلِ ابْنَةٌ مَخَاضٍ وَلَا ابْنٌ لَبُونٍ فَعَشْرَةٌ دَرَاهِمٍ أَوْ شَاتَانِ -

১৫৭২। আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী (র) ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাবী যুহায়ের বলেন, আমার ধারণা এই হাদীছ নবী করীম (স) হতে বর্ণিত। তিনি (স) বলেন : তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত আদায় করবে এবং দুইশত দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের প্রতি কিছুই যাকাত নাই। দুইশত দিরহাম পূর্ণ হলে এর যাকাত হবে পাঁচ দিরহাম এবং এর অতিরিক্ত হলে তার যাকাত উপরোক্ত হিসাবে প্রদান করতে হবে।

বকরীর যাকাত হিসাবে — প্রতি চল্লিশটি বকরীর জন্য একটি বকরী দিতে হবে। যদি বকরীর সংখ্যা উনচল্লিশটি হয় তবে যাকাত হিসাবে তোমার উপর কিছু ওয়াজিব নয়। রাবী (আবু ইসহাক) বকরীর যাকাত সম্পর্কে ইমাম যুহরীর বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

রাবী ইসহাক গরুর যাকাত সম্পর্কে বলেন : প্রত্যেক ত্রিশটি গরুর জন্য যাকাত হিসাবে একটি এক বছর বয়সের বাচ্চা দিতে হবে এবং গরুর সংখ্যা চল্লিশ হলে দুই বছর বয়সের একটি বাচ্চা দিতে হবে এবং কর্মে নিয়োজিত গরুর উপর কোন যাকাত নাই। তিনি উটের যাকাত সম্পর্কে ইমাম যুহরীর অনুরূপ অভিमत ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন : পঁচিশটি উটের জন্য পাঁচটি বকরী যাকাত দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছাব্বিশ হতে পঁয়ত্রিশটির মধ্যে হলে এর যাকাত হিসাবে এক বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। যদি মাদী উট না থাকে তবে দুই বছর বয়সের একটি পুরুষ উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশ হতে ষাট হলে গর্ভধারণের উপযোগী একটি চার বছর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে। অতঃপর রাবী ইমাম যুহরীর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উটের সংখ্যা

একানব্বই হতে একশত বিশ হলে এর যাকাত স্বরূপ গর্ভধারণের উপযোগী চার বছর বয়সের দুইটি উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা এর অধিক হলে প্রতি পঞ্চাশ উটের জন্য চার বছর বয়সের একটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। যাকাত দেওয়ার ভয়ে একত্রে বিচরণকারী উটগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী উটকে একত্রিত করা যাবে না। যাকাত হিসাবে বৃদ্ধ ও ক্রটিপূর্ণ উট গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য যাকাত আদায়কারী ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে।

যে সমস্ত কৃষিভূমি প্রাকৃতিক নিয়মে বৃষ্টি অথবা নদীর পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তার ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে। আর যা সেচ যন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তার জন্য বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

রাবী আসেম ও হরীছের বর্ণনামতে প্রতি বছরই যাকাত দিতে হবে। রাবী আসেমের হাদীছে আরো উল্লেখ আছে যে, যদি এক বছর বয়সী মাদী উট অথবা দুই বছর বয়সী নর উট না থাকে তবে এর পরিবর্তে দশ দিরহাম অথবা দুইটি বকরী (ছাগল) প্রদান করতে হবে।

১৫৭৩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمِيُّ أَخْرَجَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَعُضٍ أَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَةٌ دَرَاهِمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَعْلَى يَقُولُ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ -

১৫৭৩। সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল্ - মাহরী (র) ... হযরত আলী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এতে পূর্বেক্ত হাদীছের কিছু অংশ আছে। তিনি (স) বলেন : যদি তোমার নিকট এক বছরের জন্য দুইশত দিরহাম থাকে, তবে বৎসরান্তে এর জন্য পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। বিশ দীনারের কম পরিমাণ স্বর্ণে

যাকাত ওয়াজিব নয়। অতঃপর যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর পর্যন্ত থাকে তবে এর জন্য অর্ধ-দীনার যাকাত দিতে হবে। আর যদি এর পরিমাণ আরো বেশী হয় তবে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। রাবী বলেন : এর চাইতে অধিক হলে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে — এই বাক্যটি হযরত আলী (রা)-র না রাসূলুল্লাহ (স) —এর তা আমার জানা নাই। কোন মালের উপর এক বছর পূর্ণ না হলে তার জন্য যাকাত ওয়াজিব নয়।

রাবী ইব্ন ওহাবের বর্ণনায় আরো আছে , নবী করীম (স) বলেন : যে মালের উপর এক বছর পূর্ণ হয় না তার কোন যাকাত নাই -- (ইব্ন মাজা) ।

১০৭৪ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةً شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دِرَاهِمٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبِرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوَى حَدِيثَ النَّفِيلِيِّ شُعْبَةَ وَسَفْيَانَ وَغَيْرَهُمَا عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ -

১৫৭৪। আমার ইব্ন আওন (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : ঘোড়া ও দাস-দাসীর যাকাত মাফ করা হয়েছে এবং প্রতি চল্লিশ তোলা রৌপ্যের যাকাত হল এক দিরহাম বা এক তোলা। আর একশত নিরানব্বই তোলা পর্যন্ত রৌপ্যে কোন যাকাত নাই। অতঃপর রৌপ্যের পরিমাণ দুইশত তোলা হলে পাঁচ দিরহাম পরিমাণ যাকাত দিতে হবে (প্রতি চল্লিশ তোলায় এক তোলা হিসাবে) ।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছ আবু আওয়ানার মত আ'মাশও রাবী আবু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। শাইবান আবু মুআবিয়া ও ইবরাহীম ইব্ন তাহমান (রহ) আবু ইসহাকের সূত্রে, তিনি আল-হারিসের সূত্রে-তিনি আলী (রা)-র সূত্রে এবং তিনি মহানবী (স) —এর নিকট থেকে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। নুফায়লীর সূত্রে বর্ণিত হাদীছ শোবা, সুফিয়ান প্রমুখ আবু ইসহাকের সূত্রে, তিনি আসিমের সূত্রে, তিনি আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারফু সূত্রে নয় — (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ) ।

১৫৭৫ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَشْمُعِيلَ نَا حَمَادٌ أَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بِهِزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ اِبِلٍ فِيْ اَرْبَعِيْنَ بِنْتٍ لَبُوْنٍ وَلَا يَفْرُقُ اِبِلٌ عَنْ حَسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ اِبْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَاَنَّا اَخَذُوْهَا وَشَطَرَ مَا لِهٖ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِاَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

১৫৭৫। মুসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ... বাহ্য ইব্ন হাকীম (রহ) থেকে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : প্রতি চল্লিশটি ছাড়া উটের যাকাত একটি দুই বছর বয়সী মাদী উট। যে ব্যক্তি ছাওয়াব প্রাপ্তির আশা রাখে সে যেন একত্রে বিচরণকারী উটকে বিচ্ছিন্ন না করে।

রাবী ইবনুল আলার বর্ণনায় আছে : যে ব্যক্তি ছাওয়াবের আশা রাখে, সে অবশ্যই তা প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি যাকাত প্রদানে বিরত থাকে, আমি তা (যাকাত) তার নিকট হতে আদায় করব এবং যাকাত না দেওয়ার শাস্তিস্বরূপ তার অর্ধেক মাল জরিমানা হিসাবে নিয়ে নিব। কেননা এই যাকাত মহান আল্লাহ রব্বুল আলমীনের প্রাপ্য। আর মুহাম্মাদ (স)-এর বংশধরগণের জন্য এতে কোন অংশ নাই -- (নাসাঈ)।

১৫৭৬ - حَدَّثَنَا النَّفِيُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقْرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِيْنَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ -

১৫৭৬। আন-নুফায়লী (র) ... মুআয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে যামনে প্রেরণের সময় এইরূপ নির্দেশ দেন যে, প্রতি ত্রিশটি বকরীর জন্য একটি বকরী যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে। আর প্রতি চল্লিশটি বকরীর জন্য একটি দুই বছর বয়সী বকরী যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে এবং যিম্মী হলে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট হতে (কর হিসাবে) এক দীনার অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের কাপড়, যা যামনে তৈরী হয় — গ্রহণ করবে -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৫৭৭- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالنُّفَيْلِيُّ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ -

১৫৭৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... হযরত মুআয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অপূরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৫৭৮- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الرَّزْقَاءِ نَا أَبِي عَنْ سَقْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ وَلَا ذَكَرَ يَعْغِي مُحْتَلِمًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جَرِيرٌ وَيَعْلَى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ يَعْلى وَمَعْمَرٌ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ -

১৫৭৮। হারুন ইব্ন যায়েদ (র) ... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে যামনে প্রেরণ করেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় যামনে তৈরী কাপড়ের বিষয় উল্লেখ নাই এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পর্কে কিছু বর্ণনা নাই।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, জারীর, ইয়ালা ... মুআয (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১৫৭৯- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هَلَالِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ مَيْسِرَةَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ سَرْتُ أَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلَا تَجْمَعُ بَيْنَ مَفْتَرِقٍ وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهُ حِينَ تَرُدُّ الْغَنَمَ فَيَقُولُ أَدُوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ قَالَ فَعَمِدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةِ كَوْمَاءَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ قَالَ عَظِيمَةُ السَّنَامِ قَالَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ

أَنِّي أَحَبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبْلِيَّ قَالَ فَأَبِي أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا
فَأَبِي أَنْ يَقْبَلَهَا ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَتَقَبَّلَهَا وَقَالَ إِنِّي أَخَذْتُهَا وَأَخَافُ أَنْ
يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِي عَمَدَتٌ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتُ
عَلَيْهِ إِبْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
لَا يَفْرُقُ -

১৫৭৯। মুসাদ্দাদ (র) ... সুওয়ায়েদ ইব্ন গাফালাহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বয়ং সফর করেছি অথবা তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নবী (স)—এর যাকাত আদায়কারীর সাথে সফর করেছেন তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তার নিকট নবী করীম (স)—এর একখানি পত্র আছে যাতে লিখিত ছিল : দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার যাকাত গ্রহণ করবে না এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত করবে না এবং একত্রে বিচরণকারী পশুকেও বিচ্ছিন্ন করবে না।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)—এর যাকাত উসুলকারী কর্মকর্তা মেঘ পালের পানি পান করাবার স্থানে উপস্থিত থাকতেন এবং বলতেন : তোমরা তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তাদের এক ব্যক্তি একটি ‘কাওমা’ যাকাতস্বরূপ দিতে চাইল। রাবী বলেন, আমি তাকে (মায়সারাকে) জিজ্ঞাসা করি, কাওমা কাকে বলে? তিনি বলেন, তা হল উচু কুজ্ব বিশিষ্ট উষ্ট্রী। যাকাত আদায়কারী তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। উটের মালিক বলল, আমি পছন্দ করি যে, আপনি আমার উত্তম মাল যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবেন। এতদসঙ্গেও যাকাত উসুলকারী তা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে কেননা নবী করীম (স) উত্তম মাল যাকাত হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি অপর একটি উট (সামান্য নিম্ন মানের) টেনে আনলে যাকাত উসুলকারী তাও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি অপর একটি উট (আরও নিম্ন মানের) টেনে তার সম্মুখে পেশ করলে সে তা কবুল করে এবং বলে, আমি এটা গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি আরো বলেন, আমি এজন্য ভয় করছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স) আমার উপর এজন্য রাগান্বিত হতে পারেন যে, তুমি এক ব্যক্তির উত্তম উট যাকাত হিসাবে কেন গ্রহণ করলে?— (নাসাই, ইব্ন মাজা)।

۱۵۸. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا شَرِيكَ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ آتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ وَقَرَأَتْ فِي عَهْدِهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ
مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ رَاضِعَ لَبَنٍ -

১৫৮০। মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র) ... সুওয়ায়েদ ইব্ন গাফালা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যাকাত উসুলকারী জনৈক ব্যক্তি আমাদের নিকট এলে আমি তাঁর সাথে মোসাফাহা করি। অতঃপর আমি তাঁর নিকট যাকাত সম্পর্কীয় যে নির্দেশনামা ছিল তাতে এই বিষয়টি পাঠ করি : যাকাত আদায়ের ভয়ে তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত করবে না এবং একত্রে বিচরণকারীদের বিচ্ছিন্ন করবে না এবং তাতে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার যাকাত সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ ছিল না।

১৫৮১ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ الْمَكِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَفْيَانَ الْجُمَحِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفَنَةَ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ الْجَسَنُ رُوِيَ يَقُولُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلِيٍّ عِرَافَةَ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَصَدَّقَهُمْ قَالَ فَبِعَثْنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يَقَالُ لَهُ سَعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ يَعْنِي لِأَصَدَقِكَ قَالَ ابْنُ أَخِي وَآيٍ نَحْوًا تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَحْتَارُ حَتَّىٰ إِنَّا نُبَيِّنُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنُ أَخِي فَانِّي أُحَدِّثُكَ إِنِّي كُنْتُ فِي شَعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَابِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ فَقَالَا لِي إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقُلْتُ مَا عَلَيَّ فِيهَا فَقَالَا شَاءَ فَعَمِدْتُ إِلَىٰ شَاءَ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا أَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَا هَذِهِ شَاءَةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَىٰ عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا أَوْ قَدْ حَانَ وَلَادُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَا نَاوَلْنَاهَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَىٰ بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَاصِمٍ رَوَاهُ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا قَالَ رُوِيَ -

১৫৮১। আল-হাসান ইব্ন আলী (র) ... মুসলিম ইব্ন ছাফিনাহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাফে ইব্ন আলকামা আমার পিতাকে তাঁর গোত্রের যাকাত উসুলকারী হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তাঁকে এই নির্দেশ দান করেন, তুমি তাদের নিকট হতে যাকাত

উসূল করবে। অতঃপর আমার পিতা আমাকে একদল লোকের সাথে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। ঐ সময় আমি সির নামক এক বৃদ্ধের নিকট যাকাত আদায়ের জন্য গমন করি এবং আমি তাকে বলি, আমার পিতা আমাকে আপনার নিকট হতে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছেন। তখন তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কি নিয়মে যাকাত গ্রহণ করবে? আমি বলি, আমি লোকদের নিকট হতে উত্তম মাল গ্রহণ করব। এমনকি আমি দুগ্ধবতী ছাগীও যাকাত হিসাবে নেব। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগেও বকরীসহ এই উপত্যকায় বসবাস করতাম। ঐ সময় একদা দুই ব্যক্তি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আমার নিকট এসে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিনিধি এবং আপনার নিকট হতে বকরীর যাকাত উসূল করতে এসেছি। তখন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি যে, আমার উপর কি দেওয়া ওয়াজিব? তাঁরা বলেন, একাট বকরী। তখন আমি তাঁদেরকে এমন একটি বকরী দিতে চাই, যা হুটপুট ও দুগ্ধবতী ছিল। আমি তা তাদের সম্মুখে পেশ করলে তাঁরা বলেন, এটা বাচ্চাওয়ালা বকরী এবং নবী করীম (স) এরূপ বকরী যাকাত হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কিরূপ বকরী গ্রহণ করবেন? তাঁরা বলেন, আমরা এক অথবা দুই বছর বয়সী বকরী গ্রহণ করব। আমি তাদের সম্মুখে এমন একটি বকরী আনি যা তখনও বাচ্চা প্রসব না করলেও বাচ্চা ধারণের উপযোগী হয়েছে। তাঁরা এটাকে তাদের উটের সাথে একত্রে নিয়ে যান -- (নাসাঈ)।

۱۵۸۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ نَا رَوْحَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اسْحَقَ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ فِيهِ وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ قَالَ يَدَاوُدُ وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ بِحَمَصَ عِنْدَ آلِ عَمْرٍو بِنِ الْحَارِثِ الْحَمَصِيِّ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ عَنْ جَبْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مِنْ غَاضِرَةَ قَيْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ الْإِيمَانَ مَنْ عَبْدَ اللَّهِ وَحَدَّهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلَا يُعْطَى الْهَرْمَةَ وَلَا الدَّرَنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرْطَ اللَّئِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَا يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ -

১৫৮২। মুহাম্মাদ ইব্ন য়ুনুস (র) ... যাকারিয়া ইব্ন ইস্হাক (র) হতে উপরোক্ত সনদে পূর্বের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাবী মুসলিম ইব্ন শো'বা (র) এই বর্ণনায় বলেন : শাফী ঐ বকরীকে বলা হয় যা গর্ভবতী।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি যাকাত সম্পর্কীয় নির্দেশনামাটি হিমসে আব্দুল্লাহ ইব্ন সালেমের গ্রন্থে পাঠ করেছি। তা আমার ইব্নুল হিমসীর বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত ছিল।

রাবী বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন জাবের (র) জুবায়ের ইব্ন নুফায়ের হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন মুআবিয়া হতে, তিনি গাদিরাহ কায়েস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : তিন ধরনের লোক যারা এরূপ করবে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ প্রাপ্ত হবে — যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে এবং স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই; যে ব্যক্তি প্রতি বছর তার মালের যাকাত হিসাবে উত্তম মাল প্রদান করে এবং বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্ত, ক্রটিপূর্ণ, নিকৃষ্ট মাল প্রদান করে না, বরং মধ্যম ধরনের মাল প্রদান করে এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট তোমাদের উত্তম মাল চান না এবং নিকৃষ্ট মাল প্রদান করতেও নির্দেশ দেন নাই।

১০৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبِي عَنْ ابْنِ اسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ أَدِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَانْهَأَ صَدَقَتِكَ فَقَالَ ذَاكَ مَا لَا لَبْنَ فِيهِ وَلَا ظَهَرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِيئَةٌ فَخَذَهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِأَخَذِ مَائِمٍ أَوْمَرَ بِهِ وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضْ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتَهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتَهُ قَالَ فَانِي فاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِيَ وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدَمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي وَأَيُّمَ اللَّهُ مَا قَامَ فِي

مَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَا لِي
 فَرَزَعَمَ أَنْ مَاعَلَى فِيهِ ابْنَةٌ مَخَاضٌ وَذَلِكَ مَا لَا لَبْنَ فِيهِ وَلَا ظَهَرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ
 نَاقَةً عَظِيمَةً فَتَيَّةٌ لِيَاخُذُهَا فَأَبَى عَلَيَّ فَهَا هِيَ ذَهَبٌ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
 خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ
 بِخَيْرٍ أَجْرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبْلَنَا مِنْكَ فَقَالَ فَهَا هِيَ ذَهَبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا
 فَخُذْهَا قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَا لَهُ
 بِالْبِرَّةِ -

১৫৮৩। মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) ... হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাত আদায়কারী হিসাবে প্রেরণ করেন। অতঃপর আমি এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলে সে তার মাল আমার সম্মুখে একত্রিত করে। হিসাবান্তে আমি দেখতে পাই যে, তার উপর এক বছর বয়সের একটি মাদী উট ফরয হয়েছে। আমি তার নিকট এক বছর বয়সী একটি মাদী উট চাইলে সে বলে, এই উষ্ট্রী দ্বারা আপনার কোনই উপকার হবে না, এর দুধও নাই এবং আপনি এতে আরোহণ করে কোথাও যেতেও পারবেন না। বরং এর পরিবর্তে আপনি আমার এই শক্তিশালী মোটাতাজা যুবতী উষ্ট্রী গ্রহণ করুন। আমি বললাম, যা গ্রহণের জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয় নাই, আমি তা গ্রহণ করতে পারি না। (অতঃপর তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ (স) নিকটেই আছেন। তুমি আমার নিকট যা পেশ করেছ, ইচ্ছা করলে তা তাঁর (স) খেদমতে পেশ করতে পার। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন তবে আমিও তা গ্রহণ করব এবং যদি ফেরত দেন তবে আমিও ফেরত দেব। এতদশ্রবণে সেই ব্যক্তি বলে, হাঁ, আমি তাই করব। অতঃপর সে উক্ত উষ্ট্রীসহ রওনা হয়, এমনকি আমরা রাসূলুল্লাহ (স)—এর খেদমতে হাযির হই। ঐ ব্যক্তি বলে, ইয়া নবীআল্লাহ! আমার নিকট হতে মালের যাকাত গ্রহণের জন্য আপনার পক্ষ হতে প্রতিনিধি গিয়েছে। আল্লাহর শপথ! ইতিপূর্বে আল্লাহর রাসূল বা তাঁর কোন প্রতিনিধি আমার নিকট আসেন নাই। আমি যাকাত আদায়কারীর সম্মুখে আমার ধন-সম্পদ পেশ করার পর তিনি এইরূপ মনে করেন যে, আমার উপর যাকাত হিসাবে এক বছর বয়সের এমন একটি উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়েছে যা দুগ্ধবতী নয় এবং এর পিঠে আরোহণ করাও সম্ভব নয়। আমি তাঁর সম্মুখে একটি শক্তিশালী, হৃষ্টপুষ্ট যুবতী উষ্ট্রী পেশ করি। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং সেই উষ্ট্রীটি এই - যা আমি আপনার খেদমতে এনেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তা গ্রহণ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বলেন : তোমার উপর যাকাত স্বরূপ এক বছর বয়সের

একটি উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়েছে, আর যদি তুমি খুশী হয়ে এর চাইতে উৎকৃষ্ট মাল প্রদান করতে চাও তবে আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দিবেন এবং আমরাও তা তোমার নিকট হতে গ্রহণ করব। তখন সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এটাই সেই মাল। এটা আমি আপনার খেদমতে এনেছি, কাজেই আপনি তা গ্রহণ করুন। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) যাকাত আদায়কারী ব্যক্তিকে তা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন এবং তার মালের বরকতের জন্য দু'আ করেন।

১০৪৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكَيْعٌ نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَاعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَاعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوَخَّذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءٍ هُمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَايَاكَ وَكَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ -

১৫৮৪। আহমাদ ইবন হাম্বল (র) ... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রা)-কে যামানে প্রেরণের সময় বলেন : তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা “আহলে কিতাব” (অর্থাৎ ঐশী গ্রন্থের অধিকার)। অতএব তুমি তাদেরকে নিম্নোক্ত কথা গ্রহণে আহ্বান করবে : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লা রাসূলুল্লাহ্। যদি তারা তা স্বীকার করে নেয় তবে তুমি তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর দিনরাত পাঁচ ওয়াজিব নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তুমি তাদের ধনীদের নিকট হতে তা গ্রহণ করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তুমি তাদের উত্তম মাল (যাকাত স্বরূপ) গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে এবং তুমি মযলুমের (অত্যাচারিতের) বদ-দু'আকে ভয় করবে। কেননা তার দু'আ ও আল্লাহর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নাই (অর্থাৎ মজলুমের বদ-দু'আ বিনা বাধায় আল্লাহর নিকট পৌঁছে যায়) - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১৫৪৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَعَدِّي (الْمُتَعَدِّيُّ) فِي الصَّدَقَةِ كَمَا نَعِيهَا .

১৫৪৫। কুতায়বা ইব্ন সাজিদ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাকাত আদায় করার মধ্যে অতিরঞ্জিতকারী ব্যক্তি যাকাত প্রদানে বাঁধাদানকারীর তুল্য -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৫. بَابُ رِضَا الْمُتَّصِدِّقِ

৫. অনুচ্ছেদ : যাকাত আদায়কারীকে রাখা

১৫৪৬ - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمَعْنِيِّ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِّنْ بَنِي سَدُوسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخِصَاصِيَّةِ قَالَ بِنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ وَمَا كَانَ اسْمَهُ بِشِيرًا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ بِشِيرًا قَالَ قُلْنَا إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا .

১৫৪৬। মাহ্দী ইব্ন হাফস ও মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ (র) ... বাশীর ইব্নুল খাসাসিয়াহ (রা) হতে বর্ণিত। রাবী ইব্ন উবায়দ তাঁর হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর অর্থাৎ রাবীর নাম প্রকৃতপক্ষে বাশীর ছিল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরবর্তী কালে তাঁর নাম বাশীর রাখেন। তিনি বলেন, একদা আমরা (বাশীরকে) জিজ্ঞাসা করি যে, যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের মাল হতে অতিরিক্ত পরিমাণ যাকাত আদায় করে থাকেন। কাজেই তারা যে পরিমাণ মাল অতিরিক্ত গ্রহণ করেন আমরা কি ঐ পরিমাণ মাল গোপন করে রাখব? তিনি বলেন, না।

১৫৪৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ .

১৫৮৭। হাসান ইব্ন আলী (র) ... আয়্যুব (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি তার বর্ণনায় আরো বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যাকাত আদায়কারীগণ পরিমাণের অতিরিক্ত যাকাত উসুল করে থাকে। ইমাম আবু দাউদ বলেন, রাবী আব্দুর রায্যাক এই হাদীছটি মা'মার পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

১০৮৮ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى قَالَا نَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْغُصْنِ عَنْ صَخْرِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغِضُونَ فَإِذَا جَاءُكُمْ وَكُمُ فَرَحِبُوا بِهِمْ وَخَلَوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلَا تَنْفُسُهُمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنْ تَمَّامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلِيَدْعُوا لَكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْغُصْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُصْنٍ -

১৫৮৮। আব্বাস ইব্ন আব্দুল আজীম (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন জাবের ইব্ন আতীক তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের নিকট এমন যাকাত আদায়কারীগণ আগমন করবে, যাদের আচরণে তোমরা অসন্তুষ্ট হবে। তথাপি তারা যখন তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদের স্বাগত জানাবে। অতঃপর তারা যাকাতস্বরূপ তোমাদের নিকট যা দাবী করে তোমরা তা প্রদান কর। যদি তারা ইনসাফের সাথে কাজ করে তবে তারা এর প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। আর যদি এ ব্যাপারে তারা জুলুম করে তবে এর জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হবে। তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। কেননা তাদের সন্তুষ্টির উপরেই তোমাদের যাকাত আদায় হওয়া নির্ভর করে। আর তোমরা তাদের সাথে এমন আচরণ করবে যাতে তারা তোমাদের জন্য দু'আ করে।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু হাফস-এর নাম ছাণিত ইব্ন কায়স ইব্ন গুসন।

১০৮৯ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سَلِيمَانَ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَعِيلَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ

يَعْنِي مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا
 مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيُظَلِّمُونَنَا قَالَ فَقَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ زَادَ عُمَانُ وَإِنْ ظَلَمْتُمْ قَالَ أَبُو كَامِلٍ
 فِي حَدِيثِهِ قَالَ جَرِيئٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ -

১৫৮৯। আবু কামিল (র) ... জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের কতিপয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে আগমন করেন। অতঃপর তারা বলেন, আমাদের নিকট যাকাত আদায়ের জন্য এমন লোক আসেন যারা বাড়াবাড়ি করে থাকেন। তখন তিনি (স) বলেন : তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যদি তারা আমাদের উপর জুলুমও করেন? জবাবে তিনি (স) বলেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসুলকারী ব্যক্তিদের খুশী রাখবে। রাবী উছমানের বর্ণনায় আরও আছে যে, যদিও তারা তোমাদের উপর জুলুম করে।

রাবী আবু কামিলের বর্ণনায় আছে যে, জারীর বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হতে এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর সমস্ত যাকাত আদায়কারীগণ আমার নিকট হতে সন্তুষ্ট মনে বিদায় গ্রহণ করেন -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

পারহ- ১০

দশম পারা

৬- بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

৬. অনুচ্ছেদ : যাকাত আদায়কারীর যাকাত প্রদানকারীদের জন্য দু'আ করা

১০৯- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ الْمَعْنِيُّ قَالَا نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ قَالَ فَآتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى -

১৫৯০। হাফস ইবন উমার (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (বাইআতুর রিদওয়ানে) বৃক্ষের নীচে শপথ গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন কোন কাওম (গোত্র) যাকাত নিয়ে আসত, তখন তিনি তাদের জন্য এইরূপ দু'আ করতেন : “ইয়া আল্লাহ! তুমি তাদের উপর রহম কর।” একদা আমার পিতা তাঁর নিকট যাকাতের মালসহ উপস্থিত হলে তিনি (স) বলেন : “ইয়া আল্লাহ! আপনি আবু আওফার বংশধরগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন।”

৭- بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانَ الْأَيْلِ

৭. অনুচ্ছেদ : উটের বয়স সম্পর্কে

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُهُ مِنَ الرَّيَّاشِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرَهُمَا وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شَمِيلٍ وَمِنْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ وَرَبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ قَالُوا يُسَمَّى الْحَوَارُ ثُمَّ الْفَصِيلُ إِذَا فَصَلَ ثُمَّ تَكُونُ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةِ إِلَى

تَمَامِ سِنَتَيْنِ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّلَاثَةِ فَهِيَ بِنْتُ لُبُونٍ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ فَهُوَ حَقٌّ وَحَقَّةٌ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرَكَّبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ وَهِيَ تَلْقَحُ وَلَا يَلْقَحُ الذَّكَرَ حَتَّى يَيْتَنِي وَيُقَالُ لِلْحَقَّةِ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ لِأَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ فَإِذَا طَعَنْتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَيْتَمَ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ وَالْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِينَنْدٌ ثَنِيٌّ حَتَّى يَسْتَكْمَلَ سِنًا فَإِذَا طَعَنَ فِي السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رُبَاعِيًّا وَالْأُنْثَى رُبَاعِيَّةً إِلَى تَمَامِ السَّابِعَةِ فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَالْقَى السِّنَّ السَّدِيسَ الَّذِي بَعْدَ الرُّبَاعِيَّةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسُدُسٌ إِلَى تَمَامِ الثَّامِنَةِ فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّسْعِ وَطَلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَارِزٌ أَيْ بَزَلَ نَابُهُ يَعْنِي طَلَعَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَاشِرِ فَهُوَ حِينَنْدٌ مُخْلَفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلَكِنْ يُقَالُ بَارِزٌ عَامٍ وَبَارِزٌ عَامِينَ وَمُخْلَفٌ عَامٍ وَمُخْلَفٌ عَامِينَ وَمُخْلَفٌ ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ إِلَى خَمْسِ سِنِينَ وَالْخُلْفَةُ الْحَامِلُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْجَذُوعَةُ وَقْتُ مَنْ الزَّمَنَ لَيْسَ بِسِنٍ وَفُصُولُ الْأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَإِنْشَدَ نَا الرِّيَاشِيُّ شِعْرًا :

إِذَا سُهَيْلٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعَ + فَابْنُ اللَّبُونِ الْحَقُّ وَالْحَقُّ جَذَعٌ
لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهَبْعِ + وَالْهَبْعُ الَّذِي يُوَلِّدُ فِي غَيْرِ حَنْبِهِ -

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি রায়্যাশী, আবু হাতিম ও অন্যদের নিকট হতে এই বর্ণনা শুনেছি এবং নাদর ইব্ন শুমায়েল ও আবু উবায়দের গ্রন্থে পেয়েছি, কোন কোন কথা তাদের একজনেই বলেছেন। তাঁরা বলেন, উটের বাচ্চাকে (যতক্ষণ মাতৃগর্ভে থাকে) “আল-হাওয়্যার”, “আল-ফাসীল (যখন ভূমিষ্ঠ হয়) ও বিন্ত মাখাদ (যে বাচ্চা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে), আর তিন বছর বয়সে পদার্পণকারী বাচ্চাকে “বিনতে লাবুন” বলা হয়। অতঃপর উটের বয়স পূর্ণ তিন বছর হতে চার বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বলা হয়, হিক্ক ও হিক্কাহ্। কেননা তখন হিক্কাহ বাহনের যোগ্য হয় বাচ্চা ধারণের উপযুক্ত হয় এবং যৌবনে পৌছে। কিন্তু হিক্কাহ ছয় বছরে না পৌছা পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক হয় না এবং হিক্কাহকে ‘তুরুকাতুল ফাহল’ও বলা হয়। কেননা ঐ সময় পুরুষ উট এর উপর কুঁদে পড়ে। অতঃপর

যখন তার বয়স পাঁচ বছরে পড়ে তখন তাকে জায়াআহ্ বলে এবং পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাকে এই নামেই আখ্যায়িত করা হয়। অতঃপর যখন তা ছয় বছরে পদার্পণ করে এবং সামনের দাঁত উঠে তখন তাকে ‘ছানা’ বলে – ছয় বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত! অতঃপর যখন তার বয়স সাত শুরু হয় তখন হতে সাত বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পুরুষ উষ্ট্রকে বলা হয় ‘ক্ববাস্’ এবং স্ত্রী উষ্ট্রিকে বলা হয় ‘ক্ববাইয়া’। অতঃপর তা যখন আট বছরে পদার্পণ করে তখন থেকে তাকে ‘সাদীস্’ বলে আট পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। যখন তা নয় বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে ‘বাযিল্’ বলা হয়। কারণ তখন তার কঁজু নির্গত হতে থাকে। অতঃপর উট যখন দশ বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে ‘মুখলিফ্’ বলে। এর পরে উটের আর কোন নামকরণ নাই। অবশ্য এর পরে তাকে এক বছরের বাযিল, দুই বছরের বাযিল ; এক বছরে মুখলিফ্, দুই বছরের মুখলিফ্, তিন বছরের মুখলিফ্, চার বছরের মুখলিফ্ এবং পাঁচ বছরের মুখলিফ্ বলা হয়ে থাকে। গর্ভবতী উষ্ট্রিকে ‘হালাফা’ বলে। আবু হাতেম বলেন, জুযুআহ্ হল কাল প্রবাহের একটা সময়, কোন দাঁতের নাম নয়। উটের বয়সের পরিবর্তন হয় সুহাইল (Canopus) তারকা উদ্ভিত হওয়ার সাথে সাথে। আবু দাউদ (রহ) বলেন, আর-রিয়াশী আমাদেরকে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে শুনান (অর্থ) :

“রাতের প্রথম প্রহরে যখন সুহাইল তারকা উদ্ভিত হল, তখন ইব্ন লাবূন হিক্কা হয়ে গেল এবং হিক্কাহ জায়াআহ্ হয়ে গেল। হুবা ছাড়া এমন কোন বয়স নাই যা (সুহাইল তারকা উদয় থেকে) গণনা করা যায় না, হুবা সেই উষ্ট্রী শাবককে বলা হয় যা সুহাইল তারকা উদয়কালে ভূমিষ্ঠ হয় না, বরং অন্য সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়।”

৪. بَابُ آيِنَ تَصَدَّقِ الْأَمْوَالُ

৮. অনুচ্ছেদ : যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাদের নিকট হতে কোন স্থানে যাকাত গ্রহণ করবে

১০৭১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَبَبٌ وَلَا جَنْبٌ وَلَا تُؤَخِّدُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ -

১৫৯১। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আমার ইব্ন শুআয়েব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যাকাত আদায়কারী (যাকাত প্রদানকারীকে) দূরে টেনে নিবে না এবং যাকাতদাতা নিজের মাল দূরে সরিয়ে রাখবে না (যাতে লেনদেনে কষ্ট না হয়) ; আর তাদের যাকাতের মাল, তাদের ঘর-বাড়ি ব্যতীত অন্য কোথাও হতে গ্রহণ করা চলবে না।

১০৭২ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ فِي قَوْلِهِ لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَأْشِيَةَ فِي مَوَاضِعِهَا وَلَا تُجَلَّبُ إِلَى الْمُصَدَّقِ وَالْجَنْبُ عَنْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا لَا يَجْنِبُ أَصْحَابُهَا يَقُولُ وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتَجْنِبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُوَخَّذُ فِي مَوْضِعِهِ -

১৫৯২। আল-হাসান ইব্ন আলী যাকুব ইব্ন ইব্রাহীমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে **ولا جلب ولا جنب** সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি : চতুস্পদ জন্তুর অবস্থানের স্থানেই এগুলোর যাকাত দিতে হবে। আর যাকাত আদায়কারীর নিকট এগুলো নিতে হবে না এবং মালের যাকাত প্রদানকারীগণ এগুলো দূরে সরিয়ে রাখবে না। আর যাকাত আদায়কারী যাকাত দাতাদের নিকট হতে দূরেও অবস্থান করবে না, বরং চতুস্পদ জন্তু যেখানে থাকে সেখান হতেই যাকাত আদায় করবে -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

৯- بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

৯. অনুচ্ছেদ : যাকাত দিয়ে তা পুনরায় ক্রয় করা

১০৭৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يَبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَاعَهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ -

১৫৯৩। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস্লামা (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য একটি ঘোড়া দান করেন। অতঃপর তিনি তা বিক্রী হতে দেখে খরিদ করতে মনস্থ করেন। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি (স) বলেন : তুমি তা খরিদ কর না এবং তোমার সদকার মাল ফেরত লইও না -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১. بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

১০. অনুচ্ছেদ : দাস-দাসীতে যাকাত

১০৯৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَاضٍ قَالَا نَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةُ
الْفَطْرِ فِي الرَّقِيقِ -

১৫৯৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : ঘোড়া ও দাস-দাসীতে কোন যাকাত নাই। কিন্তু
দাস-দাসীর পক্ষ থেকে সদাকা তুল ফিতর (ফেতরা) দিতে হবে - - (মুসলিম)।

১০৯৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ -

১৫৯৫। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ও মালিক (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন মুসলমানের জন্য তার
দাস-দাসী ও ঘোড়ায় কোন যাকাত নাই - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন
মাজা)।

১১. بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

১১. অনুচ্ছেদ : কৃষিজ ফসলের যাকাত

১০৯৬ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعَيْنُونُ
أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعَشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ -

১৫৯৬। হারুন ইব্ন সাঈদ (র) ... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে যমীন

বৃষ্টি, নদী ও কুয়ার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা যে পানি সেচের আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না — এমন ক্ষেতের ফসলের যাকাত হল ‘উশর বা উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ। আর যে যমীতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সিঞ্চিত হয় — তার যাকাত হল নিস্ফে উশর বা উশরের অর্ধেক — (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা) ।

১৫৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيُونُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ -

১৫৯৭। আমহাদ ইব্ন সালেহ ও আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াহ্ব (র) ... জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে যমীন নদী-নালা ও কূপের পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তার যাকাত হল ‘ উশর । ১২ আর যে যমীন কৃত্রিম উপায়ে সিঞ্চিত হয় তার যাকাত হল অর্ধ ‘উশর - - (মুসলিম, নাসাঈ) ।

১৫৭৮ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ وَابْنُ الْأَسْوَدِ الْعَجَلِيُّ قَالَا قَالَ وَكَيْعُ الْبَعْلِ الْكُبُوسُ الَّذِي يَنْبْتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ الْأَسْوَدِ وَقَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَدَمَ سَأَلْتُ أَبَا أَيَّاسٍ الْأَسَدِيَّ فَقَالَ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ -

১৫৯৮। আল-হায়ছাম ইব্ন খালিদ আল-জুহানী ও ইবনুল আস্ওয়াদ আল-আজালী (র) বলেন, ওয়াকী (রহ) বলেছেন, **البعل كبوس** হল সেই ফসল, যা বৃষ্টির পানির সাহায্যে জন্মে। ইবনুল আস্ওয়াদ বলেন, ইয়াহুইয়া ইব্ন আদাম বলেছেন, আমি আবু আয়্যাস আল-আসাদীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তা হল ঐ ফসল যা বৃষ্টির পানির সাহায্যে উৎপন্ন হয়।

১৫৭৯ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

১। উশর : কৃষিজ উৎপাদনের উপর যে যাকাত দিতে হয় তাকে আইনের পরিভাষায় ‘উশর’ বলে। শব্দটির অর্থ ‘এক-দশমাংশ’।

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذْ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّأَةَ مِنَ
الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ مِنَ الْأَيْلِ وَالْبَقْرَةَ مِنَ الْبَقَرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَبَّرْتُ قَنَاءَةً
بِمِصْرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَبْرًا وَرَأَيْتُ أُتْرَجَةً عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصِيرَتْ
عَلَى مِثْلِ عَدْلَيْنِ -

১৫৯৯। আবু রবী ইবন সুলায়মান (র) ... মুআয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে যামানে শ্রমের সময়ে বালেন : উৎপন্ন
ফসল হতে ফসল, বকরী পাল হতে বকরী, উটের পাল হতে উট এবং গরুর পাল হতে গরু
যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে; যখন এদের সংখ্যা পঁচিশ বা তদুর্ধ্ব হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মিসরে একটি শসা মেপেছি তের বিঘত (সাড়ে ছয় হাত)
লম্বা এবং একটি লেবু (বাতাবি) দেখেছি, যা দুই টুকরা করে একটি উটের পিঠে বোঝাই করা
ছিল দুইটি বোঝা সদৃশ।

১২- بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

১২. অনুচ্ছেদ : মধুর যাকাত

১৬০০- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ نَا مُوسَى بْنَ أَعِينٍ عَنْ عَمْرٍو
بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هَلَالٌ
أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورٍ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ
سَأَلَهُ أَنْ يُحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلْبَةٌ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِيَّ فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سَفْيَانُ بْنُ
وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ آدَى إِلَيْكَ مَا كَانَ
يُودَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورٍ نَحْلٍ فَاحْمِ لَهُ سَلْبَةً
وَالْأَفَانِمَا هُوَ ذُبَابٌ غَيْثٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ -

১৬০০। আহমাদ ইবন আবু শুআইব (র) ... আমর ইবন শুআইব (র) থেকে
পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী মুতআন গোত্রের সদস্য
হিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর মধুর উশর নিয়ে

উপস্থিত হন। তিনি নবী করীম (স)-এর নিকট সালবা' নামক উপত্যকাটি জায়গীর চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উক্ত উপত্যকা তাকে জায়গীর দেন। অতঃপর হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন সুফিয়ান ইব্ন ওয়াহ্ব তাঁর সম্পর্কে জানতে চেয়ে একখানি পত্র লেখেন। এর জবাবে উমার (রা) তাঁকে লিখে জানান, সে রাসূলুল্লাহ (স) -কে মধুর যে উশর দিত তা যদি তোমাকে দিতে থাকে তবে সালবা উপত্যকায় তার জায়গীর বহাল রাখ। অন্যথায় তা বনের মৌমাছি হিসাবে গণ্য হবে এবং যে কোন ব্যক্তি তার মধু খেতে পারবে।

১৬.১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّبِّيِّ نَا الْمُغِيرَةَ وَنَسَبَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزُومِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٍ مَنْ فَهَمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مَنْ كُلِّ عَشْرٍ قَرَبٍ قَرَبَةٌ وَقَالَ سَفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّقْفِيُّ قَالَ وَكَانَ يُحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَهُمْ -

১৬০১। আহ্মাদ ইব্ন আবদাহ (র) ... আমর ইব্ন শুআইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। শাবাবা ছিল ফাহ্ম গোত্রের উপগোত্র। অতঃপর তিনি এইরূপ বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক দশ মশকের জন্য এক মশক যাকাত দিতে হবে। সুফিয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ আছ-ছাকাফী তাদেরকে দুইটি উপত্যকার জায়গীর দেন। তারা তাঁকে ঐরূপ (মধুর) যাকাত প্রদান করতেন, যেভাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তা প্রদান করতেন। তিনি (সুফিয়ান) তাদের জায়গীর স্বত্ব বহাল রাখেন - - (নাসাই, ইব্ন মাজা)।

১৬.২ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمُؤَدِّنُ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهَمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيرَةَ قَالَ مَنْ عَشْرٍ قَرَبٍ قَرَبَةٌ وَقَالَ وَادِيَيْنِ لَهُمْ -

১৬০২। আর-রবী ইব্ন সুলায়মান (র) ... আমর ইব্ন শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। ফাহ্ম গোত্রের একটি শাখা ... মুগীরার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। প্রত্যেক দশ মশকের জন্য যাকাত এক মশক। অতঃপর রাবী বলেন, ঐ দুইটি উপত্যকার মালিক ছিলেন তারা।

১৩- بَابُ فِي خَرْصِ الْعَنْبِ

১৩. অনুচ্ছেদঃ যাকাতের জন্য অনুমানপূর্বক আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ

১৬.৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ نَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَلْسَيْبٍ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعَنْبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤَخَذَ زَكَاتُهُ زَيْبًا كَمَا تُؤَخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا -

১৬০৩। আব্দুল আযীয ইব্নুস সারী (র) ... আত্তাব ইব্ন উসায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুমানে আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন, যেভাবে অনুমানে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং শুকনা আঙ্গুর (কিসমিস) যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে, যে রূপ খেজুরের যাকাতস্বরূপ শুকনা খেজুর গ্রহণ করা হয় - (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

১৬.৪ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ اسْحَقَ الْمُسَيْبِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ -

১৬০৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আল-মুসায়্যাবী (র) ... ইব্ন শিহাব (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

১৪- بَابُ فِي الْخَرْصِ

১৪. অনুচ্ছেদঃ (যাকাতের জন্য) গাছের ফলের পরিমাণ অনুমানে নির্ণয় করা

১৬.৫ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَصْتُمْ فَجَدُّوْا وَدَعُّوْا التُّلْثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُّوْا أَوْ تَجِدُوا التُّلْثَ فَدَعُّوْا الرَّبْعَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ التُّلْثَ لِلْحَرْفَةِ -

১৬০৫। হাফ্‌স ইব্ন উমার (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন মাস'উদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইব্ন আবু হাছমাহ (রা) আমাদের সভায় আগমন করেন এবং বলেন

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দেন : তোমরা যখন (ফলের পরিমাণ) অনুমান কর তখন দুই-তৃতীয়াংশ (হিসাবে) ধর এবং এক-তৃতীয়াংশ (হিসাব থেকে) বাদ দাও। যদি এক-তৃতীয়াংশ না পাও বা বাদ দিতে না পার তবে এক-চতুর্থাংশ বাদ দাও -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।^১

১৫. بَابُ مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

১৫. অনুচ্ছেদ : কখন খেজুরের পরিমাণ অনুমান করবে ?

১৬.৬ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَانَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُوَكَّلَ مِنْهُ -

১৬০৬। ইয়াহুইয়া ইব্ন মুঈন (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি খায়বার বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে খায়বারের যাহুদীদের নিকট প্রেরণ করতেন। তিনি গাছের খেজুরের পরিমাণ অনুমান করতেন — যখন তা উপযুক্ত অবস্থায় পৌঁছতো এবং খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে।

১৬. بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ التَّمْرَةِ فِي الصَّدَقَةِ

১৬. অনুচ্ছেদ : যে ফল যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয নয়

১৬.৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبَادٌ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَعْرُورِ وَلَوْ مِنَ الْحَبِيقِ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَسْنَدُهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلَيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

১. অর্থাৎ যে পরিমাণ যাকাত অনুমানে নির্ধারণ করা হবে তা থেকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ যাকাতদাতাকে ছেড়ে দিবে। কারণ অনুমানে কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ফল বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। — (স.স.)

১৬০৭। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন ফারিস (র) ... আবু উমামা ইব্ন সাহল (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জারুর ও লাওনুল ছবায়েক যাকাত হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (রহ) বলেন, এটা মদীনার খেজুরের দুইটি প্রকার বিশেষ। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আবুল ওয়ালীদ হতে, তিনি সুলায়মান ইব্ন কাছীর হতে, তিনি ইমাম যুহরী হতে উপরোক্ত সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

১৬.৮ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ نَا يَحْيَىٰ يَعْنِي الْقَطَّانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلِقَ رَجُلٌ قَنَا حَشْفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقَنُو وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبِ مِنْهَا وَقَالَ إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشْفَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ -

১৬০৮। নাসর ইব্ন আসিম (র) ... আওফ ইব্ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে আমাদের নিকট প্রবেশ করেন, তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি। এক ব্যক্তি এক গুচ্ছ হাশাফ (নিকৃষ্ট মানের খেজুর) ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি (স) ঐ গুচ্ছের উপর লাঠির আঘাত হেনে বলেন : এই যাকাত-দাতা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উত্তম মাল যাকাত হিসাবে প্রদান করতে পারত। তিনি (স) আরও বলেনঃ এই যাকাত-দাতাকে কিয়ামতের দিন এই 'হাশাফ'-ই খেতে হবে — (নাসার, ইব্ন মাজা)।

১৭. بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

১৭. অনুচ্ছেদ : সদাকাতুল ফিতর (ফিতরা)

১৬.৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ نَا مَرْوَانَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ نَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخٌ صَدُوقٌ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرَوِي عَنْهُ نَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَحْمُودُ الصَّدْفِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ

الصَّلَاةِ فِيهِ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فِيهِ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ -

১৬০৯। মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ আদ-দিমাশকী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিতর — রোযাকে বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এবং মিস্কীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি তা (ঈদুল ফিতরের) নামাযের পূর্বে দান করে তা কবুল হওয়া যাকাত হিসাবে গণ্য। আর যে ব্যক্তি তা নামাযের পরেপরিশোধ করে তা অন্যান্য সাধারণ দান-খয়রাতের অনুরূপ হিসাবে গণ্য -- (ইব্ন মাজা)।

১৮- بَابُ مَتَى تُؤَدَّى

১৮. অনুচ্ছেদ : সদাকাতুল ফিতর প্রদানের সময়

১৬১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ -

১৬১০। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সদাকাতুল ফিতর, লোকদের ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। নাফে (রহ) বলেন, ইব্ন উমার (রা) ঈদুল ফিতরের এক বা দুই দিন পূর্বে সদাকাতুল ফিতর প্রদান করতেন -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১৯- بَابُ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

১৯. অনুচ্ছেদ : কি পরিমাণ সদাকাতুল ফিতর দিতে হবে তার বর্ণনা

১৬১১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا مَالِكٌ وَقَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِّنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

১৬১১। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিতর নিধারিত করেছেন (আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা এই হাদীছ সম্পর্কে বলেন, মালিক আমাদের নিকট এরাপে বর্ণনা করেছেন — রমযানের সদাকাতুল ফিতর) এক সাঁ খেজুর কিংবা এক সাঁ বার্লি প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস এবং নর-নারী নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য দেয় - - (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

১৬১২ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ نَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ زَادَ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ سَعِيدُ الْجُمَحِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

১৬১২। ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিতর (মাথাপিছু) এক সাঁ নির্ধারণ করেছেন ... (আমর ইব্ন নাফে) মালিক বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে : “ছোট এবং বড় সকলের পক্ষ থেকে। আর তিনি (স) তা ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য লোকদের বের হওয়ার পূর্বে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আব্দুল্লাহ আল-উমারী (রহ) নাফে হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাতে “প্রত্যেক মুসলমানের উপর নিধারিত” কথা আছে। সাঈদ আল-জুমাহী, উবায়দুল্লাহ হতে, তিনি নাফে হতে বর্ণনা করেছেন, তাতে “মুসলমানদের থেকে” কথাটি আছে। তবে রাবী উবায়দুল্লাহ হতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ বর্ণনায় مِنَ الْمُسْلِمِينَ (মুসলমানদের থেকে) কথাটা নাই।

১৬১৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفْضَلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَعِيلَ نَا أَبَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ

شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى وَالذَّكْرَ وَالْأُنْثَى
قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي الْعُمَرَى فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ
ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى -

১৬১৩। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আব্দুল্লাহ্ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) সদকায়ে ফিতর এক সা^১ খেজুর বা এক সা বার্লি নির্ধারণ করেছেন, ছোট বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের উপর। রাবী মুসা আরও বর্ণনা করেছেন, “নর ও নারীর (জন্যও দেয়)। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছে আয়ুব ও আব্দুল্লাহ্ আল-উমারী নিজেদের বর্ণনায় নাফে-র সূত্রে পুরুষ অথবা নারীর কথাও উল্লেখ করেছেন - - (বুখারী, মুসলিম)।

١٦١٤ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ رَوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفَطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سَلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً مَكَانَ صَاعٍ مِّنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ -

১৬১৪। আল-হায়ছাম ইব্ন খালিদ (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মাথাপিছু এক সা পরিমাণ বার্লি অথবা খেজুর বা বার্লি জাতীয় শস্য, অথবা কিসমিস সদকায়ে ফিতর প্রদান করত। রাবী (নাফে) বলেন, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন : অতঃপর হযরত উমার (রা)-র সময় যখন গমের ফলন অধিক হতে থাকে, তখন তিনি আধা সা গমকে উল্লেখিত বস্তুর এক সা-এর সম পরিমাণ নির্ধারণ করেন - - (নাসাঈ)।

١٦١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بَرٍّ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ التَّمْرَ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ -

১. এ দেশীয় ওজনে এক সা = তিন সের এগার ছটাক।

১৬১৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরবর্তী কালে লোকেরা (উমারের) অর্ধ সাঁ গম দিতে থাকে। নাফে বলেন, আর হযরত আবদুল্লাহ (রা) সদকায়ে ফিতর হিসাবে শুকনা খেজুর প্রদান করতেন। অতঃপর কোন এক বছর মদীনায় শুকনা খেজুর দূষণপ্রাপ্য হওয়ায় তাঁরা সদকায়ে ফিতর হিসাবে বালি প্রদান করেন - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

১৬১৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنِ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فَيْئًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكْوَةَ الْفَطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقْطٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجْهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنْ مَدِينٍ مِّنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ تَعْدُلُ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عَشْتُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عَلِيَّةٍ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ اسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حَزَامٍ عَنْ عِيَاضِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَلِيَّةٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ -

১৬১৬। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে (জীবিত) ছিলেন, তখন আমরা সদকায়ে ফিতর আদায় করতাম — প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে এক সাঁ পরিমাণ খাদ্য (খাদ্যশস্য) বা এক সাঁ পরিমাণ পনির বা এক সাঁ বালি বা এক সাঁ খোরমা অথবা এক সাঁ পরিমাণ কিস্মিস্। আমরা এই হিসাবে সদকায়ে ফিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম — এবং অবশেষে মুআবিয়া (রা) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ পূর্বক ভাষণ দেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সিরিয়া থেকে আগত দুই ‘মদ’ গম এক সাঁ খেজুরের সম পরিমাণ। তখন লোকেরা তাই গ্রহণ করেন। কিন্তু আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি যত দিন জীবিত আছি, সদকায়ে ফিতর এক সাঁ হিসাবেই প্রদান করতে থাকব - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

১. দুই ‘মদ’ হল : এক সাঁ -এর অর্ধেক ; অর্থাৎ একসের সাড়ে তের ছটাক।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইব্ন উলাইয়্যা ও আবদা প্রমুখ রাবীগণ নিজ নিজ সূত্রে আবু সাঈদ (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে উপরোক্ত রাবীগণের মধ্যে একজন - ইব্নে উলাইয়্যা হতে (অথবা এক সর্গম) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সুরক্ষিত নয়।

১৬১৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اسْمَعِيلُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحَنْطَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ذَكَرَ مُعَاوِيَةَ بْنَ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بَرٍّ وَهُوَ وَهُمْ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ أَوْ مِنْ رِوَاةٍ عَنْهُ -

১৬১৭। মুসাদ্দাদ (র) থেকে ইসমাঈলের সূত্রে বর্ণিত এ হাদীছে 'গমের' উল্লেখ নাই। ইমাম আবু দাউদ বলেন, মুআবিয়া ইব্ন হিশাম উক্ত হাদীছে ছাওরী হতে, তিনি য়ায়েদ ইব্ন আস্লাম হতে, তিনি ইয়াদ হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে যা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ "অর্ধ সর্গম" তা মুয়াবিয়া ইব্ন হিশামের ধারণা মাত্র, অথবা যাঁরা তাঁর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের অনুমান মাত্র।

১৬১৮ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَىٰ أَنَا سَفْيَانُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ سَمِعَ عِيَّاضًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ لَا أَخْرَجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا أَنَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقْطٍ أَوْ زَبِيبٍ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَىٰ زَادَ سَفْيَانُ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ قَالَ حَامِدٌ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سَفْيَانُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ ابْنِ عِيَّانَةَ -

১৬১৮। হামিদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ... ইব্ন আজলান ইয়াদ (রহ)-কে বলতে শুনেছেন - আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমি সব সময়ই (সকল বস্তু হতে) সদকায়ে-ফিতর হিসাবে এক সর্গ পরিমাণই আদায় করতে থাকব। কেননা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে খেজুর, বার্লি, পনির ও কিস্মিস সদকায়ে ফিতর হিসাবে এক সর্গ করে আদায় করতাম। এটা ইয়াহইয়া বর্ণিত হাদীছ। তবে সুফিয়ানের বর্ণনায় আরও আছে : "অর্থাৎ এক সর্গ আটা"। রাবী হামিদ বলেন, মুহাদ্দিছগণ এটা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় সুফিয়ান এটা পরিহার করেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই

অতিরিক্ত বর্ণনা ইবন উয়ায়নার (অর্থাৎ সুফিয়ানের) একটি ধারণা মাত্র -- (বায়হাকী, মুসলিম)।

২. - بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ

২০. অনুচ্ছেদ : অর্ধ সা গম প্রদানের বর্ণনাসমূহ

১৬১৭ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعِيرٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِّنْ بَرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حَرٌّ أَوْ عَبْدٌ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى أَمَا غَنِيكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَا فَقِيرُكُمْ فَيُرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ غَنِيٌّ أَوْ فَقِيرٌ -

১৬১৯। মুসাদ্দাদ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন হালাবা অথবা হালাবা ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবী সুআয়র (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হরশাদ করেছেন : ছোট বা বড়, স্বাধীন বা ক্রীতদাস, নর বা নারী তোমাদের প্রতি দুইজনের পক্ষ থেকে এক সা গম বা খেজুর নিধারিত করা হল। তোমাদের মধ্যে যারা ধনী — তাদের আল্লাহ পবিত্র করবেন এবং যারা গরীব — তাদেরকে আল্লাহ তাদের দানের তুলনায় আরও অধিক দান করবেন। রাবী সুলায়মান তাঁর হাদীছে ‘গনী অথবা ফকীর শব্দ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

১৬২. - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الدَّرِّ ابْحَرْدِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ نَا هَمَّامٌ نَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا هَمَّامٌ عَنْ بَكْرِ الْكُوفِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ بَكْرٌ بْنُ وَائِلٍ بْنُ دَاوُدَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صَعِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةٍ

الْفِطْرِ صَاعٌ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلَيَّ فِي حَدِيثِهِ أَوْ صَاعٌ
بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحَرِّ وَالْعَبْدِ -

১৬২০। আলী ইব্নুল হাসান (র) ... ছালাবা ইব্ন আবদুল্লাহ্ অথবা (রাবীর সন্দেহ) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছালাবা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। অপর পক্ষে মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া আন-নিশাপুরী ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছালাবা ইব্ন সাগীর তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এক সাঁ খেজুর অথবা এক সাঁ পরিমাণ বালি সদকায়ে ফিতর হিসাবে দেওয়ার নির্দেশ দেন। রাবী আলী ইব্ন হাসানের হাদীছে আরও আছে :
براقمح (উভয় শব্দের অর্থ অভিন্ন)। অতঃপর উভয় রাবী (আলী ইব্ন হাসান ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া) এক হয়ে বর্ণনা করেছেন : ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস সকলের পক্ষ হতে (সদকায়ে ফিতর) আদায় করতে হবে।

١٦٢١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ
شِهَابٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ قَالَ أَحْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ الْعَدَوِيُّ وَإِنَّمَا هُوَ
الْعَذْرِيُّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنَى
حَدِيثِ الْقُرْآنِ -

১৬২১। আহম্মাদ ইব্ন সালেহ (র) ... ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছালাবা আর ইব্ন সালেহ (র) তার সাথে আল-আদাবী অর্থাৎ আল-আযরী যোগ করেছেন। রাবী 'আযরী বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দুই দিন পূর্বে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন ... আল মুকরীর (আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ) হাদীছের অনুরূপ।

١٦٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ قَالَ خَطَبَ بَنُ عَبَّاسٍ فِيهِ أَخْرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْرَجُوا

صَدَقَّةٌ صَوْمِكُمْ فَكَانَ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَالَ مَنْ هَهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمُوا
إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نَصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ
حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيَّ رَأَى رَخْصَ السَّعْرِ
قَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ حَمِيدٌ وَكَانَ
الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ -

১৬২২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... আল-হাসান (আল-বসরী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইবন আব্বাস (রা) রমযানের শেষভাগে বসরার (মসজিদের) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন এবং বলেন : তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত (সদকায়ে ফিতর) প্রদান কর। উপস্থিত জনগণ তাঁর বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হলে তিনি সেখানে উপস্থিত মদীনার লোকদের সম্বোধন করে বলেন : তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট যাও এবং তাদের এ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান কর, কেননা তারা বুঝতে পারছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই সদকাহ — এক সা পরিমাণ খেজুর বা বালি অথবা অর্ধ সা পরিমাণ গম—প্রত্যেক স্বাধীন — ক্রীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর ধার্য করেছেন। অতঃপর হযরত আলী (রা) যখন (বসরায়) এলেন তখন জিনিসপত্রের দর কম দেখে বলেন : এখন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে প্রাচুর্য দান করেছেন। কাজেই তোমরা যদি প্রত্যেক বস্ত হতে সদকাহ (সদকায়ে-ফিতর) হিসাবে এক সা পরিমাণ প্রদান কর (তবে ভালো হত)। রাবী হুমায়দ বলেন, হাসান এই মত পোষণ করতেন যে, রমযানের ফিতর (সদকায়ে ফিতর) কেবল রোযাদার ব্যক্তির উপর ওয়াজিব — (আহমাদ, নাসাঈ)।

২১. بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

২১. অনুচ্ছেদ : অবিলম্বে (অগ্রিম) যাকাত ফেতরা পরিশোধ কর

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا شَبَابَةَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَّ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَالِيدِ وَالْعَبَّاسُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَانْكُمُ تَظْلُمُونَ خَالِدًا فَقَدْ احْتَبَسَ ادْرَاعَهُ
وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَهِيَ عَلَى وَمِثْلَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو الْأَبِ أَوْ صِنُو أَبِيهِ -

১৬২৩। আল-হাসান ইবনুস-সাববাহ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। ইবন জামীল, খালিদ ইবনুল ওলীদ এবং আব্বাস (রা) যাকাত প্রদানে বিরত থাকেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : ইবন জামীল যাকাত প্রদানে অনিচ্ছুক কেন? আসলে সে তো গরীব ছিল, এখন আল্লাহ্ তাকে ধনী করেছেন। আর খালিদ ইবনুল ওলীদের প্রতি তোমরা যুলুম করেছ (অর্থাৎ তার উপর যাকাত ফরজ নয়)। কেননা সে তো তার লৌহবর্ম ওয়াকফ করেছিল এবং তার সমুদয় যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহ্র পথে যুদ্ধের জন্য দিয়ে দিয়েছে। আর আব্বাস, তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচা, তাঁর যাকাত আদায় ও অনুরূপ খরচপত্রের ভার আমাকেই বহন করতে হবে। অতঃপর তিনি (স) বলেন : তুমি কি অবগত নও যে, কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমতুল্য বা তার পিতার মতই? - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)।

١٦٢٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا اسْمُعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ -

১৬২৪। সাঈদ ইবন মানসূর (র) ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট (সময়ের পূর্বে) দ্রুত যাকাত প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (স) তাঁকে অনুমতি দান করেন - - (তিরমিযী, ইবন মাজা)। আরও একটি সূত্রে হুশাইম থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং এই শেখোক্ত সূত্রটি অধিকতর সহীহ।

২২. بَابُ فِي الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

২২. অনুচ্ছেদ : এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাকাত সামগ্রী খরচ করা সম্পর্কে

১৬২৫ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبِي أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ عُمَرَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعُمَرَ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَالْمَالُ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৬২৫। নাসর ইবন আলী (র) ... ইব্রাহীম ইবন আতা (র) তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, যিয়াদ অথবা অন্য কোন শাসক ইমরান ইবন হুসায়েন (রা)-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর ইমরান (রা) ফিরে এলে তিনি (আমীর) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, যাকাতের মাল কোথায়? তিনি বলেন : আপনি আমাকে যাকাতের যে মাল আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন, তা আমরা সেই সমস্ত স্থান হতে আদায় করেছি; যেখান হতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে আদায় করতাম, আর তা সেই সমস্ত স্থানে খরচ করেছি, যেখানে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে ব্যয় করতাম (অর্থাৎ যেখানে আদায় করা হত সেই এলাকার গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হত) -- (ইবন মাজা)।

২৩. بَابُ مَنْ يَعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الْغِنَى

২৩. অনুচ্ছেদ : যাকাত কাকে দিতে হবে এবং কাকে ধনী বলা যায়

১৬২৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ نَا سُفْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يَغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ خَمْسُونَ دِينَارًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ يَحْيَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ حِفْظِي أَنْ

شُعْبَةَ لَا يَرَوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَبْرِ فَقَالَ سَفِيَانُ فَقَدْ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ -

১৬২৬। আল-হাসান ইব্ন আলী (র) ... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায় অথচ তার নিকট যা আছে — তা তার জন্য যথেষ্ট, সে কিয়ামতের দিন স্বীয় চেহারায অসংখ্য জখম, নখের আঁচড় ও ক্ষত সহ আগমন করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধনী কে? তিনি বলেন : পঞ্চাশ দিরহাম অথবা পঞ্চাশ দিরহাম মূল্যের পরিমাণ স্বর্ণ (যার কাছে থাকবে সে ভিক্ষা করতে পারবে না) — তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ, আহমাদ)।

ইয়াহুইয়া (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উছমান (র) সুফিয়ানকে বলেন, আমার স্মরণ আছে যে, শোবা (রহ) হাকীমের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন না। সুফিয়ান বলেন, যুবায়দ (রহ) মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদেদের সূত্রে তা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ نَزَلَتْ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ لِي أَهْلِي اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ لِعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطَى مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أَوْقِيَةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ الْحَافَا قَالَ الْأَسَدِيُّ فَقُلْتُ لَطْفَحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِّزْ أَوْقِيَةٍ وَالْأَوْقِيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ أَوْ كَمَا قَالَ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ -

১৬২৭। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ... আতা ইব্ন য়াসার (রহ) বনা আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি এবং আমার পরিবার-পরিজন (মদীনার নিকটবর্তী) বাকী আল-গারকাদে গিয়ে অবতরণ করি। তখন আমার স্ত্রী আমাকে বলে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যান এবং তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করুন যা আমরা আহার করতে পারি। আর আমার পরিবারের লোকেরাও তাদের প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করতে থাকে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দেখতে পাই যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করছে আর রাসূলুল্লাহ (স) বলছেন : আমার নিকট এমন কিছু নাই যা আমি তোমাকে দিতে পারি। অতঃপর সে তাঁর দরবার হতে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় বলতে থাকে : আমার জীবনের শপথ ! নিশ্চয় আপনি আপনার পসন্দসই লোককে দিয়ে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : লোকটি আমার উপর অসন্তুষ্ট হল, কিন্তু আমার নিকট দেওয়ার মত কিছুই নাই। অতঃপর তিনি আরো বলেন : তোমাদের মধ্যে যারা ভিক্ষা চায়, আর সে এক আওকিয়া^১ বা তার সমপরিমাণ মূল্যের মালের মালিক সে অবশ্যই উত্যক্ত করার জন্য ভিক্ষা চায়। আসাদী বলেন, তখন আমি (মনে মনে) বলি, আমাদের উষ্ট্রী আওকিয়া হতে উত্তম। আর আওকিয়া হল চল্লিশ দিরহামের সমান। রাবী বলেন, আমি তাঁর (স) নিকট কিছুই না চেয়ে ফিরে আসি। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে কিছু গম ও কিসমিস এলে তিনি তার অংশবিশেষ আমাদেরও দান করেন, অথবা (রাবীর সন্দেহ) যেমন তিনি বলেছেন, এমনকি আল্লাহ তাআলা এর বদৌলতে আমাদেরকে মালদার বানিয়ে দেন — (নাসাঈ)।

১৬২৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةٌ أَوْقِيَةٌ فَقَدْ أَحْفَ فَقُلْتُ نَأَقْتِي الْيَقُوتَةُ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ أَوْقِيَةٍ قَالَ هَشَامٌ خَيْرٌ مِّنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ فَلَمْ أَسْأَلْهُ شَيْئًا زَادَ هَشَامٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَتْ الْأَوْقِيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا -

১. আওকিয়া হল : রৌপ্যের ওজন, যার পরিমাণ হল এক তোলা সাত মাশা। অন্য বর্ণনায় আওকিয়া হল : চল্লিশ দিরহামের সমান।

১৬২৮। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায়, আর তার নিকট এক আওকিয়া পরিমাণ মূল্যের বস্ত্র থাকে সে অসংগতভাবে ভিক্ষা চায়। অতঃপর আমি (মনে মনে) বলি, আমার যাকূত নাম্নী উষ্ট্রী তো এক আওকিয়ার চাইতেও উত্তম। রাবী হিশাম বলেন, চল্লিশ দিরহাম হতেও উত্তম। অতঃপর আমি তার নিকট কিছু প্রার্থনা না করে প্রত্যাবর্তন করি। হিশাম তাঁর হাদীছে আরও বর্ণনা করেছেন যে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে এক আওকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমপরিমাণ মূল্যের ছিল -- (নাসাঈ)।

১৬২৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا مَسْكِينٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ
عَنْ رَيْبَعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ نَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ قَدِمَ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيْنَةُ بْنُ حَصْنٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ
فَسَأَلَاهُ فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَاهُ وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا فَأَمَّا الْأَقْرَعُ
فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَأَنْطَلَقَ وَأَمَّا عِيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ حَامِلًا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي
مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمَّسِ فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةَ بِقَوْلِهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَاِنَّمَا يَسْتَكْتَرُ
مِنَ النَّارِ وَقَالَ النَّفِيلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ جَمْرٍ جَهَنَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَمَا يُغْنِيهِ وَقَالَ النَّفِيلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا الْغَنَى الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ
قَالَ قَدَرُ مَا يُغْدِيهِ وَيُعْشِيهِ وَقَالَ النَّفِيلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبْعُ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٌ أَوْ لَيْلَةٌ وَيَوْمٌ وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصِرًا عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْتُ -

১৬২৯। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র) ... সাহল ইবনুর-রাবী আল-হানযালীয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উয়ায়না ইবন হিস্ন ও আল - আকরা ইবন হাবিস্ আগমন করে। তারা উভয়ে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের প্রার্থনার অনুরূপ মাল প্রদানের নির্দেশ দেন এবং মুআবিয়া (রা)-কে তাদের অনুকূলে

একটি দলীল লিখে দিতে নির্দেশ দেন। তখন মুআবিয়া (রা) তাদের উভয়ের চাহিদা অনুযায়ী তা লিখে দেন। অতঃপর আকরা এই নির্দেশনামা নিয়ে তা ভাঁজ করে তার পাগড়ীর মধ্যে লুকিয়ে চলে যায়। কিন্তু উয়ায়না নিজের নির্দেশনামা গ্রহণ করে তা নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে : ইয়া মুহাম্মাদ! আপনি কি চান যে, আমি আমার কণ্ঠের নিকট এমন একটি পত্র বহন করে নিয়ে যাই যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি অজ্ঞ (সহীফাতুল মুতালাস্মেসের) মত। মুআবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তার (উয়ায়নার) কথা অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ধনী (অমুখাপেক্ষী) হওয়া সত্ত্বেও সম্পদ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট কিছু চায়—সে অধিক দোজখের আগুন চায়। রাবী নুফায়লীর অন্য বর্ণনায় আছে : জাহানামের জ্বলন্ত অঙ্গার চায়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধনী (বা অমুখাপেক্ষী) হওয়ার সীমা কি? রাবী নুফায়লী অপর বর্ণনায় উল্লেখ করেন : অমুখাপেক্ষীতার সীমা কি, যার কারণে অন্যের নিকট কিছু চাওয়া অনুচিত হয়? তিনি বলেন : কারো নিকট এমন কিছু সম্পদ থাকা, যা তার সকাল ও সন্ধ্যার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। রাবী নুফায়লীর অন্য বর্ণনায় আছে : যে ব্যক্তির নিকট এমন পরিমাণ সম্পদ হবে, যা তার রাত-দিন বা দিন-রাতের জন্য যথেষ্ট। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন : আমি এখানে যে হাদীছ উল্লেখ করলাম তা নুফায়লী আমাদের নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

১৬৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نَعِيمٍ الْحَضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصَّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَّمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ .

১. মুতালাস্মেসের দলীল, ইনি প্রাচীন আরবের একজন কবি ছিলেন। কোন এক বাদশাহের বিরুদ্ধে বিক্রপাত্মক কবিতা রচনা করায় তিনি রুষ্ট হন এবং তাঁর এক গভর্নরের নিকট একটি পত্রসহ তাঁকে পাঠান। কবি মনে করেন, নিশ্চয় বাদশাহ গভর্নরকে তাঁকে পুরস্কৃত করার জন্য লিখেছেন। পথিমধ্যে সন্দেহ বশে তিনি পত্র খুলে দেখতে পান যে, তন্মধ্যে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য নির্দেশ আছে। অতঃপর তিনি সেই গভর্নরের নিকট উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং বেঁচে যান। এমতাবস্থায় তা একটি আরবীয় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে।

১৬৩০। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ... যিয়াদ ইব্ন হারিছ আস-সুদাঈ (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করি। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন, অতঃপর বলেন : তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলে, আমাকে কিছু যাকাতের মাল দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : আল্লাহ তাআলা সদকার (মাল খরচের ব্যাপারে) তাঁর নবী ও অন্যের নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট হননি, বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বয়ং নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তা আট শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিভক্ত করেছেন। যদি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার হক প্রদান করব।

১৬৩১ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمَسْكِينِ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يَقْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ -

১৬৩১। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : ঐ ব্যক্তি মিস্কীন নয়, যাকে তুমি একটি এবং দুটি খেজুর, কিংবা এক বা দুই লোকমা খাদ্য দান কর। বরং প্রকৃত মিস্কীন তারাই, যারা (অভাবী হওয়া সত্ত্বেও) মানুষের নিকট চায় না, যার ফলে মানুষেরা তাদের অভাব সম্পর্কে অবহিতও হতে পারে না যে, তাদের দান-খয়রাত করবে - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১৬৩২ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابُو كَامِلٍ الْمَعْنَى قَالُوا نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَكِنَّ الْمَسْكِينِ الْمُتَعَفِّفُ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَعْفِي بِهِ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَلَا يَعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ الْمَحْرُومُ وَلَمْ يَذْكَرْ مُسَدَّدٌ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ مَعْمَرٍ جَعَلَ الْمَحْرُومَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ -

১৬৩২। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : পূর্বেক্ত হাদীছের অনুরূপ। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে - মিস্কীন ঐ ব্যক্তি - যে অভাবী হওয়া সত্ত্বেও অন্যের নিকট নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে না এবং তার অভাবও বুঝা যায় না যে, তাকে দান-খয়রাত দেয়া যেতে পারে, তাকে বঞ্চিত বলা যায়। আর মুসাদ্দাদের বর্ণনায় “তাদেরকে ‘মুতাআফ্‌ফিফ’ - যারা কিছুই চায় না” কথাটুকু উল্লেখ নাই - (নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ছাওর ও আবদুর রাযযাক (রহ) মামারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন : আল-মাহরাম (বঞ্চিত) শব্দটি যুহরীর নিজের কথা।

১৬৩৩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَيْسَى بِنُ يُونُسَ نَا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ عَدِيِّ بِنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوُدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَأَانَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِي وَلِقَوِي مَكْتَسِبٍ -

১৬৩৩। মুসাদ্দাদ (র) ... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আদী ইবনুল খিয়ার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে (অপরিচিত) দুই ব্যক্তি এই খবর দেন যে, তাঁরা বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হন। তখন তিনি যাকাতের মাল বন্টনে রত ছিলেন। ঐ দুই ব্যক্তি কিছু মালের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পুনরায় দৃষ্টি অবনত করেন। তিনি আমাদের উভয়কে শক্ত সবল ও হৃষ্টপুষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদের দুই জনকে দান করব। (কিন্তু জেনে রাখ!) এই মালে ধনী, কর্মক্ষম ও শক্ত সবলদের কোন অধিকার নাই - (নাসাঈ)।

১৬৩৪ - حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى الْأَنْبَارِيُّ الْخُتَلِيُّ نَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رِيحَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحُلْ الصَّدَقَةَ لِعَنِي وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَفْيَانٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ قَالَ لِذِي

مِرَّةً قَوِيٍّ وَالْأَحَادِيثُ الْآخِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَبَعْضُهَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ -

১৬৩৪। আব্বাদ ইবন মূসা (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : ধনী ব্যক্তি ও সুঠাম দেহের অধিকারী কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ (বা তাদের যাকাত প্রদান) বৈধ নয়।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, সুফয়ান (রহ) সাদ ইবন ইবরাহীমের সূত্রে ইবরাহীমের অনুরূপ নকল করেছেন। শোবা (রহ) সাদের সূত্রে “লিযী মিররাতিন কাবিয়ীীন” শব্দ সহকারে বর্ণনা করেছেন। কোন বর্ণনায় “লিযী মিররাতিন কাবিয়ীীন” আর কোন বর্ণনায় “লিযী মিররাতিন সাবিয়ীীন” শব্দ সহকারে এসেছে। আতা ইবন যুহাইর বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন — শক্ত সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী লোকদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয় - (তিরমিযী)।

২৪. بَابُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

২৪. অনুচ্ছেদ : ধনী হওয়া সত্ত্বেও যার জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ

১৬৩৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ الْأَخْمَسَةِ لِفَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِفَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مَسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينُ لِلْغَنِيِّ -

১৬৩৫। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ... আতা ইবন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাঁচ শ্রেণীর লোক ব্যতীত ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয় : (১) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যোগদানকারী; (২) যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী; (৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ; (৪) কোন ধনী ব্যক্তির গরীবের প্রাপ্ত যাকাত স্বীয় অর্থের বিনিময়ে খরিদ করা; (৫) যার মিসকীন প্রতিবেশী নিজের

প্রাপ্ত যাকাত তাকে উপটোকন হিসাবে দান করলে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ বৈধ - (ইবন মাজা)।

১৬৩৬ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّبْتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৬৩৬। আল-হাসান ইবন আলী (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, — পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

১৬৩৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا الْفَرَّيَابِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرَانَ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغْنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فِيهِدِي لَكَ أَوْ يَدْعُو لَكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ فَرَسٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ -

১৬৩৭। মুহাম্মাদ ইবন আওফ (র) ... আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন : ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। অবশ্য যারা আল্লাহর রাস্তায় থাকে, অথবা মুসাফির, অথবা কারো দরিদ্র প্রতিবেশী যদি যাকাত হিসাবে কিছু মাল প্রাপ্ত হয়ে তা তার ধনী প্রতিবেশীকে উপটোকন হিসাবে দান করে অথবা দাওয়াত করে খেতে দেয়, তবে তা তাদের (ধনীদের) জন্য বৈধ বা হালাল।

ইমাম আবু দাউদ বলেন : ফারাস ও ইবন আবু লায়লা মিলিত সনদে আবু সাঈদ (রা) হতে মহানবী (স)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

২৫. بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

২৫. অনুচ্ছেদ : এক ব্যক্তিকে যাকাতের মালের কি পরিমাণ দেয়া যেতে পারে

১৬৩৮ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ نَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ

عُبَيْدُ الطَّائِيُّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ وَزَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلٌ
بْنُ أَبِي حَتْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِمِائَةِ مِّنْ إِبِلِ
الْصَّدَقَةِ يَعْنِي دِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ -

১৬৩৮। আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... বশীর ইব্ন য়াসার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনসারদের এক ব্যক্তি যার নাম সাহল ইব্ন আবু হাছ্‌মাহ, তাঁকে খবর দেন যে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে দিয়াতের (১) হিসাবে একশতটি যাকাতের উট দান করেন, অর্থাৎ সেই আনসারীর দিয়াত (রক্তমূল্য) যিনি খয়বরে নিহত হন — (বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, মালেক)। (৪৫২ নং হাদীস হিসাবে পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে)।

۲۶- بَابُ مَا تَجَوَّزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ

২৬. অনুচ্ছেদ : যে অবস্থায় যাঞ্চা করা বৈধ

۱۶۳۹- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ عُقَبَةَ الْفَزَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسْأَلُ كَدُوحٌ
يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ
الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدَأً -

১৬৩৯। হাফস ইব্ন উমার (র) ... যায়েদ ইব্ন উকবা আল-ফাযারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : ভিক্ষাবৃত্তি হল ক্ষতবিক্ষতকারী জিনিস-যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করে। অতএব যার ইচ্ছা সে নিজের মানসম্মান বজায় রাখুক এবং যার ইচ্ছা নিজের লজ্জা-শরম ত্যাগ করুক। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট কিছু যাঞ্চা করা বৈধ, অথবা অনন্যোপায় অবস্থায় যাঞ্চা করা বৈধ - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

۱۶۴- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ حَدَّثَنِي كَنَانَةُ
بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مَخَارِقِ الْأَهْلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةَ فَنَأْمُرُكَ بِهَا

ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ
 لَهُ الْمَسْأَلَةَ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَا حَتَّى
 مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةَ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ
 عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحَجَى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ
 أَصَابَتْ فَلَانًا الْفَاتَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةَ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ
 أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سَحَتْ
 يَأْكُلَهَا صَاحِبُهَا سَحْتًا -

১৬৪০। মুসাদ্দাদ (র) ... কাবীসা ইব্ন মুখারিক আল-হিলালী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (এক জনের) ঋণের জামিন হলাম। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি বলেন : হে কাবীসা! তুমি যাকাতের মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আমি তা থেকে তোমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিব। অতঃপর তিনি বলেন, হে কাবীসা! তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত কারো জন্য যাফা করা হালাল নয়। (১) যে ব্যক্তি যামিন হয়েছে তার জন্য তা পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যের সাহায্য চাওয়া হালাল, অতঃপর সে তা পরিত্যাগ করবে। (২) যদি কোন ব্যক্তির ধন-সম্পদ দুর্যোগ - দুর্ভাগ্যে বিনষ্ট হয়, তবে সে ব্যক্তির জন্য এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি লাভ না করা পর্যন্ত যাফা করা হালাল। (৩) ঐ ব্যক্তি যে ধনী হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অভাবগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ যদি তার স্থানীয় তিনজন সম্প্রদায় ব্যক্তি বলে যে, অমুক ব্যক্তিটি সর্বহারা হয়ে গিয়েছে তখন সেই ব্যক্তির জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ—যতক্ষণ না সে জীবন ধারণে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়। অতঃপর তিনি বলেন : হে কাবীসা! উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত অন্যদের জন্য ভিক্ষা করা হারাম। যদি কেউ করে, তবে সে হারাম খায় - (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٦٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ
 عَجَلَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنْفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ أَتَى
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حَلَسَ
 نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ

فَاتَاهُ بِهِمَا فَاخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَايْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا آيَاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْإِنصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَأَنْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأَتَيْتَنِي بِهِ فَاتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِذْهَبْ فَأَحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرِيْنِكَ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرُكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةَ نَكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةِ لَذِي فَقَرِ مَدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُقْطَعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ -

১৬৪১। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার ঘরে কি কিছু নাই? সে বলে : হাঁ, একটি কম্বল মাত্র — যার অর্ধেক আমি পরিধান করি এবং বাকী অর্ধেক বিছিয়ে শয়ন করি। আর আছে একটি পেয়ালা, যাতে আমি পানি পান করি। তিনি বলেন : উভয় বস্তু আমার নিকট নিয়ে আস। রাবী বলেন : সে তা আনয়ন করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা স্বহস্তে ধারণ পূর্বক (নিলাম ডাকের মত) বলেন : কে এই দুটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক? এক ব্যক্তি বলে, আমি তা এক দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করতে চাই। অতঃপর তিনি বলেন : এক দিরহামের অধিক কে দিবে? তিনি দুই বা তিনবার এইরূপ উচ্চারণ করেন। তখন এক ব্যক্তি বলে, আমি তা দুই দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করব। তিনি সেই ব্যক্তিকে তা প্রদান করেন এবং বিনিময়ে দুইটি দিরহাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা আনসারীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন : এর একটি দিরহাম দিয়ে কিছু খাদ্য ক্রয় করে তোমার পরিবার-পরিজনদের দাও; আর বাকী এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার নিকট আস। লোকটি কুঠার কিনে আনলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে তাতে হাতল লাগিয়ে তার হাতে দিয়ে বলেন : এখন তুমি যাও এবং জংগল হতে কাঠ কেটে এনে বিক্রী কর। আর আমি যেন তোমাকে পনের দিন না দেখি।

অতঃপর সে চলে গেল এবং কাঠ কেটে এনে বিক্রয় করতে থাকে। অতঃপর সে (পনের দিন পর) আসল। সে তখন প্রাপ্ত হয়েছিল দশটি দিরহাম যা দিয়ে সে কিছু কাপড় এবং কিছু খাদ্য ক্রয় করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : ভিক্ষাবৃত্তির চাইতে এটা তোমার জন্য উত্তম। কেননা ভিক্ষাবৃত্তির ফলে কিয়ামতের দিন তোমার চেহারা ক্ষত-বিক্ষত হত। ভিক্ষা চাওয়া তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য হালাল নয় : (১) ধূলা-মলিন নিঃশ্ব ভিক্ষুকের জন্য, (২) প্রচণ্ড ঋণের চাপে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য এবং (৩) যার উপর দিয়াত (রক্তপণ) আছে, অথচ তা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন — এ ধরনের ব্যক্তির যাক্ষা করতে পারে — (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

২৭. بَابُ كِرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

২৭. অনুচ্ছেদ : ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা

১৬৬২ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ غَمَارٍ نَا الْوَلِيدُ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ أَمَا هُوَ أَلَى فَحِيبٍ وَأَمَا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ تِسْعَةً فَقَالَ الْآ تَبَايَعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةِ قُلْنَا قَدْبَايَعَنَّكَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا وَبَسَطْنَا أَيْدِينَا فَبَايَعَنَاهُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْبَايَعَنَّكَ فَعَلَى مَا نَبَايَعُكَ قَالَ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوا وَتَطِيعُوا وَأَسْرَ كَلِمَةً خَفِيَّةً قَالَ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا قَالَ فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَوْلَادِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ أَيَّاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ هِشَامٍ لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا سَعِيدٌ -

১৬৪২। হিশাম ইব্ন আম্মার (র) ... আওফ ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে সাতজন বা আটজন অথবা নয়জন উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন : তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের নিকট বায়আত গ্রহণ করবে না? আর আমরা অল্পদিন আগেই বায়আত গ্রহণ করেছিলাম। আমরা বলি,

আমরা তো আপনার নিকট বায়আত হয়েছি (এই উদ্দেশ্যে যে, হয়ত তিনি তা ভুলে গিয়েছেন)। তিনি এইরূপ তিনবার বলেন (যাতে আমরা মনে করি যে, তিনি (পুনর্বার বায়আত গ্রহণের জন্য বলছেন)। তখন আমরা আমাদের হাত সম্প্রসারিত করি এবং তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করি। (আমাদের) একজন বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা তো (পূর্বে) আপনার নিকট বায়আত হয়েছি, অতএব এখন কিসের জন্য আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করব? তিনি বলেন : (এর উপর যে,) তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কিছুই শরীক করবে না। আর পাঁচ ওয়াস্ত নামায আদায় করবে এবং শ্রবণ করবে ও (আমীরের) অনুসরণ করবে। অতঃপর তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন : তোমরা লোকদের নিকট কিছুই সওয়াল করবে না। রাবী আওফ (রা) বলেন : এদের কোন কোন ব্যক্তির (সফরকালে) চাবুক নীচে পড়ে গেলে, তা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য অন্যকে বলতেন না - (মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১৬৬২ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ وَكَانَ ثُوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكْفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاتَّكْفَلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثُوْبَانُ أَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا .

১৬৪৩। উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) ... ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার নিকট এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে যে, সে অন্যের নিকট যাঞ্চা করবে না - আমি তার জান্নাতের জিম্মাদারী গ্রহণ করব। ছাওবান (রা) বলেন, আমি। অতঃপর তিনি কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করতেন না।

২৮. بَابُ فِي الْأِسْتِعْفَافِ

২৮. অনুচ্ছেদ : ভিক্ষাবৃত্তি বা কারো কাছে কিছু চাওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকা

১৬৬৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفَدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَمْ أَخْرَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفَ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَقْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ -

১৬৪৪। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। আনসারদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু প্রার্থনা করে। তিনি তাদের কিছু দান করলে তারা পুনরায় প্রার্থনা করে। অতঃপর তিনি বারবার তাদের দান করতে থাকায় তাঁর (সম্পদ) শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন : আমার নিকট গচ্ছিত আর কোন সম্পদ নাই। আর যে ব্যক্তি অন্যের নিকট প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকবে—আল্লাহ্ তাআলা তাকে পবিত্র করবেন; যে অমুখাপেক্ষী হবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সবার (ধৈর্য) কামনা করবে—আল্লাহ্ তাকে তা দান করবেন। বস্তুতঃ সবারের চাইতে উত্তম জিনিস কাউকে দান করা হয় নাই - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٦٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ح وَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّارِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ طَارِقِ بْنِ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَانزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدِّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنَى عَاجِلٍ -

১৬৪৫। মুসাদ্দাদ (র) ... ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দারিদ্র্য পীড়িত হয়ে তা মানুষের নিকট প্রকাশ করে - আল্লাহ্ তার দারিদ্র্য দূর করেন না। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি তা আল্লাহ্র কাছে পেশ করে আল্লাহ্ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন - হয় দ্রুত মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা সম্পদশালী করার মাধ্যমে - (তিরমিযী, আহমাদ)।

١٦٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَحْشَبٍ عَنْ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لِأَبَدٍ فَسَلِ الصَّالِحِينَ -

১৬৪৬। কুতায়্বা ইব্ন সাঈদ (র) ... ইবনুল ফিরাসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি (লোকের নিকট) সওয়াল করব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : না। আর একান্তই যদি তোমাকে কিছু প্রার্থনা করতে হয় তবে অবশ্যই উত্তম লোকদের নিকট চাইবে - (নাসাঈ)।

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَالِيْتُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمَلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ قَالَ خُذْ مَا أُعْطَيْتَ فَإِنِّي قَدْ عَمَلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ -

১৬৪৭। আবুল ওলীদ আত-তাইয়ালিসী (র) ... ইবনুস-সাঈদী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন। আমি তা আদায়ের পর তাঁর নিকট জমা দিলে তিনি আমাকে কাজের বিনিময় গ্রহণের নির্দেশ দেন। তখন আমি বলি, আমি তো তা আল্লাহর জন্য করেছি, অতএব আমার বিনিময় আল্লাহর কাছে। তিনি বলেন, আমি তোমাকে যা দান করি তা গ্রহণ কর। কেননা আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। আর আমিও তোমার মত বলেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন : তোমার চাওয়া ব্যতিরেকে যা কিছু দেওয়া হয় - তুমি তা দিয়ে যা খুশী তাই কর অথবা দান-খয়রাত করে দাও - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٦٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا وَالْمَسْأَلَةَ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ

وَالسَّقْلَى السَّائِلَةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَخْتَفَ عَلَى أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ الْإِدُّ الْعَلِيًّا الْمَتَعَفَّةُ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
الْإِدُّ الْعَلِيًّا الْمُنْفَقَةَ وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ الْمَتَعَفَّةُ -

১৬৪৮। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হয়ে যাকাত ও দান -
খয়রাত গ্রহণ হতে বিরত থাকা এবং উপরের হাত নীচের হাত হতে উত্তম হওয়ার কথা
বলেন। উপরের হাত হল খরচকারী (দাতা) এবং নীচের হাত যাঞ্চাকারী (গ্রহীতা) - (বুখারী,
মুসলিম, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন : নাফের নিকট থেকে আইউব কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসে
মতভেদ আছে। আবদুল ওয়ারিছ বলেন **الْإِدُّ الْعَلِيًّا الْمَتَعَفَّةُ** (উপরের হাত হল
যা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকে)। অধিকাংশ রাবী কর্তৃক হাম্মাদ ইব্ন যায়দের সূত্রে, তিনি
আইউবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন **الْإِدُّ الْعَلِيًّا الْمُنْفَقَةَ** (উপরের হাত খরচকারী)।
আর এক রাবী হাম্মাদের সূত্রে **الْمَتَعَفَّةُ** শব্দ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

١٦٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عُبَيْدَةَ بْنَ حَمِيدٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ
عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْأَيْدِيُّ ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعَلِيًّا وَيَدُ الْمُعْطَى الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السَّائِلِ السَّقْلَى
فَاعْطِ الْفَضْلَ وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ -

১৬৪৯। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... আবুল আহওয়াস (র) থেকে তাঁর পিতা মালিক
ইব্ন নাদলা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেছেন : হাত তিন প্রকারের - (১) আল্লাহ তআলার হাত সবার উপরে,
(২) অতঃপর দানকারীর হাত এবং (৩) সর্ব নিম্নের হাত হল ভিক্ষুকের হাত। কাজেই
তোমরা তোমাদের উদ্বৃত্ত মাল দান-খয়রাত কর এবং নিজেকে নফসের দাবীর কাছে সমর্পণ
কর না।

٢٩ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

২৯. অনুচ্ছেদ : হাশিম বংশীয়দের যাকাত প্রদান সম্পর্কে

١٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنِ

أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ أَصْحَابِنِي فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا قَالَ حَتَّىٰ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ فَاتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ -

১৬৫০। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে (আরকাম) বনী মাখযুমদের নিকট হতে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি (আরকাম) আবু রাফেকে বলেন, আপনি আমার সংগে থাকুন তাহলে আপনিও তা হতে কিছু পাবেন। জবাবে তিনি বলেন : আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নেব। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : কোন সম্প্রদায়ের মুক্তদাস তাদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব আমাদের জন্য যাকাতের মাল গ্রহণ বৈধ নয় (তাই তোমার জন্যও তা বৈধ নয়) — (নাসাঈ, তিরমিযী)।

۱۶۵۱ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَعِيلَ وَمُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الْمَعْنِيُّ قَالَا نَا حَمَادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْغَائِرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً -

১৬৫১। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি পতিত খেজুরের পাশ দিয়ে গমন করেন। কিন্তু তিনি এই ভয়ে তা গ্রহণ করেন নাই যে, হয়ত তা যাকাতের খেজুর।

۱۶۵۲ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبِي عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَا كَلْتَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا -

১৬৫২। নাসর ইব্ন আলী (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর পেয়ে বলেন : যদি আমি তা যাকাতের মাল হওয়ার আশংকা ন্ন করতাম তবে অবশ্যই তা খেয়ে ফেলতাম। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হিশাম (র) কাতাদার সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করেছেন — (মুসলিম)।

১৬৫৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِيِّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ -

১৬৫৩। মুহাম্মাদ ইব্ন. উবায়দ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
আমার পিতা আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে একটি উটের
জন্য প্রেরণ করেন — যা তিনি (স) তাঁকে যাকাতের মাল হতে দান করেছিলেন
— (নাসাঈ)।

১৬৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ
أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ نَحْوَهُ زَادَ أَبِي بَدَلَهَا -

১৬৫৪। মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত
হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে হাদীছের শেষাংশে
(আমার পিতা এগুলো তাঁর সাথে বিনিময় করেন) অংশটি অতিরিক্ত আছে।

৩. بَابُ الْفَقِيرِ يَهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ

৩০. অনুচ্ছেদ : ফকীর যদি ধনীকে হাদিয়া হিসাবে যাকাতের মাল দেয়

১৬৫৫ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَنَا وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِلَحْمٍ قَالَ مَا هَذَا قَالُوا شَيْءٌ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ
فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

১৬৫৫। আমার ইব্ন মারযুক (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে গোশত পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তা কি
ধরনের গোশত? লোকেরা বলেন, এই গোশত বারীরাহ [হযরত আয়েশা (রা)—র দাসী]—কে

(১) সম্ভবতঃ এটা বনী হশিমদের জন্য সদকার মাল গ্রহণ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। পরে তা মানসুখ
হয়। অথবা তা সদকার মাল ছিল না।

সদকাহ হিসাবে দেয়া হয়েছে। তিনি (স) বলেন : তা তার জন্য সদকাহস্বরূপ এবং আমার জন্য উপটোকন স্বরূপ — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

২১. بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

৩১. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি যাকাত প্রদানের পর পুনরায় তার ওয়ারিশ হলে

১৬৫৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بَوَالِدَةٍ وَأَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكْتُ تِلْكَ الْوَالِدَةَ قَالَ وَجِبَ أَجْرُكَ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ فِي الْمِيرَاثِ -

১৬৫৬। আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) ... আবদুল্লাহ ইবন বুয়ায়দা থেকে তাঁর পিতা বুয়ায়দা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন — আমি আমার মাকে (তার সেবার জন্য) একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সেই দাসীটি রেখে গেছেন। তিনি বলেন : তুমি (তোমার দানের) পুরস্কার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে এবং সে উত্তরাধিকার সূত্রে পুনরায় তোমার মালিকানায় ফিরে আসবে — (মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা)।

২২. بَابُ حُقُوقِ الْمَالِ

৩২. অনুচ্ছেদ : সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার

১৬৫৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقَدْرِ -

১৬৫৭। কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে الْمَاعُونَ (দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস) বলতে বালতি ও রান্নার সরঞ্জামকে গণ্য করতাম।

১৬৫৮ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ

আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)-

أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبٍ كُنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ثُمَّ يَرَىٰ سَبِيلَهُ أَمَا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَمَا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيَبْطِخُ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ فَنَتَطَّحُ بِقُرُونِهَا وَتَطَّأُهُ بِأَطْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا جِلْحَاءٌ وَكَلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ثُمَّ يَرَىٰ سَبِيلَهُ أَمَا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَمَا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ اِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيَبْطِخُ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ فَتَطَّأُهُ بِأَخْفَافِهَا كَلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ثُمَّ يَرَىٰ سَبِيلَهُ أَمَا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَمَا إِلَى النَّارِ .

১৬৫৮। মূসা ইবন ইসমাইল (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি সঞ্চিত সম্পদের (সোনা-রূপার) মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার যাকাত প্রদান করে না — কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার হুকুমে তা দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তার কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে সেক দেওয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বান্দাদের মাঝে ফয়সালা দেবেন — যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য। অতপর সে হয় বেহেশতের দিকে অথবা দোযখের দিকে তার পথ দেখবে।

যে মেষপালের মালিক তার মেষের যাকাত আদায় করে না — কিয়ামতের দিন তার মেষপাল আসবে অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে এবং অধিক সংখ্যায়, একটি নরম বালুকাময় প্রশস্ত সমতল ভূমি তাদের জন্য বিস্তার করা হবে, এগুলো (সেখানে) তাকে শিং দিয়ে গুতা মারবে, ক্ষুরাঘাতে পদদলিত করতে থাকবে। এর কোন একটি বাঁকা শিং বিশিষ্ট বা শিংবিহীন হবে না। যখন এদের সর্বশেষটি তাকে দলিত-মথিত করে অতিক্রম করবে তখন আবার

প্রথমটিকে তার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে (আর অব্যাহতভাবে এইরূপ শাস্তি চলতে থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের বিচারকার্য সম্পন্ন করেন — এমন দিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। অতঃপর সে হয় জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে তার পথ দেখবে।

আর যে উটের মালিক তার উটের যাকাত প্রদান করে না — কিয়ামতের দিন তার উটপাল অত্যন্ত হুঁপুট অবস্থায় আগমন করবে, একটি নরম বালুকাময় সমতলভূমি এদের জন্য বিস্তার করা হবে, অতপর তা তাকে পদতলে নিষ্পেষিত করতে থাকবে, যখন তার সর্বশেষটি অতিক্রম করবে তখন প্রথমটিকে পুনরায় তার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে (আর এইরূপ শাস্তি অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে), যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের বিচারকার্য সমাপ্ত করেন এমন দিনে — যার পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাব অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি হয় জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে নিজের পথ দেখবে — (মুসলিম, বুখারী, নাসাঈ)।

১৬০৭ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ فِي قِصَّةِ الْأَيْلِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا -

১৬৫৯। জাফর ইবন মুসাফির (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে এই সনদসূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (যায়েদ ইবন আসলাম) উটের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, “যার হক আদায় করা হয় নাই”। রাবী বলেন : এর হক হল এর দুধ যা পানি পান করানোর দিন দোহন করা হয়।

১৬৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغَدَّانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ فَمَا حَقُّ الْأَيْلِ قَالَ تُعْطَى الْكَرِيمَةُ وَتُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ وَتَفْقَرُ الظَّهْرُ وَتَطْرُقُ الْفَحْلُ وَتُسْنَى اللَّبَنُ -

১৬৬০। আল-হাসান ইবন আলী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ...পূর্বোক্ত হাদীছের

অনুরূপ। অতঃপর রাবী আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, উটের হক কি? তিনি বলেন, উত্তম উট (আল্লাহর রাস্তায়) দান করা, অধিক দুগ্ধবতী উষ্ট্রী দান করা, আরোহণের জন্য উট ধার দেওয়া, প্রজননের উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিক ছাড়াই উট ধার দেওয়া এবং উষ্ট্রীর দুধ (অভাবগ্রস্তকে) পান করতে দেওয়া - (নাসাঈ)।

১৬৬১ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفَةَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَأْرَسُوهُ اللَّهُ مَا حَقُّ الْأَيْلِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ وَأَعَارَةٌ دَلُّوهُمَا -

১৬৬১। ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র) ... উবায়দ ইবন উমায়র (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! উটের হক কি? ... পূর্বেক্ত হাদীছের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরও আছে—“এর দুধের পালান ধার দেওয়া”।

১৬৬২ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَأَسْعِدِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَانِ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ -

১৬৬২। আব্দুল আযীয ইবন ইয়াহইয়া (র) ... জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে— যে ব্যক্তি দশ ওসক (পরিমাণ) খেজুর কাটবে সে যেন মিসকীনদের জন্য মসজিদে এক গুচ্ছ খেজুর ঝুলিয়ে রাখে।

১৬৬৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاعِيُّ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا نَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِّنَّا فِي الْفَضْلِ -

১৬৬৩। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি নিজ উষ্ট্রীতে আরোহণ করে তাঁর নিকট আগমন করে এবং ডান ও বাম দিকে তাকাতে থাকে (অন্য উট পাবার আশায়, কেননা তার উষ্ট্রী দুর্বল ছিল)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : যার নিকট (বাহনযোগ্য) অতিরিক্ত উট আছে — সে যেন তা অন্যকে দান করে — যার কোন বাহন নাই। আর যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় আছে সে যেন তা তার সামনে পেশ করে যার কোন পাথেয় নাই। এর ফলে আমাদের ধারণা হয় যে, আমাদের কারো অতিরিক্ত কোন জিনিস রাখার অধিকার নাই — (মুসলিম)।

১৬৬৪ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ نَا أَبِي نَا غِيلَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَيَّاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ آيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيَطِيبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَبُرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْإِخْبَارُ بِخَيْرٍ مَا يَكْنُزُ الْمَرْءُ الْمَرْءَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سِرَّتَهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .

১৬৬৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয়, “যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে -----”, রাবী বলেন, তখন মুসলমানদের নিকট তা খুবই গুরুতর মনে হল। হযরত উমার (রা) বলেন : আমি তোমাদের এই উদ্দেশ্য দূরীভূত করব। অতপর তিনি গিয়ে বলেন : ইয়া নাবীআল্লাহ্ ! এই আয়াত আপনার সাহাবীদের জন্য উদ্দেশ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের অবশিষ্ট ধন-সম্পদ পবিত্র করতে যাকাত ফরয করেছেন। আর তিনি মীরাছ এইজন্য ফরয করেছেন, যাতে পরিত্যক্ত মাল তোমাদের পরবর্তী বংশধরেরা পেতে পারে। তখন হযরত উমার (রা) “আল্লাহ্ আকবার” ধ্বনি দেন। অতঃপর তিনি উমার (রা)-কে বলেন : আমি কি তোমাকে লোকদের পুঞ্জীভূত মালের চেয়ে উত্তম মাল সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হল পূন্যবতী নারী যখন সে (স্বামী)

তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন সে সন্তুষ্ট হয়। আর যখন সে (স্বামী) তাকে কিছু করার নির্দেশ দেয়, তখন সে তা পালন করে। আর যখন সে (স্বামী) তার নিকট হতে অনুপস্থিত থাকে তখন সে তার (ইজ্জত ও মালের) হেফায়ত করে — (আল-মুসতাদরাক)।

৩৩. بَابُ حَقِّ السَّأَلِ

৩৩. অনুচ্ছেদ : প্রার্থনাকারীর অধিকার সম্পর্কে

১৬৬৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا سَفِيَانُ نَا مُضْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ حَدَّثَنِي يَعْلى بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِّلسَّأَلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلِيٌّ فَرَسٍ -

১৬৬৫। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... হুসায়েন ইব্ন আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যাক্ষাকারীর অধিকার আছে, যদিও সে অশ্বপুষ্টে সওয়ার হয়ে আগমন করে - (আহমাদ)।

১৬৬৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ شَيْخٍ قَالَ رَأَيْتُ سَفِيَانَ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهَا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ -

১৬৬৬। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : — পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

১৬৬৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّ الْمَسْكِينِ لَيَقُومُ عَلَيَّ بِأَبِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ آيَاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِيهِ آيَاهُ إِلَّا ظَلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ -

১৬৬৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... উম্মে বুয়ায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনেক সময় মিসকীন আমার দরজায় আসে, কিন্তু তাকে দেওয়ার মত

আমার কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন : তুমি যদি তার হাতে কিছু দেওয়ার মত না পাও— তবুও তাকে বঞ্চিত কর না। জ্বলন্ত (রান্না করা) পায়াল হলেও তা তাকে দান কর — (নাসাঈ, তিরমিযী)।

৩৪. بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

৩৪. অনুচ্ছেদ : অমুসলিমদের দান-খয়রাত করা

১৬৬৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ أَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ فَصَلِّيْ أُمَّكَ -

১৬৬৮। আহমাদ ইব্ন আবু শূআয়ব (র) ... আস্মা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাতা, যিনি ইসলামের বৈরী ও কুরাইশদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন — (কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়) আমার নিকট আগমন করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি : ইয়া রাসূলুল্লাহ্। আমার মাতা আমার নিকট এসেছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম বৈরী মুশরিক। এখন (আত্মীয়তার বন্ধন হেতু) আমি কি তাকে কিছু দান করব? তিনি বলেন : হাঁ, তুমি তোমার মাতার সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার কর — (বুখারী, মুসলিম)।

৩৫. بَابُ لَا يَجُوزُ مِنْهُ

৩৫. অনুচ্ছেদ : যেসব জিনিস চাইলে দিতে বারণ করা যায় না

১৬৬৯ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي فِزَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يَقْبَلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْمَلْحُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَّكَ -

১৬৬৯। ওবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র) ... বুহায়সাহ নাম্নী এক মহিলা হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর খুবই নিকটবর্তী হয়ে তাঁর জামা তুলে তাঁর দেহে চুমা দিতে থাকেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এমন কি জিনিস আছে, যা প্রদানে বাধা দেওয়া জায়েয নয়? তিনি বলেন : পানি। তিনি পুনরায় বলেন : ইয়া নবীআল্লাহ্! আর কি জিনিস আছে, যা প্রদানে বাধা দেওয়া বৈধ নয়? তিনি বলেন : লবণ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া নবীআল্লাহ্! আরো কি বস্তু আছে, যা হতে অন্যকে নিষেধ করা জায়েয নয়? তিনি বলেন : যদি তুমি কোন ভাল কাজ কর, তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর (অর্থাৎ সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদানে বাধা দান করা উচিত নয়) — (নাসাঈ)।

৩৬. بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

৩৬. অনুচ্ছেদ : মসজিদের মধ্যে যাঞ্চা করা

১৬৭. - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَدَمَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ نَا مَبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مَشْكِينًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخَذْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ -

১৬৭০। বিশর ইবন আদাম (র) ... আব্দুর রহমান ইবন আবু বাকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি — যে আজ একজন মিসকীনকে আহার করিয়েছে? আবু বাকর (রা) বলেন : আজ আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পাই যে, এক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাচ্ছে। তখন আমি (আমার পুত্র) আব্দুর রহমানের হাতে এক টুকরা রুটী পাই। আমি তা তার হাত হতে নিয়ে ঐ ভিক্ষুককে দান করি — (মুসমিল, নাসাঈ)।

৩৭. بَابُ كِرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু চাওয়া অপছন্দনীয়

১৬৭১ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَلْوَرِيُّ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ

سَلِيمَانَ بْنِ مُعَاذِ التَّمِيمِيِّ نَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ -

১৬৭১। আবুল আব্বাস আল-কিল্লাওরী (র) ... জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই আল্লাহর নাম উচ্চারণ পূর্বক চাওয়া ঠিক নয়।

২৮. بَابُ عَطِيَّةٍ مِّنْ سَأَلٍ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৮. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর নামে সওয়ালকারীকে দান করা সম্পর্কে

۱۶۷۲ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعْيَنُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْكُمْ قَدْ كَافَيْتُمُوهُ -

১৬৭২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় প্রার্থনা করে — তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কিছু চায় তাকে কিছু দান কর। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে আহ্বান করে — তোমরা তার ডাকে সাড়া দাও। আর যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে — তোমরা তার বিনিময় দাও। যদি বিনিময় দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে তবে তার জন্য দোয়া করতে থাক — যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার যে, তোমরা তাদের বিনিময় দান করেছ — (নাসাঈ)।

২৯. بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَّالِهِ

৩৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার সকল সম্পদ দান করতে চায়

۱۶۷۳ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ أَصَبَتْ هَذِهِ مِنْ مُعَدِنٍ فَخَذَهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلَكَ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ آتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ آتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ آتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقَعُدُ يَسْتَكْفُ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِغْنَى -

১৬৭৩। মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি ডিমের পরিমাণ এক খণ্ড স্বর্ণ নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। সে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই স্বর্ণ খনিতে প্রাপ্ত হয়েছি। আপনি তা দানস্বরূপ গ্রহণ করুন। এছাড়া আমার আর কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর সে তাঁর ডান দিক হতে এসে একইরূপ বলে এবং তিনি (স) এবারও তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর সে তাঁর বাম দিক হতে এলে এবারও তিনি (স) তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর সে তাঁর পশ্চাৎ দিক হতে আগমন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা কবুল করে পুনরায় তার দিকে জোরে নিষ্ক্ষেপ করেন। যদি তা তার গায়ে লাগত তবে অবশ্যই সে আঘাত পেত অথবা আহত হত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ তার মালিকানার সমস্ত মাল নিয়ে এসে বলে এটা সদকা স্বরূপ। অতঃপর সে মানুষের নিকট সাহায্যের জন্য স্বীয় হাত প্রসারিত করে। (জেনে রাখ!) উত্তম সদকাহ তাই — যা প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল হতে দেওয়া হয়।

١٦٧٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ اِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ اسْحَقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ خُذْ عَنَّا مَا لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ -

১৬৭৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ইব্ন ইসহাক হতে বর্ণিত ... উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ। রাবী (আবদুল্লাহ) এইরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন : “আমাদের নিকট হতে তোমার মাল নিয়ে যাও, আমাদের এর কোন প্রয়োজন নাই।”

١٦٧٥ - حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ اِسْمَعِيلَ نَا سَفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنِ عِيَّاضِ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ فَقَالَ خُذْ ثَوْبَكَ -

১৬৭৫। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল (র) ... ইয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সাঁদ (র) আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনে : জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমবতে জনতাকে দানস্বরূপ কাপড় প্রদান করতে নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ কাপড় দান করলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে দুইটি কাপড় প্রদানের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি (স) সকলকে দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। ঐ ব্যক্তি তার একটি কাপড় (দানের জন্য) নিষ্ক্ষেপ করলে তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন : তোমার কাপড় ফেরত নাও - (নাসাঈ, তিরমিযী)।

١٦٧٢ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ أَوْ تُصَدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرٍ غَنِيٍّ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ -

১৬৭৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নিশ্চয়ই উত্তম সদকা তাই যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে দেওয়া হয়। অথবা (রাবীর সন্দেহ) এমন বস্ত্র সদকাহ করা যা দেওয়ার পরও অভাবগ্রস্ত হয় না এবং তুমি যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন কর তাদেরকে দিয়েই দান আরম্ভ কর — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٤. - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

৪০. অনুচ্ছেদ : এ ব্যাপারে অনুমতি সম্পর্কে

١٦٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ قَالَا نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقَلِّ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ -

১৬৭৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ ধরনের সদকাহ উত্তম? তিনি বলেন : যার মালের পরিমাণ কম এবং তা

থেকে কষ্ট করে দান করে এবং তোমার পরিবার-পরিজন, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার কর্তব্য তাদেরকে প্রথমে দান কর।

۱۶۷۸- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَعُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ نَتَّصِدَقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَا لَأَ عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ أَنْ سَبَقْتَهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ قَالَ وَآتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قُلْتُ لَا أَسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا .

১৬৭৮। আহমাদ ইবন সাহল (র) ... যায়েদ ইবন আসলাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান করার নির্দেশ দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে মাল ছিল। আমি (মনে মনে) বলি : আজ আমি আবু বাকর (রা)-র চাইতে (দানে) অগ্রগামী হব, যদিও কোন দিন আমি দানে তাঁর অগ্রগামী হতে পারিনি। তাই আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন : তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য কি রেখে এসেছ? আমি বলি, এর সম-পরিমাণ সম্পদ। উমার (রা) বলেন : আর আবু বাকর (রা) আনলেন তাঁর সমস্ত সম্পদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি বলেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স)-কে রেখে এসেছি। উমার (রা) বলেন : তখন আমি বলি : আমি ভবিষ্যতে কোন দিন কোন ব্যাপারে অধিক ফযীলতের অধিকারী হওয়ার জন্য আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করব না — (তিরমিযী)।

৬১. بَابُ فِي فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

৪১. অনুচ্ছেদ : পানি পান করানোর ফযীলত

۱۶۷۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ قَالَ الْمَاءُ .

১৬৭৯। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা সাঈদ ইবন উবাদা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কি ধরনের সদকাহ আপনার নিকট প্রিয়? তিনি বলেন : পানি পান করানো।

১৬৮০। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... সাঈদ ইবন উবাদা (রা) থেকে এই সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

১৬৮১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... সাঈদ ইবন উবাদা (রা) থেকে এই সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

১৬৮২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... সাঈদ ইবন উবাদা (রা) থেকে এই সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

১৬৮৩। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... সাঈদ ইবন উবাদা (রা) থেকে এই সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

১৬৮৪। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... সাঈদ ইবন উবাদা (রা) থেকে এই সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

১৬৮৫। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... সাঈদ ইবন উবাদা (রা) থেকে এই সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

মুসলমান কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার करावे आल्लाह ताआला ताके जान्नातेर फल खाओयाबेन। आर ये मुसलमान कोन तृष्णार्त मुसलमानके पानि पान करावे महामहिम आल्लाह ताके जान्नातेर पवित्र प्रतीकधारी मद पान कराबेन।

٤٢- بَابُ فِي الْمِنْحَةِ

৪২. অনুচ্ছেদ : কোন কিছু ধারস্বরূপ দেওয়া

١٦٨٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى وَهَذَا حَدِيْثٌ مُّسَدَّدٌ وَهُوَ اَتَمُّ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنِ اَبِيْ كَبِيْشَةَ السَّلُوْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلَاهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءً ثَوَابِهَا وَتَصَدِيْقٌ مَوْعُوْدِهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ اَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيْثٍ مُّسَدَّدٍ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُوْنَ مَنِيْحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِمَاطَةِ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا اَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً -

১৬৮৩। ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র) ... আবু কাব্‌শাহ আস-সালুলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : চল্লিশটি বৈশিষ্ট্য আছে, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটি হল — বাউকে দুগ্ধবতী বকরী দান করা (যার দুধ দ্বারা সে উপকৃত হয়)। যে ব্যক্তি এই চল্লিশটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে কোন একটির উপর ছাওয়াবের আশায় এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য জেনে আমল করবে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করবেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) মুসাদ্দাদের বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, হাসসান বলেন, আমরা দুগ্ধবতী বকরী দান করার বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো গণনা করেছি : সালামের জবাব দান, হাঁচির জবাব দেওয়া, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত করা, ইত্যাদি। রাবী বলেন : (এই চল্লিশটি খাসলতের মধ্যে), আমাদের পক্ষে পনেরটি খাসলত পর্যন্ত পৌছানোও সম্ভব হয় নাই।

٤٣- بَابُ اَجْرِ الْخَازِنِ

৪৩. অনুচ্ছেদ : ভাণ্ডার রক্ষকের ছাওয়াব সম্পর্কে

١٦٨٤- حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَلْعَنِيُّ نَا اَبُو اَسَامَةَ

عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْخَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُؤَفِّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ -

১৬৮৪। উছমান ইবন আবু শায়বা (র) ... আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিশ্বস্ত ভাণ্ডার রক্ষক সেই ব্যক্তি যে নির্দেশ মত পূর্ণ অংশ পবিত্র মনে প্রদান করে — এমনকি যাকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে প্রদান করে — সে দুইজন দান-খয়রাতকারীর একজন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٤٤- بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

88. অনুচ্ছেদ : স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর দান-খয়রাত করার বর্ণনা

١٦٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرٌ مَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرٌ مَا أَكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ -

১৬৮৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর সম্পদ থেকে ক্ষতির উদ্দেশ্যে ব্যতীত কিছু দান করলে—সে ঐ দানের ছাওয়ার প্রাপ্ত হবে, তার স্বামী উপার্জনের জন্য এর বিনিময় পাবে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণকারীর জন্যও অনুরূপ ছাওয়াব রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের কারো ছাওয়াব অন্যের কারণে কম হবে না — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

١٦٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَانَتْهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنَا كُلُّ عَلَى أَبَائِنَا وَأَبْنَاؤُنَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَرَى فِيهِ وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ

أَمْوَالَهُمْ قَالَ الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتَهْدِيْنَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الرَّطْبُ الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرَّطْبُ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ -

১৬৮৬। মুহাম্মাদ ইব্ন সাওয়্যার (র) ... সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মহিলারা বায়আত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে একজন স্থূলদেহী মহিলাও ছিলেন, সম্ভবত তিনি মুদার গোত্রভুক্ত ছিলেন। তিনি উঠে বলেন, ইয়া নবীআল্লাহ! আমরা তো আমাদের পিতা ও সন্তানদের উপর নির্ভরশীল। ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমার অত্র হাদীছে “আমাদের স্বামীদের উপর নির্ভরশীল” কথা আছে। অতএব তাদের সম্পদে আমাদের জন্য কি বেধ? তিনি বলেন : তোমরা তাজা খাদ্য আহার কর এবং উপটোকন দাও।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, ‘তাজা’ শব্দটি দ্বারা রুটি, স্নাকসন্জি ও তাজা খেজুর বুঝানো হয়েছে। আবু দাউদ আরও বলেন, আছ-ছাওরী (রহ) ইউনুসের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ
الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ -

১৬৮৭। হাসান ইব্ন আলী (র) ... হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর উপার্জিত সম্পদ হতে তার অনুমতি ব্যতীত কিছু খরচ করে—এমতাবস্থায় সে অর্ধেক ছাওয়াবের ভাগী হবে - (বুখারী, আহমাদ)।

١٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ نَا عُبَيْدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا مِنْ قَوْتِهَا وَالْأَجْرُ
بَيْنَهُمَا وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ -

১৬৮৮। মুহাম্মাদ ইব্ন সাওয়্যার আল-মিসরী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাকে এমন স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হল— যে তার স্বামীর ঘর হতে দান করে। তিনি বলেন, না, তবে তার নিজের ভরণ-পোষণের অংশ থেকে দান করতে পারে। এর ছাওয়াব উভয়ই প্রাপ্ত হবে। আর স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর মাল হতে তার অনুমতি ব্যতীত খরচ করা বৈধ নয়।

৫৬৯. بَابُ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ

৪৫. অনুচ্ছেদ : নিকটাত্মীয়দের অনুগ্রহ প্রদর্শন

১৬৮৯ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَتَفَقَّوْا مِمَّا تُحِبُّونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَارِيحًا لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَلَّغْنِي عَنِ الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ زَيْدِ بْنِ مَنَاةَ ابْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذَرِ بْنِ حَرَامِ يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الْأَبُ الثَّلَاثُ وَأَبِي بِنِ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرُو يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِيَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ بَيْنَ أَبِي وَ أَبِي طَلْحَةَ سِتَّةُ آبَاءٍ -

১৬৮৯। মুসা ইবন ইসমাইল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআনের এই আয়াত - “তোমরা ততক্ষণ কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের মহব্বতের বস্তু খরচ কর” — তখন আবু তালহা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মনে হয় আমাদের রব আমাদের ধনসম্পদ চাচ্ছেন। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আমার আরীহা নামক স্থানের যমীন তাঁর (আল্লাহ) জন্য দান করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তা তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রা) তা হাসসান ইবন ছাবিত ও উবাই ইবন কাব (রা)-র মধ্যে বন্টন করে দেন — (নাসাঈ, মুসলিম, বুখারী)।

১৬৯০ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَعَتَّقْتُهَا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اجْرِكَ اللَّهُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لَاجْرِكَ -

১৬৯০। হান্নাদ ইবনুস সারী (র) ... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার একটি ক্রীতাদাসী ছিল, যাকে আমি আশ্রয় করে দেই। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলে আমি তাঁকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করি। তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর সওয়াব দান করুন। কিন্তু যদি তুমি তাকে তোমার মাতুল গোষ্ঠীকে দান করতে তবে তোমার অধিক সওয়াব হত — (নাসাঈ, মুসলিম, বুখারী)।

১৬৯১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي أُخْرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي أُخْرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ أَوْ زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِي أُخْرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي أُخْرُ قَالَ أَنْتِ أَبْصَرُ -

১৬৯১। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দান-খয়রাতের নির্দেশ দেন। তখন এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট একটি দীনার আছে। তিনি বলেন, তুমি তা তোমার নিজের জন্য দান কর। অতঃপর সে বলে, আমার নিকট আরো একটি (দীনার) আছে। তিনি বলেন : তুমি তা তোমার সন্তানদের জন্য দান কর। সে আবার বলে, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন : তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য সদকা কর অথবা (স্ত্রী হলে) স্বামীর জন্য সদকা কর। সে বলে, আমার নিকট আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন, তুমি তা তোমার খাদেমদের জন্য সদকা কর। সে আবার বলে, আমার কাছে আরো একটি আছে। তিনি বলেন : তুমিই ভালো জান (তা দিয়ে তোমার কি করা উচিত) — (নাসাঈ)।

১৬৯২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانُ نَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيَوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ -

১৬৯২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করছে অথবা যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর - সে তাদের অবজ্ঞা করছে — (নাসাঈ, মুসলিম)।

১৬৯৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا نَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

১৬৯৩। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, (দুনিয়াতে তার) রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হোক এবং তার মৃত্যু বিলম্বিত হোক — সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয় সম্পর্ক অটুট রাখে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১৬৯৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَ أَبُو بَكْرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحْمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّته -

১৬৯৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : আমি 'রহমান', আর আত্মীয় সম্পর্ক হল 'রাহেম'। আমি আমার নাম হতে তা বের করেছি। কাজেই যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সংগে সম্পর্ক অটুট রাখে, আমি তার নিকটবর্তী হই। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করে আমি আমার সম্পর্কও তার সাথে ছিন্ন করি — (তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)।

১৬৯৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكَّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ الرَّوَّادَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ -

১৬৯৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল (র) ... আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ... পূর্বজ্ঞে হাদীছের অনুরূপ।

১৬৯৬ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سَفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

১৬৯৬। মুসাদ্দাদ (র) ... যুবায়ের ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

১৬৯৭ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا سَفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَفَطْرٍ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَفْيَانَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ سَلِيمَانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ فَطْرٌ وَالْحَسَنُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَتُهُ وَصَلَّهَا -

১৬৯৭। ইবন কাছীর (র) ... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আত্মীয় সম্পর্ক সংযুক্তকারী ঐ ব্যক্তি নয়, যে উপকারের বিনিময়ে উপকার দ্বারা দান করে, বরং সেই ব্যক্তি — যখন আত্মীয়তা ছিন্ন হয়, তখন সে আত্মীয়তার সম্পর্ক সংযুক্ত করে নেয় — (বুখারী, তিরমিযী)।

৪৬- بَابُ فِي الشُّحِّ

৪৬. অনুচ্ছেদ : কপণতার নিন্দা

১৬৯৮ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةَ عَنِ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ وَالشُّحُّ فَاثِمًا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمْرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمْرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمْرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا -

১৬৯৮। হাফস ইব্ন উমার (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বলেন : তোমরা কৃপণতাকে ভয় কর। কেননা কৃপণতার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। তাদের লোভ-লালসা তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে — তখন তারা কৃপণতা করেছে। আর তা তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে — তখন তারা তা ছিন্ন করেছে। আর তা তাদেরকে লাম্পট্যের দিকে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে — (নাসাঈ, আহমাদ)।

১৬৯৯ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اسْمَعِيلُ نَا أَيُّوبُ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي
أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ
الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ أَفَاعِطِي مِنْهُ قَالَ أَعْطِي وَلَا تُوَكِّي فَيُوكِي عَلَيْكَ -

১৬৯৯। মুসাদ্দাদ (র) ... আসমা বিন্তে আবু বাকর (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যুবায়ের (তাঁর স্বামী) তাঁর ঘরে যে মাল আনেন তা ব্যতীত আমার কোন সম্পদ নাই। আমি কি তা হতে দান-খয়রাত করতে পারি? তিনি বলেন : হাঁ, তুমি তা হতে দান করবে এবং সম্পদ জমা করবে না। কেননা তুমি তা ধরে রাখলে তোমার রিযিকও স্থগিত করে রাখা হবে - (তিরমিযী, নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম)।

১৭০০ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اسْمَعِيلُ أَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِّنْ مَّسَاكِينٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ أَوْ عِدَّةً مِّنْ
صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِي وَلَا تُحْصِي قِيْحُصِي
عَلَيْكَ -

১৭০০। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মিস্কীনদের সংখ্যা গণনা করলেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন : অন্য রাবীর বর্ণনায় আছে — তিনি সদকার পরিমাণ গণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন : তুমি দান কর এবং তা গণনা কর না। কেননা (যদি তুমি এইরূপ কর) গুণে গুণে প্রাপ্ত হবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

কিতাবুয যাকাত সমাপ্ত

৪. كِتَابُ اللَّقْطَةِ

৪. অধ্যায় : হারানো প্রাপ্তি

১৭.১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ وَسَلِيمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ لِي اطْرَحْهُ فَقُلْتُ لَا وَلَكِنْ أَنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَالْأَسْتَمْتَعْتُ بِهِ قَالَ فَحَجَجْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فَقَالَ وَجَدْتُ صِرَّةً فِيهَا مِائَةٌ دِينَارٍ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرَفَهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَفَهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَفَهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لِمَ أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ أَحْفَظُ عِدْدَهَا وَوَعَاءَهَا وَوَكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَالْأَسْتَمْتَعْتُ بِهَا وَقَالَ لَا أَدْرِي أَثَلَاثًا قَالَ عَرَفَهَا أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً -

১৭০১: মুহাম্মাদ ইবন কাছীর (র) ... সুওয়ায়েদ ইবন গাফলা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি য়াযীদ ইবন সূহান ও সুলায়মান ইবন রাবীআর সাথে একত্রে যুদ্ধ করেছি। আমি পশ্চিমধ্যে একটি চাবুক পেলাম। আমার সাথীদ্বয় আমাকে বলেন : তা ফেলে দাও (কেননা তা অন্যের মাল)। আমি বললাম, না, যদি আমি এর মালিককে পাই (তবে তাকে এটা ফেরত দেব) অন্যথায় আমি নিজে তা ব্যবহার করব। রাবী বলেন : অতঃপর আমি হজ্জ সমাপন করে মদীনায় .উপনীত হই এবং (এ সম্পর্কে) উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : আমি একটি থলে পেয়েছিলাম — যার মধ্যে একশত 'দীনার' ছিল। আমি (তা নিয়ে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হলে তিনি বলেন : তুমি এক বছর যাবত এ (প্রাপ্ত মাল) সম্পর্কে ঘোষণা দিতে থাক। আমি পূর্ণ এক বছর ঘোষণা দেওয়ার পর তাঁর নিকট উপস্থিত হই। তিনি আরো এক বছরের জন্য ঘোষণা দিতে বলেন। আরো এক বছর ঘোষণা দেওয়ার পর পুনরায় তাঁর খিদমতে হাজির হলে তিনি আরো এক (তৃতীয়) বছরের জন্য ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেন। আমি আরো এক

বছর ঘোষণা দিতে থাকি। অতঃপর তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, আমি এর মালিকের কোন সন্ধান পাইনি। তিনি বলেন : এর সংখ্যা নিরূপণ কর এবং এর থলি ও মুখ বাঁধার রশি হেফায়ত কর। এমতাবস্থায় যদি এর মালিক আসে (তবে তাকে তা দিয়ে দিবে)। আর যদি সে না আসে, তবে তুমি তা কাজে লাগাবে। রাবী (শোবা) বলেন : “এর ঘোষণা দিতে থাক” কথাটি তিনি (সালামা) তিন বার না একবার বলেছেন — তা আমার মনে নেই — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

১৭.২ - حَدَّثَنَا مَسَدُّ نَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ عَرَفَهَا حَوْلًا قَالَ ثَلَاثَ مَرَارٍ قَالَ فَلَا أَدْرِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ أَوْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ -

১৭০২। মুসাদ্দাদ (র) ... শোব (র) হতে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাবী শোবা বলেন : “এর ঘোষণা এক বছর পর্যন্ত দিবে।” তিনি তিন বার একথা বলেছেন। রাবী বলেন : আমার জানা নাই যে, তিনি (সালামা) এক বছরের কথা বলেছেন না তিন বছরের কথা বলেছেন।

১৭.৩ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَعِيلَ نَا حَمَادُ نَا سَلْمَةُ بِنُ كُهِيلٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِي التَّعْرِيفِ قَالَ عَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ قَالَ وَأَعْرَفَ عَدَدَهَا وَوَعَاءَ هَا وَكَأَ هَا زَادَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ -

১৭০৩। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ... সালামা ইব্ন কুহাইল (রহ) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এর ঘোষণা দেওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন : তা দুই অথবা তিন বছর। তিনি আরও বলেন, এর পরিমাণ, থলি ও মুখ বাঁধার রশি চিনে রাখ। এতে আরো আছে — যদি এর মালিক এসে যায় এবং এর সংখ্যা ও থলি চিনতে পারে তবে তাকে তা প্রত্যর্পণ কর।

১৭.৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدِ مَوْلَى الْمُنْبِعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرَفَ وَكَأَ هَا وَعَفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفَقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادَّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْمَرَتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ أَحْمَرَّ وَجْهَهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاءُ هَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا -

১৭০৪। কুতায়বা ইব্ন সাদ্দ (র) ... য়য়েদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পথিমধ্যে পতিত জিনিস (লুকতা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন : তুমি এক বছর যাবত ঐ মাল সম্পর্কে ঘোষণা দিতে থাকবে। অতঃপর তুমি ঐ থলি ও তার বন্ধন চিনে রাখ, অতঃপর তা (তোমার প্রয়োজনে) খরচ করতে পার। পরে যদি এর মালিক আসে তখন তুমি তার মাল তাকে ফেরত দিবে। সেই প্রশ্নকারী আবার বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হারানো বকরীর হুকুম কি? তিনি বলেন : তুমি তা ধরে রাখ। তা হয় তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ে বাঘের। অতঃপর সে ব্যক্তি প্রশ্ন করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হারানো প্রাপ্ত উটের হুকুম কি? এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হন এবং এমনকি তার চিবুক রক্তিম বর্ণ ধারণ করে অথবা (রাবীর সন্দেহে) তাঁর চেহারা রক্তিমভ হয়। অতঃপর তিনি বলেন : এর সাথে তোমার কি সম্পর্ক (অর্থাৎ তা ধরার কোন প্রয়োজন নাই)। কেননা এর পা আছে এবং এর পেটের মধ্যে (পানের জন্য) পানিও আছে, যতক্ষণ না এর মালিক এসে যায় — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাদি, ইব্ন মাজা)।

১৭.০ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ سِقَاعَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَلَمْ يَقُلْ خُذْهَا فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ وَقَالَ فِي اللَّقْطَةِ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَالْأَفْشَانُكَ بِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ اسْتَنْفَقَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَسَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ لَمْ يَقُولُوا خُذْهَا -

১৭০৫। ইবনুস-সারহি (র) ... মালিক (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো আছে : এর পেটে সংরক্ষিত পানি আছে, সে পানিতে যেতে পারবে এবং গাছপালা ভক্ষণ করতে পারবে। আর তিনি (রাবী) হারানো বকরী সম্পর্কে বলেননি : তা আবদ্ধ করে রাখ। আর তিনি লুকতা বা হারানো প্রাপ্ত সম্পর্কে বলেছেন, এতদসম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাকবে। ইত্যবসরে যদি এর মালিক আসে তবে তাকে তা প্রদান করবে; অন্যথায় তোমার যা খুশী করবে। অনন্তর তাতে “ইসতানফিক” শব্দটি নাই। আবু দাউদ বলেন, আছ-ছাওরী, সুলাইমান ইব্ন বিলাল ও হাম্মাদ ইব্ন সালামা এ হাদীছ রবীআর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু তাদের বর্ণনায় “খুযহা” শব্দ নেই।

১৭.৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْنَى قَالَ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عَثْمَانَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

الْجُهَنِيِّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً
فَإِنْ جَاءَ بِأَعْيُهَا فَأَدَمَّا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَ هَا ثُمَّ كُلَّهَا فَإِنْ جَاءَ
بِأَعْيُهَا فَأَدَمَّا إِلَيْهِ -

১৭০৬। মহাম্মাদ ইব্ন রাফে (র) ... যায়েদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে
বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে লুক্‌তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে
তিনি বলেন : তুমি ঐ সম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাকবে। ইতিমধ্যে যদি এর
মালিক এসে যায় তবে তাকে তা ফেরত দিবে। অন্যথায় তুমি এর খলি ও মুখবন্ধনী চিনে
রাখ। অতঃপর নিজে তা ব্যবহার করবে। পরে যদি এর মালিক আসে তবে তা তাকে
ফেরত দিবে।

۱۷.۷ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ
عَبَادِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ
بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ
حَدِيثِ رَبِيعَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ تَعْرِفُهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتُهَا
إِلَيْهِ وَإِلَّا عَرَفْتَ وَكَاءَ هَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ أَقْبِضُهَا فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا
فَادْفَعُهَا إِلَيْهِ -

১৭০৭। আহমাদ ইব্ন হাফস (র) ... যায়েদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয় ... রাবীআর
বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ ? এবং বলেছেন : রাসূলুল্লাহ (স)-কে লুক্‌তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা
হলে তিনি বলেন : এর সম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাকবে। ইতিমধ্যে যদি এর
মালিক আসে তবে তা তাকে ফেরত দিবে। আর মালিক যদি না আসে তবে তুমি ঐ খলি ও
মুখবন্ধন চিনে রাখ। অতঃপর নিজের মালের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। এর পরেও যদি এর
মালিক আসে তবে তা তাকে প্রত্যর্পণ করবে।

۱۷.۸ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
وَرَبِيعَةَ بِإِسْنَادٍ قُتَيْبِيَّةٍ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيهِ فَإِنْ جَاءَ بِأَعْيُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا
فَادْفَعُهَا إِلَيْهِ وَقَالَ حَمَادٌ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ
الَّتِي زَادَ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَبِيعَةُ
إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصُهَا وَوَكَّاءُ هَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٌ فَعَرَفَ
عِفَاصُهَا وَوَكَّاءُ وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيْضًا قَالَ عَرَفَهَا سَنَةً وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَفَهَا سَنَةً -

১৭০৮। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ... ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ ও রাবীআ (র) রাবী কুতায়বা
বর্ণিত হাদীছের সনদ ও বিষয়বস্তুর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আরও বর্ণনা
করেছেন : যদি এর অনুসন্ধানকারী (মালিক) এসে যায় এবং এর থলি ও পরিমাণ সম্পর্কে
ঠিকভাবে বলতে পারে তবে তা তাকে ফেরত দিবে।

রাবী হাম্মাদ ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার হতে, তিনি আমর ইব্ন শূআয়েব হতে, তিনি
পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম
হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ ...।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন : রাবী হাম্মাদ ইব্ন সালমা, সালামা ইব্ন কুহায়েল,
ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমারের হাদীছের মধ্যে যা অতিরিক্ত বর্ণনা
করছেন তা হল : যদি এর মালিক এসে যায় এবং সে তার থলি ও মুখবন্ধনী চিনতে পারে।
আর রাবী উকবা ইব্ন সুওয়ায়েদ, যিনি তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে, একইরূপ বর্ণনা করেছেন: “এক বছর যাবত ঐ প্রাপ্ত মাল
সম্পর্কে ঘোষণা দিতে থাকবে।” আর হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-ও নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাতে আছে : “ঐ প্রাপ্ত মাল
সম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাকবে।”

۱۷.۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ
اسْمَعِيلَ نَا وَهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدِ الْمَعْنِيِّ عَنِ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ
مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لِقْطَةً فَلْيَشْهَدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ
وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيُرِدْهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ -

১৭০৯। মুসাদ্দাদ (র) ... ইয়াদ ইব্ন হিমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি লুকতা প্রাপ্ত হয় সে যেন একজন সত্যবাদী লোককে এব্যাপারে সাক্ষী রাখে অথবা দুই জনকে। আর সে যেন তা গোপন বা আত্মসাৎ না করে। যদি সে এর মালিককে পেয়ে যায় তবে তাকে তা ফেরত দিবে। অন্যথায় তা আল্লাহ তাআলার মাল, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন -- (নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১৭১. - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعْلَقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بَقِيَّةً مِنْ نَيْ حَاجَةٍ غَيْرَ مَتَّخِذٍ خَبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيئِينَ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنِّ فَعَلِيهِ الْقَطْعُ وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ وَالْأَيْلِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَيْتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَلَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ -

১৭১০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বৃক্ষ ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : যদি কেউ তা খায় এবং সে যদি অভাবী হয়, আর সে তা লুকিয়ে না নেয় তবে এজন্য তার কোন গুনাহ নাই। আর যদি কেউ তা লুকিয়ে নিয়ে যায়— তবে জরিমানাস্বরূপ তার নিকট হতে দ্বিগুণ আদায় করা হবে এবং উপরোক্ত শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর যদি কেউ খেজুর চুরি করে — এমতাবস্থায় যে, তা বৃক্ষ হতে কেটে খলিয়ানে শুকাতে দেওয়া হয়েছে এবং ঐ চুরিকৃত খেজুরের মূল্য একটি বর্মের মূল্যের সম পরিমাণ হয়— তবে তার হাত কাটা যাবে। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ ইব্ন আমর) হারানো প্রাপ্ত বকরী ও উটের কথা বর্ণনা করেছেন, যেমন অন্য রাবী (যায়েদ ইব্ন খালিদ) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাঁকে (স) লুকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : যা কিছু জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় বা জনপদে পাওয়া যায় — সে সম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে হবে। যদি এর মালিক এসে যায় তবে তা তাকে প্রদান করতে হবে। আর যদি না আসে তবে তা তোমার জন্য। আর যে লুকতা জনপদের বাইরে এবং যমীনের মধ্যে যে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, তার যাকাত হল এক-পঞ্চমাংশ — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

১৭১১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَالِدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ قَالَ فَاجْمَعَهَا -

১৭১১। মুহাম্মাদ ইব্বনুল আলা (র) ... আমার ইব্বন শুআয়েব (র) হতে এই সনদে ... পূর্বাঙ্ক হাদীছের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে আরও আছে : নবী করীম (স) হারানো বকরী ধরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৭১২ - حَدَّثَنَا مَسَدُّ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ بِهَذَا بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ خَذَهَا قَطٌّ وَكَذَا قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَعَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخُذَهَا -

১৭১২। মুসাদ্দ (র) ... আমার ইব্বন শুআয়েব (র) থেকে এই সনদে পূর্বাঙ্ক হাদীছের অনুরূপ ...। রাবী তাঁর হাদীছে আরো উল্লেখ করেছেন যে, হারানো প্রাপ্ত বকরী তোমার জন্য, অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য, অন্যথায় তা নেকড়ে বাঘের জন্য। কাজেই তুমি তা ধরে রাখ।

রাবী আয়ুব, যাকুব ইব্বন আতা হতে, তিনি আমার ইব্বন শুআয়েব হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন : তুমি তা ধরে রাখ।

১৭১৩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ أَدْرِيسَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ فِي ضَالَّةِ الشَّاءِ فَاجْمَعَهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بِأَغْيَاهَا -

১৭১৩। মুসা ইব্বন ইসমাইল (র) ... আমার ইব্বন শুআয়েব (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদার সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে পূর্বাঙ্ক হাদীছের অনুরূপ ...। হারানো প্রাপ্ত বকরী সম্পর্কে তিনি বলেছেন : তুমি তা ধরে হেফায়ত কর, যতক্ষণ না এর অনুসন্ধানকারী (মালিক) আসে।

১৭১৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عَلِيَّ

بَنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا فَاتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ رِزْقُ اللَّهِ فَآكَلْ مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَ عَلَى وَفَاطِمَةَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ آتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ .

১৭১৪। মুহাম্মাদ ইব্বনুল আলা (র) ... আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। আলী ইব্বন আবু তালিব (রা) পশ্চিমধ্যে পতিত কিছু দীনার পান। তিনি তা হযরত ফাতিমা (রা)-র নিকট নিয়ে এলে তিনি সেই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন : তা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া ভক্ষণ করেন এবং আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)-ও ভক্ষণ করেন। এর কিছু পর এক মহিলা আগমন করে, যে হারানো দীনার অনুসন্ধান করছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আলী! তুমি তার দীনার পরিশোধ কর।

۱۷۱۵ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ نَا وَكَيْعٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ اتَّقَطَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ عَلِيٌّ فَقَطَعَ مِنْهُ قَيْرَاطَيْنِ فَاشْتَرَى بِهِ لَحْمًا .

১৭১৫। আল-হায়ছাম ইব্বন খালিদ আল জুহানী (র) ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি পশ্চিমধ্যে কিছু পতিত দীনার প্রাপ্ত হন এবং তা দিয়ে কিছু আটা ক্রয় করেন। আটা বিক্রেতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জামাতা হিসাবে চিনিতে পেরে দীনার তাঁকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর আলী (রা) তা গ্রহণ করে তা ভাঙিয়ে দুই কিরাতের গোশত খরিদ করেন।

۱۷۱۶ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ التَّنِيسِيِّ أَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ نَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنُ وَحُسَيْنُ يَبْكِيَانِ فَقَالَ مَا يَبْكِيهِمَا قَالَتِ الْجُوعُ فَخَرَجَ عَلَى فَوْجَدٍ دِينَارًا بِالسُّوقِ فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ وَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ أَذْهَبَ إِلَى فُلَانِ الْيَهُودِيِّ فَخُذْنَا دَقِيقًا فَجَاءَ الْيَهُودِيُّ فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَنْتَ

خَتْنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخَذَ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ
فَخَرَجَ عَلَيَّ حَتَّى جَاءَ بِهِ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ اإِذْهَبْ إِلَى فُلَانِ الْجَزَّارِ
فَخَذْنَا بِدِرْهِمٍ لِحِمَا فذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهِمٍ لَحْمٍ فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنْتُ وَنَصَبْتُ
وَخَبِرْتُ وَأَرْسَلْتُ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْكَرُكَ فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا
حَلَالًا أَكَلْنَاهُ وَأَكَلْتِ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا قَالَ كَلُوا بِسْمِ اللَّهِ فَأَكَلُوا فَبَيْنَا هُمْ
مَكْنَهُمْ إِذْ غَلَامٌ يَنْشُدُ اللَّهَ وَالْأَسْلَامَ الدِّينَارَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَدَعِيَ لَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَكَ أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ بِالدِّينَارِ وَدِرْهِمِكَ عَلَيَّ فَأَرْسَلْ بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ -

১৭১৬। জাফর ইবন মুসাফির (র) ... সাহুল ইবন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। আলী ইবন আবু তালিব (রা) ফাতিমা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে ক্রন্দনরত দেখতে পান। তিনি তাদের কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ফাতিমা (রা) বলেন, তাঁরা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে কাঁদছে। আলী (রা) ঘর হতে বের হয়ে যান এবং বাজারে একটি দীনার পতিতাবস্থায় পান। তিনি তা ফাতিমা (রা)-র নিকট নিয়ে আসেন এবং তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি (ফাতিমা) বলেন, এটা নিয়ে আপনি অমুক যাহুদীর নিকট যান এবং আমাদের জন্য কিছু আটা খরিদ করে আনুন। অতঃপর তিনি (আলী) উক্ত যাহুদীর নিকট গিয়ে তা দিয়ে আটা খরিদ করেন। ঐ যাহুদী বলে : আপনি তো ঐ ব্যক্তির জামাতা — যিনি বলেন যে, “তিনি আল্লাহর রাসূল”। আলী (রা) বলেন : হাঁ। তখন যাহুদী বলে, আপনি আপনার দীনার ফেরত নেন, আর এই আটাও (বিনা মূল্যে) নিয়ে যান। অতঃপর আলী (রা) তা নিয়ে ফাতিমা (রা)-র নিকট ফিরে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন। ফাতিমা (রা) আলী (রা)-কে বলেন, আপনি এখন অমুক কসাইয়ের নিকট যান এবং আমাদের জন্য এক দিরহামের গোশত খরিদ করে আনুন। তখন তিনি গমন করেন এবং দীনারটি বন্ধক রেখে এক দিরহাম মূল্যের গোশত খরিদ করেন। অতঃপর তিনি তা নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ফাতিমা (রা) আটার রুটি তৈরী করেন এবং গোশত পাকানোর জন্য চুলার উপর হাঁড়ি বসান এবং নবী করীম (স)-কে খবর দেন। তিনি (স) তাঁদের নিকট আগমন করেন। ফাতিমা (রা) বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখন আমি আপনার নিকট

দীনারের ঘটনা ব্যক্ত করব। যদি আপনি তা আমাদের জন্য হালাল মনে করেন, তবে আমরা তা ভোগ করব এবং আমাদের সাথে আপনিও তা খাবেন। আর ব্যাপার এইরূপ। সবকিছু শব্ণের পর তিনি বলেন : তোমরা সকলে তা “বিসমিল্লাহ্” বলে ভক্ষণ কর। তাঁরা সকলে তা আহা করছিলেন, এমন সময় এক যুবক আল্লাহ্ ও ইসলামের নামে শপথ উচ্চারণ পূর্বক দীনারের অন্ত্রেষণ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকার নির্দেশ দেন এবং তাকে ঐ দীনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, তা আমার নিকট হতে বাজারে হারিয়ে গিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আলী! তুমি ঐ কসাইয়ের নিকট যাও এবং তাকে বল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনাকে দীনারটি আমার নিকট ফেরত দিতে বলেছেন এবং আপনার দিরহাম তিনি দেবেন। কসাই ঐ দীনারটি ফেরত দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা ঐ যুবককে ফেরত দেন।

১৭১৭ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالْحَبْلِ وَالسُّوْطِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ الْمُغِيرَةَ أَبِي سَلْمَةَ بِإِسْنَادِهِ وَرَوَاهُ شَبَابَةُ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ جَابِرٍ قَالَ كَانُوا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৭১৭। সুলায়মান ইব্ন আব্দুর রহমান (র) ... জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লাঠি, রশি, চাবুক এবং অনুরূপ পতিত বস্তু ব্যবহারের অনুমতি দেন।

১৭১৮ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَالَّةٌ الْإِئِيلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا -

১৭১৮। মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হারানো প্রাপ্ত উটের হুকুম হল — যদি কেউ তা প্রাপ্তুর পর গোপন করে তবে তাকে জরিমানাস্বরূপ ঐ উটের সাথে অনুরূপ আরো একটি উট প্রদান করতে হবে।

১৭১৭ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ التَّمِيمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اللَّقْطَةِ الْحَاجِّ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ وَهَبٍ يَعْنِي فِي لُقْطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبَهَا قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرُو -

১৭১৯। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন উছমান আত-তায়মী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হজ্জের সময় হাজ্জীদের হারানো বস্তু তুলে নিতে নিষেধ করেছেন। আহমাদ — ইব্ন ওহাব হতে হজ্জের মৌসুমে পতিত মাল (লুক্তা) সম্পর্কে বলেছেন, তা পতিত অবস্থায় থাকতে দিবে যেন তার মালিক তা পেতে পারে — (মুসলিম, নাসাঈ)।

১৭২ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقْرِ وَفِيهَا بَقْرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ مَا هَذِهِ قَالَ لَحَقْتُ بِالْبَقْرِ لَا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ فَقَالَ جَرِيرٌ أَخْرَجُوهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ -

১৭২০। আমর ইব্ন আওন (র) ... আল-মুনযির ইব্ন জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাওয়াজ নামক স্থানে জারীর (রা)-র সাথে ছিলাম। রাখাল গরুর পালসহ উপস্থিত হলে তার মধ্যে বাইরের একটি গরুও ছিল। জারীর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, এটা কোথা থেকে এলো? রাখাল বলল, আমাদের গরুর সাথে এসে যোগ দিয়েছে, কে তার মালিক জানি না। জারীর (রা) বলেন, পাল থেকে এটা বের করে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই হারানো পশুকে আশ্রয় দেয় — (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মুসলিম)।



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ